মুসলিম শরীফ

ষষ্ঠ খণ্ড

ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ
আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র)

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

كِتَابُ الأَشْرِبَةِ

অধ্যায় ঃ পানীয় দ্রব্য

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

অধ্যায় ঃ পানীয় দ্রব্য

١٩٤- بَابُ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ وَبَيَانُ أَنَّهَا تَكُوْنُ مِنْ عَصِيْرِ الْعِنَبِ وَمِنَ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالزَّبِيْبِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يُسْكِرُ-

১৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ মদ হারাম এবং আঙ্গুরের রস, কাঁচা-পাকা খেজুর এবং কিসমিস ইত্যাদি থেকে তৈরি পানীয় যা নেশাগ্রস্ত করে, তার বর্ণনা

٤٩٦٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيْهِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ قَالَ أَصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ مَغْنَمٍ يَوْمَ بَدْرٍ وَأَعْطَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَارِفًا أُخْرَى فَأَنَخْتُهُمَا يَوْمًا عِنْدَ بَابِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْخِرًا لِأَبِيْعَهُ وَمَعِيْ صَائِغٌ مِنْ بَنِيْ قَيْنُقَاعَ فَأَسْتَعِيْنَ بِهِ عَلَى وَلِيْمَةِ فَاطِمَةَ وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَشْرَبُ فِيْ ذٰلِكَ الْبَيْتِ مَعَهُ قَيْنَةٌ تُغَنِّيْهِ فَقَالَتْ أَلَا يَا حَمْزَةُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ فَثَارَ إِلَيْهِمَا حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ فَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ وَمِنَ السَّنَامِ قَالَ قَدْ جَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا فَذَهَبَ بِهَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ عَلِيٌّ فَنَظَرْتُ إِلَى مَنْظَرٍ أَفْظَعَنِيْ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ فَخَرَجَ وَمَعَهُ زَيْدٌ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَدَخَلَ عَلَى حَمْزَةَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ فَرَفَعَ حَمْزَةُ بَصَرَهُ فَقَالَ هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيْدٌ لِآبَائِيْ فَرَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَهْقِرُ حَتَّى خَرَجَ عَنْهُمْ-

৪৯৬৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া-তামীমী (র)..... আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে বদর দিবসে আমি গণীমত (যুদ্ধলব্ধ মাল) থেকে একটি বয়স্কা উটনী পেয়েছিলাম।

আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে আর একটি বয়স্কা উটনী দিয়েছিলেন। একদিন আমি জনৈক আনসারী ব্যক্তির দরজার সামনে সে দু'টি বসিয়ে রাখলাম। আমার ইচ্ছা ছিল, সে দু'টির পিঠে করে কিছু ইযখির ঘাস বয়ে আনবো, আর তা বিক্রয় করে ফাতিমা (রা)-এর ওলীমায় সাহায্য নিব। আমার সাথে ছিল বনূ কায়নুকা গোত্রের জনৈক স্বর্ণকার। হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) সে বাড়িতেই মদ্যপান করছিল। তার সাথে ছিল একজন গায়িকা। সে (তার গানের মধ্যে) বললো ঃ الا يا حمزة للشرف النواء অর্থাৎ হে হামযা! হৃষ্টপুষ্ট উটনী দু'টির কাছে যাও (এবং তোমার মেহমানদের জন্য তা যবেহ্ কর)। এরপর হামযা ও দু'টির কাছে তরবারিসহ ছুটে গেল। পরে দু'টিরই কুঁজ কেটে ফেললো এবং তাদের পিছন দিক ফেঁড়ে ফেললো। এরপর সে এ দু'টির কলিজা বের করে নিল। আমি ইব্ন শিহাবকে বললাম, তিনি কুঁজ দু'টি কি করলেন? তিনি বললেন, কুঁজ দু'টি কেটে সাথে নিয়ে গেলেন। ইব্ন শিহাব বলেন, আলী (রা) বলেন, এ মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট গেলাম। তাঁর কাছে ছিল যায়দ ইব্ন হারিসা। তারপর আমি তাঁকে সমস্ত ঘটনা অবহিত করলাম। তিনি যায়দকে সাথে নিয়ে বের হলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে চললাম। হামযার কাছে গিয়ে তিনি তাকে কিছু কড়া কথা বললেন। হামযা চোখ তুলে বললো, তোমরা তো আমার বাবার গোলাম বৈ কিছু নও। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পশ্চাৎ দিকে ফিরে আসলেন। এমনকি তিনি তাদের কাছ থেকে বেরিয়ে আসলেন।

٤٩٦٥- وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৪৯৬৫. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... ইব্ন জুরায়জ (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٩٦٦- وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ أَبُو عُثْمَانَ الْمِصْرِيُّ وَقَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ ابْنُ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْخُمُسِ يَوْمَئِذٍ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَاعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاغًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ يَرْتَحِلُ مَعِي فَنَأْتِيَ بِإِذْخِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ فَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مَتَاعًا مِنَ الْأَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ وَشَارِفَايَ مُنَاخَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَجَمَعْتُ حِينَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ فَإِذَا شَرِفَيَّ قَدِ اجْتُبَّتْ أَسْنِمَتُهُمَا وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا فَلَمْ أَملِكْ عَيْنَيَّ حِينَ رَأَيْتُ ذٰلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا قُلْتُ مَنْ فَعَلَ هٰذَا قَالُوا فَعَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ فِي هٰذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ مِنَ الْأَنْصَارِ غَنَّتْهُ قَيْنَةٌ وَأَصْحَابُهُ فَقَالَتْ فِي غِنَائِهَا أَلاَ يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ فَقَامَ حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ فَاجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا

فَقَالَ عَلِيٌّ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ قَالَ فَعَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ وَجْهِيَ الَّذِيْ لَقِيْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَالَكَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَارَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَيَّ فَاجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَهَاهُوَذَا فِيْ بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ قَالَ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِرِدَائِهِ فَارْتَدَاهُ ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِيْ وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتَّى جَاءَ الْبَابَ الَّذِيْ فِيْهِ حَمْزَةُ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنُوْا لَهُ فَإِذَاهُمْ شَرْبٌ فَطَفِقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَلُوْمُ حَمْزَةَ فِيْمَا فَعَلَ وَإِذَا حَمْزَةُ مُحْمَدَةٌ عَيْنَاهُ فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى سُرَّتِهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ فَقَالَ حَمْزَةُ وَهَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيْدٌ لِأَبِيْ فَعَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ ثَمِلٌ فَنَكَصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرَى وَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ-

وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُهْزَاذَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৪৯৬৬. আবূ বাকর ইব্‌ন ইস্‌হাক (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, বদরের দিন আমার জন্য গণীমত থেকে আমার অংশে একটি বয়স্কা উটনী ছিল। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেদিন এক-পঞ্চমাংশ থেকে আমাকে আর একটি বয়স্কা উটনী দিয়েছিলেন। আমি যখন রাসূল-তনয়া ফাতিমা-এর সঙ্গে বাসর যাপনের ইচ্ছা করলাম, তখন বানূ কায়নুকা গোত্রের জনৈক স্বর্ণকার ও আমি পরস্পর ওয়াদাবদ্ধ হলাম। সে আমার সঙ্গে যাবে আর আমরা (দু'জনে) ইযখির (ঘাস) নিয়ে আসবো। আমি ইচ্ছা করলাম, এগুলি স্বর্ণকারদের নিকট বিক্রয় করে তা দিয়ে আমার বিবাহের ওলীমার ব্যাপারে সাহায্য নিব। আমি উট দু'টির জন্য জিন, থলে এবং রশি ইত্যাদি জিনিস সংগ্রহ করছিলাম। আর আমার উট দু'টি জনৈক আনসারী ব্যক্তির ঘরের পাশে বসানো ছিল। আমিও যা সংগ্রহ করবার সংগ্রহ করলাম। এমন সময় হঠাৎ দেখি সে দু'টির কুঁজ কেটে ফেলা হয়েছে, পিছনের দিক ফেঁড়ে ফেলা হয়েছে এবং উভয়ের কলিজা বের করে নেয়া হয়েছে। আমি আমার দু'চোখে এ দৃশ্য সহ্য করতে পারলাম না। আমি বলে উঠলাম, এ কাজ কোন্ ব্যক্তি করলো? লোকেরা বললো, হামযা ইব্‌ন আব্‌দুল মুত্তালিব। সে এ বাড়িতে আনসারদের একদল সুরাপায়ীর মধ্যে আছে। তাকে ও তার সাথীদেরকে গান শুনাচ্ছিল এক গায়িকা। সে তার গানে বললো ঃ أَلَا يَاحَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ অর্থাৎ হে হামযা! তুমি মোটাসোটা উট দু'টির কাছে যাবে কি? পরে হামযা তলোয়ার নিয়ে উঠলো, উট দু'টির কুঁজ কেটে ফেললো, পিছনের দিক ফেঁড়ে ফেললো এবং কলিজা বের করে নিলো। আলী (রা) বলেন, অবশেষে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে গেলাম। তাঁর কাছে ছিল যায়দ ইব্‌ন হারিসা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার চেহারার অবস্থা দেখে বুঝতে পারলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমার কি হয়েছে? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র শপথ, আজকের মত দিন আমি আর কখনও দেখিনি! হামযা আমার উট দু'টির উপর চড়াও হয়ে উভয়ের কুঁজ দুটি কেটে ফেলেছে, পিছনের দিক ফেঁড়ে ফেলেছে (এবং কলিজা বের করে নিয়েছে) সে ঐ বাড়িতে আছে আর তার সঙ্গে আছে সুরাপায়ীর এক দল।

তিনি বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর চাদর নিয়ে আসতে বললেন। পরে তা পরিধান করে হেঁটে চললেন। আমি এবং যায়দ ইব্ন হারিসা তাঁর পিছনে পিছনে চললাম। অবশেষে তিনি হামযা যে ঘরে ছিল, সে ঘরের দরজায় এসে অনুমতি চাইলেন। তারা তাঁকে অনুমতি দিল। তিনি প্রবেশ করেই দেখতে পেলেন সুরাপায়ীর দল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হামযার কৃতকর্মের জন্য তাকে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। হঠাৎ হামযার চোখ দু'টি লাল হয়ে গেলো। সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দিকে তাকালো। এরপর সে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো তাঁর হাঁটুর দিকে, তারপর আরো উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো তাঁর নাভীর দিকে, এরপর দৃষ্টি তুললো তাঁর চেহারার দিকে। তারপর হামযা বললো, তোমরা তো আমার পিতার গোলাম বৈ কিছুই নও। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন বুঝতে পারলেন সে নেশাগ্রস্ত, তখন তিনি পিছনে হেঁটে বের হয়ে পড়লেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে বের হলাম।

মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন কুহ্যায (র)..... যুহরী (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٩٦٧- حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ) قَالَ أَخْبَرَ ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فِي بَيْتِ أَبِي طَلْحَةَ وَمَا شَرَابُهُمْ إِلاَّ الْفَضِيخُ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي فَقَالَ اُخْرُجْ فَانْظُرْ فَخَرَجْتُ فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي أَلاَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ قَالَ فَجَرَتْ فِي سِكَاكِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ اُخْرُجْ فَأَهْرِقْهَا فَهَرَقْتُهَا فَقَالُوا أَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ قُتِلَ فُلاَنٌ قُتِلَ فُلاَنٌ وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ قَالَ فَلاَ أَدْرِي هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ-

৪৯৬৭. আবূ রবী সুলায়মান ইব্ন দাউদ আতাকী (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মদ হারাম হওয়ার দিন আমি আবূ তালহার বাড়িতে লোকদের মদ্যপান করাচ্ছিলাম। তারা শুকনো ও কাঁচা খেজুরের মদ্যপান করতো। হঠাৎ শুনতে পেলাম এক ব্যক্তি ঘোষণা দিচ্ছে। তিনি বললেন, বের হয়ে দেখ। আমি বের হয়ে দেখলাম, এক ব্যক্তি ঘোষণা দিচ্ছে ঃ শুনে রাখ, মদ হারাম করা হয়েছে। তিনি বলেন, এরপর মদীনার অলিগলি দিয়ে মদের ঢল প্রবাহিত হতে থাকে। আবূ তালহা আমাকে বললেন, বের হও এবং এগুলো ঢেলে দিয়ে আস। তারপর আমি সেগুলো ঢেলে দেই। তারা সকলে বা তাদের কেউ কেউ বললেন, অমুকের সর্বনাশ! অমুকের সর্বনাশ! তাদের পেটে মদ আছে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানি না একথাও আনাস (রা)-এর হাদীসের অন্তর্ভুক্ত কিনা। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ "যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারা পূর্বে যা খেয়েছে, তাতে তাদের কোন পাপ নেই যদি তারা সাবধান হয় এবং ঈমান আনে ও সৎকাজ করে" (৫ ঃ ৯৩)।

٤٩٦٨- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَأَلُوا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْفَضِيخِ فَقَالَ مَا كَانَتْ لَنَا خَمْرٌ غَيْرُ فَضِيخِكُمْ هَذَا الَّذِي تُسَمُّونَهُ الْفَضِيخَ إِنِّي لَقَائِمٌ أَسْقِيهَا أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا أَيُّوبَ وَرِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِنَا إِذْ جَاءَ

رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ بَلَغَكُمُ الْخَبَرُ قُلْنَا لاَ قَالَ فَإِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ يَا أَنَسُ أَرِقْ هَذِهِ الْقِلاَلَ قَالَ فَمَا رَجَعُوهَا وَلاَ سَأَلُوا عَنْهَا بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ-

৪৯৬৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইয়ূব (র) ... ...আবদুল আযীয ইব্ন সুহায়ব (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, লোকেরা আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলো 'ফাযীখ' (খেজুরের তৈরি মদ) সম্বন্ধে। তিনি বললেন, তোমরা যাকে 'ফাযীখ' বলে থাক, তোমাদের এ 'ফাযীখ' ছাড়া আমাদের অন্য কোন মদ-ই ছিল না। আমি আমাদের বাড়িতে আবূ তাল্হা, আবূ আইয়ূব (রা) এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আরো কিছু সাহাবীকে মদ্যপান করাতে লিপ্ত ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললো, তোমাদের নিকট কি কোন খবর পৌঁছেছে? আমরা বললাম, না। সে বললো, মদ তো হারাম করা হয়েছে। তিনি (আবূ তালহা) বললেন, হে আনাস! এ মটকাগুলো ঢেলে দাও। তিনি বলেন, তারা উক্ত ব্যক্তির খবরের পর কোন অনুসন্ধানও করেননি, এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নও করেননি।

٤٩٦٩- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ وَأَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ إِنِّي لَقَائِمٌ عَلَى الْحَيِّ عَلَى عُمُومَتِي أَسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيخٍ لَهُمْ وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ سِنًّا فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فَقَالُوا أَكْفِأْهَا يَا أَنَسُ فَكَفَأْتُهَا قَالَ قُلْتُ لأَنَسٍ مَا هُوَ قَالَ بُسْرٌ وَرُطَبٌ قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ سُلَيْمَانُ وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا-

৪৯৬৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইয়ূব (র) ... ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি গোত্রের লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে আমার চাচাদের 'ফাযীখ' পান করাচ্ছিলাম। আর আমি তাদের সবার চেয়ে বয়সে ছোট ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি এসে বললো, মদ তো হারাম করা হয়েছে। তারা সকলে বললেন, হে আনাস! এ পাত্রগুলো উল্টিয়ে দাও। আমি সেগুলো উল্টে ফেলে দিলাম। তিনি বলেন, আমি আনাসকে বললাম, ফাযীখ কি? তিনি বললেন, কাঁচা-পাকা খেজুর (দ্বারা তৈরি মদ)। তিনি বলেন, আবূ বকর ইব্ন আনাস বলেছেন, তখন এটাই ছিল তাদের মদ। সুলায়মান বলেন, আমার কাছে এক ব্যক্তি আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (আনাস) একথাও বলেছেন।

٤٩٧٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَنَسٌ كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الأَحْيِ أَسْقِيهِمْ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ كَانَ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَأَنَسٌ شَاهِدٌ فَلَمْ يُنْكِرْ أَنَسٌ ذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعِي أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ كَانَ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ-

৪৯৭০. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আলা (র) আমাদেরকে (গ্রন্থকারকে) হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে আল-মু'তামির তার পিতা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আনাস (রা) বলেছেন, আমি গোত্রের মাঝে দাঁড়িয়ে তাদের মদ্যপান করাচ্ছিলাম। এরপর বর্ণনাকারী ইব্ন উলায়্যার অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে

তিনি বলেন, তারপর আবু বাকর ইবন আনাস বললেন, তখনকার দিনে ওটাই ছিল তাদের মদ। আনাস (রা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি একথা অস্বীকার করেননি। ইবন আবদুল আ'লা মু'তামির-এর সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : যারা তাঁর সঙ্গে ছিল তাঁদের একজন আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি আনাসকে বলতে শুনেছেন, 'তখনকার দিনে সেটাই ছিল তাদের মদ।'

٤٩٧١- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ وَأَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا دُجَانَةَ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَاخِلٌ فَقَالَ حَدَثَ خَبَرٌ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ فَأَكْفَأْنَاهَا يَوْمَئِذٍ وَإِنَّهَا لَخَلِيطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ قَالَ قَتَادَةُ وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَكَانَتْ عَامَّةُ خُمُورِهِمْ يَوْمَئِذٍ خَلِيطَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ-

৪৯৭১. ইয়াহ্ইয়া ইবন আইয়ূব (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আবূ তালহা, আবূ দুজানা ও মু'আয ইবন জাবাল (রা)-কে আনসারীদের একদল লোকের মধ্যে মদ্যপান করাচ্ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি আমাদের কাছে এসে বললো, একটি ব্যাপার ঘটেছে, মদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এরপর আমরা সেদিন পাত্রগুলো উপুড় করে ফেলে দিয়েছিলাম। সে মদ ছিল কাঁচা-পাকা মিশ্রিত খেজুরের তৈরি। কাতাদা বলেন, আনাস ইবন মালিক (রা) বলেছেন, নিশ্চয়ই মদ হারাম করা হয়েছে। তখনকার দিনে তাদের সাধারণ মদ ছিলো কাঁচা-পাকায় সংমিশ্রিত খেজুরের তৈরি।

٤٩٧٢- وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا أَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِنِّي لَأَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا دُجَانَةَ وَسُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ مِنْ مَزَادَةٍ فِيهَا خَلِيطُ بُسْرٍ وَتَمْرٍ بِنَحْوِ حَدِيثِ سَعِيدٍ-

৪৯৭২. আবূ গাস্সান আল-মিসমাঈ, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি একটি মদ্যপাত্র থেকে, যাতে কাঁচা-পাকা খেজুরের তৈরি মদ ছিল- আবূ তালহা, আবূ দুজানা ও সুহায়ল ইবন বায়দা (রা)-কে মদ্যপান করাচ্ছিলাম। অতঃপর বর্ণনাকারী সাঈদ (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٤٩٧٣- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّهْوُ ثُمَّ يُشْرَبَ وَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ-

৪৯৭৩. আবূ তাহির আহ্মদ ইবন আমর ইবন সারহ্ (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে, তিনি তাঁকে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাঁচা-পাকা খেজুর মিশিয়ে মদ তৈরি করা এবং তা পান করা থেকে নিষেধ করেছেন। যেদিন মদ হারাম করা হয়, সেদিন তা-ই ছিল তাদের সাধারণ মদ।

٤٩٧٤- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ وَتَمْرٍ فَأَتَاهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا أَنَسُ قُمْ إِلَى هٰذِهِ الْجَرَّةِ فَاكْسِرْهَا فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ-

৪৯৭৪. আবূ তাহির (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ্, আবূ তালহা ও উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-কে মদ্যপান করাচ্ছিলাম, যা ছিল কাঁচা ও শুকনো খেজুর দ্বারা তৈরি। এরপর জনৈক আগন্তুক এসে বললো, মদ তো নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আবূ তালহা (রা) বললেন, হে আনাস! তুমি এই কলসটির কাছে গিয়ে সেটি ভেঙে ফেল। আমি আমাদের মিহ্‌রাসটির (ছিদ্রযুক্ত পাথর) কাছে গেলাম এবং কলসটাকে ওর নিম্নাংশ দ্বারা আঘাত করলাম। ফলে সেটি ভেঙে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল।

٤٩٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي الْحَنَفِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ لَقَدْ أَنْزَلَ اللّٰهُ الْآيَةَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ فِيهَا الْخَمْرَ وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يُشْرَبُ إِلَّا مِنْ تَمْرٍ-

৪৯৭৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)..... জা'ফর (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে আয়াতে মদ হারাম করেছেন, সেটি এমন সময় নাযিল করেছেন, যখন মদীনায় খেজুরের মদ্যপান করা হতো।

١٩٥- بَابُ تَحْرِيمِ تَخْلِيلِ الْخَمْرِ-

১৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ মদদ্বারা সিরকা প্রস্তুত করা নিষেধ

٤٩٧٦- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا فَقَالَ لَا-

৪৯৭৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-কে মদ দ্বারা সিরকা প্রস্তুত করা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, না।

١٩٦- بَابُ تَحْرِيمِ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ وَبَيَانِ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ-

১৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ মদদ্বারা চিকিৎসা করা হারাম এবং তা ঔষধ হতে পারে না

٤٩٧٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ مُثَنًّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّ طَارِقَ بْنَ

سُوَيْدٍ الْجُعْفِيُّ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا فَقَالَ إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ-

৪৯৭৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... ওয়ায়ল আল-হাযরামী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তারিক ইব্‌ন সুওয়ায়দ জু'ফী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাঁকে নিষেধ করলেন, অথবা মদ প্রস্তুত করাকে খুব খারাপ মনে করলেন। তিনি [তারিক (রা)] বললেন, আমি তো ঔষধ প্রস্তুত করার জন্য মদ বানাই। তিনি বললেন ঃ এটি তো (রোগ নিরাময়ক) ঔষধ নয়, বরং এটি নিজেই রোগ।

١٩٧- بَابُ بَيَانِ أَنَّ جَمِيعَ مَا يُنْبَذُ مِمَّا يُتَّخَذُ مِنَ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ يُسَمَّى خَمْرًا-

১৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ খেজুর ও আঙ্গুর থেকে যা কিছু পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয়, তাই মদ নামে অভিহিত হওয়ার বর্ণনা

٤٩٧٨- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ ابْنُ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ أَبَا كَثِيرٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ-

৪৯৭৮. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মদ হয় এই দু'টি বৃক্ষ থেকে ঃ খেজুর ও আঙ্গুর বৃক্ষ।

٤٩٧٩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ-

৪৯৭৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে শুনেছেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, মদ হয় ঐ দু'টি বৃক্ষ থেকে ঃ খেজুর ও আঙ্গুর বৃক্ষ।

٤٩٨٠- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَعِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَعُقْبَةَ بْنِ الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ الْكَرْمَةِ وَالنَّخْلَةِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ الْكَرْمِ وَالنَّخْلِ-

৪৯৮০. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ও আবূ কুরায়ব (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মদ হয় ঐ দু'টি বৃক্ষ থেকে ঃ আঙ্গুর ও খেজুর বৃক্ষ। আবূ কুরায়বের বর্ণনায় الكرمة والنخلة স্থলে الكرم والنخل রয়েছে।

١٩٨- بَابُ كَرَاهَةِ انْتِبَاذِ التَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ مَخْلُوْطَيْنِ

১৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ শুকনো খেজুর আর কিসমিস পানিতে একত্র করে নাবীয তৈরি করা মাকরূহ

٤٩٨١- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ ابْنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِيْ رَبَاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيْبُ وَالتَّمْرُ وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ-

৪৯৮১. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র)..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কিসমিস ও শুকনো খেজুর এবং কাঁচা-পাকা খেজুর একত্রে মিশ্রিত করতে (নাবীয তৈরি করতে) নিষেধ করেছেন।

٤٩٨٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيْبُ جَمِيْعًا وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيْعًا-

৪৯৮২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শুকনো খেজুর ও কিসমিস একত্র করে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরও নিষেধ করেছেন কাঁচা-পাকা খেজুর একত্র মিশিয়ে নাবীয তৈরি করা থেকে।

٤٩٨٣- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ لِيْ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَجْمَعُوْا بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْبُسْرِ وَبَيْنَ الزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ نَبِيْذًا-

৪৯৮৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও মুহাম্মদ রাফি (র)..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা কাঁচা-পাকা খেজুর এবং কিসমিস ও খুরমা একত্র করে নাবীয তৈরি করো না।

٤٩٨٤- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ مَوْلَى حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيْبُ وَالتَّمْرُ جَمِيْعًا وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيْعًا-

৪৯৮৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রুমহ্ (র)..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিসমিস ও খুরমা একত্র করে 'নাবীয' তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি একত্রে কাঁচা-পাকা খেজুর দিয়ে 'নাবীয' তৈরি করতেও নিষেধ করেছেন।

٤٩٨٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا وَعَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا-

৪৯৮৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুরমা ও কিসমিস একত্রে মিশাতে নিষেধ করেছেন এবং কাঁচা-পাকা খেজুরও একত্র করতে নিষেধ করেছেন।

٤٩٨٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَخْلِطَ بَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَأَنْ نَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ-

৪৯৮৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইয়ুব (র)....আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে (নাবীযে) কিসমিস ও শুকনো খেজুর এবং কাঁচা-পাকা খেজুর একত্রে মিশ্রিত করতে নিষেধ করেছেন।

٤٩٨٧- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৪৯৮৭. নাস্র ইব্ন আলী জাহ্যামী (র)..... আবূ মাস্লামা (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٤٩٨٨- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا أَوْ تَمْرًا فَرْدًا أَوْ بُسْرًا فَرْدًا-

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ أَوْ زَبِيبًا بِتَمْرٍ أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرٍ وَقَالَ مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ-

৪৯৮৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নাবীয (খেজুর বা আঙ্গুর ভেজানো পানি) পান করতে ইচ্ছুক, সে যেন কিসমিস বা শুকনো খেজুর কিংবা কাঁচা খেজুর দিয়ে পৃথক পৃথকভাবে নাবীয বানিয়ে তা পান করে।

আবূ বাক্র ইস্হাক (র)..... ইসমাঈল ইব্ন মুসলিম আবদী (র) থেকে উল্লেখিত সনদে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন, আমরা যেন কাঁচা খেজুর শুকনো খেজুরের সাথে না মিশাই অথবা কিসমিস খুরমার সাথে না মিশাই কিংবা কিসমিস কাঁচা খেজুরের সাথে না মিশাই। তিনি আরও বলেন, তোমাদের মধ্যে যে তা পান করতে ইচ্ছুক..... এরপর বর্ণনাকারী ওয়াকী (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন।

٤٩٨٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا وَلاَ تَنْتَبِذُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ-

৪৯৮৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইয়ূব (র)..... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা কাঁচা-পাকা খেজুর একত্র করে নাবীয প্রস্তুত করবে না। কিসমিস ও খুরমা একত্র করেও নাবীয তৈরি করবে না, বরং প্রত্যেকটি পৃথকভাবে পানিতে ফেলবে।

٤٩٩٠- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৪৯৯০. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)..... ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ কাসীর (রা) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٤٩٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لاَ تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا وَلاَ تَنْتَبِذُوا الرُّطَبَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا وَلَكِنِ انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ وَزَعَمَ يَحْيَى أَنَّهُ لَقِيَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ فَحَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ هَذَا-

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَيْنِ الإِسْنَادَيْنِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ الرُّطَبَ وَالزَّهْوَ وَالتَّمْرَ وَالزَّبِيبَ-

৪৯৯১. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)..... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা কাঁচা-পাকা খেজুর একত্র করে নাবীয তৈরি করবে না এবং কাঁচা খেজুর ও কিসমিস দিয়ে নাবীয তৈরি করবে না, বরং প্রত্যেকটি দিয়ে পৃথক পৃথকভাবে নাবীয তৈরি করবে। ইয়াহ্ইয়া মনে করেন যে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ কাতাদার সঙ্গে সাক্ষাত করলে তিনি তাঁর পিতার সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন।

আবূ বাক্র ইব্ন ইস্হাক (র)..... ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ কাসীর (র) থেকে উপরোক্ত দু'টি সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি কাঁচা-পাকা খেজুর এবং শুকনো খেজুর ও কিসমিসের কথা উল্লেখ করেছেন।

٤٩٩٢- وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى

عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ وَقَالَ انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ-

৪৯৯২. আবূ বাকর ইব্‌ন ইস্‌হাক (র)..... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কাঁচা ও শুকনো খেজুর একত্রে সংমিশ্রণ করা থেকে এবং কিসমিস ও শুকনো খেজুর সংমিশ্রণ করা থেকে এবং কাঁচা-পাকা খেজুর সংশ্রিণ করা থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রত্যেকটির দ্বারা পৃথকভাবে নাবীয তৈরি কর।

٤٩٩٣- قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ-

৪৯৯৩. ইয়াহ্‌ইয়া (র) বলেন, আমার কাছে আবূ সালামা ইব্‌ন আব্‌দুর রাহমান (র) আবূ কাতাদা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٩٩٤- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالتَّمْرِ وَقَالَ يُنْتَبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ-

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ وَهُوَ أَبُو كَثِيرٍ الْغُبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ-

৪৯৯৪. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও আবূ কুরায়ব (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিসমিস ও শুকনো খেজুর এবং কাঁচা ও শুকনো খেজুর (একত্রে মিশ্রিত করে নাবীয তৈরি করা) থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রত্যেকটি দিয়ে পৃথকভাবে নাবীয করা যেতে পারে।

যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন..... এরপর বর্ণনাকারী অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٤٩٩٥- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا وَأَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ جُرَشَ يَنْهَاهُمْ عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ-

قَالَ وَحَدَّثَنِيهِ وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ-

৪৯৯৫. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ শুকনো খেজুর ও কিসমিস একত্রে এবং কাঁচা ও শুকনো খেজুর একত্র করে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি

জুরাশ (ইয়েমেনের একটি শহর)-বাসীদের পত্র লিখে তাদেরকে শুকনো খেজুর ও কিসমিসের সংমিশ্রণে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেন।

বর্ণনাকারী বলেন, আমাকে ওয়াহব ইব্‌ন বাকিয়া খালিদ তাহ্‌হান (র)-এর সূত্রে শায়বানী থেকে (র) উপরোক্ত সনদে শুকনো খেজুর ও কিসমিসের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি (ওয়াহব) কাঁচা ও শুকনো খেজুরের কথা উল্লেখ করেননি।

٤٩٩٦- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا وَالتَّمْرُ الزَّبِيبُ جَمِيعًا

৪৯৯৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলতেন, কাঁচা-পাকা খেজুর একত্রে এবং শুকনো খেজুর ও কিসমিস একত্রে নাবীয বানাতে নিষেধ করা হয়েছে।

٤٩٩٧- وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا-

৪৯৯৭. আবূ বাকর ইব্‌ন ইস্‌হাক (র)..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাঁচা-পাকা খেজুর একত্রে এবং শুকনো খেজুর ও কিসমিস একত্রে নাবীয নাবীয বানাতে নিষেধ করা হয়েছে।

١٩٩- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الانْتِبَاذِ فِي الْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَبَيَانُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ وَأَنَّهُ الْيَوْمَ حَلَالٌ مَا لَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا-

১৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ মুযাফ্‌ফাত[১], দুব্বা[২] হানতাম[৩] ও নাকীর[৪] ইত্যাদিতে নাবীয তৈরি করার নিষেধাজ্ঞা এবং এ হুকুম রহিত হওয়া আর নেশা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত এগুলো বৈধ হওয়ার বর্ণনা

٤٩٩٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ-

৪৯৯৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুব্বা ও মুযাফ্‌ফাতে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

---

১. আলকাতরা লেপানো এক জাতীয় পাত্র, যাতে সুরা তৈরি করা হতো।

২. কদুর শুকনো খোল-এর পাত্র, যাতে মদ তৈরি করা হতো।

৩. সবুজ রং-এর কলসী, যাতে সুরা তৈরি করা হতো।

৪. খেজুর গাছের গোড়ালী দিয়ে তৈরি বিশেষ পাত্র।

٤٩٩٩- وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ قَالَ وَأَخْبَرَهُ أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلاَ فِي الْمُزَفَّتِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاجْتَنِبُوا الْحَنْتَمَ-

৪৯৯৯. আমরুন-নাকিদ (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুব্বা ও মুযাফ্ফাতে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আবূ সালামা (র)-ও তাকে জানিয়েছেন, তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা দুব্বা ও মুযাফ্ফাতে নাবীয তৈরি করো না। তারপর আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, হান্তাম-এর ব্যবহার থেকেও তোমরা দূরে থাক।

٥٠٠٠- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ قَالَ قِيلَ لأَبِي هُرَيْرَةَ مَا الْحَنْتَمُ قَالَ الْجِرَارُ الْخُضْرُ-

৫০০০. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মুযাফ্ফাত, হানতাম ও নাকীর (ইত্যাদিতে নবীয তৈরি করা) থেকে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আবূ হুরায়রা (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, হানতাম কি? তিনি বললেন, সবুজ রং-এর কলসী।

٥٠٠١- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْحَنْتَمُ الْمَزَادَةُ الْمَجْبُوبَةُ وَلَكِنِ اشْرَبْ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ-

৫০০১. নাস্র ইবন আলী জাহ্যামী (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আবদুল কায়েসের প্রতিনিধি দলকে বলেছেন, আমি তোমাদেরকে দুব্বা, হানতাম, নাকীর ও মুকাইয়ার থেকে নিষেধ করছি। হান্তাম এবং মাথা কাটা চামড়ার পাত্র থেকে। তবে তুমি তোমার চামড়ার তৈরি পাত্র থেকে (নাবীয) পান কর আর এর মুখ বন্ধ রাখ।

٥٠٠٢- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ هَذَا حَدِيثُ جَرِيرٍ وَفِي حَدِيثِ عَبْثَرٍ وَشُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ-

৫০০২. সাঈদ ইবন আমর আশ্আসী, যুহায়র ইবন হারব ও বিশর ইবন খালিদ (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুব্বা ও মুযাফ্ফাতে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। এ হলো জারীর (র) বর্ণিত হাদীস। আবসার ও ও'বা (র)-এর হাদীসে আছে যে, নবী ﷺ দুব্বা ও মুযাফ্ফাত থেকে নিষেধ করেছেন।

٥٠٠٣- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلاَهُمَا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِلأَسْوَدِ هَلْ سَأَلْتَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبِرِينِي عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ قَالَتْ نَهَانَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ نَنْتَبِذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَمَا ذَكَرَتِ الْحَنْتَمَ وَالْجَرَّ قَالَ إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ أُحَدِّثُكَ مَا لَمْ أَسْمَعْ-

৫০০৩. যুহায়র ইবন হারব (র)..... ইব্রাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আসওয়াদ (র)-কে বললাম, আপনি কি উম্মুল মু'মিনীনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কিসে নাবীয তৈরি করা মাকরূহ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বলেছিলাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! আমাকে বলুন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিসে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন, তিনি আমাদের আহ্লে বায়তকে নিষেধ করেছেন আমরা যেন দুব্বা ও মুযাফ্ফাতে নাবীয তৈরি না করি। ইব্রাহীম (র) বলেন, আমি আসওয়াদকে বললাম, তিনি (আয়েশা) কি হান্তাম ও কলসীর কথা উল্লেখ করেননি? তিনি বললেন, আমি যা শুনেছি, তাই তোমার নিকট বলছি। যা শুনিনি তাও কি তোমার নিকট বলতে হবে?

٥٠٠٤- وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ-

৫০০৪. সাঈদ ইবন আম্র আশ্আসী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ দুব্বা ও মুযাফ্ফাত থেকে নিষেধ করেছেন।

٥٠٠٥- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ وَحَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ-

৫০০৫. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র).....আয়েশা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٥٠٠٦- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيُّ قَالَ لَقِيتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِيذِ فَحَدَّثَتْنِي أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ عَنِ النَّبِيذِ فَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ-

৫০০৬. শায়বান ইব্‌ন ফাররুখ (র).....সুমামা ইব্‌ন হাযন কুশায়রী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে তাঁকে নাবীয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমার নিকট বর্ণনা করলেন যে, আবদুল কায়সের প্রতিনিধি দল নবী ﷺ -এর নিকট আগমণ করলো এবং তারা নবী ﷺ -কে নাবীয সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলো। তিনি তাদেরকে দুব্বা, নাকীর, মুযাফ্‌ফাত ও হানতাম-এ নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করলেন।

٥٠٠٧- وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ-

৫০০৭. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুব্বা, হানতাম, নাকীর ও মুযাফ্‌ফাত থেকে নিষেধ করেছেন।

٥٠٠٨- وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا أَنَّهُ جَعَلَ مَكَانَ الْمُزَفَّتِ الْمُقَيَّرَ-

৫০০৮. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)..... ইসহাক ইব্‌ন সুওয়ায়দ (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি 'মুযাফ্‌ফাত'-এর স্থলে 'মুকাইয়ার' শব্দটি উল্লেখ করেছেন।

٥٠٠٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ وَفِي حَدِيثِ حَمَّادٍ جَعَلَ مَكَانَ الْمُقَيَّرِ الْمُزَفَّتَ-

৫০০৯. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও খালাফ ইব্‌ন হিশাম (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল কায়সের প্রতিনিধি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আগমণ করলে তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে দুব্বা, হান্‌তাম, নাকীর এবং মুকাইয়ার থেকে নিষেধ করছি। হাম্মাদ (র) বর্ণিত হাদীসে 'মুকাইয়ার' স্থলে 'মুযাফ্‌ফাত' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

٥٠١٠- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ-

৫০১০. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুব্বা, হানতাম, মুযাফ্‌ফাত ও নাকীর থেকে নিষেধ করেছেন।

٥٠١١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ بِالزَّهْوِ-

৫০১১. আবূ বাকর ইবন আবূ শায়বা (র).....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন দুব্বা, হানতাম, মুযাফ্ফাত ও নাকীর থেকে এবং কাঁচা-পাকা খেজুর একত্রে মিশ্রিত করা থেকে (নাবীয তৈরি করা থেকে)।

٥٠١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى الْبَهْرَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ-

৫০১২. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুব্বা, নাকীর ও মুযাফ্ফাত থেকে নিষেধ করেছেন।

٥٠١٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنِ التَّيْمِيِّ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْجَرِّ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيْهِ-

৫০১৩. ইয়াহ্ইয়া ইবন ইয়াহ্ইয়া ও ইয়াহ্ইয়া ইবন আইয়ূব (র).....আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কলসীতে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

٥٠١٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَأَخْبَرَنَا سَعِيْدُ ابْنُ أَبِي عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ-

৫০১৪. ইয়াহ্ইয়া ইবন আইয়ূব (র)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ দুব্বা, হানতাম, নাকীর ও মুযাফ্ফাত থেকে নিষেধ করেছেন।

٥٠١٥- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ-

৫০১৫. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... কাতাদা (র) থেকে উপরোক্ত সনদে বর্ণিত যে, আল্লাহ্র নবী ﷺ নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। এরপর বর্ণনাকারী উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন।

٥٠١٦- وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى يَعْنِيْ ابْنَ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمَةِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ-

৫০১৬. নাসর ইব্‌ন আলী জাহ্‌যামী (র)..... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ হান্‌তাম, দুব্বা ও নাকীরের পানীয় নিষেধ করেছেন।

٥٠١٧- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَسُرَيْجُ بْنُ يُوْنُسَ وَاللَّفْظُ لِأَبِيْ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ابْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيْرِ-

৫০১৭. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও সুরায়জ ইব্‌ন ইউনুস (রা) [আর বাক্যটি আবূ বাকর (র)-এর]..... সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, ইব্‌ন উমার (রা) ও ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর পক্ষে যে, তাঁরা উভয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুব্বা, হানতাম, মুযাফফাত ও নাকীর থেকে নিষেধ করেছেন।

٥٠١٨- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ فَقَالَ حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَبِيْذَ الْجَرِّ فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُوْلُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ وَمَا يَقُوْلُ قُلْتُ قَالَ حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَبِيْذَ الْجَرِّ فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَبِيْذَ الْجَرِّ فَقُلْتُ وَأَيُّ شَيْءٍ نَبِيْذُ الْجَرِّ فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ مِنَ الْمَدَرِ-

৫০১৮. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র)..... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমার (রা)-কে কলসীর নাবীয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কলসীর নাবীযকে হারাম করে দিয়েছেন। এরপর আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কাছে এসে বললাম, আপনি কি ইব্‌ন উমারের কথা শুনেছেন? তিনি বললেন, তাঁর কি কথা? আমি বললাম, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কলসীর নাবীয হারাম করেছেন। তিনি বললেন, ইব্‌ন উমার সত্যই বলেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কলসীর নাবীযকে হারাম করেছেন। আমি বললাম, কলসীর নাবীয কি? তিনি বললেন, মাটি দিয়ে যে পাত্র তৈরি করা হয় তাই।

٥٠١٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فِيْ بَعْضِ مَغَازِيْهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ فَسَأَلْتُ مَاذَا قَالَ قَالُوْا نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ-

৫০১৯. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন এক যুদ্ধে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছিলেন। ইব্‌ন উমার (রা) বলেন, আমি সে দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। কিন্তু আমি তাঁর নিকট পৌঁছার পূর্বেই তিনি (অন্যদিকে) ফিরে গেলেন। আমি (লোকদের) জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কি বললেন? তারা বললেন ঃ তিনি দুব্বা ও মুযাফফাতে নাবীয বানাতে নিষেধ করলেন।

٥٠٢٠- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُثَنَّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنِ الثَّقَفِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي هَرُونُ الأَيْلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ إِلاَّ مَالِكٌ وَأُسَامَةُ-

৫০২০. কুতায়বা, ইব্‌ন রুম্‌হ্‌, আবূ-রাবী ও আবূ কামিল, যুহায়র ইব্‌ন হারব, ইব্‌ন নুমায়র, ইব্‌ন মুসান্না, ইব্‌ন আবূ উমার, মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' ও হারূন আয়লী (র)..... উসামা (র) থেকে তাঁদের প্রত্যেকেই নাফি' (র)-এর সূত্রে ইব্‌ন উমার (রা) থেকে মালিক (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে মালিক ও উসামা (র) ছাড়া অন্য কেউ 'কোন এক যুদ্ধে' কথাটি উল্লেখ করেননি।

٥٠٢١- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ أَنْهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ قَالَ فَقَالَ قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ قُلْتُ أَنْهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ-

৫০২১. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)..... সাবিত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমার (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি কলসীর নাবীয থেকে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি বললেন, লোকদের তো তাই ধারণা। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন কি-না? তিনি বললেন, লোকদের তো তাই ধারণা।

٥٠٢٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عُمَرَ أَنْهَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ طَاوُسٌ وَاللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ-

৫০২২. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আইয়ূব (র)..... তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইব্‌ন উমার (রা)-কে বললো, আল্লাহ্‌র নবী ﷺ কি কলসীর নাবীয থেকে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর তাউস বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি তাঁর কাছ থেকে শুনেছি।

٥٠٢٣- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً جَاءَهُ فَقَالَ أَنْهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ قَالَ نَعَمْ-

৫০২৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' (র)..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি কলসী ও কদুর খোলে নাবীয বানাতে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

٥٠٢٤- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ-

৫০২৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র)..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কলসী ও দুব্বা থেকে নিষেধ করেছেন।

٥٠٢٥- حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَنْهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ قَالَ نَعَمْ-

৫০২৫. আম্‌রুন-নাকিদ (র)..... তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমার (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি কলসী, দুব্বা ও মুযাফ্‌ফাত-এর নাবীয থেকে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

٥٠٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ قَالَ سَمِعْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ-

৫০২৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... মুহারিব ইব্‌ন দিসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হান্‌তাম, দুব্বা ও মুযাফ্‌ফাত থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর নিকট একাধিকবার শুনাছি।

٥٠٢٧- وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ قَالَ وَأُرَاهُ قَالَ وَالنَّقِيرِ-

৫০২৭. সাঈদ ইব্‌ন আমর আশ'আসী (র)..... ইব্‌ন উমার (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমার মনে হয় তিনি 'নাকীর'-এর কথাও বলেছেন।

٥٠٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَقَالَ انْتَبِذُوا فِي الْأَسْقِيَةِ-

৫০২৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কলসী, দুব্বা, মুযাফ্‌ফাত থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, তোমরা চামড়া নির্মিত পাত্রে নাবীয তৈরি কর।

٥٠٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتَمَةِ فَقُلْتُ مَا الْحَنْتَمَةُ قَالَ الْجَرَّةُ-

৫০২৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হান্‌তাম থেকে নিষেধ করেছেন। তখন আমি বললাম, হান্‌তাম কি? তিনি বললেন, কলসী।

٥٠٣٠- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ حَدَّثَنِى زَاذَانُ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ حَدِّثْنِى بِمَا نَهَى عَنْهُ النَّبِىُّ ﷺ مِنَ الْاَشْرِبَةِ بِلُغَتِكَ وَفَسِّرْهُ لِىْ بِلُغَتِنَا فَاِنَّ لَكُمْ لُغَةً سِوَى لُغَتِنَا فَقَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتَمِ وَهِىَ الْجَرَّةُ وَعَنِ الدُّبَّاءِ وَهِىَ الْقَرْعَةُ وَعَنِ الْمُزَفَّتِ وَهُوَ الْمُقَيَّرُ وَعَنِ النَّقِيْرِ وَهِىَ النَّخْلَةُ تُنْسَحُ نَسْحًا وَتُنْقَرُ نَقْرًا وَاَمَرَ اَنْ يُنْتَبَذَ فِى الْاَسْقِيَةِ-

৫০৩০. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয (র) ..... যাযান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমার (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে সব শরাব থেকে নিষেধ করেছেন সে সম্বন্ধে আপনি আপনার ভাষায় আমার নিকট বর্ণনা করুন এবং আমাদের ভাষায় তা ব্যাখ্যা করে দিন। কেননা আপনাদের ভাষা আমাদের ভাষা থেকে ভিন্ন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন হান্‌তাম থেকে— হান্‌তাম হলো কলসী। আর দুব্বা থেকে— সেটা হলো কদু (-এর খোল)। আর মুযাফ্‌ফাত থেকে— সেটা হলো আলকাতরা মাখা পাত্র এবং নাকীর থেকে— সেটা হলো খেজুর বৃক্ষের গোড়া, যার ভেতরের অংশ ফেলে দিয়ে পাত্রের মত করা হয়। আর তিনি চামড়া নির্মিত পাত্রে নাবীয বানানোর আদেশ দিয়েছেন।

٥٠٣١- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِى هٰذَا الْاِسْنَادِ-

৫০৩১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... আবূ দাউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শু'বা (র) উক্ত সনদে আমাদের নিকট হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٥٠٣٢- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ هَارُوْنَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ عِنْدَ هٰذَا الْمِنْبَرِ وَاَشَارَ اِلٰى مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلُوْهُ عَنِ الْاَشْرِبَةِ فَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَالْحَنْتَمِ فَقُلْتُ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ وَالْمُزَفَّتِ وَظَنَنَّا اَنَّهُ نَسِيَهُ فَقَالَ لَمْ اَسْمَعْهُ يَوْمَئِذٍ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَقَدْ كَانَ يَكْرَهُ-

৫০৩২. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমার (রা)-কে এই মিম্বারের কাছে বলতে শুনেছি। এ বলে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মিম্বারের প্রতি ইঙ্গিত

করেন। আবদুল কায়সের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আগমণ করলো এবং তাঁকে শরাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে দুব্বা, নাকীর ও হানতাম থেকে নিষেধ করলেন। আমি বললাম, হে আবূ মুহাম্মদ! মুযাফ্ফাতের কথা ? আমরা ভাবলাম, তিনি হয়ত বিস্মৃত হয়েছেন। তিনি বললেন, সে দিন আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা)-কে একথা বলতে শুনিনি, তবে তিনি এটাকে অপসন্দ করতেন।

٥٠٣٣- وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوا الزُّبَيْرِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ النَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ-

৫০৩৩. আহ্মদ ইব্ন ইউনুস ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... জাবির ও ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নাকীর, মুযাফ্ফাত ও দুব্বা থেকে নিষেধ করেছেন।

٥٠٣٤- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُوْ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ قَالَ أَبُوْ الزُّبَيْرِ وَسَمِعْتُ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْجَرِّ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيْرِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا يَنْتَبِذُ لَهُ فِيْهِ نَبَذَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ-

৫০৩৪. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি (র) ..... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে কলসী, দুব্বা এবং মুযাফ্ফাত (ইত্যাদিতে নাবীয তৈরি) থেকে নিষেধ করতে শুনেছি। আবূ যুবায়র (র) বলেন, আমি জাবির (রা)-কেও বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কলসী, মুযাফ্ফাত ও নাকীর থেকে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যদি তাঁর জন্য নাবীয তৈরি করার অন্য কোন পাত্র না পেতেন তবে প্রস্তর নির্মিত পাত্রে তাঁর জন্য নাবীয তৈরি করা হতো।

٥٠٣٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ-

৫০৩৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর জন্য প্রস্তর নির্মিত পাত্রে নাবীয তৈরি করা হতো।

٥٠٣٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ الزُّبَيْرِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْا خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي سِقَاءٍ فَإِذَا لَمْ يَجِدُوْا سِقَاءً نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَأَنَا أَسْمَعُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ مِنْ بِرَامٍ قَالَ مِنْ بِرَامٍ-

৫০৩৬. আহ্মদ ইব্ন ইউনুস ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য চামড়া নির্মিত পাত্রে নাবীয তৈরি করা হতো। যদি তারা (লোকেরা) চামড়া নির্মিত

পাত্র না পেতেন তবে প্রস্তর নির্মিত পাত্রে তাঁর জন্য নাবীয তৈরি করা হতো। তখন এক ব্যক্তি বললো, আমিও আবূ যুবায়র এর কাছে শুনেছি। তিনি বললেন, বারাম থেকে; বললে, বারাম থেকে। বারাম অর্থ বড় পেয়ালা যা ডেগের মত।

٥٠٣٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ سِنَانٍ وَقَالَ ابْنُ مُثَنّٰى عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُحَارِبِ عَنْ اَبْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ اَبُوْ سِنَانٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيْذِ اِلاَّ فِىْ سِقَاءٍ فَاشْرَبُوْا فِى الاَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلاَ تَشْرَبُوْا مُسْكِرًا-

৫০৩৭. আবূ বাকর ইবন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র) ..... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমি তোমাদেরকে চামড়ার পাত্র ছাড়া অন্য সমস্ত পাত্রের নাবীয থেকে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা সকল প্রকার পাত্রে নাবীয তৈরি করে পান করতে পার। তবে নেশাযুক্ত নাবীয পান করো না।

٥٠٣٨- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ضَحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوْفِ وَاِنَّ الظُّرُوْفَ اَوْ ظَرْفًا لاَيُحِلُّ شَيْئًا وَلاَ يُحَرِّمُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ-

৫০৩৮. হাজ্জাজ ইবন শাঈর (র)..... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমি তোমাদেরকে সকল পাত্র থেকে নিষেধ করেছিলাম। পাত্রগুলো কিংবা তিনি বলেছেন, পাত্র তো কোন বস্তুকে হালাল করতে পারে না, হারামও করতে পারে না। আর সর্ব প্রকার নেশাকর বস্তুই হারাম।

٥٠٣٩- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مَعْرُوْفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ اَبْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الاَشْرِبَةِ فِىْ ظُرُوْفِ الاَدَمِ فَاشْرَبُوْا فِىْ كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ اَنْ لاَ تَشْرَبُوْا مُسْكِرًا-

৫০৩৯. আবূ বাকর ইবন আবূ শায়বা (র)....বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমি তোমাদেরকে চামড়ার সকল পাত্রে (নাবীয) পান করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা সব ধরনের পাত্রেই পান করতে পার। তবে নেশাকর বস্তু পান করো না।

٥٠٤٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ اَبِىْ عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الاَحْوَلِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِىْ عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَمَّا نَهَى

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ النَّبِيْذِ فِي الْاَوْعِيَةِ قَالُوْا لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ فَاَرْخَصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرَ الْمُزَفَّتِ-

৫০৪০. আবূ বাকর ইবন আবূ শায়বা ও ইবন আবূ উমার (বাক্যটি ইবন আবূ উমারের) (রা)..... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সকল (চামড়ার ছাড়া) পাত্রের নাবীয থেকে নিষেধ করলেন, তখন লোকেরা বলল, সবাই তো (চামড়ার পাত্র) পায় না। পরে তিনি আলকাতরা মাখা কলসী ছাড়া অন্য কলসীর ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করেন।

٢٠٠- بَابُ بَيَانِ اَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَاَنَّ كُلَّ خَمْرٍ حَرَامٌ

২০০. অনুচ্ছেদ ঃ নেশা সৃষ্টিকারী সকল বস্তুই মদ; আর সর্বপ্রকার মদই হারাম

٥٠٤١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ اَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ-

৫০৪১. ইয়াহ্ইয়া ইবন ইয়াহ্ইয়া (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বিত' (بتع) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন, নেশা সৃষ্টি করে এমন যে কোন পানীয়ই হারাম। البتع অর্থ মধুর নাবীয বা ইয়েমেনবাসীদের পানীয় ছিল।

٥٠٤٢- وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ ابْنُ يَحْيَى التُّجِيْبِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُوْلُ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ شَرَابٍ اَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ-

৫০৪২ হারমালা ইবন ইয়াহ্ইয়া তুজাইবী (র)..... আবূ সালামা ইবন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বিত (بتع) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন, নেশা সৃষ্টি করে এমন যে কোন শরাবই হারাম।

٥٠٤٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ صَالِحٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَيْسَ فِيْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ وَصَالِحٍ سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ وَهُوَ فِيْ حَدِيْثِ مَعْمَرٍ وَفِيْ حَدِيْثِ صَالِحٍ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ حَرَامٌ-

৫০৪৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, সাঈদ ইব্ন মানসূর, আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা, আমরুন-নাকিদ, যুহায়র ইব্ন হারব ইব্ন উয়ায়না থেকে; অপর সনদে হাসান-হুলওয়ানী, সালিহ্ থেকে অপর সনদে ইস্হাক ইব্ন ইব্রাহীম ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র).....মা'মার (র) থেকে তাঁরা সকলে যুহরী (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তবে সুফিয়ান ও সালিহ্ (র)-এর হাদীসে 'রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে 'বিত' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো' কথাটি নেই। তবে কথাটি মা'মার (র)-এর হাদীসে আছে। আর সালিহ্ (র)-এর হাদীসে আছে যে তিনি (আয়েশা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন-প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী শরাবই হারাম।

٥٠٤٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ بَعَثَنِىْ النَّبِىُّ ﷺ اَنَا وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ اِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ شَرَابًا يُصْنَعُ بِاَرْضِنَا يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ مِنَ الشَّعِيْرِ وَشَرَابًا يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ-

৫০৪৪. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইস্হাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে এবং মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)-কে ইয়েমেনে পাঠালেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের এলাকায় যব থেকে 'মিরয' নামক শরাব এবং মধু থেকে 'বিত' (بتع) নামক শরাব তৈরি করা হয়। তিনি বললেন ঃ প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই হারাম।

٥٠٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَهُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَهُ وَمُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُمَا بَشِّرَا وَيَسِّرَا وَعَلِّمَا وَلَا تُنَفِّرَا وَاَرَاهُ قَالَ وَتَطَاوَعَا قَالَ فَلَمَّا وَلّٰى رَجَعَ اَبُوْ مُوْسٰى فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لَهُمْ شَرَابًا مِنَ الْعَسَلِ يُطْبَخُ حَتّٰى يَعْقِدَ وَالْمِزْرُ يُصْنَعُ مِنَ الشَّعِيْرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مَا اَسْكَرَ عَنِ الصَّلٰوةِ فَهُوَ حَرَامٌ-

৫০৪৫. মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ (র)..... সাঈদ ইব্ন আবূ বুরদা তাঁর পিতার সাধনে তাঁর পিতামহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁকে ও মুআয (রা)-কে ইয়েমেনে পাঠালেন এবং তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা (মানুষকে) সুসংবাদ দেবে আর (দীনকে) সহজভাবে তুলে ধরবে, (মানুষকে) দীন শিক্ষা দেবে, কাউকে (দীন থেকে) সরিয়ে দেবে না। আমার মনে হয় তিনি 'একমত হয়ে কাজ করবে' কথাটিও বলেছেন। তিনি রওয়ানা করলে আবূ মূসা (রা) ফিরে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাদের তো মধু থেকে তৈরি শরাব আছে যা পাকিয়ে গাঢ় করা হয় এবং 'মিরয' আছে যা যব দ্বারা তৈরি করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যা কিছু সালাত থেকে বিমুখ করে, তা-ই হারাম।

٥٠٤٦- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِىْ خَلَفٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ اَبِىْ خَلَفٍ قَالَا حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِىْ اُنَيْسَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ

أَبِي بُرْدَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُوَا النَّاسَ وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا وَيَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفْتِنَا فِي شَرَابَيْنِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا بِالْيَمَنِ الْبِتْعِ وَهُوَ مِنَ الْعَسَلِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ وَالْمِزْرُ وَهُوَ مِنَ الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أُعْطِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ بِخَوَاتِيمِهِ فَقَالَ انْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ-

৫০৪৬. ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইবন আহমাদ ইবন আবূ খালাফ (র) ..... আবূ বুরদা তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ও মুআয (রা)-কে ইয়েমেনে পাঠালেন এবং বললেন ঃ তোমরা মানুষকে (দীনের) দাওয়াত দেবে, সুসংবাদ দেবে, কাউকে তাড়িয়ে দেবে না। সহজ করবে, কঠিন করবে না। তিনি বলেন, অতঃপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইয়েমেনে আমরা দু'ধরনের শরাব প্রস্তুত করি, আপনি সে সম্বন্ধে আমাদেরকে অবহিত করুন। এক, আল-বিত' যা মধু পাকিয়ে গাঢ় করে তৈরি করা হয়; দুই, আল-মিরয, যা যব পাকিয়ে গাঢ় করে প্রস্তুত করা হয়। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে অল্প শব্দ অথচ ব্যাপক অর্থবোধক কথা পরিপূর্ণতার সাথে প্রকাশ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেন ঃ তিনি প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু যা সালাত থেকে বিমুখ করে, তাই হারাম করেছেন।

٥٠٤٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ جَيْشَانَ وَجَيْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوَ مُسْكِرٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ قَالَ عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ-

৫০৪৭. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... জাবির (র) থেকে বর্ণিত। জায়শান' থেকে এক ব্যক্তি আসলো। জায়শান ইয়েমেনের একটি এলাকা। এরপর সে নবী ﷺ -কে তাদের এলাকায় তারা শস্য দ্বারা তৈরি 'মিযর' নামক যে শরাব পান করে, সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করল। নবী ﷺ বললেন ঃ এটা কি নেশা সৃষ্টি করে? সে বললো, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যা নেশা সৃষ্টি করে, তাই হারাম। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা, যে ব্যক্তি নেশা জাতীয় বস্তু পান করবে, তাকে তিনি 'তীনাতুল খাবাল' পান করিয়ে ছাড়বেন। লোকেরা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তীনাতুল খাবাল কি ? তিনি বললেন, দোযখবাসীদের ঘাম বা দোযখবাসীদের প্রস্রাব-পায়খানা।

٥٠٤٨- حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ

৫০৪৮. আবূ-রাবী আতাকী ও আবূ কামিল (র)..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যা নেশা সৃষ্টি করে, তাই মদ। আর যা নেশা সৃষ্টি করে, তাই হারাম। যে ব্যক্তি পৃথিবীতে শরাব পান করবে, আবার সর্বদা এ কাজ করে তাওবা না করেই মৃত্যুবরণ করবে, সে পরকালে তা পান করতে পারবে না।

٥٠٤٩- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرٰهِيْمَ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحٰقَ كِلاَهُمَا عَنْ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ-

৫০৪৯. ইস্‌হাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও আবূ বাকর ইব্‌ন ইস্‌হাক (র)..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, যা নেশা সৃষ্টি করে, তা-ই মদ। আর যা নেশা সৃষ্টি করে, তা-ই হারাম।

٥٠٥٠- وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مِسْمَارٍ السُّلَمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ بِهٰذَا الاِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫০৫০. সালিহ্ ইব্‌ন মিসমার-সুলামী (র)..... মূসা ইব্‌ন উক্‌বা (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٥٠٥١- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَلاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ-

৫০৫১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র)..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মনে হয়, তিনি নবী ﷺ থেকেই রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, যা নেশা সৃষ্টি করে, তাই মদ। আর মদমাত্রই হারাম।

٢٠١- بَابُ عُقُوْبَةِ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ اِذَا لَمْ يَتُبْ مِنْهَا بِمَنْعِهِ اِيَّاهَا فِى الاٰخِرَةِ-

২০১. অনুচ্ছেদ ঃ শরাব পানকারী ব্যক্তি যদি তাওবা না করে তবে শাস্তিস্বরূপ পরকালে তাকে শরাব থেকে বঞ্চিত রাখা হবে

٥٠٥٢- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ قَرَاْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا حُرِمَهَا فِى الاٰخِرَةِ-

৫০৫২. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে শরাব পান করবে, আখিরাতে সে তা থেকে বঞ্চিত থাকবে।

٥٠٥٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا فَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِى الاٰخِرَةِ فَلَمْ يَسْقِهَا قِيْلَ لِمَالِكٍ رَفَعَهُ قَالَ نَعَمْ-

৫০৫৩. আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাস্লামা ইব্ন কা'নাব (র) ..... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি পৃথিবীতে শরাব (মদ) পান করবে এবং তাওবা করবে না, আখিরাতে সে তা থেকে বঞ্চিত হবে। তাকে তা পান করানো হবে না। মালিক (র)-কে বলা হলো হাদীসটি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

٥٠٥٤- وَحَدَّثَنَاهُ أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ نُمَيْرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا أَنْ يَتُوْبَ-

৫০৫৪. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র) থেকে, অন্য সনদে ইব্ন নুমায়র (র)..... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়ায় শরাব পান করবে, আখিরাতে সে তা পান করতে পারবে না। কিন্তু যদি তাওবা করে।

٥٠٥٥- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُوْمِيَّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ مُوْسَى ابْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ عُبَيْدِ اللّٰهِ-

৫০৫৫. ইব্ন আবূ উমার (র)..... ইব্ন উমার (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে উবায়দুল্লাহ্ (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٢٠٢- بَابُ إِبَاحَةِ النَّبِيْذِ الَّذِيْ لَمْ يَشْتَدَّ وَلَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا-

২০২. অনুচ্ছেদ ঃ যে নাবীয (খেজুর ভেজানো পানি) গাঢ় হয় নাই এবং নেশা সৃষ্টিকারী হয় নাই, তা মুবাহ্ হওয়া

٥٠٥٦- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ أَبِيْ عُمَرَ الْبَهْرَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُنْتَبَذُ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذٰلِكَ وَاللَّيْلَةَ الَّتِيْ تَجِيْءُ وَالْغَدَ وَاللَّيْلَةَ الْأُخْرٰى وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبَّ-

৫০৫৬. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয আম্বারী (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য রাতের প্রথমভাগে নাবীয তৈরি করা হতো। তিনি তা পান করতেন, সেদিন সকালে আগামী রাতে, পরবর্তী দিনে, এর পরের রাতে এবং পরদিন আসর পর্যন্ত। তথাপি যদি কিছু অবশিষ্ট থেকে যেত তা তিনি তাঁর খাদিমকে পান করাতেন, অথবা ফেলে দিতে আদেশ দিতেন।

٥٠٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى الْبَهْرَانِيِّ قَالَ ذَكَرُوا النَّبِيْذَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُنْتَبَذُ لَهُ فِيْ سِقَاءٍ قَالَ

شُعْبَةُ مِنْ لَيْلَةِ الْاِثْنَيْنِ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالثَّلاَثَاءِ اِلَى الْعَصْرِ فَاِنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ اَوْصَبَّهُ-

৫০৫৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... ইয়াহ্‌ইয়া বাহ্‌রানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট নাবীযের কথা আলোচনা করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য মশকে নাবীয তৈরি করা হতো। শু'বা বলেন, সোমবারের রাতে করা হলে তিনি তা সোমবার দিন ও মঙ্গলবার আসর পর্যন্ত পান করতেন। এরপরও কিছু অবশিষ্ট থাকলে তিনি তা খাদিমকে পান করাতেন বা ফেলে দিতেন।

٥٠٥٨- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَاِسْحٰقُ ابْنُ اِبْرٰهِيْمَ وَاللَّفْظُ لاَبِىْ بَكْرٍ وَاَبِىْ كُرَيْبٍ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيْبُ فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ اِلَى مَسَاءِ الثَّالِثَةِ ثُمَّ يَاْمُرُ بِهِ فَيُسْقَى اَوْ يُهْرَاقُ-

৫০৫৮. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইস্‌হাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য কিস্‌মিস ভিজিয়ে রাখা হতো। তিনি সেদিন, তার পরের দিন এবং পরের দিনের পরে তৃতীয় দিন বিকাল পর্যন্ত তা পান করতেন। এরপর তার আদেশে কাউকে পান করানো হতো অথবা ঢেলে ফেলা হতো।

٥٠٥٩- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيْبُ فِى السِّقَاءِ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ فَاِذَا كَانَ مَسِيُّ الثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ فَاِنْ فَضَلَ شَيْءٌ اَهْرَاقَهُ-

৫০৫৯. ইস্‌হাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য মশকের মধ্যে কিস্‌মিসের নাবীয তৈরি করা হতো। তিনি সেদিন, তার পরবর্তী দিন এবং পরের দিনের পরের দিন পর্যন্ত তা পান করতেন। তৃতীয় দিনের বিকাল হলে তিনি নিজে তা পান করতেন এবং অন্যকে পান করাতেন। এরপরও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকত, তিনি তা ফেলে দিতেন।

٥٠٦٠- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ خَلَفٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ اَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى النَّخَعِىِّ قَالَ سَاَلَ قَوْمٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَشِرَائِهَا وَالتِّجَارَةِ فِيْهَا فَقَالَ اَمُسْلِمُوْنَ اَنْتُمْ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَاِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ بَيْعُهَا وَلاَ شِرَاؤُهَا وَلاَ التِّجَارَةُ فِيْهَا قَالَ قَالَ فَسَاَلُوْهُ عَنِ النَّبِيْذِ فَقَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ نَبَذَ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِهِ فِىْ حَنَاتِمَ وَنَقِيْرٍ وَدُبَّاءٍ فَاَمَرَ بِهِ فَاُهْرِيْقَ ثُمَّ اَمَرَ بِسِقَاءٍ فَجُعِلَ فِيْهِ زَبِيْبٌ وَمَاءٌ فَجُعِلَ مِنَ اللَّيْلِ فَاَصْبَحَ فَشَرِبَ مِنْهُ يَوْمَهُ ذٰلِكَ وَلَيْلَتَهُ الْمُسْتَقْبِلَةَ وَمِنَ الْغَدِ حَتَّى اَمْسَى فَشَرِبَهُ وَسَقَى فَلَمَّا اَصْبَحَ اَمَرَ بِمَا بَقِىَ مِنْهُ فَاُهْرِيْقَ-

৫০৬০. মুহাম্মদ ইবন আবূ খালাফ (র) ..... ইয়াহ্ইয়া নাখঈ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক লোক ইবন আব্বাস (রা)-কে শরাব ক্রয়-বিক্রয় ও এর ব্যবসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তিনি বললেন, তোমরা কি মুসলমান? তারা বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে এর ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা বৈধ হবে না। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তারা তাঁকে নাবীয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার সফরে গিয়ে যখন প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন তাঁর সাহাবীদের থেকে কিছু লোক হানতাম, নাকীর ও দুব্বার মধ্যে নাবীয তৈরি করছিলো। তিনি আদেশ দিলে তা ঢেলে ফেলা হয়। এরপর তিনি মশক আনতে আদেশ দিলেন। তারপর তাতে কিসমিস ও পানি দিয়ে সারারাত রাখা হলো। সেদিন সকালে এবং আগামী রাত ও তার পরবর্তী বিকাল পর্যন্ত তিনি তা থেকে পান করেন, আর অন্যদের পান করতে দেন। রাত অতিবাহিত হলে তিনি অবশিষ্ট অংশ সম্বন্ধে আদেশ দিলেন, তা ঢেলে ফেলা হলো।

٥٠٦١- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ابْنُ فَرُّوخَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ يَعْنِي ابْنَ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيَّ قَالَ لَقِيتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِيذِ فَدَعَتْ عَائِشَةُ جَارِيَةً حَبَشِيَّةً فَقَالَتْ سَلْ هٰذِهِ إِنَّهَا كَانَتْ تَنْبِذُ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتِ الْحَبَشِيَّةُ كُنْتُ أَنْبِذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ مِنَ اللَّيْلِ وَأُوكِيهِ وَأُعَلِّقُهُ فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَ مِنْهُ-

৫০৬১. শায়বান ইবন ফাররূখ (র)..... সুমামা ইবন হাযন কুশায়রী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি আয়েশা (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে তাঁকে নাবীয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। আয়েশা (রা) এক হাবশী ক্রীতদাসীকে ডাকলেন এবং বললেন, একে জিজ্ঞাসা কর, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য সে নাবীয তৈরি করতো। পরে হাবশী মেয়েটি বললো, রাতে আমি তাঁর জন্য মশকের মধ্যে নাবীয তৈরি করতাম এবং সেটি মুখ বন্ধ করে ঝুলিয়ে রাখতাম। সকাল হলে তিনি এর থেকে পান করতেন।

٥٠٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى الْعَنَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِي سِقَاءٍ يُوكَى أَعْلَاهُ وَلَهُ عَزْلَاءُ نَنْبِذُهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً وَنَنْبِذُهُ عِشَاءً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً-

৫০৬২. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না আনাযী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নাবীয প্রস্তুত করতাম এমন মশকে যেটির মুখ বন্ধ থাকত উপরের দিকে এবং যেটির (নিচের দিকে) অনেকগুলো ছিদ্র ছিল। আমরা সকালে নাবীয তৈরি করলে রাত্রেই তিনি পান করতেন। আবার রাতে করলে সকালেই তিনি পান করতেন।

٥٠٦٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فِي عُرْسِهِ فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ وَهِيَ الْعَرُوسُ قَالَ سَهْلٌ تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ-

৫০৬৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)..... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ উসায়দ সাঈদী (রা) তাঁর বিবাহে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দাওয়াত করলেন। তাঁর নব বিবাহিতা স্ত্রীই সেদিন তাদের খাদিম ছিলেন। সাহ্‌ল (রা) বললেন, তোমরা কি জান, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে কী পান করতে দিয়েছিলেন? তিনি রাতে কিছু খেজুর একটি পাত্রে ভিজিয়ে রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আহার সমাপন করলে তাই তিনি তাঁকে পান করতে দিয়েছিলেন।

٥٠٦٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلاً يَقُوْلُ أَتَى أَبُوْ أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَقُلْ فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ-

৫০৬৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)..... আবূ হাযিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাহ্‌ল (র)-কে বলতে শুনেছি যে, আবূ উসায়দ সাঈদী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দাওয়াত করলেন। তারপর বর্ণনাকারী উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি একথা বলেন নাই যে, "আহার সমাপন করলে সে নাবীযটুকু তিনি তাঁকে পান করতে দেন।"

٥٠٦٥- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ يَعْنِي أَبَا غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَقَالَ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الطَّعَامِ أَمَاثَتْهُ فَسَقَتْهُ تُخْصُّهُ بِذٰلِكَ-

৫০৬৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন সাহ্‌ল-তামীমী (র).....সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন। তবে তিনি বলেছেন, 'প্রস্তর নির্মিত পাত্রে' (ভেজানো হয়েছিল), এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আহার শেষ করলে তিনি তা নরম করে একমাত্র তাঁকেই পান করতে দিয়েছিলেন।

٥٠٦٦- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيْمِيُّ وَأَبُوْ بَكْرِ ابْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ وَهُوَ ابْنُ مُطَرِّفٍ أَبُوْ غَسَّانَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ذُكِرَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَدِمَتْ فَنَزَلَتْ فِي أُجُمِ بَنِي سَاعِدَةَ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتَّى جَاءَهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَإِذَا امْرَأَةٌ مُنَكِّسَةٌ رَأْسَهَا فَلَمَّا كَلَّمَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ قَالَ قَدْ أَعَذْتُكِ مِنِّي فَقَالُوْا لَهَا أَتَدْرِيْنَ مَنْ هٰذَا فَقَالَتْ لاَ فَقَالُوْا هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَاءَكِ لِيَخْطُبَكِ قَالَتْ أَنَا كُنْتُ أَشْقَى مِنْ ذٰلِكَ قَالَ سَهْلٌ فَأَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيْفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ثُمَّ قَالَ اسْقِنَا يَا سَهْلُ قَالَ فَأَخْرَجْتُ لَهُمْ هٰذَا الْقَدَحَ فَأَسْقَيْتُهُمْ فِيْهِ قَالَ أَبُوْ حَازِمٍ

فَاَخْرَجَ لَنَا سَهْلٌ ذٰلِكَ الْقَدَحَ فَشَرِبْنَا فِيْهِ قَالَ ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَوَهَبَهُ لَهُ وَفِيْ رِوَايَةِ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ اِسْحَاقَ قَالَ اسْقِنَا يَاسَهْلُ-

৫০৬৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন সাহ্‌ল তামীমী ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন ইসহাক (র)..... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আরবের জনৈকা মহিলার প্রসঙ্গ আলোচিত হলে, তিনি আবূ উসায়দ (রা)-কে তার নিকট লোক পাঠানোর জন্য আদেশ দিলেন। তিনি লোক (দূত) পাঠালে উক্ত মহিলা এলো এবং বনূ সাঈদা গোত্রের দুর্গে অবস্থান গ্রহণ করলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হয়ে তার নিকট আসলেন। তিনি যখন তার কাছে পৌঁছলেন, তখন মহিলা মস্তকাবনত হয়ে বসেছিল। তিনি তার সাথে কথোপকথন করলে সে বললো, আমি আপনার থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাই। তিনি বললেন, আমিও তোমাকে নিস্তার দিলাম। লোকেরা মহিলাকে বললো, তুমি জান ইনি কে? সে বললো, না। তারা বললো, ইনি তো আল্লাহ্‌র রাসূল। তিনি তোমাকে বিবাহ করতে এসেছিলেন। তখন সে বললো, আমি তো হতভাগী। সাহ্‌ল (রা) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেদিন ফিরে এসে তাঁর সাহাবীদের সাথে বনূ সাঈদার সাকীফায় (বাগানে) উপবেশন করেন। এরপর তিনি সাহ্‌লকে বললেন, আমাদেরকে কিছু পান করাও। সাহ্‌ল বলেন, পরে আমি একটি পেয়ালা বের করে তাদের সকলকেই তা থেকে পান করিয়েছিলাম। আবূ হাযিম (র) বলেন, সাহ্‌ল (রা) আমাদের সামনে পেয়ালটি বের করলে আমরা তাতে পান করলাম। তারপর উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) তা চাইলে, তিনি তাঁকে সেটি দান করেন। আবূ বাক্‌র ইব্‌ন ইসহাক (র)-এর বর্ণনায় আছে, তিনি বললেন, হে সাহ্‌ল! তুমি আমাদেরকে পান করাও।

٥٠٦٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِقَدَحِيْ هٰذَا الشَّرَابَ كُلَّهُ الْعَسَلَ وَالنَّبِيْذَ وَالْمَاءَ وَاللَّبَنَ-

৫০৬৭. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার এ পেয়ালাটি দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে মধু, নাবীয, পানি, দুধ ইত্যাদি সব ধরনের পানীয় (দ্রব্য) পান করিয়েছি।

٢٠٣- بَابُ جَوَازِ شُرْبِ اللَّبَنِ-

২০৩. অনুচ্ছেদ ঃ দুধপান জায়েয হওয়া

٥٠٦٨- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ لَمَّا خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ مَكَّةَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ مَرَرْنَا بِرَاعٍ وَقَدْ عَطِشَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَحَلَبْتُ لَهُ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ فَاَتَيْتُهُ بِهَا فَشَرِبَ حَتّٰى رَضِيْتُ-

৫০৬৮. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয আম্বারী (র)..... বারা'আ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বাক্‌র (রা) বলেছেন, নবী ﷺ এর সঙ্গে আমরা যখন মক্কা থেকে মদীনা অভিমুখে বের হলাম, এক পর্যায়ে আমরা এক রাখালের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তৃষ্ণার্ত হলে আমি তাঁর জন্য কিছু দুধ দোহন করে নিয়ে তাঁর কাছে আসলাম। তিনি পান করলে আমি খুশি হলাম।

٥٠٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ مُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ لَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَأَتْبَعَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَاخَتْ فَرَسُهُ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ لِي وَلاَ أَضُرُّكَ قَالَ فَدَعَا اللَّهَ قَالَ فَعَطِشَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَرُّوا بِرَاعِي غَنَمٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فَأَخَذْتُ قَدَحًا فَحَلَبْتُ فِيهِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ فَأَتَيْتُهُ بِهِ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ-

৫০৬৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বাকর সিদ্দীক (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মক্কা থেকে মদীনার দিকে রওয়ানা দিলেন তখন সুরাকা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জু'শুম তাঁর পিছে পিছে ছুটলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার ওপর বদ দু'আ করলে তার ঘোড়া মাটিতে গেড়ে গেলো। সে বললো, আমার জন্য দু'আ করুন, আমি আপনার কোন অনিষ্ট করবো না। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আ করলেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তৃষ্ণার্ত হলেন আর তাঁরা এক বকরীর রাখালের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবূ বাকর সিদ্দীক (রা) বলেন, আমি একটি পেয়ালা নিয়ে তাঁর জন্য কিছু দুধ দোহন করে আনলাম। তিনি তা পান করলেন। আমি খুশি হলাম।

٥٠٧٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ عَبَّادٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِإِيلِيَاءَ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ فَقَالَ لَهُ جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ الْفِطْرَةَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ-

৫০৭০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, মি'রাজ রাজনীতে বায়তুল মুকাদ্দাসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট শরাব ও দুধের দু'টি পেয়ালা পেশ করা হলে তিনি সে দু'টির প্রতি তাকালেন, তারপর তিনি দুধ গ্রহণ করলেন। জিব্‌রাঈল (আ) বললেন : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আপনাকে স্বভাব সুলভ পথ গ্রহণে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। যদি আপনি শরাব গ্রহণ করতেন তবে আপনার উম্মাত বিভ্রান্ত হয়ে যেত।

٥٠٧١- وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ بِإِيلِيَاءَ-

৫০৭১. সালামা ইব্‌ন শাবীব (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে আনা হলো। তারপর বর্ণনাকারী উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়েত করেছেন। তবে তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের কথা উল্লেখ করেন নি।

٢٠٤- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَخْمِيرِ الإِنَاءِ وَهُوَ تَغْطِيَتُهُ وَإِيكَاءِ السِّقَاءِ وَإِغْلاَقِ الأَبْوَابِ وَذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهَا وَإِطْفَاءِ السِّرَاجِ وَالنَّارِ عِنْدَ النَّوْمِ وَكَفِّ الصِّبْيَانِ وَالْمَوَاشِي بَعْدَ الْمَغْرِبِ-

২০৪. অনুচ্ছেদ ঃ পাত্র ঢেকে রাখা, মশকের মুখ বন্ধ করা, দরজা বন্ধ করা ও এ সময়ে আল্লাহর নাম লওয়া, শয়নকালে বাতি বা আগুন নিভিয়ে দেয়া এবং মাগরিবের পর ছেলেমেয়ে ও গৃহপালিত জন্তুগুলোকে আটকে রাখা মুস্তাহাব

٥٠٧٢- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ ابْنُ مُثَنَّى حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّعِدِيُّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِقَدَحٍ لَبَنٍ مِنَ النَّقِيعِ لَيْسَ مُخَمَّرًا فَقَالَ أَلاَّ خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ إِنَّمَا أَمَرَ بِالأَسْقِيَةِ أَنْ تُوكَأَ لَيْلاً وَبِالأَبْوَابِ أَنْ تُغْلَقَ لَيْلاً-

৫০৭২. যুহায়র ইব্‌ন হারব, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)..... আবূ হুমায়দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাকী নামক স্থান থেকে এক পেয়ালা দুধ নিয়ে আমি নবী ﷺ-এর নিকট এলাম। পেয়ালাটি ছিল অনাবৃত। তিনি বললেন ঃ তুমি একে ঢাকলে না কেন, এর উপর একটি কাঠি রেখে হলেও? আবূ হুমায়দ (রা) বলেন, তিনি আমাদেরকে রাত্রে মশকের মুখ ও দরজা বন্ধ করার আদেশ দিয়েছিলেন।

٥٠٧٣- حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَزَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَقَ قَالاَ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِقَدَحِ لَبَنٍ بِمِثْلِهِ قَالَ يَذْكُرُ زَكَرِيَّا قَوْلَ أَبِي حُمَيْدٍ بِاللَّيْلِ-

৫০৭৩. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন দীনার (র)..... আবূ হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ-এর কাছে এক কাঁচি দুধ নিয়ে আসলেন। পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ। বর্ণনাকারী বলেন, রাবী যাকারিয়া (র) আবূ হুমায়দ-এর বর্ণনায় উল্লেখিত 'রাত্রে' কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

٥٠٧٤- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَسْقَى فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ نَسْقِيكَ نَبِيذًا فَقَالَ بَلَى فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَسْعَى فَجَاءَ بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلاَّ خَمَّرْتَهُ لَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا قَالَ فَشَرِبَ-

৫০৭৪. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)..... জাবির ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি কিছু পান করতে চাইলে এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কি আপনাকে নাবীয পান করতে দেবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর লোকটি দ্রুত বেরিয়ে

গেল এবং একটি পেয়ালা নিয়ে এলো যাতে নাবীয ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এর উপর একটি কাঠি দিয়ে হলেও তুমি এটি ঢেকে আনলে না কেন? আবূ হুমায়দ (রা) বলেন, অতঃপর তিনি পান করলেন।

٥٠٧٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو حُمَيْدٍ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ مِنَ النَّقِيعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا-

৫০৭৫. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুমায়দ নামক এক ব্যক্তি নাকী' (নামক স্থান) থেকে এক পেয়ালা দুধ নিয়ে আসলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন ঃ তুমি এটা ঢেকে আনলে না কেন, এর ওপর একটা কাঠি দিয়ে হলেও?

٥٠٧٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ غَطُّوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ وَأَغْلِقُوا الْبَابَ وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءً وَلَا يَفْتَحُ بَابًا وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُودًا أَوْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فَلْيَفْعَلْ فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ فِي حَدِيثِهِ وَأَغْلِقُوا الْبَابَ-

৫০৭৬. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)..... লাইস (র) থেকে, অন্য সনদে মুহাম্মদ ইব্‌ন রুম্‌হ্ (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা (শয়নকালে) পাত্রসমূহ ঢেকে রাখবে, মশকগুলোর মুখ বন্ধ রাখবে, দরজাগুলো বন্ধ করবে এবং বাতিগুলো নিভিয়ে দেবে। কারণ, শয়তান মশকের মুখ ছুটাতে পারে না, দরজা খুলতে পারে না এবং পাত্রও অনাবৃত করতে পারে না। যদি তোমাদের কেউ তার পাত্রের উপর রাখার জন্য কাঠি ছাড়া অন্য কিছু না পায়, তবে সে যেন তাই রাখে এবং আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে। কেননা ইঁদুর বাড়িওয়ালাদের বাড়ি দ্রুত জ্বালিয়ে দেয়। কুতায়বা তাঁর হাদীসে 'দরজা বন্ধ কর' কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

٥٠٧٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَأَكْفِئُوا الْإِنَاءَ أَوْ خَمِّرُوا الْإِنَاءَ وَلَمْ يَذْكُرْ تَعْرِيضَ الْعُودِ عَلَى الْإِنَاءِ-

৫০৭৭. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)..... জাবির (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণিত আছে। তবে তিনি বলেছেন, তোমরা পাত্রগুলো ঢেকে রাখবে। আর তিনি পাত্রের উপর কাঠি রাখার কথা উল্লেখ করেন নাই।

٥٠٧٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَغْلِقُوا الْبَابَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَخَمِّرُوا الْآنِيَةَ وَقَالَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ ثِيَابَهُمْ-

৫০৭৮. আহ্‌মদ ইব্‌ন ইউনুস (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা দরজা বন্ধ করবে। অতঃপর রাবী লাইস (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, তোমরা পাত্রগুলো ঢেকে রাখবে। তিনি আরও বলেন, ওটা (ইঁদুর) গৃহবাসীদের পোশাক পুড়িয়ে ফেলবে।

٥٠٧٩- وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ بمثل حديثهم وقال والفويسقة تضرم البيت على أهله-

৫০৭৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)..... জাবির (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে তাঁদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, ইঁদুর গৃহবাসীদের গৃহ পুড়িয়ে দেবে।

٥٠٨٠- حدثني إسحق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله ﷺ إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب وذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا واطفئوا مصابيحكم-

৫০৮০. ইসহাক ইব্‌ন মান্‌সূর (র)..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ রাত্রি যখন ঘনিয়ে আসবে অথবা তোমরা সন্ধ্যায় উপনীত হবে, তখন তোমরা নিজেদের ছেলেমেয়েদের রুখে রাখবে। কেননা শয়তান সে সময় চলাফেরা করে। রাত্রি ঘন্টাখানেক অতিক্রান্ত হলে তাদের ছেড়ে দাও। আর দরজাগুলো বন্ধ করবে এবং আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করবে। কারণ, শয়তান কোন বন্ধ দুয়ার খোলে না। আর তোমরা নিজেদের মশকসমূহের মুখ এঁটে রাখবে এবং আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করবে। আর নিজেদের পাত্রগুলো ঢেকে রাখবে এবং যদি তার ওপর একটি কাঠি রেখেও হয় এবং আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করবে। আর নিজেদের বাতিগুলো নিভিয়ে দেবে।

٥٠٨١- وحدثني إسحق بن منصور قال أخبرنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نحوا مما أخبر عطاء إلا أنه لا يقول اذكروا اسم الله عز وجل-

৫০৮১. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আতা (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়েত করেছেন। তবে তিনি 'আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করার' কথা উল্লেখ করেন নাই।

٥٠٨٢- وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج بهذا الحديث عن عطاء وعمرو بن دينار كرواية روح-

৫০৮২. আহ্‌মাদ ইব্‌ন উসমান নাওফালী (র)..... ইব্‌ন জুরায়জ (র), আতা ও আমর ইব্‌ন দীনার (র) থেকে রাওহ্ (র)-এর রিওয়ায়াতের অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٠٨٣ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ تُرْسِلُوا مَوَاشِيَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَبْعَثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ-

৫০৮৩. আহ্‌মদ ইব্‌ন ইউনুস (র)..... অন্য সনদে ইয়াহ্‌ইয়া (রা)..... জাবির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা নিজেদের গৃহপালিত পশু এবং ছেলেমেয়েদেরকে সূর্যাস্তের সময় বের হতে দেবে না, যতক্ষণ না রাত্রির কিছু অংশ অতিক্রান্ত হয়। কেননা সূর্যাস্তের পর থেকে রাত্রির কিয়দাংশ অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত শয়তান বিচরণ করতে থাকে।

٥٠٨٤- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ زُهَيْرٍ-

৫০৮৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)..... জাবির (রা) নবী ﷺ থেকে যুহায়র (র) -এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٥٠٨٥- وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ ثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ اللَّيْثِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ غَطُّوا الإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لاَ يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ إِلاَّ نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ-

৫০৮৫. আমরুন-নাকিদ (র)..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা পাত্রগুলো ঢেকে রাখবে এবং মশকসমূহের মুখ এঁটে রাখবে। কেননা বছরে একটি রাত আছে, যে রাতে মহামারী নাযিল হয়। যে কোন অনাবৃত পাত্র এবং বন্ধনমুক্ত মশকের উপর দিয়ে তা অতিক্রম করে, তাতেই সে মহামারী নেমে আসে।

٥٠٨٦- وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ يَوْمًا يَنْزِلُ فِيهِ وَبَاءٌ وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ قَالَ اللَّيْثُ فَالأَعَاجِمُ عِنْدَنَا يَتَّقُونَ ذَلِكَ فِي كَانُونَ الأَوَّلِ-

৫০৮৬. নাসর ইব্‌ন আলী জাহ্‌যামী (র)..... লাইস ইব্‌ন সা'দ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি বলেছেন, কেননা বছরে একটি দিন আছে, যে দিনে মহামারী নেমে আসে। বর্ণনাকারী হাদীসের শেষাংশে অতিরিক্ত বলেছেন যে, লাইস বলেছেন, আমাদের মধ্যে অনারবরা 'প্রথম কানুন'[১] এ থেকে বেঁচে থাকে।

٥٠٨٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَمْرُ النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَتْرُكُوا النَّارَ فِيْ بُيُوْتِكُمْ حِيْنَ تَنَامُوْنَ-

৫০৮৭. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আমরুন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা গৃহে আগুন রেখে শয়ন করবে না।

٥٠٨٨- وَحَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْاَشْعَثِيُّ وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُوْ عَامِرٍ الْاَشْعَرِيُّ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لاَبِيْ عَامِرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى قَالَ احْتَرَقَ بَيْتٌ عَلٰى أَهْلِهِ بِالْمَدِيْنَةِ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَأْنِهِمْ قَالَ إِنَّ هٰذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوْهَا عَنْكُمْ-

৫০৮৮. সাঈদ ইব্‌ন আমর আশ'আসী, আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র, আবূ আমির আশ'আরী ও আবূ কুরায়ব (র)..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাত্রে মদীনায় গৃহবাসীসহ একটি বাড়ি পুড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তাদের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত করা হলে তিনি বললেন ঃ এ আগুন তোমাদের শত্রু। সুতরাং তোমরা শোয়ার সময় তা নিভিয়ে ফেলবে।

٢٠٥- بَابُ آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَأَحْكَامِهِمَا

২০৫. অনুচ্ছেদ ঃ পানাহারের শিষ্টাচার ও বিধান

٥٠٨٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِيْ حُذَيْفَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَنَا حَتّٰى يَبْدَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَيَضَعَ يَدَهُ وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهَا ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لاَ يُذْكَرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهٰذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا فَجَاءَ بِهٰذَا الْاَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّ يَدَهُ فِيْ يَدِيْ مَعَ يَدِهَا-

১. রোমানদের বর্ষ গণনার তৃতীয় মাস, যা শুরু হয় খ্রিস্টীয় ডিসেম্বর মাসের ছয় কিংবা তের তারিখ থেকে।

৫০৮৯. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন যিয়াফত উপলক্ষে আমরা যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে উপস্থিত হতাম, যতক্ষণ তিনি স্বীয় হাত মুবারক রেখে শুরু না করতেন ততক্ষণ আমরা নিজেদের হাত (আহারে) রাখতাম না। একবার আমরা তাঁর সঙ্গে এক খাওয়ার দাওয়াতে হাযির হলাম। এমন সময় একটি মেয়ে এল। (মনে হচ্ছিল) যেন তাকে তাড়ানো হয়েছে। সে আহারে তার হাত দিতে গেলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার হাত ধরে ফেললেন। তারপর একজন বেদুঈন এল। (মনে হচ্ছিল) যেন তাকে তাড়িত করা হচ্ছিল। তিনি তাঁর হাত ধরে ফেললেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা না হলে শয়তান সে খাদ্যকে হালাল করে ফেলে। আর সে এ বালিকাটিকে নিয়ে এসেছে যাতে তার দ্বারা হালাল করতে পারে। তারপর আমি তার হাত ধরে ফেললে সে এ বেদুঈনকে নিয়ে এসেছে যাতে (এ খাদ্যকে) তার দ্বারা হালাল করতে পারে। আমি তারও হাত ধরে ফেলেছি। সে সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার জীবন, নিঃসন্দেহে তার (শয়তানের) হাত বালিকার হাতসহ আমার হাতে মুঠোয়।

٥٠٩٠- وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ الْأَرْحَبِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ كُنَّا إِذَا دُعِينَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ إِلَى طَعَامٍ فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَقَالَ كَأَنَّمَا يُطْرَدُ وَفِي الْجَارِيَةِ كَأَنَّهَا تُطْرَدُ وَقَدْمُ مَجِيءِ الْأَعْرَابِيِّ فِي حَدِيثِهِ قَبْلَ مَجِيءِ الْجَارِيَةِ وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللّٰهِ وَأَكَلَ-

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَدْمُ مَجِيءِ الْجَارِيَةِ قَبْلَ مَجِيءِ الْأَعْرَابِيِّ-

৫০৯০. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম হানযালী (র)..... হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে কোন খাওয়া উপলক্ষে দাওয়াত করা হতো। অতঃপর বর্ণনাকারী আবূ মু'আবিয়া (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন। তবে তিনি يَدْفَعُ এর স্থলে يُطْرَدُ এবং বালিকার বেলায় تَدْفَعُ স্থলে تُطْرَدُ শব্দ উল্লেখ করেন। আর এ হাদীসে তিনি বালিকাটির আসার পূর্বে বেদুঈনের আগমণের কথা উল্লেখ করেছেন এবং হাদীসের শেষাংশে অতিরিক্ত বলেছেন, অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহ্ বলেন এবং আহার গ্রহণ করেন।

আবূ বকর ইব্‌ন নাফি (র)..... আমাশ (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে তিনি প্রথমে বালিকার আগমণ ও পরে বেদুঈনের আগমণের কথা উল্লেখ করেছেন।

٥٠٩١- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى الْعَنَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ

يَذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ اَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَاِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ اَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ-

وَحَدَّثَنِيْهِ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اَبِيْ عَاصِمٍ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ وَاِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عِنْدَ طَعَامِهِ وَاِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عِنْدَ دُخُوْلِهِ-

৫০৯১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না আনাযী (র)..... জাবির ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, যখন কোন লোক তার গৃহে প্রবেশ করে এবং প্রবেশকালে ও আহারকালে গৌরবময় ক্ষমতাবান আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে, তখন শয়তান (তার সাথীদের) বলে, তোমাদের (এখানে) রাত্রি যাপনও নেই, খাওয়াও নেই। আর যখন সে প্রবেশ করে কিন্তু প্রবেশকালে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে না, তখন শয়তান বলে, তোমরা থাকার জায়গা পেয়ে গেলে। আর যখন সে আহারের সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে না, তখন সে বলে, তোমাদের রাত্রি যাপন ও রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা পেলে।

ইস্‌হাক ইব্‌ন মান্‌সূর (র)..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, অতঃপর বর্ণনাকারী আবূ আসিম (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রেওয়ায়াত করেন। তবে তিনি لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ এবং وَاِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عِنْدَ طَعَامِهِ এর স্থলে فَلَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ طَعَامِهِ শব্দের এর স্থলে وَاِنْ لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ বলেছেন।

٥٠٩٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَاْكُلُوْا بِالشِّمَالِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَاْكُلُ بِالشِّمَالِ-

৫০৯২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রুমহ (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা বাম হাতে খাবে না। কারণ শয়তান বাম হাতে খায়।

٥٠٩٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ اَبِيْ عُمَرَ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ نُمَيْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَاْكُلْ بِيَمِيْنِهِ وَاِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِيْنِهِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَاْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ-

৫০৯৩. আবু বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইব্‌ন আবূ উমার (র).....ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন আহার করে,

তখন সে যেন ডান হাতে আহার করে। আর যখন পান করে, সে যেন ডান হাতে পান করে। কারণ শয়তান বাম হাতে আহার করে এবং বাম হাতে পান করে।

٥٠٩٤- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ كِلاَهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ سُفْيَانَ-

৫০৯৪. কুতায়বা (র)..... মালিক ইব্‌ন আনাস (র) থেকে, অন্য সনদে ইব্‌ন নুমায়র (র) পিতা নুমায়র থেকে, অপর একটি সনদে ইব্‌ন মুসান্না (র) ইয়াহ্‌ইয়া আল-কাত্তান (র), শেষোক্ত দু'জন উবায়দুল্লাহ্ থেকে, আর তাঁরা সকলে যুহরী (র) থেকে সুফিয়ান (র)-এর সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٠٩٥- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَهُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لاَ يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ وَلاَ يَشْرَبَنَّ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا قَالَ وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا وَلاَ يَأْخُذُ بِهَا وَلاَ يُعْطِي بِهَا وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الطَّاهِرِ لاَ يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ-

৫০৯৫. আবূ তাহির ও হারমালা (র)..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন বাম হাতে পানাহার না করে। কারণ শয়তান বাম হাতে পানাহার করে। বর্ণনাকারী বলেন, নাফি' (র) এতে অতিরিক্ত যোগ করতেন, বাম হাতে যেন (কিছু) গ্রহণ না করে এবং প্রদানও না করে। আবূ তাহির (র)-এর বর্ণনায় أَحَدٌ مِنْكُمْ স্থলে أَحَدُكُمْ শব্দ রয়েছে।

٥٠٩٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِشِمَالِهِ فَقَالَ كُلْ بِيَمِينِكَ قَالَ لاَ أَسْتَطِيعُ قَالَ لاَ اسْتَطَعْتَ مَا مَنَعَهُ إِلاَّ الْكِبْرُ قَالَ فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ-

৫০৯৬. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... সালামা ইব্‌ন আক্‌ওয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে বাম হাতে আহার করছিল। তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার ডান হাতে আহার কর। সে বললো, আমি পারবো না। তিনি বললেন ঃ তুমি যেন না-ই পার। একমাত্র অহঙ্কারই তাকে বাধা দিচ্ছে। সালামা (রা) বলেন, সে আর তার ডান হাত মুখের কাছে তুলতে পারেনি।

٥٠٩٧- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ

كُنْتُ فِي حَجْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَتْ يَدِيْ تَطِيْشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِيْ غُلَامُ سَمِّ اللّٰهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ-

৫০৯৭. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন আবূ উমার (র)..... উমার ইব্‌ন আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তত্ত্বাবধানে ছিলাম। খাবার পাত্রে আমার হাত চতুর্দিকে যেত। তিনি আমাকে বললেন ঃ হে বালক! বিস্‌মিল্লাহ্ বল, তোমার ডান হাতে খাও এবং নিজ পার্শ্ব থেকে খাও।

٥٠٩٨- وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ أَكَلْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَعَلْتُ آخُذُ مِنْ لَحْمٍ حَوْلَ الصَّحْفَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلْ مِمَّا يَلِيْكَ-

৫০৯৮. হাসান ইব্‌ন আলী হুলওয়ানী ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন ইস্‌হাক (র)..... উমার ইব্‌ন আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আহার করছিলাম। আমি বর্তনের বিভিন্ন পার্শ্ব থেকে গোশ্‌ত নিতে লাগলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তুমি নিজ পার্শ্ব থেকে খাও।

٥٠٩٩- حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ-

৫০৯৯. আম্‌রুন-নাকিদ (র)..... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মশকের মুখে মুখ লাগিয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন।

٥١٠٠- وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنِيْ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا-

৫১০০. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ মশক হেলিয়ে এর মুখে মুখ লাগিয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন।

٥١٠١- وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَاخْتِنَاثُهَا أَنْ يُقْلَبَ رَأْسُهَا ثُمَّ يُشْرَبَ مِنْهُ-

৫১০১. আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ..... যুহ্‌রী (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে বর্ণনাকারী মা'মার বলেছেন اِخْتِنَاثُهَا। অর্থ মশকের মাথা উল্টিয়ে তাতে মুখ লাগিয়ে পান করা।

٢٠٦- بَابُ فِي الشُّرْبِ قَائِمًا

২০৬. অনুচ্ছেদ ঃ দাঁড়িয়ে পান করা প্রসঙ্গে

٥١٠٢- وَحَدَّثَنَا هُدَّابُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا-

৫১০২. হাদ্দাব ইব্‌ন খালিদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ দাঁড়িয়ে পান করা থেকে ধমক দিয়েছেন।

٥١٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا قَالَ قَتَادَةُ فَقُلْنَا فَالْأَكْلُ فَقَالَ ذَاكَ أَشَرُّ أَوْ أَخْبَثُ-

৫১০৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কোন ব্যক্তির দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন। কাতাদা বলেন, আমরা বললাম, তবে খাওয়া? তিনি বললেন, সেটা তো আরো খারাপ, আরো নিকৃষ্ট।

٥١٠٤- وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ قَتَادَةَ-

৫১০৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও আবূ বাক্‌র আবূ শায়বা (র)..... আনাস (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে বর্ণনাকারী হিশাম (র) কাতাদা (র)-এর উক্তি উল্লেখ করেননি।

٥١٠٥- وَحَدَّثَنَا هُدَّابُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي عِيسَى الْأَسْوَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا-

৫১০৫. হাদ্দাব ইব্‌ন খালিদ (র)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ দাঁড়িয়ে পান করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

٥١٠٦- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ وَابْنِ مُثَنَّى قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي عِيسَى الْأَسْوَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا-

৫১০৬. যুহায়র ইব্‌ন হারব, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন।

٥١٠٧- حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ قَالَ أَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو غَطْفَانَ الْمُرِّيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ-

৫১০৭. আবদুল জাব্বার ইবন আলা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন কখনো দাঁড়িয়ে পান না করে। কেউ ভুলে গেলে সে যেন পরে বমি করে ফেলে।

٢٠٧- بَابُ فِي الشُّرْبِ مِنْ زَمْزَمَ قَائِمًا-

২০৭. অনুচ্ছেদ ঃ যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করা

٥١٠٨- وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ-

৫১০৮. আবূ কামিল জাহ্দারী (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে যমযম থেকে পানি পান করিয়েছি। তিনি দাঁড়ান অবস্থায় তা পান করেন।

٥١٠٩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ مِنْ دَلْوٍ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ-

৫১০৯. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন নুমায়র (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ যমযম কূপ থেকে ডোল দিয়ে পানি তুলে দাঁড়িয়ে পান করেছেন।

٥١١٠- وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ وَمُغِيرَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ-

৫১১০. সুরায়জ ইবন ইউনুস, ইয়াকূব দাওরাকী ও ইসমাঈল ইবন সালিম (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে যমযম থেকে পানি পান করেছেন।

٥١١١- وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ قَائِمًا وَاسْتَسْقَى وَهُوَ عِنْدَ الْبَيْتِ-

৫১১১. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে যমযম থেকে পান করিয়েছি। তিনি দাঁড়িয়ে পান করেছেন এবং তিনি পানি চেয়ে পাঠালেন, তখন তিনি বায়তুল্লাহ্‌র সন্নিকটে ছিলেন।

٥١١٢- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمَا فَأَتَيْتُهُ بِدَلْوٍ-

৫১১২. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)..... শু'বা (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তাদের উভয়ের হাদীসে আছে 'আমি ডোল নিয়ে আস্‌লাম'।

٢٠٨- بَابُ كَرَاهَةِ التَّنَفُّسِ فِي نَفْسِ الإِنَاءِ وَاسْتِحْبَابِ التَّنَفُّسِ ثَلاَثًا خَارِجَ الإِنَاءِ-

২০৮. অনুচ্ছেদ ঃ পান করার সময় পাত্রে শ্বাস ফেলা মাকরূহ এবং পাত্রের বাইরে তিনবার শ্বাস গ্রহণ করা মুস্তাহাব

٥١١٣- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ-

৫১১৩. ইব্‌ন আবূ উমার (র).....আবূ কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ পাত্রের ভিতরে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে নিষেধ করেছেন।

٥١١٤- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلاَثًا-

৫১১৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পান করার সময় তিনবার পাত্রে (পাত্রের বাইরে) শ্বাস গ্রহণ করতেন।

٥١١٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ ح قَالَ وَثَنَّا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي عِصَامٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلاَثًا وَيَقُولُ إِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ قَالَ أَنَسٌ وَأَنَا أَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلاَثًا-

৫১১৫. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও শায়বান ইব্‌ন ফাররুখ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পান করার সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিনবার শ্বাস গ্রহণ করতেন এবং বলতেন এতে উত্তমরূপে তৃপ্তিলাভ হয়, পিপাসার ক্লেশ সত্বর দূর হয় এবং অতি সহজে গলাধঃকরণ হয়। আনাস (রা) বলেন, পান করার সময় আমিও তিনবার শ্বাস গ্রহণ করে থাকি।

٥١١٦- وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ أَبِي عِصَامٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَقَالَ فِي الْإِنَاءِ-

৫১১৬. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... আনাস (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। বর্ণনাকারী হিশাম فِي الشَّرَابِ শব্দের স্থলে فِي الْإِنَاءِ বলেছেন।

٢٠٩- بَابُ اِسْتِحْبَابِ إِدَارَةِ الْمَاءِ وَاللَّبَنِ وَنَحْوِهِمَا عَلَى يَمِيْنِ الْمُبْتَدِئِ-

২০৯ অনুচ্ছেদ ঃ পানি, দুধ ইত্যাদি পরিবেশনে পরিবেশক তার ডান থেকে আরম্ভ করবে

٥١١٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شُيِّبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِيْنِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُوْ بَكْرٍ فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ وَقَالَ الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ-

৫১১৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট পানি মিশ্রিত কিছু দুধ আনা হলো। তাঁর ডানদিকে ছিল একজন বেদুঈন, বামদিকে ছিল আবূ বাকর (রা)। তিনি পান করলেন। তারপর উক্ত বেদুঈনকে দিলেন এবং বললেন ঃ ডান থেকে ডানে হওয়া উচিত।

٥١١٨- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرٍ وَمَاتَ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِيْنَ وَكُنَّ أُمَّهَاتِي يَحُثُّنَنِي عَلَى خِدْمَتِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَارَنَا فَحَلَبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِنٍ وَشِيْبَ لَهُ مِنْ بِئْرٍ فِي الدَّارِ فَشَرِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ وَأَبُوْ بَكْرٍ عَنْ شِمَالِهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ فَأَعْطَاهُ أَعْرَابِيًّا عَنْ يَمِيْنِهِ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ-

৫১১৮. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আমরুন-নাকিদ, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন মদীনায় আগমণ করেন তখন আমার বয়স ছিল দশ বছর। তিনি যখন ইন্তিকাল করেন তখন আমার বয়স বিশ বছর। আমার মা-খালাগণ আমাকে তাঁর খিদমত করার জন্য উৎসাহিত করতেন। একদা তিনি আমাদের বাড়িতে আগমণ করলে, আমরা তাঁর জন্য পালিত ছাগলের দুধ দোহন করলাম, বাড়ির একটি কূপ থেকে কিছু পানি মিশ্রিত করা হলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পান করলেন। আবূ বাকর (রা) তাঁর বামদিকে ছিলেন। উমার (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ আবূ বাকরকে দিন। কিন্তু তিনি তাঁর ডানদিকের বেদুঈনকে দিলেন এবং বললেন ঃ ডান দিক থেকে, ডানের হক অধিক।

٥١١٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ حَزْمٍ أَبِي طُوَالَةَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي دَارِنَا فَاسْتَسْقَى فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً ثُمَّ شُبْتُهُ مِنْ مَاءِ بِئْرِي هَذِهِ قَالَ فَأَعْطَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ وَعُمَرُ وَجَاهَهُ وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يَمِينِهِ قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ شُرْبِهِ قَالَ عُمَرُ هَذَا أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ يُرِيهِ إِيَّاهُ فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الأَعْرَابِيَّ وَتَرَكَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الأَيْمَنُونَ الأَيْمَنُونَ قَالَ أَنَسٌ فَهِيَ سُنَّةٌ فَهِيَ سُنَّةٌ فَهِيَ سُنَّةٌ -

৫১১৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইয়ূব, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, ইব্ন হুজর ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের বাড়িতে আগমণ করে কিছু পান করতে চাইলেন। আমরা তাঁর জন্য একটি বকরী দোহন করলাম। অতঃপর আমি আমার এ কূপটি থেকে কিছু পনি দুধের সঙ্গে মিশ্রিত করলাম। তিনি (আনাস) বলেন, তারপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পান করলেন। আবূ বাক্র (রা) তাঁর বামদিকে ছিলেন। উমার (রা) তাঁর সামনে আর এক বেদুঈন ছিল তাঁর ডানদিকে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন পান করা শেষ করলেন, তখন উমর (রা) আবূ বাক্রকে দেখিয়ে দিয়ে তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, এই তো আবূ বাক্র (তাঁকে দিন)। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বাক্র ও উমার (রা)-কে (আগে) না দিয়ে সে বেদুঈনকে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আগে ডানদিকের লোকদের, ডানদিকের লোকদেরই অগ্রাধিকার রয়েছে। আনাস (রা) বলেন, সুতরাং তাই সুন্নাত, তাই সুন্নাত, তাই সুন্নাত।

٥١٢٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ فَقَالَ لِلْغُلاَمِ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلاَءِ فَقَالَ الْغُلاَمُ لاَ وَاللَّهِ لاَ أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا قَالَ فَتَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَدِهِ-

৫১২০. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... সাহ্ল ইব্ন সাদ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট কিছু পানীয় আনা হলে তিনি কিছু পান করলেন। তাঁর ডানদিকে ছিল একটি বালক আর বামদিকে কতিপয় বয়স্ক লোক। তিনি বালকটিকে বললেন, তুমি কি তাঁদেরকে দেয়ার জন্য আমাকে অনুমতি দিবে ? বালকটি বললো না, আল্লাহ্র কসম! আপনার কাছ থেকে প্রাপ্ত আমার অংশে আমি কাউকে প্রাধান্য দিব না। আনাস (রা) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুধের পেয়ালা তার হাতেই দিয়ে দিলেন।

٥١٢١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَقُولاَ فَتَلَهُ وَلَكِنْ فِي رِوَايَةِ يَعْقُوبَ قَالَ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ-

৫১২১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র).....সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তারা উভয়ে فتله (তার হাতে দিলেন) শব্দটি উল্লেখ করেননি। কিন্তু ইয়াকূব (র)-এর বর্ণনায় فتله এর স্থলে فاعطاه (তাকেই দিলেন) কথাটি উল্লেখিত হয়েছে।

٢١٠- بَابُ اسْتِحْبَابُ لَعْقِ الأَصَابِعِ وَالْقَصْعَةِ وَأَكْلِ اللُّقْمَةِ السَّاقِطَةِ بَعْدَ مَسْحِ مَا يُصِيبُهَا مِنْ أَذًى وَكَرَاهَةُ مَسْحِ الْيَدِ قَبْلَ لَعْقِهَا لِاحْتِمَالِ كَوْنِ بَرَكَةِ الطَّعَامِ فِي ذَلِكَ الْبَاقِي وَأَنَّ السُّنَّةَ بِثَلاَثِ أَصَابِعَ-

২১০. অনুচ্ছেদ ঃ আঙ্গুল ও বর্তন চেটে খাওয়া এবং পড়ে যাওয়া খাদ্যে যে ময়লা লেগেছে তা মুছে খাওয়া মুস্তাহাব। আর চেটে খাওয়ার পূর্বে হাত মুছে ফেলা মাকরূহ। কারণ ঐ অবশিষ্ট অংশের মধ্যে খাদ্যের বরকত থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং তিন আঙ্গুলে খাওয়া সুন্নাত হওয়া প্রসঙ্গে

٥١٢٢- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا-

৫১২২. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা, আমরুন-নাকিদ, ইস্হাক ইব্ন ইবরাহীম ও ইব'ন আবূ উমার (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন খাদ্যগ্রহণ করে, সে যেন স্বীয় হাত মুছে না ফেলে যতক্ষণ না সে তা চেটে খায় বা অন্যকে দিয়ে চাটায়।

٥١٢٣- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ابْنُ مُحَمَّدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا-

৫১২৩. হারূন ইব্ন আব্দুল্লাহ্, আব্দ ইব্ন হুমায়দ..... ইব্ন জুরায়জ ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ খাবার খায়, সে যেন তার হাত মুছে না ফেলে যতক্ষণ না সে তা নিজে চেটে খায় বা অন্যকে দিয়ে চাটায়।

٥١٢٤- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَلْعَقُ

أَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ مِنَ الطَّعَامِ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ حَاتِمٍ الثَّلاَثَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ-

৫১২৪. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) ..... কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তাঁর আঙ্গুল তিনটি থেকে খানা চেটে খেতে দেখেছি। তবে ইব্‌ন হাতিম (র) ثَلاَث (তিন) শব্দটি উল্লেখ করেননি। আর ইব্‌ন আবূ শায়বা তাঁর রিওয়ায়াতে আবদুর রাহমান ইব্‌ন কা'ব (র) তাঁর পিতা থেকে সনদটির কথা বলেছেন।

٥١٢٥- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ بِثَلاَثِ أَصَابِعَ وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا-

৫১২৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র).....কা'ব ইব্‌ন মালিক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিন আঙ্গুলে আহার করতেন এবং হাত মুছে ফেলার পূর্বে তা চেটে খেতেন।

٥١٢٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ سَعْدٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَوْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ كَعْبٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ بِثَلاَثِ أَصَابِعَ فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا-

৫১২৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিন আঙ্গুলে আহার করতেন এবং আহার শেষে আঙ্গুলগুলো চেটে খেতেন।

٥١٢٧- وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَعَبْدَ اللَّهِ ابْنَ كَعْبٍ حَدَّثَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ-

৫১২৭. আবূ কুরায়ব (র)..... কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥١٢٨- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِلَعْقِ الأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ إِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةُ-

৫১২৮. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র).....জাবির (র) থেকে বর্ণিত যে নবী ﷺ আঙ্গুল ও বর্তন চেটে খেতে আদেশ করেছেন। আর তিনি বলেছেন ঃ তোমরা জান না (খাদ্যের) কোন্ অংশে বরকত আছে।

٥١٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا

مِنْ اَذًى وَلْيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيْلِ حَتَّى يَلْعَقَ اَصَابِعَهُ فَاِنَّهُ لاَ يَدْرِىْ فِىْ اَىِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ-

৫১২৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কারো লুকমা পড়ে গেলে সে যেন তা তুলে নেয়। অতঃপর তাতে যে ময়লা লেগেছে তা যেন দূর করে এবং খাদ্যটুকু খেয়ে ফেলে। শয়তানের জন্য যেন তা ফেলে না রাখে। আর তার আঙ্গুল চেটে না খাওয়া পর্যন্ত সে যেন তার হাত রুমাল দিয়ে মুছে না ফেলে। কেননা সে জানে না খাদ্যের কোন্ অংশে বরকত আছে।

٥١٣٠- وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِىُّ ح قَالَ وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلاَهُمَا عَنْ سُفْيَانَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَفِىْ حَدِيْثِهِمَا وَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيْلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا اَوْ يُلْعِقَهَا وَمَا بَعْدَهُ-

৫১৩০. ইস্‌হাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি (র)..... সুফিয়ান (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁদের উভয়ের হাদীসে আছে, সে যেন তার হাত রুমাল দ্বারা মুছে না ফেলে যতক্ষণ না সে নিজে তা চেটে খায় বা অন্যকে দিয়ে চাটায়।..... এরপরে অবশিষ্ট অংশ বর্ণনা করেছেন।

٥١٣١- وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ اَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَىْءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَاِذَا سَقَطَتْ مِنْ اَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ اَذًى ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ فَاِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ اَصَابِعَهُ فَاِنَّهُ لاَ يَدْرِىْ فِىْ اَىِّ طَعَامِهِ تَكُوْنُ الْبَرَكَةُ-

৫১৩১. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, শয়তান তোমাদের প্রতিটি কাজে উপস্থিত হয়। এমনকি তোমাদের কারো আহারের সময়ও সে উপস্থিত হয়। সুতরাং তোমাদের কারো যদি লুকমা পড়ে যায়, সে যেন লেগে যাওয়া ময়লা দূর করে তা খেয়ে ফেলে। শয়তানের জন্য যেন তা রেখে না দেয়। অতঃপর সম্পূর্ণ আহার শেষ করবে। (আহার শেষে) সে যেন তার আঙ্গুলগুলো চেটে খায়। কেননা সে জানে না, তার খাদ্যের কোন্ অংশে বরকত আছে।

٥١٣٢- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كُرَيْبٍ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ اِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ اَحَدِكُمْ اِلٰى اٰخِرِ الْحَدِيْثِ وَلَمْ يَذْكُرْ اَوَّلَ الْحَدِيْثِ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ اَحَدَكُمْ-

৫১৩২. আবূ কুরায়ব ও ইস্‌হাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)..... আ'মাশ (র) থেকে উল্লেখিত সনদে রেওয়ায়াত করেছেন যে, যখন তোমাদের কারো লুকমা পড়ে যায়..... হাদীসের শেষ পর্যন্ত। তবে আবূ মু'আবিয়া (র) হাদীসের প্রথমাংশ 'শয়তান তোমাদের প্রতিটি কাজে উপস্থিত হয়' কথাটি উল্লেখ করেননি।

٥١٣٣- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي ذِكْرِ اللُّقْمِ وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَذَكَرَ اللُّقْمَةَ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا-

৫১৩৩. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে চেটে খাওয়া প্রসঙ্গে হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন। আবূ সুফিয়ান (র)..... জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করছেন, তিনিও তাঁদের দু'জনের হাদীসের ন্যায় লুকমার কথা উল্লেখ করেছেন।

٥١٣٤- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ قَالَ وَقَالَ إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ قَالَ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ-

৫১৩৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ও আবূ বাকর ইব্‌ন নাফি আবদী (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কোন খাবার খেতেন তখন তাঁর আঙ্গুল তিনটি চেটে খেতেন এবং তিনি বলেছেন : যদি তোমাদের কারো লুকমা পড়ে যায় তবে সে যেন তা থেকে ময়লা দূর করে এবং খাদ্যটুকু খেয়ে ফেলে, শয়তানের জন্য যেন তা রেখে না দেয়। আর তিনি আমাদের বর্তন মুছে খেতে আদেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, 'কেননা তোমরা জান না, তোমাদের খাদ্যের কোন্ অংশে বরকত আছে।

٥١٣٥- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ-

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَلْيَسْلُتْ أَحَدُكُمُ الصَّحْفَةَ وَقَالَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ أَوْ يُبَارَكُ لَكُمْ-

৫১৩৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র)..... আবূ হুরায়রা (রা.-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি আহার করে, সে যেন তার আঙ্গুলগুলো চেটে খায়। কেননা সে জানে না খাদ্যের কোন্ অংশে বরকত আছে।

আবূ বাকর ইব্‌ন নাফি (র)..... হাম্মাদ (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীসটি বর্ণিত। তবে তিনি বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকে যেন বর্তন মুছে খায়, আর তিনি فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ أَوْ يُبَارَكُ لَكُمْ উল্লেখ করেছেন।

٢١١- بَابُ مَا يَفْعَلُ الضَّيْفُ إِذَا تَبِعَهُ غَيْرُ مَنْ دَعَاهُ صَاحِبُ الطَّعَامِ وَاسْتِحْبَابُ إِذْنِ صَاحِبِ الطَّعَامِ لِلتَّابِعِ-

২১১. অনুচ্ছেদ ঃ মেযবানের দাওয়াত ছাড়াই যদি কেউ মেহমানের পশ্চাদানুসরণ করে, তবে মেহমান কি করবে ? পশ্চাদানুসারীর জন্য মেযবান থেকে অনুমতি নিয়ে নেয়া মুস্তাহাব

٥١٣٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ وَكَانَ لَهُ غُلاَمٌ لَحَّامٌ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَرَفَ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ فَقَالَ لِغُلاَمِهِ وَيْحَكَ اصْنَعْ لَنَا طَعَامًا لِخَمْسَةِ نَفَرٍ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ النَّبِيَّ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ قَالَ فَصَنَعَ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَدَعَاهُ خَامِسَ خَمْسَةٍ وَاتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ هَذَا اتَّبَعَنَا فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ قَالَ لاَ بَلْ أَذِنْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ-

৫১৩৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও উসমান ইবন আবূ শায়বা (র) (উভয় একই বাক্যাবলীতে)..... আবূ মাসঊদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। আবূ শু'আয়ব নামক জনৈক আনসারী ব্যক্তি ছিল, তার একজন কসাই গোলাম ছিল। লোকটি একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখে তাঁর চেহারায় ক্ষুধার আভাস উপলব্ধি করলো। পরে তার গোলামকে বললো, আক্ষেপ তোমার উপর, আমাদের পাঁচজনের জন্য তুমি খাবার প্রস্তুত কর। কেননা আমি পঞ্চম ব্যক্তি হিসেবে নবী ﷺ -কে দাওয়াত দিতে ইচ্ছা করেছি। তিনি (বর্ণনাকারী) বললেন, তখন সে খাবার প্রস্তুত করলো। অতঃপর লোকটি নবী ﷺ -এর নিকট এসে তাঁকে সহ পাঁচজনকে দাওয়াত দিল। এক ব্যক্তি তাঁদের পশ্চাদানুসরণ করলো। দরজা পর্যন্ত পৌঁছলে নবী ﷺ বললেন ঃ এ লোকটি আমাদের অনুসরণ করেছে। তুমি ইচ্ছা করলে তাকে অনুমতি দিতে পার, আর যদি চাও, তবে সে ফিরে যাবে। লোকটি বললো, না, আমি বরং তাকে অনুমতি দিচ্ছি ইয়া রাসূলাল্লাহ!

٥١٣٧- وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَاهُ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرٍ-

قَالَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ فِي رِوَايَتِهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ وَسَاقَ الْحَدِيثَ-

৫১৩৭. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম, নাসর ইব্‌ন আলী জাহ্‌যামী, আবূ সাঈদ আশাজ্জ, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান দারিমী (র)..... আবূ মাসউদ (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে জারীর (রা)-এর হাদীসের অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।
নাসর ইব্‌ন আলী এই হাদীসে তাঁর বর্ণনায় বলেন, আবূ উসামা আ'মাশ শাকীক ইব্‌ন সালমা এবং আবূ মাসউদ আনসারী পরস্পর আ'মাশের হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٥١٣٨- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارٌ وَهُوَ ابْنُ رُزَيْقٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ-

৫১৩৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন জাবালা ইব্‌ন আবূ রাওয়াদ (র)..... জাবির (রা) থেকে এবং অন্য সনদে সালামা ইব্‌ন শাবীব (র)..... আবূ মাসউদ (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥١٣٩- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ جَارًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَارِسِيًّا كَانَ طَيِّبَ الْمَرَقِ فَصَنَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ جَاءَ يَدْعُوهُ فَقَالَ وَهَذِهِ لِعَائِشَةَ فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا-فَعَادَ يَدْعُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهَذِهِ قَالَ لَا-قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا-ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهَذِهِ قَالَ نَعَمْ فِي الثَّالِثَةِ فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ حَتَّى أَتَيَا مَنْزِلَهُ-

৫১৩৯. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর একজন পারসিক প্রতিবেশী ভাল সালুন পাকাতে পারতো। একবার সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য কিছু খাবার প্রস্তুত করে তাঁকে দাওয়াত করতে আসলো। তিনি আয়েশার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, এই যে, আয়েশা রয়েছেন। সে বললো, না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ (তাহলে আমিও) না। লোকটি পুনরায় তাঁকে দাওয়াত দিলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ ইনিও (আয়েশা)? সে বললো, না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ (তা হলে আমিও) না। এরপর সে আবার তাঁকে দাওয়াত করতে আসল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ ইনিও? লোকটি তৃতীয়বারে বললো, হ্যাঁ। অতঃপর তাঁরা দু'জনেই দাঁড়ালেন এবং একজনের পিছনে আর একজন চলে তার বাড়িতে এসে পৌঁছলেন।

٢١٢- بَابُ جَوَازِ اسْتِتْبَاعِهِ غَيْرَهُ إِلَى دَارِ مَنْ يَثِقُ بِرِضَاهُ بِذَلِكَ وَيَتَحَقَّقُهُ تَحَقُّقًا تَامًّا وَاسْتِحْبَابُ الْاِجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ-

২১২. অনুচ্ছেদ ঃ মেযবানের সন্তুষ্টি সম্পর্কে নিশ্চিত থাকলে অন্যকে সঙ্গে নিয়ে তার ঘরে উপস্থিত হওয়া জায়েয। আর সমবেতভাবে খাওয়া মুস্তাহাব

٥١٤٠- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَالَ

مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ قَالاَ الْجُوعُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَأَنَا وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لأَخْرَجَنِى الَّذِى أَخْرَجَكُمَا قُومُوا فَقَامُوا مَعَهُ فَأَتَى رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِى بَيْتِهِ فَلَمَّا رَأَتْهُ امْرَأَةُ قَالَتْ مَرْحَبًا وَأَهْلاً فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيْنَ فُلاَنٌ قَالَتْ ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنَ الْمَاءِ إِذْ جَاءَ الأَنْصَارِىُّ فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَصَاحِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِّى قَالَ فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ فَقَالَ كُلُوا مِنْ هَذِهِ وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ فَذَبَحَ لَهُمْ فَأَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ ذَلِكَ الْعِذْقِ وَشَرِبُوا فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ-

৫১৪০. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দিবসে কিংবা রাত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হয়ে আবূ বাকর (রা) ও উমার (রা)-কে দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ সময় কিসে তোমাদের বাড়ি থেকে বের করেছে? তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ক্ষুধার তাড়নায়। তিনি বললেন, যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ, যা তোমাদের বের করে এনেছে, আমাকেও তা-ই বের করে এনেছে। চলো। তাঁরা তাঁর সাথে চলতে লাগলেন। অতঃপর তিনি এক আনসারীর বাড়িতে এলেন। তখন তিনি গৃহে ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী তাঁকে (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে) দেখে বললো, মারহাবা ওয়া আহ্‌লান (مرحبا واهلا)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, অমুক কোথায়? মহিলাটি বললো, তিনি আমাদের জন্য মিঠা পানি আনতে গেছেন। তখনই আনসারী লোকটি উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর দুই সঙ্গীকে দেখতে পেয়ে বললেন, আল্লাহ্‌র শোকর, আজ মেহমানের দিক থেকে আমার চেয়ে সৌভাগ্যবান আর কেউ নেই। অতঃপর তিনি গিয়ে একটি খেজুরের কাঁদি নিয়ে আসলেন। তাতে কাঁচা, পাকা ও শুকনা খেজুর ছিল। তিনি বললেন, আপনারা এ থেকে খেতে থাকুন। এ সময় তিনি একটি ছুরি নিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন, সাবধান, দুধওয়ালা বকরি যবেহ্ করবে না। তারপর তাদের জন্য (বকরি) যবেহ্ করলে তাঁরা বকরির গোশ্‌ত ও কাঁদির খেজুর খেলেন ও (মিঠা) পানি পান করলেন। তাঁরা যখন ক্ষুধা নিবারণ করলেন ও পরিতৃপ্ত হলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন আবূ বাকর ও উমার (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন ঃ যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! কিয়ামতের দিন এ নিয়ামত সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে। ক্ষুধা তোমাদের ঘর থেকে বের করে এনেছে অথচ তোমরা এ নিয়ামত লাভ না করে প্রত্যাবর্তন করনি।

٥١٤١- وَحَدَّثَنِى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو هِشَامٍ يَعْنِى الْمُغِيرَةَ بْنَ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ بَيْنَا أَبُو بَكْرٍ قَاعِدٌ وَعُمَرُ مَعَهُ إِذْ أَتَاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا أَقْعَدَكُمَا هَهُنَا قَالاَ أَخْرَجَنَا الْجُوعُ مِنْ بُيُوتِنَا وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ خَلَفِ بْنِ خَلِيفَةَ-

৫১৪১. ইস্‌হাক ইব্‌ন মানসূর (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবূ বাক্‌র (রা) বসা ছিলেন। তাঁর সঙ্গে উমার (রা)-ও ছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদের নিকট এসে বললেন ঃ কিসে তোমাদের এখানে বসিয়ে রেখেছে? তাঁরা বললেন, সে সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন। ক্ষুধা আমাদের গৃহ থেকে থেকে আমাদের বের করে নিয়ে এসেছে। তারপর বর্ণনাকারী খালফ ইব্‌ন খালীফা (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন।

٥١٤٢- حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ مِنْ رُقْعَةٍ عَارَضَ لِي بِهَا ثُمَّ قَرَأَهُ عَلَيَّ قَالَ أَخْبَرَنَاهُ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَمَّا حَفَرَ الْخَنْدَقَ رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَمْصًا فَانْكَفَأْتُ إِلَى امْرَأَتِي فَقُلْتُ لَهَا هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَمْصًا شَدِيدًا فَأَخْرَجَتْ لِي جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ قَالَ فَذَبَحْتُهَا وَطَحَنَتْ فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِي فَقَطَّعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا ثُمَّ وَلَّيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ لَا تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ مَعَهُ قَالَ فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَدْ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا وَطَحَنَّتْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَا فَتَعَالَ أَنْتَ فِي نَفَرٍ مَعَكَ فَصَاحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ لَكُمْ سُورًا فَحَيَّ هَلًا بِكُمْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلَا تَخْبِزُنَّ عَجِينَتَكُمْ حَتَّى آجِيءَ فَجِئْتُ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْدُمُ النَّاسَ حَتَّى جِئْتُ امْرَأَتِي فَقَالَتْ بِكَ وَبِكَ قُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ لِي فَأَخْرَجْتُ لَهُ عَجِينَتَنَا فَبَصَقَ فِيهَا وَبَارَكَ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ فِيهَا وَبَارَكَ ثُمَّ قَالَ ادْعُوا لِي خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعَكِ وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلَا تُنْزِلُوهَا وَهُمْ أَلْفٌ فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ لَأَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ وَإِنَّ عَجِينَتَنَا أَوْ كَمَا قَالَ الضَّحَّاكُ لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ-

৫১৪২. হাজ্জাজ ইব্‌ন শাঈর (র)..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পরিখা খননের সময় আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর শরীরে ক্ষুধার লক্ষণ দেখতে পেলাম। তারপর আমার স্ত্রীর কাছে ফিরে এসে তাকে বললাম, তোমার নিকট কিছু আছে কি? কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে অতি ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখেছি। সে একটি চামড়ার থলে বের করলো, যাতে এক সা'পরিমাণ যব ছিল। আর আমাদের একটা গৃহপালিত বাচ্চা মেষ ছিল। আমি সেটা যবেহ্ করলাম, আর স্ত্রী যবগুলো পিষে নিল। আমার কাজ সমাধার সাথে সাথে সেও তার কাজ সমাধা করলো। আমি (রান্নার জন্য) গোশ্‌ত কেটে ডেগচিতে রাখলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ফিরে এলাম। (যাওয়ার সময়) স্ত্রী আমাকে বললো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর সঙ্গীদের দ্বারা তুমি আমাকে লজ্জিত করো না। তিনি বলেন, অতঃপর আমি তাঁর কাছে এসে চুপে চুপে তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা একটি মেষ যবেহ্ করেছি আর আমার স্ত্রী আমাদের এক সা'পরিমাণ যব ছিল, তাই পিষে নিয়েছে। কাজেই আপনি কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে আসুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উচ্চকণ্ঠে বললেন, হে পরিখা খননকারীরা! জাবির তোমাদের

জন্য কিছু খাবার প্রস্তুত করেছে। তোমরা সকলে চল। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (আমাকে) বললেন : আমি না আসা পর্যন্ত তোমাদের ডেগ (চুলা থেকে) নামাবে না এবং খামীর দিয়ে রুটি তৈরি করবে না। আমি এলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের আগে আগে আসলেন। আমি আমার স্ত্রীর কাছে এলে সে আমাকে (তিরস্কার করে) বললো, তোমার সর্বনাশ হোক, তোমার সর্বনাশ হোক। আমি বললাম, আমি তাই করেছি, তুমি যা আমাকে বলেছিলে। অতঃপর সে খামীরগুলি বের করলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাতে একটু লালা দিলেন এবং বরকতের দু'আ করলেন। অতঃপর তিনি ডেগের কাছে গিয়ে তাতেও একটু লালা দিলেন এবং বরকতের দু'আ করলেন। তারপর তিনি বললেন, রুটি প্রস্তুতকারিণীকে ডাক, যে তোমার সাথে রুটি প্রস্তুত করবে। আর তুমি ডেগ থেকে পেয়ালা ভরে ভরে নিবে। আর ডেগ (চুলা থেকে) নামাবে না। তাঁরা ছিলেন এক হাজার লোক। আল্লাহ্‌র নামে কসম করছি, তাঁরা সকলে আহার করলেন। অবশেষে তাঁরা তা ছেড়ে এমন অবস্থায় ফিরে গেলেন যে, আমাদের ডেগ পূর্বের মত উথলাচ্ছিল। আর আমাদের খামীর থেকে আগের মত রুটি তৈরি করা হচ্ছিল।

٥١٤٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ قَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَتْ نَعَمْ فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ ثَوْبِي وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ الطَّعَامِ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لِمَنْ مَعَهُ قُومُوا قَالَ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ فَقَالَتِ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَا فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ هَلُمِّي مَا عِنْدَكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَأَدَمَتْهُ ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ حَتَّى أَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلًا أَوْ ثَمَانُونَ-

৫১৪৩. ইয়াহ্‌য়াইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) আবূ তালহা (রা) উম্মু সুলায়ম (রা)-কে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দুর্বল আওয়াজ শুনে বুঝতে পেরেছি যে, তাঁর ক্ষুধা পেয়েছে। তাই তোমার নিকট কিছু আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি যবের কয়েক টুকরা রুটি বের

করলেন। তারপর তার ওড়না নিলেন এবং এর একাংশ দ্বারা রুটিগুলো পেঁচিয়ে আমার কাপড়ের নিচে গুঁজে দিলেন আর অন্য অংশ আমার শরীরে জড়িয়ে দিলেন। তারপর আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট পাঠালেন। তিনি (আনাস) বলেন, আমি এগুলো সহ গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মসজিদে বসা পেলাম। তাঁর সাথে আরো লোক ছিলেন। আমি তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমাকে আবূ তালহা পাঠিয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, খাওয়ার ব্যাপারে ? আমি বললাম, হ্যাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সঙ্গীদের বললেন, সবাই চল। আনাস বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রওয়ানা দিলেন। আর আমি তাঁদের আগে আগে চলতে লাগলাম। অবশেষে আমি আবূ তালহার নিকট এসে তাঁকে (ঘটনা) অবহিত করলাম। তখন আবূ তালহা বললেন, হে উম্মু সুলায়ম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তো লোকদের নিয়ে আসছেন, অথচ আমাদের নিকট সে পরিমাণ নেই যা তাঁদের খাওয়াতে পারি। (উম্মু সুলায়ম) বললেন, (কোন চিন্তা করো না) আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। আনাস (রা) বলেন, অতঃপর আবূ তালহা (রা) গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সঙ্গে এসে (উভয়ে) গৃহে প্রবেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উম্মে সুলায়মকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে উম্মু সুলায়ম! তোমার নিকট যা আছে নিয়ে এস। তিনি সেই রুটিগুলো নিয়ে আসলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আদেশ দিলে সেগুলো টুকরা টুকরা করা হলো। আর উম্মু সুলায়ম (রা) চামড়া নির্মিত ঘি-এর পাত্রটি চিপে তা সালুন হিসেবে দিলেন। আর এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আল্লাহ্র ইচ্ছামত কিছু পড়লেন। আরপর বললেন ঃ দশজনকে আসতে বলো। তাদের ডাকা হলে তারা এসে তৃপ্তিসহ আহার করে বেরিয়ে গেলেন। তারপর তিনি বললেন ঃ আরো দশজনকে ডাক। তাদের ডাকা হলে তারা পেটপুরে খেয়ে চলে গেলেন। তিনি আবার বললেন ঃ দশজনকে ডাক। এভাবে দলের সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করলেন। তাঁদের দলে ছিল সত্তর কিংবা আশিজন।

٥١٤٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِيْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ بَعَثَنِيْ أَبُوْ طَلْحَةَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِأَدْعُوَهُ وَقَدْ جَعَلَ طَعَامًا قَالَ فَأَقْبَلْتُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَ النَّاسِ فَنَظَرَ إِلَيَّ فَاسْتَحْيَيْتُ فَقُلْتُ أَجِبْ أَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ لِلنَّاسِ قُوْمُوْا فَقَالَ أَبُوْ طَلْحَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِنَّمَا صَنَعْتُ لَكَ شَيْئًا قَالَ فَمَسَّهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَدَعَا فِيْهَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ ادْخُلْ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِيْ عَشَرَةً وَقَالَ كُلُوْا وَأَخْرَجَ لَهُمْ شَيْئًا مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ فَأَكَلُوْا حَتَّى شَبِعُوْا فَخَرَجُوْا فَقَالَ ادْخُلْ عَشَرَةً فَأَكَلُوْا حَتَّى شَبِعُوْا فَمَا زَالَ يَدْخُلُ عَشَرَةٌ وَيَخْرُجُ عَشَرَةٌ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ فَأَكَلَ حَتَّى شَبِعَ ثُمَّ هَيَّأَهَا فَإِذَا هِيَ مِثْلُهَا حِيْنَ أَكَلُوْا مِنْهَا-

৫১৪৪. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও ইব্ন নুমায়র (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ তালহা (রা) কিছু খাবার প্রস্তুত করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দাওয়াত দেওয়ার জন্য আমাকে পাঠালেন। আমি তাঁর কাছে গেলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি আমার দিকে তাকালেন। আমি লজ্জাসহকারে বললাম, আপনি আবূ তালহার দাওয়াত গ্রহণ করুন। তখন তিনি লোকদের বললেন ঃ তোমরা সকলে চলো। আবূ তালহা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তো কেবল আপনার জন্য কিছু খাবার তৈরি করেছি। আনাস (রা) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খাবারগুলো স্পর্শ করলেন এবং এতে

বরকতের দু'আ করলেন। তারপর বললেন ঃ আমার সঙ্গীদের থেকে দশজনকে গৃহে নিয়ে এসো। তিনি তাদের বললেন, তোমরা খেতে থাক। তিনি তাদের জন্য তাঁর আঙ্গুলের মাঝ থেকে কিছু বের করে দিলেন। তারা সকলে পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করার পর বেরিয়ে গেলেন। এরপর বললেন, আরো দশজনকে গৃহে নিয়ে এস। তারাও খেয়ে বের হয়ে গেলেন। এভাবে দশজন গৃহে প্রবেশ করেন এবং দশজন বের হয়ে যান। এমনকি তাদের মধ্য থেকে একজনও অবশিষ্ট থাকেননি যিনি প্রবেশ করে পরিতৃপ্ত হয়ে খাননি। তিনি পাত্র খুলে দেখলেন, সকলে আহার করার শুরুতে যেমন ছিল, এখনও তেমনি রয়েছে।

٥١٤٥- وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأُمَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسَاقَ الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ ثُمَّ أَخَذَ مَا بَقِيَ فَجَمَعَهُ ثُمَّ دَعَا فِيهِ بِالْبَرَكَةِ قَالَ فَعَادَ كَمَا كَانَ فَقَالَ دُونَكُمْ هَذَا-

৫১৪৫. সাঈদ ইবন ইয়াহ্ইয়া উমাবী (রা)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ তালহা (রা) আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট পাঠালেন। বর্ণনাকারী ইবন নুমায়র (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন। তবে হাদীসটির শেষাংশে তিনি বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অবশিষ্টাংশ একত্রিত করে এতে বরকতের দু'আ করলেন। আনাস (রা) বলেন, পরে তা যেমনি ছিল, পুনরায় তেমনি হয়ে গেল। আর তিনি বললেন ঃ এ থেকে তোমরা গ্রহণ কর।

٥١٤٦- وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَمَرَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ أَنْ تَصْنَعَ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا لِنَفْسِهِ خَاصَّةً ثُمَّ أَرْسَلَنِي إِلَيْهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ فَوَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ وَسَمَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَقَالَ كُلُوا وَسَمُّوا اللَّهَ فَأَكَلُوا حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ بِثَمَانِينَ رَجُلاً ثُمَّ أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَهْلُ الْبَيْتِ وَتَرَكُوا سُؤْرًا-

৫১৪৬. আমরুন নাকিদ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শুধুমাত্র নবী ﷺ -এর জন্য খাবার প্রস্তুত করতে আবূ তালহা (রা) উম্মু সুলায়ম (রা)-কে নির্দেশ দিলেন। তারপর তিনি আমাকে তাঁর নিকট পাঠালেন। তারপর বর্ণনাকারী শেষ পর্যন্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন। এতে তিনি বলেছেন, তারপর নবী ﷺ তাতে হাত রাখলেন এবং আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করলেন। তারপর বললেন ঃ দশজনকে আসতে বলো। তাদের আসতে বললে তারা প্রবেশ করলো। অতঃপর তিনি বললেন ঃ তোমরা 'বিস্মিল্লাহ্' বলে আহার কর। তারা আহার করলো। এমনিভাবে আশিজনের সঙ্গে এরূপ করলেন। অবশেষে নবী ﷺ ও বাড়ির লোকেরা আহার করলেন এবং কিছু অবশিষ্ট রেখে গেলেন।

٥١٤٧- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ فِي طَعَامِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ فِيْهِ فَقَامَ اَبُوْ طَلْحَةَ عَلَى الْبَابِ حَتّٰى اَتٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا قَالَ هَلُمَّهُ فَاِنَّ اللّٰهَ سَيَجْعَلُ فِيْهِ الْبَرَكَةَ-

৫১৪৭. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর সূত্রে আবূ তালহা (রা)-এর খাবারের এ ঘটনাটি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। এতে বর্ণনাকারী বলেছেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসা পর্যন্ত আবূ তালহা (রা) দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এতো সামান্য মাত্র। তিনি বললেন : তাই নিয়ে এস। আল্লাহ্ অবশ্যই এতে বরকত দান করবেন।

٥١٤٨- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْبَجَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَقَالَ فِيْهِ ثُمَّ اَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَكَلَ اَهْلُ الْبَيْتِ وَاَفْضَلُوْا مَا اَبْلَغُوْا جِيْرَانَهُمْ-

৫১৪৮. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর বর্ণনাকারী বলেছেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আহার করলেন। গৃহবাসীরাও আহার করলো। তাঁরা নিজেদের প্রতিবেশীদের নিকট পৌঁছানোর জন্য কিছু অবশিষ্ট রাখলেন।

٥١٤٩- وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيْرَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَاٰى اَبُوْ طَلْحَةَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مُضْطَجِعًا فِي الْمَسْجِدِ يَتَقَلَّبُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ فَاَتٰى اُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَ اِنِّيْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مُضْطَجِعًا فِي الْمَسْجِدِ يَتَقَلَّبُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ وَاَظُنُّهُ جَائِعًا وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَقَالَ فِيْهِ ثُمَّ اَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ طَلْحَةَ وَاُمُّ سُلَيْمٍ وَاَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَاَهْدَيْنَاهُ لِجِيْرَانِنَا-

৫১৪৯. হাসান ইব্‌ন আলী হুলওয়ানী (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ তালহা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মসজিদে পার্শ্বে শুয়ে পেট ও পীঠ ওলট পালট করতে দেখলেন। তখন তিনি উম্মু সুলায়ম (রা)-এর নিকট এসে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মসজিদে পার্শ্বে শুয়ে পেট ও পিঠে ওলট-পালট করতে দেখতে পেয়েছি। আমার মনে হলো, তিনি ক্ষুধার্ত। অতঃপর বর্ণনাকারী শেষ পর্যন্ত হাদীসটি রিওয়ায়াত করেন। এতে তিনি বলেছেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ তালহা (রা) উম্মু সুলায়ম (রা) ও আনাস (রা) আহার করলেন। কিছু অবশিষ্ট থেকে গেলে আমরা তা প্রতিবেশীদের নিকট হাদিয়া পাঠালাম।

٥١٥٠- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا مَعَ أَصْحَابِهِ يُحَدِّثُهُمْ وَقَدْ عَصَبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ قَالَ أُسَامَةُ وَأَنَا أَشُكُّ عَلَى حَجَرٍ فَقُلْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ لِمَ عَصَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَطْنَهُ فَقَالُوا مِنَ الْجُوعِ فَذَهَبْتُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ وَهُوَ زَوْجُ أُمِّ سُلَيْمٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَقُلْتُ يَا أَبَتَاهُ قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَصَبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ فَسَأَلْتُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ فَقَالُوا مِنَ الْجُوعِ فَدَخَلَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى أُمِّي فَقَالَ هَلْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَتْ نَعَمْ عِنْدِي كِسَرٌ مِنْ خُبْزٍ وَتَمَرَاتٍ فَإِنْ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحْدَهُ أَشْبَعْنَاهُ وَإِنْ جَاءَ آخَرُ مَعَهُ قَلَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ذَكَرَ سَائِرَ الْحَدِيثِ بِقِصَّتِهِ-

৫১৫০. হারমালা ইবন ইয়াহ্ইয়া তুজাইবী (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে তাঁকে দেখতে পেলাম, তিনি তাঁর সাহাবীদের সঙ্গে বসে কথোপকথন করছেন। আর তিনি তাঁর পেট একটি বস্ত্রখন্ড দ্বারা বেঁধে রেখেছেন। বর্ণনাকারী উসামা বলেন, পাথরসহ ছিল কিনা, এতে আমার সন্দেহ রয়েছে। আমি তাঁর কোন সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কেন তাঁর পেট বেঁধে রেখেছেন? তাঁরা বললেন, ক্ষুধার কারণে। এরপর আমি আবূ তালহা (রা)-এর নিকট গেলাম। তিনি উম্মু সুলায়ম বিনত মিলহান (রা)-এর স্বামী ছিলেন। আমি বললাম, আব্বা! আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখলাম তিনি কাপড় দিয়ে তাঁর পেট বেঁধে রেখেছেন। আমি তাঁর জনৈক সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বললেন, ক্ষুধার কারণে। তারপর আবূ তালহা (রা) আমার মাতার কাছে গেলেন এবং বললেন, কিছু আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমার নিকট কয়েক টুকরা রুটি আর কয়েকটি খেজুর আছে। যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের গৃহে একাকী আসেন, তাহলে আমরা তাঁকে পরিতৃপ্ত করতে পারি। আর যদি অন্য কেউ তাঁর সঙ্গে আসে, তা হলে তাঁদের কম হবে। অতঃপর বর্ণনাকারী ঘটনাসহপূর্ণ হাদীসটি উল্লেখ করেন।

٥١٥١- وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي طَعَامِ أَبِي طَلْحَةَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ-

৫১৫১. হাজ্জাজ ইবন শাঈর (র).....আনাস ইবন মালিক (র)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে আবূ তালহার খাবারের ব্যাপারে তাঁদের (উপরোক্ত বর্ণনাকারীদের) হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٢١٣- بَابُ جَوَازِ أَكْلِ الْمَرَقِ وَاسْتِحْبَابُ أَكْلِ الْيَقْطِينِ وَإِيثَارِ أَهْلِ الْمَائِدَةِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَإِنْ كَانُوا ضُيْفَانًا إِذَا لَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ صَاحِبُ الطَّعَامِ-

২১৩. অনুচ্ছেদ ঃ শুরুয়া খাওয়া জায়েয এবং কদু খাওয়া মুস্তাহাব। আর মেযবান অপসন্দ না করলে, মেহমান হয়েও একই দস্তরখানে উপবেশনকারীদের একজন অন্যজনকে এগিয়ে দেওয়া জায়েয

٥١٥٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

ابِىْ طَلْحَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ اِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ قَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَى ذٰلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خُبْزًا مِنْ شَعِيْرٍ وَمَرَقًا فِيْهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيْدٌ قَالَ اَنَسٌ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَى الصَّحْفَةِ قَالَ فَلَمْ اَزَلْ اُحِبُّ الدُّبَّاءَ مُنْذُ يَوْمَئِذٍ-

৫১৫২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক দর্জি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য কিছু খাবার তৈরি করে তাঁকে দাওয়াত করলো। আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, সে দাওয়াতে আমিও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে গেলাম। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে যবের রুটি, শুরুয়া বিশিষ্ট কদু ও ভুনা গোশ্‌ত উপস্থিত করলো। আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখলাম, তিনি প্লেটের চতুর্দিক থেকে কদু খুঁজে নিচ্ছেন। সেদিন থেকে আমিও কদু পসন্দ করতে লাগলাম।

٥١٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ دَعَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَجِئَ بِمَرَقَةٍ فِيْهَا دُبَّاءٌ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْكُلُ مِنْ ذٰلِكَ الدُّبَّاءِ وَيُعْجِبُهُ قَالَ فَلَمَّا رَاَيْتُ ذٰلِكَ جَعَلْتُ اُلْقِيْهِ اِلَيْهِ وَلَا اَطْعَمُهُ قَالَ فَقَالَ اَنَسٌ فَمَازِلْتُ بَعْدُ يُعْجِبُنِىْ الدُّبَّاءُ-

৫১৫৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা আবূ কুরায়ব (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দাওয়াত করলো। আমিও তাঁর সঙ্গে গেলাম। তরকারী আনা হলো যাতে কদু ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে কদুগুলো খেতে লাগলেন। কদু তাঁর কাছে ভাল লাগছিল। তিনি বলেন, এরূপ দেখে আমি নিজে না খেয়ে এগুলো তাঁর কাছে এগিয়ে দিতে লাগলাম। আনাস (রা) বলেন, এরপর থেকে সর্বদাই কদু আমার পসন্দনীয় হয়ে যায়।

٥١٥٤- وَحَدَّثَنِىْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ وَعَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلًا خَيَّاطًا دَعَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَزَادَ قَالَ ثَابِتٌ فَسَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ فَمَا صُنِعَ لِىْ طَعَامٌ بَعْدُ اَقْدِرُ عَلَى اَنْ يُصْنَعَ فِيْهِ دُبَّاءٌ اِلَّا صُنِعَ-

৫১৫৪. হাজ্জাজ ইব্‌ন শাঈর ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক দর্জি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দাওয়াত করলো। বর্ণনাকারী অতিরিক্ত যোগ করেছেন যে, সাবিত (র) বলেছেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, এরপর আমার জন্য যদি খাদ্য প্রস্তুত করা হতো, এতে কদু দিতে আমি সক্ষম হলে তাই করা হতো।

٢١٤- بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ النَّوَى خَارِجَ التَّمْرِ وَاسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الضَّيْفِ لأَهْلِ الطَّعَامِ وَطَلَبِ الدُّعَاءِ مِنَ الضَّيْفِ الصَّالِحِ وَإِجَابَتِهِ إِلَى ذَلِكَ-

২১৪. অনুচ্ছেদ ঃ খেজুরের বিচি খেজুরের বাইরে ফেলা মুস্তাহাব এবং মেযবানের জন্য মেহমানের দু'আ করা, সৎ মেহমান থেকে দু'আ চাওয়া ও মেহমানের তাতে সাড়া দেয়া মুস্তাহাব

٥١٥٥- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى الْعَنَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَبِي قَالَ فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةً فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ أُتِيَ بِتَمْرٍ فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي النَّوَى بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ وَيَجْمَعُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى قَالَ شُعْبَةُ هُوَ ظَنِّي وَهُوَ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَلْقَاءُ النَّوَى بَيْنَ الإِصْبَعَيْنِ ثُمَّ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ قَالَ فَقَالَ أَبِي وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ أَدْعُ اللَّهَ لَنَا فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ فَاغْفِرْ لَهُمْ فَارْحَمْهُمْ-

৫১৫৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না আনাযী (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুসর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার পিতার নিকট আগমণ করলেন। আমরা তাঁর সামনে কিছু খাবার ও ওতবা (খেজুর চূর্ণ, পণির ও ঘি যোগে তৈরি এক প্রকার খাদ্য) উপস্থিত করলাম। তিনি কিছু খেলেন। তারপর খেজুর আনা হলে তিনি তা খেতে লাগলেন। আর বিচিগুলো মধ্যমা ও শাহাদত অঙ্গুলী একত্র করে দু'আঙ্গুলের মাঝ দিয়ে ফেলতে লাগলেন। শু'বা বলেন, এটা আমার ধারণা। তবে ইন্‌শা আল্লাহ্ এতে দু'আঙ্গুলের মাঝ দিয়ে বিচি ফেলার কথাটি আছে। তারপর তাঁর কাছে পানীয় আনা হলে তিনি তা পান করেন। পরে তিনি তাঁর ডান পার্শ্বস্থ ব্যক্তিকে দিলেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুসর (রা) বলেন, এরপর আমার পিতা তাঁর সাওয়ারীর লাগাম ধরে বললেন, আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করুন। তখন তিনি বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! তুমি তাদের রিযিকে বরকত দাও, তাদের ক্ষমা কর এবং তাদের প্রতি রহম কর।

٥١٥٦- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ح قَالَ وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَشُكَّا فِي إِلْقَاءِ النَّوَى بَيْنَ الإِصْبَعَيْنِ-

৫১৫৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)..... শু'বা (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তাঁরা উভয়েই দু'আঙ্গুলের মাঝ দিয়ে বিচি ফেলে দেয়ার ব্যাপারে শু'বার সন্দেহের কথা উল্লেখ করেননি।

٢١٥- بَابُ أَكْلِ الْقِثَّاءِ بِالرُّطَبِ-

২১৫. অনুচ্ছেদ ঃ কাঁকুড় ও তাজা খেজুর মিশিয়ে খাওয়া

٥١٥٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ الْهِلاَلِيُّ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ-

৫১৫৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তামীমী ও আব্দুল্লাহ ইব্ন আওন হিলালী (র)..... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তাজা খেজুরের সাথে কাঁকুড় খেতে দেখেছি।

٢١٦- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَوَاضُعِ الْآكِلِ وَصِفَةِ قُعُوْدِهِ-

২১৬. অনুচ্ছেদ : আহারকারীর বিনয়-নম্রতা মুস্তাহাব আর তার উপবেশনের পদ্ধতি

٥١٥٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ سَعِيْدِ الْاَشَجُّ كِلاَهُمَا عَنْ حَفْصٍ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُقْعِيًا يَاْكُلُ تَمْرًا-

৫১৫৮. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে জানুদ্বয় তুলে উপরি বসে খেজুর খেতে দেখেছি।

٥١٥٩- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ اَبِيْ عُمَرَ جَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِتَمْرٍ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُهُ وَهُوَ مُحْتَفِزٌ يَاْكُلُ مِنْهُ اَكْلاً ذَرِيْعًا وَفِيْ رِوَايَةِ زُهَيْرٍ اَكْلاً حَثِيْثًا-

৫১৫৯. যুহায়র ইব্ন হারব ও ইব্ন আবূ উমার (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে শুকনা খেজুর আনা হলে তিনি তা বন্টন করতে লাগলেন এবং তিনি নিজে জানুদ্বয় তুলে বসা অবস্থায় দ্রুত এগুলো থেকে খাচ্ছিলেন। যুহায়র (র)-এর বর্ণনায় اَكْلاً ذَرِيْعًا শব্দের স্থলে اَكْلاً حَثِيْثًا শব্দ উল্লেখিত হয়েছে (উভয় শব্দের অর্থই দ্রুত)।

٢١٧- بَابُ نَهْيِ الْاٰكِلِ مَعَ جَمَاعَةٍ عَنْ قِرَانِ تَمْرَتَيْنِ وَنَحْوِهَا فِيْ لُقْمَةٍ اِلاَّ بِاِذْنِ اَصْحَابِهِ-

২১৭. অনুচ্ছেদ ঃ একত্রে বসে আহারকারীর জন্য এক লুকমায় দু'টি করে খেজুর ইত্যাদি খাওয়া নিষেধ, তবে যদি সাথীরা অনুমতি দেয় (তবে জায়েয)

٥١٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ جَبَلَةَ بْنَ سُحَيْمٍ قَالَ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ قَالَ وَقَدْ كَانَ اَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جَهْدٌ فَكُنَّا نَاْكُلُ فَيَمُرُّ عَلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ نَاْكُلُ فَيَقُوْلُ لاَ تُقَارِنُوْا فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْاِقْرَانِ اِلاَّ اَنْ يَسْتَاْذِنَ الرَّجُلُ اَخَاهُ قَالَ شُعْبَةُ لاَاَرٰى هٰذِهِ الْكَلِمَةَ اِلاَّ مِنْ كَلِمَةِ ابْنِ عُمَرَ يَعْنِي الْاِسْتِئْذَانَ-

৫১৬০. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ... ... জাবালা ইব্ন সুহায়ম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন যুবায়র (রা) আমাদের খাদ্য হিসেবে খেজুর দিতেন। সে সময় মানুষ দুর্ভিক্ষে পতিত হয়েছিল। আমরা তাই খেয়ে থাকতাম। একবার আমরা খাচ্ছিলাম, এমন সময় ইব্ন উমার (রা) আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তিনি বলেন, তোমরা একাধিক খেজুর এক সাথে খেও না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক সঙ্গে একাধিক খেজুর খেতে নিষেধ

করেছেন। তবে যদি কেউ তার (সাথী) ভাই থেকে অনুমতি নিয়ে নেয় (তাহলে খেতে পারে)। শু'বা (র) বলেন, আমার মনে হয়, অনুমতি নেয়ার কথাটা ইব্‌ন উমার (রা)-এরই কথা।

٥١٦١- وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِيْ حَدِيْثِهِمَا قَوْلُ شُعْبَةَ وَلَا قَوْلُهُ وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جَهْدٌ-

৫১৬১. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... শু'বা (র) থেকে উপরোক্ত সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তাঁদের হাদীসে শু'বা (র)-এর উক্তি এবং জাবালা (র)-এর এ উক্তি নেই যে, সে সময় মানুষ দুর্ভিক্ষে পতিত হয়েছিল।

٥١٦٢- حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتّٰى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ-

৫১৬২. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)..... জাবালা ইব্‌ন সুহায়ম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সঙ্গীদের অনুমতি ছাড়া কোন ব্যক্তির এক সঙ্গে দুটি করে খেজুর খেতে নিষেধ করেছেন।

٢١٨- بَابُ فِيْ ادِّخَارِ التَّمْرِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْأَقْوَاتِ لِلْعِيَالِ-

২১৮. অনুচ্ছেদ ঃ খেজুর ইত্যাদি খাদ্য পরিবারের লোকজনের জন্য সঞ্চিত রাখা

٥١٦٣- وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَجُوْعُ أَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَهُمُ التَّمْرُ-

৫১৬৩. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্দুর রাহমান দারিমী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে পরিবারের লোকদের কাছে খেজুর আছে, তারা ক্ষুধার্ত হতে পারে না।

٥١٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلَاءَ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيْهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ يَا عَائِشَةُ بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيْهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ أَوْ جَاعَ أَهْلُهُ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا-

৫১৬৪. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা ইব্‌ন কা'নাব (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ হে আয়েশা! যে বাড়িতে খেজুরও নাই, সে বাড়ির লোকজন ক্ষুধার্ত। হে আয়েশা! যে বাড়িতে খেজুরও নাই, সে বাড়ির লোকজন ক্ষুধার্ত হবে বা হয়েছে। কথাটি তিনি দু'বার অথবা তিনবার বলেছিলেন।

٢١٩- بَابُ فَضْلِ تَمْرِ الْمَدِيْنَةِ

২১৯. অনুচ্ছেদ ঃ মদীনার খেজুরের মর্যাদা

٥١٦٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِمَّا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حِيْنَ يُصْبِحُ لَمْ يَضُرَّهُ سَمٌّ حَتّٰى يُمْسِيَ-

৫১৬৫. আবদুল্লাহ্ ইবন মাসলামা ইবন কা'নাব (র)..... সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মদীনার উভয় প্রান্তের মাঝে উৎপন্ন খেজুরের সাতটি করে প্রত্যহ সকালে আহার করে, তাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন বিষ ক্ষতি করতে পারে না।

٥١٦٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ سَمٌّ وَلَا سِحْرٌ-

৫১৬৬ আবূ বাক্ ইবন আবূ শায়বা (র)..... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি প্রত্যহ সকালে সাতটি করে আজওয়া (মদীনা শরীফে উৎপন্ন এক জাতীয় উৎকৃষ্ট মানের খেজুর) আহার করে, সেদিন তাকে কোন বিষ বা যাদু ক্ষতি করতে পারে না।

٥١٦٧- وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ ح قَالَ وَثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ كِلَاهُمَا عَنْ هَاشِمِ ابْنِ هَاشِمٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ وَلَا يَقُوْلَانِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ -

৫১৬৭. ইবন আবূ উমার মারওয়ান আল-ফাযারী (র) থেকে, অন্য সনদে ইস্হাক ইবন ইব্রাহীম (র) আবূ বদর শুজা' ইবন ওয়ালীদ (র) থেকে, তাঁরা উভয়ে হাশিম ইবন হাশিম (র) থেকে উল্লেখিত সনদে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তারা দু'জনে 'আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি' উক্তিটি উল্লেখ করেননি।

٥١٦٨- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شَرِيْكٍ وَهُوَ بْنُ أَبِي نَمِرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي عَتِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّ فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً أَوْ إِنَّهَا تِرْيَاقٌ أَوَّلَ الْبُكْرَةِ-

৫১৬৮. ইয়াহ্ইয়া ইবন ইয়াহ্ইয়া, ইবন আইয়ুব ও ইবন হুজর (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মদীনার উঁচু ভূমির 'আজওয়া' খেজুরে শেফা (রোগমুক্তি) রয়েছে। অথবা তিনি বলেছেনঃ এগুলো প্রতিদিন সকালের আহারে বিষনাশক ঔষধের কাজ করে।

٢٢٠- بَابُ فَضْلِ الْكَمْأَةِ وَمُدَاوَاةِ الْعَيْنِ بِهَا

২২০. অনুচ্ছেদ ঃ কামআ[১]-এর ফযীলত ও এরদ্বারা চোখের চিকিৎসা

٥١٦٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ-

৫১৬৯ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) জারির (র) থেকে, অন্য সনদে ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)..... সাঈদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কাম'আ মান্না জাতীয়। আর এর রস চোখের জন্য ঔষধ বিশেষ।

٥١٧٠- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ-

৫১৭০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)..... সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কাম'আ মান্না জাতীয়। আর এর রস চোখের জন্য ঔষধ বিশেষ।

٥١٧١- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ شُعْبَةُ لَمَّا حَدَّثَنِي بِهِ الْحَكَمُ لَمْ أُنْكِرْهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ-

৫১৭১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)..... সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। শু'বা (র) বলেন, হাকাম (র) যখন আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করলেন, তখন আমি আবদুল মালিক (র)-এর হাদীসটিকে আর 'গরীব' (যে হাদীসের সনদের কোন স্থানে মাত্র একজন বর্ণনাকারী থাকেন) মনে করলাম না।

٥١٧٢- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ-

৫১৭২. সাঈদ ইব্‌ন আমর আল-আশ'আসী (র)..... সাঈদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কামআ মান্না জাতীয় (উদ্ভিদ) যা বনী ইস্‌রাঈলের উপর মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করেছিলেন আর এর রস চোখের ঔষধ বিশেষ।

---

১. কাম'আ ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ। সাধারণত স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় জন্মে। ইংরেজি নাম মাসরুম। বাংলায় একে ব্যাঙের ছাতা বলে। এর চাষ হয়। সুস্বাদু খাবার। বনে-জংগলে উৎপন্ন হলে খাওয়া বা ঔষধরূপে ব্যবহার করা উচিত নয়। কেননা এর বিষাক্ত প্রকৃতিও রয়েছে।

٥١٧٣- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِيْ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ عَلٰى مُوْسٰى وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ-

৫১৭৩. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ..... সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কাম্‌আ মান্না জাতীয় (উদ্ভিদ) যা মহান ও গৌরবান্বিত আল্লাহ্ মূসা (আ)-এর উপর অবতীর্ণ করেছিলেন। আর এর রস চোখের জন্য ঔষধ বিশেষ।

٥١٧٤- وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِيْ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ وَمَاءُ هَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ-

৫১৭৪. ইব্‌ন আবূ উমার (র).....সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কাম্‌আ সেই মান্না জাতীয় (উদ্ভিদ) যা মহান ও গৌরবান্বিত আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলের উপর অবতীর্ণ করেছিলেন। আর এর রস চোখের জন্য ঔষধ বিশেষ।

٥١٧٥- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ فَلَقِيْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ فَحَدَّثَنِيْ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ-

৫১৭৫. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাবীব হারিসী (র)..... সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কাম্‌আ মান্না জাতীয়, আর এর রস চোখের জন্য ঔষধ বিশেষ।

٢٢١- بَابُ فَضِيْلَةِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْكَبَاثِ-

২২১. অনুচ্ছেদ ঃ কালো কাবাস (পিলু ফল)-এর ফযীলত

٥١٧٦- حَدَّثَنِيْ اَبُو الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ وَنَحْنُ نَجْتَنِي الْكَبَاثَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالْاَسْوَدِ مِنْهُ قَالَ فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَاَنَّكَ رَعَيْتَ الْغَنَمَ قَالَ نَعَمْ وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ اِلَّا وَقَدْ رَعَاهَا اَوْ نَحْوَ هٰذَا مِنَ الْقَوْلِ-

৫১৭৬. আবূ তাহির (র).....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে 'মাররুয যাহ্‌রান' নামক স্থানে কাবাস (পিলু ফল) কুড়াচ্ছিলাম। নবী ﷺ বললেন ঃ তোমাদের শুধু কালোগুলো

কুড়ানো উচিত। রাবী বলেন, আমরা তখন বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি মনে হয় বকরী চরিয়েছেন? তিনি বললেন, হাঁ, প্রত্যেক নবীই বকরী চরিয়েছেন। (রাবী বলেন) অথবা তিনি প্রায় এরূপ কোন কথা বলেছেন।

٢٢٢- بَابُ فَضِيْلَةِ الْخَلِّ وَالتَّأْدُمِ بِهِ-

২২২. অনুচ্ছেদ ঃ সিরকার ফযীলত এবং তা সালুন হিসেবে ব্যবহার করা

٥١٧٧- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ نِعْمَ الْاُدْمُ اَوِ الْاِدَامُ الْخَلُّ-

৫১৭৭. আবদুল্লাহ্ ইবন আবদুর রাহমান দারিমী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ সিরকা তো খুব ভাল সালুন।

٥١٧٨- وَحَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ قُرَيْشٍ ابْنِ نَافِعٍ التَّمِيْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوَحَاظِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ نِعْمَ الْاُدْمُ وَلَمْ يَشُكَّ-

৫১৭৮. মূসা ইবন কুরায়শ ইবন নাফি' তামীমী (র)..... সুলায়মান ইবন বিলাল (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণিত আছে। তবে তিনি نِعْمَ الْاُدْمُ বলেছেন نِعْمَ الْاُدْمُ اَوِ الْاِدَامُ বলে শব্দের মধ্যে কোন সন্দেহ প্রকাশ করেননি।

٥١٧٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ عَنْ اَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَ اَهْلَهُ الْاُدْمَ فَقَالُوْا مَا عِنْدَنَا اِلَّا خَلٌّ فَدَعَا بِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُوْلُ نِعْمَ الْاُدْمُ الْخَلُّ نِعْمَ الْاُدْمُ الْخَلُّ-

৫১৭৯. ইয়াহ্ইয়া ইবন ইয়াহ্ইয়া (র).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর পরিবারের লোকদের কাছে সালুন চাইলে তাঁরা বললো, সিরকা ছাড়া আমাদের কাছে অন্য কিছু নেই। তখন তিনি তাই আনতে বললেন এবং খেতে খেতে বললেন ঃ কত ভাল তরকারি সিরকা, কত উত্তম তরকারি সিরকা!

٥١٨٠- حَدَّثَنِيْ يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِيْ ابْنَ عُلَيَّةَ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِيْ ذَاتَ يَوْمٍ اِلٰى مَنْزِلِهِ فَاَخْرَجَ اِلَيْهِ فِلَقًا مِنْ خُبْزٍ فَقَالَ مَا مِنْ اُدْمٍ فَقَالُوْا لَا اِلَّا شَيْءٌ مِنْ خَلٍّ قَالَ فَاِنَّ الْخَلَّ نِعْمَ الْاُدْمُ قَالَ جَابِرٌ فَمَا زِلْتُ اُحِبُّ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ طَلْحَةُ مَا زِلْتُ اُحِبُّ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ جَابِرٍ-

৫১৮০. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম দাওরাকী (র)..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার হাত ধরে নিজ গৃহে গেলেন। পরে এক টুকরা রুটি তাঁর সামনে উপস্থিত করা হলে তিনি বললেন ঃ কোন তরকারি কি নেই? তারা বললেন, না। তবে সামান্য কিছু সিরকা আছে। তিনি বললেন, সিরকা তো উত্তম তরকারি। জাবির (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র নবী ﷺ থেকে একথা শ্রবণ করার পর আমি সিরকা পসন্দ করতে থাকি। তালহা (র) বলেন, আমিও জাবির (রা)-এর নিকট একথা শ্রবণ করার পর থেকে সিরকা পসন্দ করতে লাগলাম।

٥١٨١- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ إِلَى قَوْلِهِ فَنِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ-

৫১৮১. নাসর ইব্‌ন আলী জাহ্‌যামী (র)..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একদা) তার হাত ধরে নিজ গৃহে গেলেন। এরপর বর্ণনাকারী সিরকা কত উত্তম তরকারি-পর্যন্ত ইব্‌ন উলায়্যা (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু তিনি এর পরের অংশটি উল্লেখ করেননি।

٥١٨٢- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي زَيْنَبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِي دَارٍ فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَى بَعْضَ حُجَرِ نِسَائِهِ فَدَخَلَ ثُمَّ أَذِنَ لِي فَدَخَلْتُ الْحِجَابَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ مِنْ غَدَاءٍ فَقَالُوا نَعَمْ فَأُتِيَ بِثَلَاثَةِ أَقْرِصَةٍ فَوُضِعْنَ عَلَى بَتِّيٍّ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُرْصًا فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَخَذَ قُرْصًا آخَرَ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيَّ ثُمَّ أَخَذَ الثَّالِثَ فَكَسَرَهُ بِاثْنَيْنِ فَجَعَلَ نِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَنِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيَّ ثُمَّ قَالَ هَلْ مِنْ أُدْمٍ قَالُوا لَا إِلَّا شَيْءٌ مِنْ خَلٍّ قَالَ هَاتُوهُ فَنِعْمَ الْإِدَامُ هُوَ-

৫১৮২. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি বাড়িতে উপবিষ্ট ছিলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে ইশারা করলে আমি তাঁর কাছে উঠে গেলাম। তিনি আমার হাত ধরলেন। এরপর আমরা চললাম। অবশেষে তিনি তাঁর কোন এক স্ত্রীর গৃহে আসলেন এবং প্রবেশ করলেন। এরপর তিনি আমাকে অনুমতি দিলে আমি পর্দার ভিতরে প্রবেশ করলাম। তিনি বললেন ঃ খাবার কিছু আছে কি? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। পরে তিনখণ্ড রুটি আনা হলো এবং তা দস্তরখানে রাখা হলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি খণ্ড নিয়ে তাঁর সামনে রাখলেন; অন্য একটি খণ্ড নিয়ে আমার সামনে রাখলেন। এরপর তৃতীয় খণ্ডটি নিয়ে দু'ভাগ করলেন এবং এর অর্ধেক তাঁর সামনে ও বাকি অর্ধেক আমার সামনে রাখলেন। এরপর বললেন ঃ কোন তরকারি কি আছে? তাঁরা বললেন ঃ যৎকিঞ্চিৎ সিরকা আছে। তিনি বললেন, তাই নিয়ে আস। সেটা তো উত্তম তরকারি।

٢٢٣. بَابُ اِبَاحَةِ اَكْلِ الثُّوْمِ وَاَنَّهُ يَنْبَغِيْ لِمَنْ اَرَادَ خِطَابَ الْكُبَارِ تَرْكُهُ وَكَذَا مَافِيْ مَعْنَاهُ-

২২৩. অনুচ্ছেদ ঃ রসুন খাওয়া বৈধ। আর যে ব্যক্তি বড়দের সাথে কথা বলতে ইচ্ছা করে, তার জন্য এটা খাওয়া বর্জন করা উচিত। অন্যান্য দুর্গন্ধযুক্ত বস্তুর হুকুমও তাই

٥١٨٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ مُثَنّٰى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُتِيَ بِطَعَامٍ اَكَلَ مِنْهُ وَبَعَثَ بِفَضْلَةٍ اِلَيَّ وَاِنَّهُ بَعَثَ اِلَيَّ يَوْمًا بِفَضْلَةٍ لَمْ يَاْكُلْ مِنْهَا لِاَنَّ فِيْهَا ثُوْمًا فَسَاَلْتُهُ اَحَرَامٌ هُوَ قَالَ لَا وَلٰكِنِّيْ اَكْرَهُهُ مِنْ اَجْلِ رِيْحِهِ قَالَ فَاِنِّيْ اَكْرَهُ مَا كَرِهْتَ-

৫১৮৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... আবূ আইয়ূব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে কোন খাবার আনা হলে তিনি কিছু খেতেন আর অবশিষ্টটুকু আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। একদিন তিনি এমন কিছু খাবার পাঠিয়ে দিলেন যা থেকে কিছুই গ্রহণ করেননি; কেননা তাতে রসুন ছিল। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি হারাম? তিনি বললেন ঃ না। তবে আমি গন্ধের দরুন ওটা অপসন্দ করি। তিনি বললেন, তাহলে আমিও অপসন্দ করবো, যা আপনি অপসন্দ করেন।

٥١٨٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ فِيْ هٰذَا الْاِسْنَادِ-

৫১৮৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)..... শু'বা (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

٥١٨٥- وَحَدَّثَنِيْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَاَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ صَخْرٍ وَاللَّفْظُ مِنْهُمَا قَرِيْبٌ قَالَا حَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ فِيْ رِوَايَةِ حَجَّاجٍ بْنِ يَزِيْدَ اَخُوْ زَيْدٍ الْاَحْوَلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَفْلَحَ مَوْلٰى اَبِيْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَزَلَ عَلَيْهِ فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي السُّفْلِ وَاَبُوْ اَيُّوْبَ فِي الْعُلْوِ فَانْتَبَهَ اَبُوْ اَيُّوْبَ لَيْلَةً فَقَالَ نَمْشِيْ فَوْقَ رَأْسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَنَحَّوْا فَبَاتُوْا فِيْ جَانِبٍ ثُمَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ السُّفْلُ اَرْفَقُ فَقَالَ لَا اَعْلُوْ سَقِيْفَةً اَنْتَ تَحْتَهَا فَتَحَوَّلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْعُلْوِ وَاَبُوْ اَيُّوْبَ فِي السُّفْلِ فَكَانَ يَصْنَعُ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا فَاِذَا جِيْءَ بِهِ اِلَيْهِ سَاَلَ عَنْ مَوْضِعِ اَصَابِعِهِ فَيَتَتَبَّعُ مَوْضِعَ اَصَابِعِهِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فِيْهِ ثُوْمٌ فَلَمَّا رُدَّ اِلَيْهِ سَاَلَ عَنْ مَوْضِعِ اَصَابِعِ النَّبِيِّ ﷺ فَقِيْلَ لَهُ لَمْ يَاْكُلْ فَفَزِعَ وَصَعِدَ اِلَيْهِ فَقَالَ اَحَرَامٌ هُوَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا وَلٰكِنِّيْ اَكْرَهُهُ قَالَ فَاِنِّيْ اَكْرَهُ مَاتَكْرَهُ اَوْ مَا كَرِهْتَ قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُؤْتٰى بِالْوَحْيِ-

৫১৮৫. হাজ্জাজ ইব্‌ন শাঈর ও আহ্‌মাদ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন সাখর (র)..... আবূ আইয়ুব (রা) থেকে বর্ণিত যে, (হিজরতের সময়) নবী ﷺ তাঁর বাড়িতে অতিথি হলেন। নবী ﷺ থাকতেন নীচ তলায়, আর আবূ আইয়ুব

(রা) থাকতেন উপর তলায়। এক রাত্রে আবূ আইয়ূব (রা) জাগ্রত হয়ে বললেন, আমরা তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মাথার উপর চলাফেরা করি। তখন তাঁরা সেখান থেকে সরে গিয়ে এক কোণে রাত কাটালেন। এরপর (সকালে) নবী ﷺ -কে তিনি বিষয়টি অবহিত করলে তিনি বললেন ঃ নীচ তলায়ই বেশি সুবিধা। তখন তিনি বললেন ঃ আপনি নীচে থাকবেন এমন ছাদে আমি উঠবো না। এরপর নবী ﷺ উপর তলায় এবং আবূ আইয়ূব (রা) নীচ তলায় স্থান পরিবর্তন করলেন। তিনি নবী ﷺ -এর জন্য খাবার তৈরি করতেন। যখন (অবশিষ্ট) খাবার ফিরিয়ে আনা হতো, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, তিনি (রাসূল ﷺ) কোন্ স্থানে তাঁর আঙ্গুল লাগিয়েছেন ? এরপর তাঁর আঙ্গুলের স্থান থেকে বেছে বেছে খেতেন। একদা তিনি তাঁর জন্য খাবার তৈরি করলেন, যাতে ছিল রসুন। তাঁর কাছে ফিরিয়ে আনা হলে তিনি নবী ﷺ -এর আঙ্গুলের স্থান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁকে বলা হলো, তিনি এগুলো আহার করেননি। এতে তিনি ঘাবড়িয়ে গেলেন এবং তাঁর নিকট গেলেন। এরপর জিজ্ঞাসা করলেন ওটা কি হারাম? নবী ﷺ বললেন ঃ না। তবে আমি ওটা অপসন্দ করি। তিনি বললেন, তাহলে আপনি যা অপসন্দ করেন, আমিও তা অপসন্দ করি। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর কাছে তখন ওহী আসত।

٢٢٤- بَابُ اِكْرَامُ الضَّيْفِ وَفَضْلُ اِيْثَارِهِ-

২২৪. অনুচ্ছেদ ঃ মেহমানের সমাদর করা ও তাকে প্রাধান্য দেওয়ার ফযীলত

٥١٨٦- حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ الْاَشْجَعِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّيْ مَجْهُوْدٌ فَاَرْسَلَ اِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَقَالَتْ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِيْ اِلاَّ مَاءٌ ثُمَّ اَرْسَلَ اِلَى اُخْرٰى فَقَالَتْ مِثْلَ ذٰلِكَ حَتّٰى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذٰلِكَ لاَ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِيْ اِلاَّ مَاءٌ فَقَالَ مَنْ يُضِيْفُ هٰذَا اللَّيْلَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ اَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَانْطَلَقَ بِهِ اِلَى رَحْلِهِ فَقَالَ لِامْرَاَتِهِ هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ قَالَتْ لاَ اِلاَّ قُوْتُ صِبْيَانِيْ قَالَ فَعَلِّلِيْهِمْ بِشَيْءٍ فَاِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَاَطْفِئِي السِّرَاجَ وَاَرِيْهِ اَنَّا نَاْكُلُ فَاِذَا اَهْوٰى لِيَاْكُلَ فَقُوْمِيْ اِلَى السِّرَاجِ حَتّٰى تُطْفِئِيْهِ قَالَ فَقَعَدُوْا وَاَكَلَ الضَّيْفُ فَلَمَّا اَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ قَدْ عَجِبَ اللّٰهُ مِنْ صَنِيْعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ-

৫১৮৬. যুহায়র ইব্ন হারব (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বললো, আমি খুব ক্ষুধার্ত। তিনি তাঁর কোন এক স্ত্রীর কাছে লোক পাঠালে তিনি বললেন, যে সত্তা আপনাকে সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ! আমার কাছে পানি ছাড়া কিছু নেই। তিনি অন্য এক স্ত্রীর কাছে লোক পাঠালে তিনিও একই কথা বললেন। এভাবে তাঁরা সকলে একই কথা বললেন যে, সেই সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন, আমার নিকট পানি ছাড়া অন্য কিছু নেই। তখন তিনি বললেন, আজ রাতে কে লোকটির মেহমানদারী করবে? আল্লাহ্ তার উপর রহম করুন! এ সময় জনৈক আনসারী ব্যক্তি উঠে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি। এরপর লোকটিকে নিয়ে আনসারী নিজ গৃহে গেলেন এবং তাঁর স্ত্রীকে বললেন, তোমার কাছে কি কিছু আছে? সে বললো, না। শুধু বাচ্চাদের জন্য সামান্য কিছু খাবার আছে। তিনি বললেন, তুমি তাদের কিছু দিয়ে ভুলিয়ে রাখ। আর যখন মেহমান প্রবেশ করবে, তখন তুমি আলোটা নিভিয়ে দেবে। তুমি তাকে

দেখাবে যে, আমরাও আহার করছি। সে (মেহমান) যখন খাওয়া শুরু করবে, তখন তুমি আলোর কাছে গিয়ে সেটা নিভিয়ে দেবে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তারা বসে রইলেন, আর মেহমান খেতে লাগলো। সকাল বেলা তিনি (আনসারী) নবী ﷺ -এর নিকট এলে, তিনি বললেন ঃ আজ রাতে মেহমানের সাথে তোমাদের দু'জনের আচরণে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়েছেন।

٥١٨٧- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ بَاتَ بِهِ ضَيْفٌ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلاَّ قُوتُهُ وَقُوتُ صِبْيَانِهِ فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ نَوِّمِي الصِّبْيَةَ وَأَطْفِئِي السِّرَاجَ وَقَرِّبِي لِلضَّيْفِ مَا عِنْدَكِ قَالَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ-

৫১৮৭. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবন 'আলা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক আনসারী ব্যক্তির গৃহে এক মেহমান রাত যাপন করলেন। তাঁর কাছে তাঁর ও বাচ্চাদের জন্য সামান্য খাবার ছাড়া আর কিছু ছিল না। তিনি তার স্ত্রীকে বললেন, বাচ্চাদের ঘুমিয়ে দাও, আলোটা নিভিয়ে দাও এবং তোমার কাছে যা আছে তাই মেহমানের জন্য উপস্থিত কর। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ "তারা নিজেদের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়, যদিও তাদের অভাব থাকে।"

٥١٨٨- وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِيُضَيِّفَهُ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُضَيِّفُهُ فَقَالَ أَلاَ رَجُلٌ يُضَيِّفُ هَذَا رَحِمَهُ اللَّهُ -فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ جَرِيرٍ وَذَكَرَ فِيهِ نُزُولَ الآيَةِ كَمَا ذَكَرَهُ وَكِيعٌ-

৫১৮৮. আবূ কুরায়ব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মেহমান হয়ে জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এলেন। কিন্তু তাঁর নিকট এমন কিছু ছিল না যদ্বারা তিনি তার মেহমানদারী করবেন। তখন তিনি বললেন ঃ এর মেহমানদারী করার মতো কেউ আছে কি? আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন। এ সময় আবূ তালহা নামক জনৈক আনসারী ব্যক্তি উঠলেন এবং লোকটিকে নিজ বাড়িতে নিয়ে গেলেন। এরপর বর্ণনাকারী শেষ পর্যন্ত হাদীসটি জারীর (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। আর তিনি ওকী' (র)-এর মত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কথাও উল্লেখ করেছেন।

٥١٨٩- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْمِقْدَادِ قَالَ أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي وَقَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ الْجَهْدِ فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَقْبَلُنَا فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى أَهْلِهِ فَإِذَا ثَلاَثَةُ أَعْنُزٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ احْتَلِبُوا هَذَا اللَّبَنَ بَيْنَنَا قَالَ فَكُنَّا نَحْتَلِبُ فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنَّا نَصِيبَهُ وَنَرْفَعُ لِلنَّبِيِّ

ﷺ نَصِيبُهُ قَالَ فَيَجِئُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لاَ يُوقِظُ نَائِمًا وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ قَالَ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ فَيَشْرَبُ فَأَتَانِي الشَّيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَقَدْ شَرِبْتُ نَصِيبِي فَقَالَ مُحَمَّدٌ يَأْتِي الأَنْصَارَ فَيُتْحِفُونَهُ وَيُصِيبُ عِنْدَهُمْ مَا بِهِ حَاجَةٌ إِلَى هَذِهِ الْجُرْعَةِ فَأَتَيْتُهَا فَشَرِبْتُهَا فَلَمَّا أَنْ وَغَلَتْ فِي بَطْنِي وَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ إِلَيْهَا سَبِيلٌ قَالَ نَدِمَنِي الشَّيْطَانُ فَقَالَ وَيْحَكَ مَا صَنَعْتَ أَشَرِبْتَ شَرَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ فَيَجِئُ فَلاَ يَجِدُهُ فَيَدْعُو عَلَيْكَ فَتَهْلِكُ فَتَذْهَبُ دُنْيَاكَ وَآخِرَتُكَ وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ إِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى قَدَمَيَّ خَرَجَ رَأْسِي وَإِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي خَرَجَ قَدَمَايَ وَجَعَلَ لاَ يَجِيئُنِي النَّوْمُ وَأَمَّا صَاحِبَايَ فَنَامَا وَلَمْ يَصْنَعَا مَا صَنَعْتُ قَالَ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى ثُمَّ أَتَى شَرَابَهُ فَكَشَفَ عَنْهُ فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ شَيْئًا فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ الآنَ يَدْعُو عَلَيَّ فَأَهْلِكُ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي قَالَ فَعَمَدْتُ إِلَى الشَّمْلَةِ فَشَدَدْتُهَا عَلَيَّ وَأَخَذْتُ الشَّفْرَةَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى الأَعْنُزِ أَيُّهَا أَسْمَنُ فَأَذْبَحُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا هِيَ حَافِلٌ وَإِذَا هُنَّ حُفَّلٌ كُلُّهُنَّ فَعَمَدْتُ إِلَى إِنَاءٍ لآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَا كَانُوا يَطْمَعُونَ أَنْ يَحْتَلِبُوا فِيهِ قَالَ فَحَلَبْتُ فِيهِ حَتَّى عَلَتْهُ رَغْوَةٌ فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَشَرِبْتُمْ شَرَابَكُمُ اللَّيْلَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْرَبْ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْرَبْ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي فَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ رَوِيَ وَأَصَبْتُ دَعْوَتَهُ ضَحِكْتُ حَتَّى أَلْقَيْتُ إِلَى الأَرْضِ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَحَدُ سَوْآتِكَ يَا مِقْدَادُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ مِنْ أَمْرِي كَذَا وَكَذَا وَفَعَلْتُ كَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا هَذِهِ إِلاَّ رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَفَلاَ كُنْتَ آذَنْتَنِي فَنُوقِظَ صَاحِبَيْنَا فَيُصِيبَانِ مِنْهَا قَالَ فَقُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُبَالِي إِذَا أَصَبْتُهَا أَوْ أَصَبْتُهَا مَعَكَ مَنْ أَصَابَهَا مِنَ النَّاسِ.

৫১৮৯. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... মিকদাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার দুই সাথী সামনে অগ্রসর হলাম এমন অবস্থায় প্রচণ্ড খাদ্যাভাবে আমার ও আমার দু'সঙ্গীর দৃষ্টিশক্তি ও শ্রুতিশক্তি লোপ পাচ্ছিল। পরে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবীদের কাছে নিজেদের পেশ করতে লাগলাম। কিন্তু তাঁদের কেউ আমাদেরকে গ্রহণ করলেন না। অবশেষে আমরা নবী ﷺ -এর কাছে এলে তিনি আমাদের নিয়ে তাঁর পরিবারের কাছে গেলেন। সেখানে তিনটি মেষ ছিল। নবী ﷺ বললেন ঃ তোমরা দুধ দোহন করবে। এ দুধ আমরা ভাগ করে পান করব। তিনি বলেন, এরপর থেকে আমরা দুধ দোহন করতাম। আমাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ অংশ পান করতো। আর আমরা নবী ﷺ -এর জন্য তাঁর অংশ তুলে রাখতাম। মিকদাদ (রা) বলেন, তিনি রাতে আসতেন

এবং এমনভাবে সালাম দিতেন যাতে ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত না হয় আর জাগ্রত ব্যক্তি শুনতে পায়। রাবী বলেন, এরপর তিনি মসজিদে এসে সালাত আদায় করতেন ও ফিরে এসে দুধপান করতেন। এক রাতে আমার কাছে শয়তান আসলো। আমি তো আমার অংশ পান করে ফেলেছিলাম। সে বললো,মুহাম্মদ ﷺ আনসারীদের কাছে গেলে তারা তাঁকে তোহফা (উপঢৌকন) দিবে এবং তাদের কাছে তাঁর এ সামান্য দুধের প্রয়োজনীয়তাও মিটে যাবে। এরপর আমি এসে সেটুকুও পান করে ফেললাম। দুধ যখন ভালভাবে আমার পেটে প্রবেশ করলো এবং আমি বুঝলাম, এ দুধ বের করার আর কোন উপায় নেই, তখন শয়তান আমার থেকে দূরে সরে গিয়ে বললো, তোমার সর্বনাশ হোক, তুমি কি কাণ্ড করলে! তুমি মুহাম্মদ ﷺ -এর দুধপান করে ফেলেছ? তিনি এসে যখন তা পাবেন না, তখন তোমার উপর বদ-দু'আ করবেন। তাতে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তোমার দুনিয়া ও আখিরাত বরবাদ হয়ে যাবে। আমার গায়ে ছিল একটা চাদর। যদি আমি তা আমার পদযুগলের উপর রাখি তাহলে আমার মাথা বের হয়ে পড়ে, আর যদি আমি তা আমার মাথার উপর রাখি তাহলে আমার পদযুগল বেরিয়ে পড়ে। আমার ঘুম আসছিলো না। আমার সঙ্গীদ্বয় তো ঘুমাচ্ছিল। তারা তো আমার মতো কাজ করেনি। তিনি বলেন, এরপর নবী ﷺ এসে যেভাবে সালাম দিতেন সেভাবেই সালাম দিলেন। তারপর তিনি মসজিদে এসে সালাত আদায় করলেন। এরপর দুধের কাছে এসে ঢাকনা খুলে সেখানে কিছুই পেলেন না। এরপর তিনি স্বীয় মাথা আসমানের দিকে তুললেন। আমি তখন (মনে মনে) বললাম, এখনই তিনি আমার ওপর বদ-দু'আ করবেন, আর আমি ধ্বংস হয়ে যাব। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ্! যে ব্যক্তি আমাকে আহার করায়, তাকে তুমি আহার করাও। আর যে আমাকে পান করায়, তাকে তুমি পান করাও। মিকদাদ (রা) বলেন, এ সময় আমি চাদরটি নিয়ে শরীরে বাঁধলাম, আর একটি ছুরিকা নিলাম, তারপর (এই ভেবে) মেষগুলির কাছে গেলাম যে, এগুলোর মাঝে যেটি সবচেয়ে বেশি মোটাতাজা, আমি সেটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য যবেহ্ করবো। গিয়ে দেখলাম, সেটি দুধে পরিপূর্ণ এবং অন্যান্য সব মেষও দুধে পরিপূর্ণ। এরপর আমি মুহাম্মদ ﷺ -এর পরিবারের একটি পাত্র নিয়ে এলাম যাতে তাঁরা দুধ দোহাতেন না। তিনি [মিকদাদ (রা)] বলেন, আমি তাতেই দুধ দোহন করলাম, এমনকি পাত্রের উপরিভাগে ফেনা ভেসে উঠলো। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে আসলাম। তিনি বললেন ঃ তোমরা কি রাতের দুধ পান করেছো? তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি পান করুন। তিনি পান করলেন, এরপর আমাকে দিলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি পান করুন। তিনি পান করে আবার আমাকে দিলেন। যখন আমি বুঝতে পারলাম যে, নবী ﷺ পরিতৃপ্ত হয়ে গেছেন এবং আমি তাঁর দু'আ পেয়ে গেছি, তখন আমি হাসতে হাসতে যমীনে পড়ে গেলাম। তিনি বলেন, নবী ﷺ বললেন ঃ হে মিকদাদ! তুমি কি কোন অপকর্ম করেছো? তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার এ-ই কাণ্ড ঘটে গেছে। অথবা তিনি বলেছেন, আমি এরূপ কাজ করে ফেলেছি। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ এটা একমাত্র আল্লাহ্র মেহেরবানী। তুমি কেন আমাকে অবহিত করলে না? আমরা আমাদের সাথীদ্বয়কে জাগ্রত করতাম, তাহলে তারাও এর ভাগ পেত! তিনি বলেন, আমি তখন বললাম, যে মহান সত্তা আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন, তাঁর শপথ! আপনি যখন পেয়েছেন, অথবা তিনি বলেছেন, আমি যখন আপনার সাথে ভাগ পেয়েছি, তখন অন্য কোন লোক পাওয়া না পাওয়ার আমি পরওয়া করি না।

٥١٩٠- وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ-

৫১৯০. ইসহাক্ ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... সুলায়মান ইব্ন মুগীরা (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণিত আছে।

٥١٩١- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى جَمِيْعًا عَنِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ حَدَّثَ اَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ ثَلاَثِيْنَ وَمِائَةً فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هَلْ مَعَ اَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ فَاِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ اَوْ نَحْوُهُ فَعُجِنَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيْلٌ بِغَنَمٍ يَسُوْقُهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَبَيْعٌ اَمْ عَطِيَّةٌ اَوْ قَالَ اَمْ هِبَةٌ قَالَ لاَ بَلْ بَيْعٌ فَاشْتَرٰى مِنْهُ شَاةً فَصُنِعَتْ وَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَوَادِ الْبَطْنِ اَنْ يُشْوٰى قَالَ وَاَيْمُ اللّٰهِ مَا مِنَ الثَّلاَثِيْنَ وَمِائَةٍ اِلاَّ حَزَّلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا اِنْ كَانَ شَاهِدًا اَعْطَاهُ وَاِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَّاَلَهُ قَالَ وَجَعَلَ قَصْعَتَيْنِ فَاَكَلْنَا مِنْهُمَا اَجْمَعُوْنَ وَشَبِعْنَا وَفَضَلَ فِى الْقَصْعَتَيْنِ فَحَمَلْتُهُ عَلَى الْبَعِيْرِ اَوْ كَمَا قَالَ-

৫১৯১. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয আম্বারী, হামিদ ইব্ন উমার বাকরাবী ও মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র)..... আবদুর রাহমান ইব্ন আবূ বাকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একশ' ত্রিশজন লোক (এক সফরে) নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। নবী ﷺ (এক সময়) বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কারো কাছে খাদ্যদ্রব্য আছে কি? দেখা গেল, এক ব্যক্তির কাছে এক সা' বা অনুরূপ পরিমাণ খাদ্য আছে। তা (গুলিয়ে) খামীর করা হলো। এরপর এলোকেশী দীর্ঘদেহী এক মুশরিক ব্যক্তি কিছু বকরী হাঁকিয়ে নিয়ে এলো। নবী ﷺ বললেন ঃ এগুলো বিক্রি করবে না উপহার হিসেবে দিবে? অথবা উপহার শব্দের পরিবর্তে তিনি 'দান করবে' বলেছিলেন। লোকটি বললো, না, আমি বরং বিক্রি করবো। নবী ﷺ তখন তার থেকে একটি বকরী খরিদ করলেন। বকরীটা যবেহ্ করা হলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কলিজা ভুনা করতে আদেশ দিলেন। রাবী আবদুর রহমান (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম, একশ' ত্রিশজনের মধ্যে একজনও এমন ছিল না যাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক টুকরা কলিজা দেন নাই। যারা উপস্থিত ছিল, তাদেরকে তো তখনই দিয়েছেন। আর যারা অনুপস্থিত ছিল, তাদের জন্য তুলে রেখেছেন। রাবী বলেন, গোশ্ত দু'টি পাত্রে ভাগ করে রাখলেন। আমরা সকলে পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করলাম। এরপরও পাত্র দু'টিতে গোশত উদ্বৃত্ত থাকলো। আমি তা উটের পিঠে বহন করে নিয়ে গেলাম। অথবা তিনি (বর্ণনাকারী) যেভাবে বর্ণনা করেছেন।

٥١٩٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى الْقَيْسِيُّ كُلُّهُمْ عَنِ الْمُعْتَمِرِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ اَبِىْ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُثْمَانَ اَنَّهُ حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّ اَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوْا نَاسًا فُقَرَاءَ وَاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَرَّةً مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَلاَثَةٍ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ اَوْ كَمَا قَالَ وَاَنَّ اَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلاَثَةٍ وَانْطَلَقَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ بِعَشَرَةٍ

وَأَبُو بَكْرٍ بِثَلَاثَةٍ قَالَ فَهُوَ أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي وَلَا أَدْرِي هَلْ قَالَ وَامْرَأَتِي وَخَادِمٌ بَيْنَ بَيْتِنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صُلِّيَتِ الْعِشَاءُ ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَاشَاءَ اللَّهُ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ أَوْ قَالَتْ ضَيْفِكَ قَالَ أَوَمَا عَشَّيْتِهِمْ قَالَتْ أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ قَدْ عَرَضُوا عَلَيْهِمْ فَغَلَبُوهُمْ قَالَ فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ وَقَالَ يَا غُنْثَرُ فَجَدَّعَ وَسَبَّ وَقَالَ كُلُوا لَا هَنِيئًا وَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا قَالَ وَايْمُ اللَّهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا قَالَ حَتَّى شَبِعْنَا وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ مَا هَذَا قَالَتْ لَا وَقُرَّةِ عَيْنِي لَهِيَ الْآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلَاثِ مِرَارٍ قَالَ فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِي يَمِينَهُ ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ قَالَ وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ فَمَضَى الْأَجَلُ فَفَرَّقْنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ اللَّهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ قَالَ إِلَّا أَنَّهُ بَعَثَ مَعَهُمْ فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ أَوْ كَمَا قَالَ -

৫১৯২. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয আম্বারী, হামিদ ইব্‌ন উমার বাকরাবী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্‌দুল 'আলা কায়সী (র)..... আব্‌দুর রাহমান ইব্‌ন আবূ বাকর (রা) থেকে বর্ণিত যে আস্‌হাবে সুফ্‌ফার লোকজন ছিলেন দরিদ্র। তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার বললেন ঃ যার নিকট দু'জনের খাবার আছে সে যেন তৃতীয় একজনকে নিয়ে যায়। আর যার কাছে চারজনের খাবার আছে, সে যেন পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ ব্যক্তিকে নিয়ে যায়। অথবা বর্ণনাকারী যেভাবে বর্ণনা করেছেন। রাবী বলেন, আবূ বাকর (রা) তিনজনকে নিয়ে আসলেন। আর আল্লাহ্‌র নবী ﷺ দশজনকে নিয়ে রওয়ানা হলেন। আমাদের পরিবারে আমরা ছিলাম তিনজন। আমি, আমার পিতা ও আমার মাতা। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানি না, তিনি বলেছেন, কি না যে, আমার স্ত্রী এবং আমাদের ও আবূ বাকরের বাড়িতে শরিক খাদিম। রাবী বলেন, আবূ বাকর (রা) নবী ﷺ -এর গৃহে রাতের খানা খেলেন। এরপর তিনি অপেক্ষা করলেন। অবশেষে ইশার সালাত আদায় করা হলো। সালাত থেকে প্রত্যাবর্তন করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়া পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করলেন। তারপর আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী রাত্রির কিয়দাংশ অতিবাহিত হলে তিনি (গৃহে) ফিরে আসলেন। তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, মেহমান রেখে দেরী করলেন কেন? তিনি বললেন, কেন? তুমি কি তাঁদের রাতের খাবার খাওয়াও নি? তাঁর স্ত্রী বললেন, আপনি না আসা পর্যন্ত তাঁরা আহার করতে অস্বীকার করেছেন। কয়েকবারই খাবার পেশ করা হয়েছে কিন্তু মেহমানরা তাঁদের কথা থেকে হটেননি। আবদুর রহমান (রা) বলেন, আমি গিয়ে লুকিয়ে রইলাম। তিনি বললেন, হে নির্বোধ! তারপর তিনি আমাকে বকাবকি করলেন। আর (মেহমানদের) বললেন, ভাল হলো না। আপনারা আহার করুন। তিনি আরও বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি এ আহার গ্রহণ করবো না। আবদুর রহমান (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা যে লোকমাই গ্রহণ করছিলাম তার নীচে তার চেয়ে অধিক পরিমাণে বেড়ে যেত। এমনকি আমরা পরিতৃপ্ত হয়েও আমাদের খাদ্য পূর্বে যা ছিল তার

চেয়ে অনেক বেশি হয়ে গেল। আবূ বাকর (রা) খাবারের প্রতি লক্ষ্য করে দেখলেন, তা যেমন ছিল তেমনি আছে বা তার চেয়েও অধিক হয়েছে। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন হে উখত (বোন) বনী ফিরাস, একি ব্যাপার! তিনি বললেন, কিছু না। আমার চোখের প্রশান্তি, এগুলি পূর্বে যা ছিল তার চেয়ে তিন গুণ বেড়ে গেছে। আবদুর রহমান বলেন, এরপর আবূ বাকর (রা) কিছু খেলেন এবং বললেন, ওটা অর্থাৎ কসমটা ছিল শয়তানের পক্ষ থেকে। অতঃপর আরও এক লুকমা খেলেন। তারপর সেগুলো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে নিয়ে গেলেন। আমিও তাঁর কাছে সকাল পর্যন্ত থাকলাম। তিনি বলেন, আমাদের এবং কোন এক সম্প্রদায়ের মাঝে একটি চুক্তি ছিল। চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে আমরা (বারটি দল করে) বারজন লোক নিযুক্ত করলাম। প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে অনেক লোক ছিল। আল্লাহ্ই ভাল জানেন, প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে কতজন লোক ছিল। তাদের প্রত্যেকের নিকট এ খাবার পাঠানো হলো। আর তারা সকলেই সে খাবার খেলেন। অথবা বর্ণনাকারী যেভাবে বর্ণনা করেছেন।

٥١٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ الْعَطَّارُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ نَزَلَ عَلَيْنَا أَضْيَافٌ لَنَا قَالَ وَكَانَ أَبِي يَتَحَدَّثُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ فَانْطَلَقَ وَقَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ أَفْرُغْ مِنْ أَضْيَافِكَ قَالَ فَلَمَّا أَمْسَيْتُ جِئْتُ بِقِرَاهُمْ قَالَ فَأَبَوْا فَقَالُوْا حَتَّى يَجِيْئَ أَبُوْ مَنْزِلِنَا فَيَطْعَمَ مَعَنَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُمْ إِنَّهُ رَجُلٌ حَدِيْدٌ وَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا خِفْتُ أَنْ يُصِيْبَنِيْ مِنْهُ أَذًى قَالَ فَأَبَوْا فَلَمَّا جَاءَ لَمْ يَبْدَأْ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنْهُمْ فَقَالَ أَفَرَغْتُمْ مِنْ أَضْيَافِكُمْ قَالَ قَالُوْا لَا وَاللّٰهِ مَا فَرَغْنَا قَالَ أَلَمْ آمُرْ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ قَالَ وَتَنَحَّيْتُ عَنْهُ فَقَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ قَالَ فَتَنَحَّيْتُ عَنْهُ قَالَ فَقَالَ يَا غُنْثَرُ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِيْ إِلَّا جِئْتَ قَالَ فَجِئْتُ قَالَ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ مَالِيْ ذَنْبٌ هٰؤُلَاءِ أَضْيَافُكَ فَسَلْهُمْ قَدْ أَتَيْتُهُمْ بِقِرَاهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يَطْعَمُوْا حَتَّى تَجِيْئَ قَالَ فَقَالَ مَالَكُمْ أَلَا تَقْبَلُوْا عَنَّا قِرَاكُمْ قَالَ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ فَوَاللّٰهِ لَا أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ قَالَ فَقَالُوْا فَوَاللّٰهِ لَا نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ قَالَ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ كَالشَّرِّ كَاللَّيْلَةِ قَطُّ وَيْلَكُمْ مَالَكُمْ أَنْ لَا تَقْبَلُوْا عَنَّا قِرَاكُمْ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا الْأُوْلَى فَمِنَ الشَّيْطَانِ هَلُمُّوْا قِرَاكُمْ قَالَ فَجِيْئَ بِالطَّعَامِ فَسَمَّى فَأَكَلَ وَأَكَلُوْا قَالَ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَرُّوْا وَحَنِثْتُ قَالَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ بَلْ أَنْتَ أَبَرُّهُمْ وَأَخْيَرُهُمْ قَالَ وَلَمْ تَبْلُغْنِيْ كَفَّارَةٌ-

৫১৯৩. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ..... আবদুর রাহমান ইব্ন আবূ বাকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা কিছু মেহমান আমাদের বাড়িতে এলেন। (রাবী বলেন)। আমার পিতা রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে আলাপ আলোচনা করতেন। তাই তিনি যাওয়ার সময় বললেন, হে আবদুর রাহমান! মেহমানদারীর সব কাজ সমাধা করবে। আবদুর রাহমান বলেন, রাত হলে আমি মেহমানদের খাবার নিয়ে এলাম। কিন্তু তারা খেতে রাযী হলেন

না। তারা বললেন, বাড়ির মালিক যতক্ষণ পর্যন্ত এসে আমাদের সাথে আহার না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আহার করবো না। আমি তাঁদের বললাম, তিনি খুব রাগী মানুষ। আপনারা যদি আহার না করেন তাহলে আমার ভয় হচ্ছে, আমাকে তাঁর বকাবকি শুনতে হবে। তিনি বলেন, তাঁরা রাযী হলেনই না। আমার পিতা এসে প্রথমেই তাঁদের সংবাদ নিলেন। তিনি বললেন, তোমরা কি মেহমানদারীর কাজ সমাধা করেছ? তাঁরা বললেন, না, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা সমাধা করি নাই। তিনি বললেন, আমি কি আবদুর রাহমানকে নির্দেশ দিয়ে যাইনি? আবদুর রাহমান বলেন, আমি তাঁর দৃষ্টি থেকে সরে গিয়েছিলাম। তিনি বললেন, হে আবদুর রাহমান! আমি আরও সরে গেলাম। তিনি পুনরায় বললেন, রে নির্বোধ! আমি কসম করে তোমাকে বলছি তুমি যদি আমার আওয়ায শুনে থাক, তাহলে হাযির হও। তিনি বলেন, তখন আমি হাযির হয়ে বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমার কোন অপরাধ নেই। আপনার মেহমানদের জিজ্ঞাসা করে দেখুন আমি তাঁদের খাবার নিয়ে এসেছিলাম কিন্তু আপনি না আসা পর্যন্ত তাঁরা খেতে সম্মত হলেন না। তখন তিনি (মেহমানদের) বললেন, আপনাদের কি হয়েছে? আপনারা কেন আমাদের আপ্যায়ন গ্রহণ করেননি? আবদুর রাহমান বলেন, তখন আবূ বাকর (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি আজ আর খাব না। বর্ণনাকারী বলেন, তারা বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আপনি না খাওয়া পর্যন্ত আমরাও খাব না। তিনি বললেন, তখন আবূ বাকর (রা) বললেন, আজকের রাতের মত এত খারাপ রাত আমি আর দেখিনি। সর্বনাশ, আপনারা কেন আমাদের মেহমানদারী গ্রহণ করবেন না? তিনি বললেন, প্রথমে যা হয়েছে তা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়েছে। তোমরা খাবার নিয়ে আস। তিনি বলেন, এরপর খাবার আনা হলে তিনি 'বিসমিল্লাহ্' পড়ে খেতে লাগলেন। তাঁরাও খাওয়া শুরু করল। আবদুর রাহমান (রা) বলেন, পরদিন সকালে তিনি নবী ﷺ-এর নিকট গিয়ে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা তো ভাল কাজই করেছে। কিন্তু আমি কসম ভেঙ্গে ফেলেছি। তিনি (বর্ণনাকারী) বললেন। অতঃপর তিনি তাঁকে (রাসূল ﷺ -কে) ঘটনাটি খুলে বললেন। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ বরং তুমি সবচেয়ে বেশি সৎকর্মশীল এবং সবচেয়ে ভাল। আবদুর রাহমান বলেন, কাফ্‌ফারার কথা আমার কাছে পৌঁছেনি।

٢٢٥- بَابُ فَضِيْلَةِ الْمُوَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ الْقَلِيْلِ وَأَنَّ طَعَامَ الْاِثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلَاثَةَ وَنَحْوُ ذٰلِكَ-

২২৫. অনুচ্ছেদ ঃ স্বল্প খাদ্য সমবণ্টনের ফযীলত এবং দু'জনের খাবার ইত্যাদি তিনজনের জন্য যথেষ্ট

٥١٩٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَعَامُ الْاِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ-

৫১৯৪. ইয়াহ্‌ইয়া ইবন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দু'জনের খাবার তিনজনের জন্য আর তিনজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট।

٥١٩٥- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْاِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الْاِثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ وَفِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَذْكُرْ سَمِعْتُ-

৫১৯৫. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাবীব (র)..... জাবির ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট। আর দু'জনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট, আবার চারজনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট। ইস্‌হাক (র)-এর রিওয়ায়াতে আছে, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন", তিনি "আমি শুনেছি" কথাটি উল্লেখ করেননি।

٥١٩٦- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ-

৫১৯৬. ইব্‌ন নুমায়র (র)..... সুফিয়ান (র) থেকে, অন্য সনদে মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)..... জাবির (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে ইব্‌ন জুরায়জ (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٥١٩٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْاِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الْاِثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ-

৫১৯৭. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইস্‌হাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট। আর দু'জনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট।

٥١٩٨- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ طَعَامُ الرَّجُلِ يَكْفِي رَجُلَيْنِ وَطَعَامُ رَجُلَيْنِ يَكْفِي أَرْبَعَةً وَطَعَامُ أَرْبَعَةٍ يَكْفِي ثَمَانِيَةً-

৫১৯৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র).....জাবির (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ এক ব্যক্তির খাবার দু'ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট। দু'ব্যক্তির খাবার চার ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট। আর চারজনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট।

٢٢٦- بَابُ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

২২৬. অনুচ্ছেদ ঃ মু'মিন ব্যক্তি এক আঁতে খায় আর কাফির ব্যক্তি সাত আঁতে খায়

٥١٩٩- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ-

৫১৯৯. যুহায়র ইব্‌ন হারব, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও উবায়দুল্লাহ্ সাঈদ (র)..... ইব্‌ন উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ কাফির ব্যক্তি সাত আঁতে খায় আর মু'মিন খায় এক আঁতে।

٥٢٠٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ كِلاَهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৫২০০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)..... ইব্‌ন উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٢٠١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا قَالَ رَأَى ابْنُ عُمَرَ مِسْكِينًا فَجَعَلَ يَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ فَجَعَلَ يَأْكُلُ أَكْلاً كَثِيرًا قَالَ فَقَالَ لاَ يَدْخُلَنَّ هٰذَا عَلَيَّ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ-

৫২০১. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন খাল্লাদ বাহিলী (র)..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন উমার (রা) জনৈক মিসকীনকে দেখলেন, সে শুধু সামনে হাত মারছে। আর এভাবে সে অনেক খাবার খেয়ে ফেলেছে। তিনি (নাফি') বলেন, তখন ইব্‌ন উমার (রা) বললেন, তুমি এ ধরনের লোককে আর কখনো আমার কাছে আনবে না। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কাফির ব্যক্তি সাত আঁতে খায়।

٥٢٠٢- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ-

৫২০২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)..... জাবির ও ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মু'মিন এক আঁতে আহার করে, আর কাফির সাত আঁতে আহার করে।

٥٢٠٣- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عُمَرَ-

৫২০৩. ইব্‌ন নুমায়র (র)..... জাবির (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এখানে বর্ণনাকারী ইব্‌ন উমার (রা) -এর কথা উল্লেখ করেন নি।

٥٢٠٤- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ-

৫২০৪. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্‌ন আ'লা (র)..... আবূ মূসা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ মু'মিন এক আঁতে খাদ্য গ্রহণ করে, আর কাফির সাত আঁতে খাদ্য গ্রহণ করে।

٥٢٠٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِيْ ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْاَعْلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِهِمْ-

৫২০৫. কুতায়বা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে তাঁদের সকলের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٥٢٠٦- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ضَافَهُ ضَيْفٌ وَهُوَ كَافِرٌ فَاَمَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلاَبَهَا ثُمَّ اُخْرٰى فَشَرِبَهُ ثُمَّ اُخْرٰى فَشَرِبَهُ حَتّٰى شَرِبَ حِلاَبَ سَبْعِ شِيَاهٍ ثُمَّ اِنَّهُ اَصْبَحَ فَاَسْلَمَ فَاَمَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَاةٍ فَشَرِبَ حِلاَبَهَا ثُمَّ اَمَرَ بِاُخْرٰى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِيْ مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِيْ سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ-

৫২০৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক কাফির ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মেহমান হল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি বকরীর দুধ দোহন করতে আদেশ দিলেন। দুধ দোহন করা হলে লোকটি সে দুধটুকু পান করল। এরপর অপর একটি বকরী দোহন করা হলে সে তাও পান করল। আবার অন্য একটি দোহন করা হলে সেটার দুধও সে পান করলো। এমনিভাবে সে সাতটি বকরীর দুধ পান করে ফেলল। পরদিন সকালে সে ইসলাম গ্রহণ করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবার তার জন্য একটি বকরীর দুধ দোহন করতে আদেশ দিলেন। (দোহন করা হলে) সে তা পান করল। তিনি পুনরায় আর একটি দোহন করার আদেশ দিলে সে আর তার সবটুকু পান করতে পারল না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ মু'মিন এক আঁতে পান করে। আর কাফির সাত আঁতে পান করে।

٢٢٧- بَابُ لاَ يَعِيْبُ الطَّعَامَ

২২৭. অনুচ্ছেদ ঃ খাবারের দোষ বর্ণনা না করা

٥٢٠٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَاعَابَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ كَانَ اِذَا اشْتَهٰى شَيْئًا اَكَلَهُ وَاِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ-

৫২০৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইস্‌হাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনো কোন খাবারকে খারাপ বলে নি। কোন খাবার পসন্দ হলে খেয়েছেন আর অপসন্দ হলে পরিত্যাগ করেছেন।

٥٢٠٨- وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫২০৮. আহমদ ইবন ইউনুস (র)..... আ'মাশ (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٢٠٩- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو وَعُمَرُ بْنُ سَعْدٍ أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ-

৫২০৯. আবদ ইবন হুমায়দ (র)..... আ'মাশ (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٢١٠- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي يَحْيَى مَوْلَى آلِ جَعْدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَابَ طَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِهِ سَكَتَ-

৫২১০. আবূ বাকর ইবন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও আমরুন-নাকিদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কখনো কোন খাবারের দোষ বর্ণনা করতে শুনিনি। তাঁর মনে চাইলে খেতেন আর মনে না চাইলে চুপ থাকতেন।

٥٢١١- وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ-

৫২১১. আবূ কুরায়ব ও মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) -এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّيْنَةِ

অধ্যায় ঃ পোশাক ও সাজসজ্জা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّيْنَةِ

অধ্যায় ঃ পোশাক ও সাজসজ্জা

٢٢٨- بَابُ تَحْرِيْمُ اِسْتِعْمَالِ اَوَانِىْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِىْ الشُّرْبِ وَغَيْرِهِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ-

২২৮ অনুচ্ছেদ ঃ নারী-পুরুষ সকলের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্র পান ও অন্য কিছু করার কাজে ব্যবহার করা হারাম

٥٢١٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الَّذِىْ يَشْرَبُ فِىْ اٰنِيَةِ الْفِضَّةِ اِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِىْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ-

৫২১২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... নবী সহধর্মিণী উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রৌপ্য পাত্রে পান করে, সে তার পেটে জাহান্নামের আগুন ঢুকায় মাত্র।

٥٢١٣- وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِيْهِ عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَالْوَلِيْدُ بْنُ شُجَاعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ يَعْنِى ابْنَ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّرَّاجِ كُلُّ هٰؤُلاَءِ عَنْ نَافِعٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ بِاِسْنَادِهِ عَنْ نَافِعٍ وَزَادَ فِىْ حَدِيْثِ عَلِىِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَّ الَّذِىْ يَاْكُلُ اَوْ يَشْرَبُ فِىْ اٰنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ وَلَيْسَ فِىْ حَدِيْثِ اَحَدٍ مِنْهُمْ ذِكْرُ الاَكْلِ وَالذَّهَبِ اِلاَّ فِىْ حَدِيْثِ ابْنِ مُسْهِرٍ-

৫২১৩. কুতায়বা, মুহাম্মদ ইব্ন রুম্হ্, আলী ইব্ন হুজ্র সা'দী, ইব্ন নুমায়র, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না, আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, ওলীদ ইব্ন শুজা', মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বাক্র মুকাদ্দামী ও শায়বান ইব্ন ফার্রুখ (র) তাঁরা

সকলেই নাফি' (র) থেকে মালিক ইবন আনাস (রা)-এর স্বীয় সনদে নাফি' (র) থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে উবায়দুল্লাহ্ (র)-এর সূত্রে আলী ইবন মুস্হির (র) বর্ণিত হাদীসে অতিরিক্ত আছে, 'যে ব্যক্তি রৌপ্য ও স্বর্ণ পাত্রে আহার কিংবা পান করবে।' ইবন মুস্হির (র)-এর হাদীস ছাড়া অন্য কারো হাদীসে আহার করা ও স্বর্ণ পাত্রের কথা উল্লেখ নেই।

٥٢١٤- حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ مُرَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ-

৫২১৪. যায়দ ইবন ইয়াযীদ আবূ মা'আন রাক্কাশী (র)..... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি স্বর্ণ বা রৌপ্য পাত্রে পান করে সে কেবল তার উদরে জাহান্নামের আগুন ঢুকায়।

٢٢٩- بَابُ تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ عَلَى الرِّجَالِ وَإِبَاحَتُهُ لِلنِّسَاءِ وَإِبَاحَةِ الْعَلَمِ وَنَحْوِهِ لِلرِّجَالِ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَ-

২২৯. অনুচ্ছেদ ঃ নারী ও পুরুষের জন্য সোনা-রূপার পাত্র, আর পুরুষের জন্য সোনার আংটি ও রেশমজাত কাপড় ব্যবহার করা হারাম এবং স্ত্রীলোকের জন্য এগুলো ব্যবহার করা মুবাহ্। সোনা-রূপা ও রেশমের অনধিক চার আঙ্গুল কারুকার্য খচিত ও অনুরূপ বস্তু পুরুষের জন্য মুবাহ্

٥٢١٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ أَوِ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمَ أَوْ عَنْ تَخَتُّمٍ بِالذَّهَبِ وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ وَعَنِ الْقَسِّيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ-

৫২১৫. ইয়াহ্ইয়া ইবন ইয়াহ্ইয়া আত-তামীমী ও আহ্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইউনুস (র)..... মু'আবিয়া ইবন সুআয়দ ইবন মুকাররিন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারা ইবন আযিব (রা)-এর কাছে গিয়েছিলাম। তখন আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সাতটি জিনিসের নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাতটি জিনিস থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদের রোগীর দেখাশোনা করা, জানাযার সাথে চলা, হাঁচিদাতার জবাব দেয়া, কসম পূর্ণ করা অথবা বলেছেন কসমকারীর কসম পূর্ণ করা, মাযলুমের সাহায্য করা, দাওয়াতকারীর আহবানে (দাওয়াতে) সাড়া দেয়া এবং সালামের বিস্তার করার আদেশ দিয়েছেন। আর তিনি আমাদেরকে স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করা, রৌপ্য পাত্রে পান করা, মায়াসির (এক জাতীয় নরম রেশমী কাপড়) ও কাস্সী (রেশম মিশ্রিত

এক জাতীয় মিসরীয় কাপড়) ব্যবহার করা এবং মিহি রেশমী কাপড়, মোটা রেশমী বস্ত্র ও খাঁটি রেশমী কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

٥٢١٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ الرَّبِيْعِ الْعَتَكِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ إِلاَّ قَوْلَهُ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ أَوِ الْمُقْسِمِ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ هٰذَا الْحَرْفَ فِيْ الْحَدِيْثِ وَجَعَلَ مَكَانَهُ وَإِنْشَادِ الضَّالِّ-

৫২১৬. আবু রবী' আতাকী (র)..... আশ্আস ইব্ন সুলায়ম (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। শুধু 'কসম বা কসমকারীর কসম পূর্ণ করার' কথাটি ছাড়া। কেননা তিনি তাঁর হাদীসেও কথাটি উল্লেখ করেননি। এর স্থলে তিনি 'হারানো বস্তু পেয়ে বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার' কথা উল্লেখ করেছেন।

٥٢١٧- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ كِلاَهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِيْ الشَّعْثَاءِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيْثِ زُهَيْرٍ وَقَالَ إِبْرَارِ الْمُقْسِمِ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ وَزَادَ فِيْ الْحَدِيْثِ وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيْهَا فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ فِيْهَا فِي الْآخِرَةِ-

৫২১৭. আবু বাক্র ইব্ন আবু শায়বা ও উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র)..... আশ'আস ইব্ন আবু শা'সা (র) থেকে উল্লেখিত সনদে যুহায়র (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি সন্দেহ ছাড়াই কসমকারীর কসম পূর্ণ করার কথা উল্লেখ করেছেন। আর তিনি তাঁর হাদীসে অতিরিক্ত বলেছেন যে, তিনি রৌপ্য পাত্রে পান করতে নিষেধ করেছেন। কেননা ইহকালে যারা এতে পান করে, পরকালে তারা এতে পান করতে পারবে না।

٥٢١٨- وَحَدَّثَنَاهُ أَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيْسَ قَالَ نَا أَبُوْ إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ وَلَيْثُ بْنُ أَبِيْ سُلَيْمٍ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِيْ الشَّعْثَاءِ بِإِسْنَادِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ زِيَادَةَ جَرِيْرٍ وَابْنِ مُسْهِرٍ-

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ بَهْزٌ قَالُوْا جَمِيْعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ بِإِسْنَادِهِمْ وَمَعْنَى حَدِيْثِهِمْ إِلاَّ قَوْلَهُ وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ فَإِنَّهُ قَالَ بَذْلُهَا وَرَدُّ السَّلاَمِ وَقَالَ نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ أَوْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ-

৫২১৮. আবু কুরায়ব (র) ... ... আশ্আস ইব্ন আবু শা'সা (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে বর্ণনাকারী ইব্ন ইদ্রীস (র) জারীর ও ইব্ন মুস্হির (র)-এর বর্ধিত অংশ উল্লেখ করেন নি।

মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না, ইব্ন বাশ্শার, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও আব্দুর রহমান ইব্ন বিশর (র)..... আশ'আস ইব্ন সুলায়ম (র) থেকে তাঁদের সনদে, তাঁদের হাদীসের সমার্থক হাদীস রিওয়ায়াত

করেছেন। তবে বর্ণনাকারী [শু'বা (র)] 'সালামের বিস্তার করার' কথাটি উল্লেখ করেন নি। এর পরিবর্তে তিনি 'সালামের উত্তর দেয়ার' কথা বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, আমাদেরকে স্বর্ণের আংটি বা স্বর্ণের রিং ব্যবহার করতে তিনি নিষেধ করেছেন।

٥٢١٩- حَدَّثَنَاهُ اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ وَعَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ اَبِى الشَّعْثَاءِ بِاِسْنَادِهِمْ وَقَالَ وَاِفْشَاءِ السَّلاَمِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ-

৫২১৯. ইস্‌হাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)..... আশ'আস আবূ শা'সা (র) থেকে উপরোক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণিত আছে। তিনি (সুফিয়ান)-ও সালামের বিস্তারের কথা এবং সন্দেহ ছাড়াই স্বর্ণের আংটির কথা উল্লেখ করেছেন।

٥٢٢٠- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَهْلِ بْنِ اِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْاَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُوهُ عَنْ اَبِى فَرْوَةَ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عُكَيْمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ فَجَاءَهُ دِهْقَانٌ بِشَرَابٍ فِى اِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ اِنِّىْ اُخْبِرُكُمْ اَنِّىْ قَدْ اَمَرْتُهُ اَنْ لاَ يَسْقِيَنِىْ فِيْهِ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَشْرَبُوْا فِى اِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَلْبَسُوْا الدِّيْبَاجَ وَالْحَرِيْرَ فَاِنَّهُ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَهُوَ لَكُمْ فِى الْاٰخِرَةِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ-

৫২২০. সাঈদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সাহ্‌ল ইব্‌ন ইস্‌হাক ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আশ'আস ইব্‌ন কায়স (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উকায়ম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হুযায়ফা (রা)-এর সাথে মাদায়েনে ছিলাম। হুযায়ফা (রা) পানি পান করতে চাইলে এক গ্রাম্য মাতব্বর তাঁর নিকট রৌপ্য পাত্রে পানি নিয়ে এল। তিনি তা ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন, আমি তোমাদেরকে (এটি ছুঁড়ে মারার কারণ) জানাচ্ছি। তাকে আমি নিষেধ করেছিলাম, সে যেন এতে করে আমাকে পানি পান না করায়। কারণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্রে পান করবে না, এবং মোটা রেশমী বস্ত্র ও মিহি রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে না। কেননা দুনিয়াতে এসব হল কাফিরদের জন্য, আর তোমাদের জন্য হবে তা পরকালে, কিয়ামত দিবসে।

٥٢٢١- وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ فَرْوَةَ الْجُهَنِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُكَيْمٍ يَقُوْلُ كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِى الْحَدِيْثِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ-

৫২২১. ইব্‌ন আবূ উমার (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উকায়ম (র)-কে বলতে শুনেছি যে, আমরা হুযায়ফা (রা)-এর সাথে মাদায়েনে ছিলাম। এরপর বর্ণনাকারী উল্লেখিত রিওয়ায়াতের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি তাঁর হাদীসে 'কিয়ামত দিবসে' কথাটি উল্লেখ করেন নি।

٥٢٢٢- وَحَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ نَجِيْحٍ اَوْلاَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ حُذَيْفَةَ ثُمَّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ حُذَيْفَةَ ثُمَّ حَدَّثَنَا اَبُوْ فَرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُكَيْمٍ فَظَنَنْتُ اَنَّ ابْنَ اَبِىْ لَيْلٰى اِنَّمَا سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ عُكَيْمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَقُلْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ-

৫২২২. আবদুল জব্বার ইবন আ'লা (র)..... ইবন উকায়ম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হুযায়ফা (রা)-এর সাথে মাদায়েনে ছিলাম। এর পর বর্ণনাকারী উপরোক্ত রিওয়ায়াতের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি 'কিয়ামত দিবসে' কথাটি উল্লেখ করেন নি।

٥٢٢٣. وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ يَعْنِيْ ابْنَ أَبِيْ لَيْلَى قَالَ شَهِدْتُ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى بِالْمَدَائِنِ فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَى حَدِيْثِ ابْنِ عُكَيْمٍ عَنْ حُذَيْفَةَ-

৫২২৩. উবায়দুল্লাহ্ ইবন মু'আয আম্বারী (র)..... আবদুর রাহমান ইবন আবূ লায়লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মাদায়েনে হুযায়ফা (রা)-এর সাথে ছিলাম। তিনি পানি পান করতে চাইলে এক ব্যক্তি রৌপ্য পাত্রে পানি নিয়ে এল। এর পর বর্ণনাকারী হুযায়ফা (রা)-এর সূত্রে ইবন উকায়ম (র)-এর হাদীসের সমার্থক হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٢٢٤- وَحَدَّثَنَاهُ أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ ح قَالَ وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مُعَاذٍ وَإِسْنَادِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيْثِ شَهِدْتُ حُذَيْفَةَ غَيْرَ مُعَاذٍ وَحْدَهُ إِنَّمَا قَالُوْا إِنَّ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى-

৫২২৪. আবূ বাকর ইবন আবূ শায়বা, ইবন মুসান্না, ইবন বাশ্শার ও আবদুর রাহমান ইবন বিশ্র (র) বাহয (র) থেকে, তাঁরা সকলে শু'বা (র) থেকে মু'আয (রা)-এর হাদীস ও সনদের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে কেবল মু'আয (রা) ছাড়া তাঁদের মধ্যে অন্য কেউ তাঁর হাদীসে 'আমি হুযায়ফার সাথে উপস্থিত ছিলাম' কথাটি উল্লেখ করেন নি। তাঁরা শুধু বলেছেন, 'হুযায়ফা (রা) পানি পান করতে চাইলেন'।

٥٢٢٥- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ كِلاَهُمَا عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيْثِ مَنْ ذَكَرْنَا-

৫২২৫. ইস্হাক ইবন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র).....হুযায়ফা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে উল্লেখিত হাদীসের সমার্থক (হাদীস) বর্ণিত আছে।

٥٢٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِيْ لَيْلَى قَالَ اسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ فَسَقَاهُ مَجُوْسِيٌّ فِيْ إِنَاءٍ

مِنْ فِضَّةٍ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلاَ الدِّيبَاجَ وَلاَ تَشْرَبُوا فِي أَنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا-

৫২২৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র (র)..... আবদুর রাহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযায়ফা (রা) পানি পান করতে চাইলে জনৈক অগ্নিপূজক একটি রৌপ্য পাত্রে তাঁকে পানি পান করতে দিল। তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা মিহি রেশমী কাপড় ও মোটা রেশমী কাপড় পরিধান করবে না, স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্রে পান করবে না এবং সোনা-রূপার প্লেটে আহারও করবে না। কারণ দুনিয়াতে এসব তাদের (কাফিরদের) জন্য।

٥٢٢٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةَ سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا لِلنَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا حُلَلٌ فَأَعْطَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ-

৫২২৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, (একদা) উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) মসজিদের দরজার নিকটে লাল রংয়ের 'হুল্লা' (রেশম মিশ্রিত চাদর) দেখে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি যদি এটি খরিদ করে জুমু'আর দিন এবং কোন প্রতিনিধি দল আপনার নিকট আসলে পরিধান করতেন (তাহলে কতো ভাল হতো)। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এটি সে ব্যক্তিই পরিধান করবে পরকালে যার কোন অংশ নাই। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এ জাতীয় কয়েকটি হুল্লা এলে তিনি তা থেকে একটি হুল্লা উমার (রা)-কে দিলেন। উমার (রা) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি এটি আমাকে পরতে দিলেন? অথচ আপনিই উতারিদের (জনৈক ব্যক্তি) হুল্লা সম্পর্কে কত কিছু বলেছেন? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমি এটি তোমাকে পরিধান করতে দেই নি। এরপর উমার (রা) সেটি তাঁর মক্কার এক মুশরিক ভাইকে পরিয়ে দিলেন।

٥٢٢٨- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ كِلاَهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ مَالِكٍ-

৫২২৮. ইব্‌ন নুমায়র, আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বাকর মুকাদ্দামী ও সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ (র)..... ইব্‌ন উমার (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে মালিক (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٢٢٩- وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَى عُمَرُ عُطَارِدًا التَّمِيْمِيَّ يُقِيْمُ بِالسُّوْقِ حُلَّةً سِيَرَاءَ وَكَانَ رَجُلاً يَغْشَى الْمُلُوْكَ وَيُصِيْبُ مِنْهُمْ فَقَالَ عُمَرُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ رَأَيْتُ عُطَارِدًا يُقِيْمُ فِي السُّوْقِ حُلَّةً سِيَرَاءَ فَلَوِ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا لِوُفُوْدِ الْعَرَبِ اِذَا قَدِمُوْا عَلَيْكَ وَاَظُنُّهُ قَالَ وَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لاَخَلاَقَ لَهُ فِي الْاٰخِرَةِ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ أُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِحُلَلٍ سِيَرَاءَ فَبَعَثَ اِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ وَبَعَثَ اِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بِحُلَّةٍ وَاَعْطَى عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ حُلَّةً وَقَالَ شَقِّقْهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ قَالَ فَجَاءَ عُمَرُ بِحُلَّتِهِ يَحْمِلُهَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثْتَ اِلَيَّ بِهٰذِهِ وَقَدْ قُلْتَ بِالْاَمْسِ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ فَقَالَ اِنِّيْ لَمْ اَبْعَثْ بِهَا اِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَلٰكِنِّيْ بَعَثْتُ بِهَا اِلَيْكَ لِتُصِيْبَ بِهَا وَاَمَّا أُسَامَةُ فَرَاحَ فِي حُلَّتِهِ فَنَظَرَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَظَرًا عَرَفَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَنْكَرَ مَا صَنَعَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا تَنْظُرُ اِلَيَّ فَاِنِّيْ بَعَثْتُ اِلَيَّ بِهَا فَقَالَ اِنِّيْ لَمْ اَبْعَثْ اِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَلٰكِنِّيْ بَعَثْتُ بِهَا اِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ-

৫২২৯. শায়বান ইব্‌ন ফারূখ (র)..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) উমার (রা) উতারিদ তামীমীকে বাজারে লাল রং-এর হুল্লা বিক্রি করতে দেখলেন। লোকটি রাজা-বাদশাহ্‌দের নিকট যেত এবং তাদের কাছ থেকে অনেক টাকা অর্জন করত। উমার (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি উতারিদকে বাজারে লাল রং-এর হুল্লা বিক্রি করতে দেখলাম। আপনি যদি এটি খরিদ করে আরবের কোন প্রতিনিধি দল আপনার নিকট এলে পরিধান করতেন! আমার মনে হয় তিনি আরো বলেছেন, এবং জুমু'আর দিনেও পরিধান করতেন, তাহলে কতো না ভাল হতো! তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন ঃ রেশমী কাপড় সে লোকই দুনিয়ায় পরিধান করবে, পরকালে যার কোন হিস্‌সা নেই। এর এক দিন পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে কিছু লাল রং-এর হুল্লা আসলে তিনি তার একটি উমার (রা)-এর কাছে ও একটি উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-কেও তিনি একটি 'হুল্লা' দিলেন এবং বললেন, এটি ফেড়ে ওড়না বানিয়ে তোমার মহিলাদের মাঝে বন্টন করে দাও। ইব্‌ন উমার (রা) বলেন, এরপর উমার (রা) তাঁর হুল্লাটি নিয়ে আস্‌লেন এবং বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ: এটি আপনি আমার নিকট পাঠিয়ে দিলেন অথচ গতকাল উতারিদ-এর হুল্লা সম্পর্কে আপনি কত কিছু বলেছিলেন? তিনি বললেন, পরিধান করার জন্য সেটি আমি তোমার কাছে পাঠাইনি, বরং আমি এটি তোমার কাছে পাঠিয়েছি যাতে তুমি এটি বিক্রি করে উপকৃত হতে পার। এদিকে উসামা (রা) তাঁর হুল্লাটি পরিধান করে বিকেল বেলা বের হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর প্রতি এমনভাবে তাকালেন, যে, তিনি বুঝতে পারলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর এ কাজকে অপসন্দ করেছেন। তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি এভাবে আমার প্রতি তাকাচ্ছেন কেন? আপনিই তো এটি আমার নিকট পাঠিয়েছেন! তিনি বললেন, আমি তোমার কাছে এজন্য পাঠাই নি যে, তুমি এটি পরিধান করবে বরং এজন্য এটি পাঠিয়েছি যে, তুমি এটি ফেড়ে ওড়না বানিয়ে তোমার মহিলাদেরকে দিবে।

٥٢٣٠- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةَ سِيَرَاءَ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَعْ هَذِهِ فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَلِلْوَفْدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ قَالَ فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَرْسَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ حَتَّى أَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقُلْتَ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ أَوْ قُلْتَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَىَّ بِهَذِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَبِيعُهَا وَتُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ-

৫২৩০. আবূ তাহির ও হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)..... সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) বলেছেন, উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) একদা বাজারে মোটা রেশমের তৈরি একটি হুল্লা বিক্রি হতে দেখে সেটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট নিয়ে এলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি এটি খরিদ করুন। তাহলে ঈদের দিন ও প্রতিনিধি দলের আগমণকালে এটি দ্বারা আপনি সুসজ্জিত হতে পারবেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এটি কেবল সে ব্যক্তিরই পোশাক, যার (পরকালে) কোন হিস্‌সা নেই। ইব্‌ন উমার (রা) বলেন, এরপর উমার (রা) আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী কিছুকাল অতিবাহিত করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কাছে একটি খাঁটি রেশমের জুব্বা পাঠালেন। উমার (রা) সেটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে নিয়ে আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এটি সে ব্যক্তিরই পোশাক (পরকালে) যার কোন অংশ নাই, আবার আপনি এটি আমার কাছে পাঠালেন যে? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন ঃ (আমি পাঠিয়েছি) যাতে তুমি এটি বিক্রি করে নিজের প্রয়োজন মিটাতে পার।

٥٢٣١- وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫২৩১. হারুন ইব্‌ন মারূফ (র)..... ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٢٣٢- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَأَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عُطَارِدٍ قَبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ أَوْ حَرِيرٍ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَوِ اشْتَرَيْتَهُ فَقَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فَأُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُلَّةُ سِيَرَاءَ فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَىَّ قَالَ قُلْتُ أَرْسَلْتَ بِهَا إِلَىَّ وَقَدْ سَمِعْتُكَ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ قَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَسْتَمْتِعَ بِهَا-

৫২৩২. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমার (রা) উতারিদ পরিবারের জনৈক ব্যক্তির নিকট একটি রেশমী কাবা' (বড় জামা) দেখতে পেয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বললেন, আপনি যদি এটি খরিদ করতেন! তখন তিনি বললেন ঃ এটি কেবল সে ব্যক্তিই পরবে (পরকালে) যার কোন অংশ নেই। এরপর লাল রং-এর একটি হুল্লা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট হাদিয়া পাঠানো হলে তিনি সেটি আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি [উমার (রা)] বলেন, আমি বললাম, আপনি এটি আমার কাছে পাঠালেন? অথচ এজাতীয় কাপড় সম্বন্ধে আপনার উক্তি আমার কর্ণগোচর হয়েছে। তিনি বললেন ঃ আমি শুধু এজন্য এটি তোমার কাছে পাঠিয়েছি যাতে তুমি এটি দ্বারা (বিক্রি করে) উপকার লাভ করতে পারো।

٥٢٣٣- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ رَأَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عُطَارِدٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بِهَا وَلَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا-

৫২৩৩. ইব্‌ন নুমায়র (র) ... ... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমার (রা) উতারিদ পরিবারের জনৈক ব্যক্তির গায়ে (একটি কাবা') দেখতে পেলেন। এরপর বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন। তবে তিনি উল্লেখ করেছেন, আমি এটি তোমার কাছে পাঠিয়েছি যাতে তুমি এরদ্বারা উপকৃত হতে পার। পরিধান করার জন্য এটি তোমার কাছে পাঠাই নি।

٥٢٣٤- حَدَّثَنِي ابْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ قَالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي الْإِسْتَبْرَقِ قَالَ قُلْتُ مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيبَاجِ وَخَشُنَ مِنْهُ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ رَأَى عُمَرُ عَلَى رَجُلٍ حُلَّةَ مِنْ إِسْتَبْرَقٍ فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُصِيبَ مِنْهَا مَالًا-

৫২৩৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)..... ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবূ ইস্‌হাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) আমাকে বলেন 'ইস্‌তাবরাক' কি? তিনি বললেন, আমি বললাম, মোটা ও খস্‌খসে রেশমী কাপড়। তিনি বললেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, উমার (রা) এক ব্যক্তির গায়ে ইস্‌তাবরাকের তৈরি হুল্লা দেখে সেটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট নিয়ে আসলেন। এরপর বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়া (র) উল্লেখিত রাবীগণের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন। তবে তিনি বলেছেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমি এটি তোমার কাছে কেবল এজন্য পাঠিয়েছি যে, তুমি এর দ্বারা কিছু মাল সংগ্রহ করতে পারবে

٥٢٣٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَكَانَ خَالَ وَلَدِ عَطَاءٍ قَالَ أَرْسَلَتْنِي أَسْمَاءُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

فَقَالَتْ بَلَغَنِيْ أَنَّكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلاَثَةً الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ وَمِيثَرَةَ الأَرْجُوَانِ وَصَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ فَقَالَ لِيْ عَبْدُ اللَّهِ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ رَجَبٍ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُوْمُ الأَبَدَ وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فَخِفْتُ أَنْ يَكُوْنَ الْعَلَمُ مِنْهُ وَأَمَّا مِيثَرَةُ الأَرْجُوَانِ فَهَذِهِ مِيثَرَةُ عَبْدِ اللَّهِ فَإِذَا هِيَ أُرْجُوَانٌ فَرَجَعْتُ إِلَى أَسْمَاءَ فَخَبَّرْتُهَا فَقَالَتْ هَذِهِ جُبَّةُ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ كِسْرَوَانِيَّةً لَهَا لِبْنَةُ دِيْبَاجٍ وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوْفَيْنِ بِالدِّيْبَاجِ فَقَالَتْ هَذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبَسُهَا فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بِهَا-

৫২৩৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আস্মা বিন্ত আবূ বাক্র (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবদুল্লাহ (র), তিনি আতা (র)-এর সন্তানদের মামাও হতেন— থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসমা (রা) আমাকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা)-এর নিকট এই বলে পাঠালেন যে, আমি জানতে পেরেছি তুমি নাকি তিনটি জিনিসকে হারাম মনে কর। কাপড়ে (রেশমের) নক্শা, গাঢ় লাল রং-এর মায়সারা (এক জাতীয় রেশমজাত বস্ত্র) ও রজবের পুরো মাস সাওম পালন করা। তখন আবদুল্লাহ (রা) আমাকে বললেন, আপনি যে রজব মাসের সাওম হারামের কথা বললেন এটা সে ব্যক্তির পক্ষে কিভাবে সম্ভব যিনি সদাসর্বদা সাওম পালন করেন? আর আপনি যে কাপড়ে (রেশমের) নক্শার কথা বললেন, এ সম্বন্ধে আমি উমার ইব্ন খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, রেশমী কাপড় কেবল সে লোকই পরবে (পরকালে) যার কোন হিস্সা নেই। তাই আমার আশংকা হল নক্শাও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আর গাঢ় লাল রং-এর মায়সারা সে তো আবদুল্লাহরই মায়সারা। দেখলাম, আসলেই সেটি গাঢ় লাল রং-এর। এরপর আমি আস্মা (রা)-এর কাছে ফিরে গেলাম এবং তাঁকে এ বিষয়ে খবর দিলাম। তখন তিনি বললেন, এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জুব্বা। এই বলে তিনি কিসরাওয়ানী (পারস্য সম্রাট কিস্রার দিকে সম্বন্ধযুক্ত) সবুজ রং-এর একটি জুব্বা বের করলেন যার পকেটটি ছিল খাঁটি রেশমের তৈরি এবং এর (হাতার) ছিদ্রদ্বয় ছিল খাঁটি রেশমের টুকরা দ্বারা আবৃত। তিনি বললেন, এটি আয়েশার মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর কাছেই ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর আমি এটি নিয়েছি। নবী ﷺ এটি পরিধান করতেন। তাই আমরা রোগীদের শেফা হাসিলের জন্য এটি ধৌত করি এবং সে পানি তাদেরকে পান করিয়ে থাকি।

٥٢٣٦- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَلِيْفَةَ بْنِ كَعْبٍ أَبِيْ ذُبْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ يَقُوْلُ أَلاَ لاَ تُلْبِسُوْا نِسَاءَكُمُ الْحَرِيْرَ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لاَ تُلْبِسُوْا الْحَرِيْرَ فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ-

৫২৩৬. আবূ বাকর ইবন আবূ শায়বা (র)..... খালীফা ইবন কা'ব আবূ যুব্য়ান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়রকে খুত্বায় একথা বলতে শুনেছি যে, সাবধান! তোমরা তোমাদের নারীদেরকে রেশমী কাপড় পরাবে না। কারণ আমি উমার ইব্ন খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা রেশমী কাপড় পরো না। কেননা দুনিয়ায় যে ব্যক্তি তা পরবে, পরকালে সে তা পরতে পারবে না।

٥٢٣٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيْجَانَ يَاعُتْبَةُ بْنَ فَرْقَدٍ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أَبِيْكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أُمِّكَ فَأَشْبِعِ الْمُسْلِمِيْنَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تُشْبِعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ وَزِيَّ أَهْلِ الشِّرْكِ وَلُبُوْسَ الْحَرِيْرِ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبُوْسِ الْحَرِيْرِ قَالَ إِلَّا هٰكَذَا وَرَفَعَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِصْبَعَيْهِ الْوُسْطٰى وَالسَّبَّابَةَ وَضَمَّهُمَا قَالَ زُهَيْرٌ قَالَ عَاصِمٌ هٰذَا فِي الْكِتَابِ قَالَ وَرَفَعَ زُهَيْرٌ إِصْبَعَيْهِ-

৫২৩৭. আহ্মাদ ইবন আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউনুস (র)..... আবূ উসমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 'আজারবাইজান'-এ ছিলাম, এ সময় উমার (রা) আমাদের (দলপতির) নিকট পত্র লিখলেন, হে উতবা ইব্ন ফারকাদ! এ সম্পদ তোমারও কষ্টার্জিত নয়, তোমার পিতামাতারও কষ্টার্জিত নয়। সুতরাং এ থেকে তুমি যেভাবে নিজ গৃহে পেটপুরে আহার কর, তেমনিভাবে মুসলমানদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে তাদেরকেও তৃপ্তিসহ আহার করাও। আর সাবধান, বিলাসিতা, মুশরিকদের বেশভূষা এবং রেশমী কাপড় পরা থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রেশমী বস্ত্র পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, তবে এ পরিমাণ জায়েয আছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর শাহাদাত ও মধ্যমা অঙ্গুলীদ্বয় একত্রিত করে আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। যুহায়র (রা) বললেন আসিম (রা) বলেছেন, কিতাবে আছে, আর যুহায়র (রা) আঙ্গুল উঠালেন।

٥٢٣٨- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَرِيْرِ بِمِثْلِهِ-

৫২৩৮. যুহায়র ইব্ন হারব ও ইব্ন নুমায়র (র)..... আসিম (র) থেকে উল্লিখিত সনদে নবী ﷺ থেকে রেশমী কাপড় সম্বন্ধে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٢٣٩- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيْرٍ وَاللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ فَجَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ إِلَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الْآخِرَةِ

الاَّ هٰكَذَا وَقَالَ اَبُوْ عُثْمَانَ بِاِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الاِبْهَامَ فَرَاَيْتُهُمَا اَزْرَارَ الطَّيَالِسَةِ حِيْنَ رَاَيْتُ الطَّيَالِسَةَ-

৫২৩৯. ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ও ইস্‌হাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম হানযালী (র) ... ... আবূ উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উত্‌বা ইব্‌ন ফারকাদ (রা)-এর সাথে ছিলাম। এ সময় আমাদের কাছে উমার (রা)-এর পত্র এলো। পত্রে উল্লেখ ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ রেশমী কাপড় কেবল সে লোকই পরিধান করবে, পরকালে যার তা থেকে কোন অংশ নেই। তবে এ পরিমাণ জায়েয আছে। আবূ উসমান (র) তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুল সংলগ্ন দু'টি আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করলেন। আমাকে সে দু'টোতে তায়ালিসার বোতাম দেখানো হলো যখন আমি তায়ালিসা (সবুজ রং এর চাদর) দেখলাম।

٥٢٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُثْمَانَ قَالَ كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ-

৫২৪০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্‌দুল আলা (র)..... আবূ উসমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উত্‌বা ইব্‌ন ফারকাদ (র)-এর সাথে ছিলাম। বর্ণনাকারী পরবর্তী অংশ জারীরের হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন।

٥٢٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ مُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ قَالَ جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِاَذْرَبِيْجَانَ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ اَوْ بِالشَّامِ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْحَرِيْرِ الاَّ هٰكَذَا اِصْبَعَيْنِ قَالَ اَبُوْ عُثْمَانَ فَمَا عَتَمْنَا اَنَّهُ يَعْنِيْ الاَعْلاَمَ-

৫২৪১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... আবূ উসমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উত্‌বা ইব্‌ন ফারকাদ (র)-এর সাথে আজারবাইজান-এ অথবা সিরিয়ায় ছিলাম। সে সময় আমাদের কাছে উমার (রা)-এর নিকট থেকে এ মর্মে একটি পত্র এলো যে, আম্মা বা'দু, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রেশমী কাপড় ব্যবহার নিষেধ করেছেন, তবে দু'আঙ্গুল পরিমাণ হলে জায়েয হবে। আবূ উসমান (র) বলেন, আমাদের বুঝতে বিলম্ব হল না যে, তিনি (এ দ্বারা) নক্‌শী ও কারুকার্যের প্রতি ইংগিত করেছেন।

٥٢٤٢- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ اَبِيْ عُثْمَانَ-

৫২৪২. আবূ গাস্‌সান মিস্‌মাঈ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)..... কাতাদা (র) থেকে উল্লিখিত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে তিনি আবূ উসমান (র)-এর উক্তিটি উল্লেখ করেন নাই।

٥٢٤٣- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ وَاَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ اِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ

بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلاَّ مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ أَوْ أَرْبَعٍ-

৫২৪৩. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমার আল কাওয়ারীরী, আবূ গাস্‌সান আল মিস্‌মাঈ, যুহায়র ইব্‌ন হারব, ইস্‌হাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... সুওয়ায়দ ইব্‌ন গাফালা (র) থেকে বর্ণিত যে, (একদা) উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) জাবিয়া নামক স্থানে খুতবা দানকালে বললেন, আল্লাহ্‌র নবী ﷺ রেশমী বস্ত্র পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তবে যদি দু'আঙ্গুল বা তিন আঙ্গুল বা চার আঙ্গুল পরিমাণ হয় (তাহালে জায়েয হবে)।

٥٢٤٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرُّزِّيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫২৪৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ রুযযী (র) ..... কাতাদা (র) থেকে উল্লিখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٥٢٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ حَبِيبٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَبِسَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا قَبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ أُهْدِيَ لَهُ ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ يَنْزِعَهُ فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقِيلَ لَهُ قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ نَهَانِي عَنْهُ جِبْرَئِيلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَجَاءَهُ عُمَرُ يَبْكِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَرِهْتَ أَمْرًا وَأَعْطَيْتَنِيهِ فَمَا لِي قَالَ إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَ تَبِيعُهُ فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ-

৫২৪৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র, ইস্‌হাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম হান্‌যালী, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাবীব ও হাজ্জাজ ইব্‌ন শাঈর (র)..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ খাঁটি রেশমের তৈরি একটি কাবা 'পরিধান করলেন, যা তাঁকে হাদিয়া (উপঢৌকন) দেয়া হয়েছিলো। এরপর তিনি সেটি তৎক্ষণাৎ খুলে ফেললেন। তারপর সেটি উমার ইব্‌ন খাত্তাবের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। তাঁকে বলা হলো, হয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি ঝট করে এটি খুলে ফেললেন যে? তিনি বললেন জিব্‌রাঈল (আ) আমাকে এটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। এরপর উমার (রা) ক্রন্দনরত অবস্থায় তাঁর কাছে এসে বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি যে বস্তু অপসন্দ করলেন তা আমাকে দিলেন, আমার উপায় কি? তখন তিনি বললেন, আমি এটি তোমাকে পরতে দেইনি। আমি কেবল তোমাকে বিক্রি করার জন্য দিয়েছি। পরে উমার (রা) সেটি দু'হাজার দিরহামে বিক্রি করলেন।

٥٢٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ حُلَّةُ سِيَرَاءَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ فَلَبِسْتُهَا فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَشُقَّهَا خُمُرًا بَيْنَ النِّسَاءِ-

৫২৪৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে একটি লাল রংয়ের হুল্লা হাদিয়া দেয়া হল। এরপর তিনি সেটি আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আমি সেটি পরিধান করলে তাঁর চেহারায় ক্রোধ লক্ষ্য করলাম। তিনি বললেন ঃ আমি এটি পরিধান করার জন্য তোমার কাছে পাঠাইনি। পাঠিয়েছি কেবল এজন্য যে, তুমি এটি ফেড়ে ওড়না হিসেবে তোমার মহিলাদের মধ্যে বন্টন করে দিবে।

٥٢٤٧- وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ فَأَمَرَنِي فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي وَلَمْ يَذْكُرْ فَأَمَرَنِي-

৫২৪৭. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মু'আয ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... আবূ আওন (র) উল্লেখিত সনদে হাদীসটি বর্ণিত আছে। তবে মু'আয (র)-এর হাদীসে আছে, 'পরে তাঁর আদেশে আমি সেটি আমার মহিলাদের মাঝে ভাগ করে দিলাম।' আর মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর (র)-এর হাদীসে আছে, 'পরে আমি আমার মহিলাদের মাঝে সেটি ভাগ করে দিলাম।' তিনি রাসূল ﷺ -এর আদেশ দেয়ার কথা উল্লেখ করেন নি।

٥٢٤٨- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ثَوْبَ حَرِيرٍ فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا فَقَالَ شَقِّقْهُ خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ بَيْنَ النِّسْوَةِ-

৫২৪৮. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, দাওমা নিবাসী উকায়দির নবী ﷺ -কে একটি রেশমী কাপড় উপঢৌকন দিলে তিনি সেটি আলী (রা)-কে দিয়ে দিলেন এবং বললেন, তুমি এটি ফেড়ে ফাতিমাদের মধ্যে ভাগ করে দাও। আবূ বাকর ও আবূ কুরায়ব (র) 'মহিলাদের মাঝে' বাক্য উল্লেখ করেছেন।

٥٢٤٩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كَسَانِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ حُلَّةَ سِيَرَاءَ فَخَرَجْتُ فِيهَا فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ قَالَ فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي-

৫২৪৯. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে একটি লাল বর্ণের হুল্লা দিলেন। আমি সেটি পরে বের হলে তাঁর চেহারায় ক্রোধ লক্ষ্য করলাম। তিনি বলেন, পরে আমি সেটি ফেড়ে আমার মহিলাদের মাঝে ভাগ করে দিলাম।

٥٢٥٠- وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ وَأَبُوْ كَامِلٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِيْ كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى عُمَرَ بِجُبَّةِ سُنْدُسٍ فَقَالَ عُمَرُ بَعَثْتَ بِهَا إِلَيَّ وَقَدْ قُلْتَ فِيْهَا مَا قُلْتَ قَالَ إِنِّيْ لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَإِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بِثَمَنِهَا-

৫২৫০. শায়বান ইব্‌ন ফারূখ ও আবূ কামিল (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উমার (রা)-এর নিকট একটি রেশমী জুব্বা পাঠালে উমার (রা) বললেন, আপনি এটি আমার কাছে পাঠালেন, অথচ আপনি এটি সম্বন্ধে কত কিছু না বলেছেন? তিনি বললেন ঃ আমি এটি এজন্য পাঠাইনি যে, তুমি তা পরিধান করবে। আমি কেবল এ জন্য পাঠিয়েছি যে, তুমি এর বিক্রয়লব্ধ টাকা দ্বারা উপকৃত হবে।

٥٢٥١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ-

৫২৫১. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়ায় রেশমজাত কাপড় পরে, পরকালে সে তা পরতে পারবে না।

٥٢٥٢- وَحَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ الدِّمَشْقِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ شَدَّادٌ أَبُوْ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ أُمَامَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ-

৫২৫২. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা আর্‌-রাযী (র)..... আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়ায় রেশমজাত কাপড় পরে, পরকালে সে তা পরতে পারবে না।

٥٢٥٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ أُهْدِيَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرُّوْجُ حَرِيْرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيْهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيْدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ لَا يَنْبَغِيْ هٰذَا لِلْمُتَّقِيْنَ-

৫২৫৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)..... উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে রেশমের তৈরি পেছন ফাড়া একটি কাবা উপঢৌকন দেয়া হলে তিনি তা পরিধান করলেন। তারপর তা

পরেই সালাত আদায় করলেন। যখন সালাত সমাধা করলেন, তখন সেটি খুব তাড়াতাড়ি খুলে ফেললেন। যেন তিনি ওটা পসন্দ করছেন না। পরে তিনি বললেন, মুত্তাকীদের জন্য এটা পরিধান করা উচিত নয়।

٥٢٥٤- وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا الضحاك يعني ابا عاصم قال خبرنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني يزيد بن ابي حبيب بهذا الاسناد-

৫২৫৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)....ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ হাবীব (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীসটি বর্ণিত আছে।

٢٣٠- باب اباحة لبس الحرير للرجل اذا كان بها حكة او نحوها-

২৩০ অনুচ্ছেদ ঃ চর্মরোগী পুরুষদের জন্য রেশমী কাপড় পরিধান করার অনুমতি

٥٢٥٥- وحدثنا ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن سعيد بن ابي عروبة قال حدثنا قتادة ان انس بن مالك انبأهم ان رسول الله ﷺ رخص لعبد الرحمن ابن عوف والزبير بن العوام في قمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما او جع كان بهما-

৫২৫৫. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্‌ন আ'লা (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুর রাহমান ইব্‌ন আওফ ও যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম (রা)-কে তাদের চর্মরোগ বা অন্য কোন রোগের দরুন সফরে রেশমী জামা পরিধানের অনুমতি দিয়েছেন।

٥٢٥٦- حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بهذا الاسناد ولم يذكر في السفر-

৫২৫৬. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... সাঈদ (র) থেকে উল্লেখিত সনদেও হাদীসটি বর্ণিত আছে। তবে তিনি [মুহাম্মদ ইব্‌ন বিশর (র)] 'সফরে' কথাটি উল্লেখ করেন নি।

٥٢٥٧- وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن انس قال رخص رسول الله ﷺ او رخص للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت بهما-

৫২৫৭. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম ও আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)-কে তাদের চর্ম রোগের দরুণ রেশমী কাপড় পরিধানের অনুমতি দিয়েছেন। অথবা তিনি বলেন, তাদের অনুমতি দেয়া হয়েছিল।

٥٢٥٨- وحدثناه محمد بن مثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد مثله-

৫২৫৮. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশশার (র) মুহাম্মদ ইবন জা'ফর (র)-এর সূত্রে শু'বা (র) থেকে উল্লিখিত সনদে অনুরূপ সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٢٥٩- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ شَكَوَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْقَمْلَ فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا-

৫২৫৯. যুহায়র ইবন হারব (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুর রহমান ইবন আওফ ও যুবায়র ইবন আওয়াম (রা) নবী ﷺ -এর নিকট (শরীরে) উকুনের অভিযোগ করলে তিনি তাদেরকে এক যুদ্ধে রেশমী কামিস (জামা) পরিধানের অনুমতি দিয়েছেন।

٢٣١- بَابُ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الرَّجُلِ الثَّوْبَ الْمُعَصْفَرَ

২৩১. অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষের জন্য আসফার ঘাস দ্বারা রঞ্জিত কাপড় পরিধান করা নিষিদ্ধ

٥٢٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ مَعْدَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ جُبَيْرَ ابْنَ نُفَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا-

৫২৬০. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসফার ঘাস দ্বারা রঞ্জিত দু'টি কাপড় দেখে বললেন, এগুলো কাফিরদের পোশাক। সুতরাং তুমি এগুলি পরিধান করবে না।

٥٢٦١- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ-

৫২৬১. যুহায়র ইবন হারব ও আবূ বাকর ইবন আবূ শায়বা (র)..... ইয়াহ্ইয়া ইবন আবূ কাসীর (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেন। তবে তাঁরা দু'জন খালিদ ইবন মা'দান (র)-এর কথাও উল্লেখ করেছেন।

٥٢٦٢- وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا قُلْتُ أَغْسِلُهُمَا قَالَ بَلْ أَحْرِقْهُمَا-

৫২৬২. দাউদ ইব্‌ন রুশায়দ (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমার গায়ে আসফার দ্বারা রঞ্জিত দু'টি কাপড় দেখে বললেন, তোমার মা কি তোমাকে এ কাজে আদেশ দিয়েছে? আমি বললাম, আমি এ দু'টি ধুয়ে ফেলি ? তিনি বললেন, বরং দু'টিকেই পুড়িয়ে ফেল।

٥٢٦٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ-

৫২৬৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাস্‌সী (এক জাতীয় রেশমী কাপড়) ও মু'আস্‌ফার (আসফার ঘাস দ্বারা রঞ্জিত কাপড়) পরিধান করতে, সোনার আংটি ব্যবহার করতে এবং রুকূতে কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন।

٥٢٦٤- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ حُنَيْنٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَأَنَا رَاكِعٌ وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ وَالْمُعَصْفَرِ-

৫২৬৪. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র).....আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে রুকূ অবস্থায় কুরআন পড়তে, স্বর্ণ ও মু'আসফার কাপড় ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

٥٢٦٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَعَنْ لِبَاسِ الْقَسِّيِّ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ-

৫২৬৫. আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)..... আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে, কাস্‌সী কাপড় পরিধান করতে, রুকূ ও সিজ্‌দায় কুরআন পড়তে এবং আসফার দ্বারা রঞ্জিত পোশাক পড়তে নিষেধ করেছেন।

٢٣٢- بَابُ فَضْلِ لِبَاسِ الثِّيَابِ الْحِبَرَةِ-

২৩২. অনুচ্ছেদ ঃ কাতান কাপড়ের পোশাকের ফযীলত

٥٢٦٦- حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ قُلْنَا لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَيُّ اللِّبَاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْ أَعْجَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْحِبَرَةُ-

৫২৬৬. হাদ্দাব ইব্‌ন খালিদ (র).....কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সব চেয়ে প্রিয় ও পসন্দনীয় পোশাক কি ছিল? তিনি বললেন ঃ কাতান কাপড়।

٥٢٦٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْحِبَرَةُ-

৫২৬৭. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট সবচেয়ে প্রিয় কাপড় ছিল কাতান।

٢٣٣- بَابُ التَّوَاضُعِ فِي اللِّبَاسِ وَالاقْتِصَارُ عَلَى الْغَلِيظِ مِنْهُ وَالْيَسِيرِ فِي اللِّبَاسِ وَالْفِرَاشِ وَغَيْرِهِمَا وَجَوَازُ لُبْسِ ثَوْبِ شَعْرٍ وَمَا فِيهِ أَعْلَامٌ-

২৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ সাদাসিধে পোশাক পরা। পোশাক, বিছানা ইত্যাদির ক্ষেত্রে মোটা ও সাধারণ কাপড়ের উপরই সীমিত থাকা এবং পশমী ও নক্শী করা কাপড় পরার বৈধতা প্রসঙ্গে

٥٢٦٨- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارًا غَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءً مِنَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا الْمُلَبَّدَةَ قَالَ فَأَقْسَمَتْ بِاللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُبِضَ فِي هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ-

৫২৬৮. শায়বান ইবন ফাররূখ (র)..... আবূ বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট গেলে তিনি আমাদের সামনে ইয়েমেনের তৈরি মোটা কাপড়ের একটি ইযার (লুঙ্গি) ও মুলাব্বাদা নামক একটি চাদর বের করলেন। তিনি বলেন, এরপর তিনি (আয়েশা) আল্লাহ্র কসম করে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ দু'টি কাপড় পরিহিত অবস্থায় ওফাত পান।

٥٢٦٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ إِزَارًا وَكِسَاءً مُلَبَّدًا فَقَالَتْ فِي هَذَا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي حَدِيثِهِ إِزَارًا غَلِيظًا-

৫২৬৯. আলী ইবন হুজর সাদী, মুহাম্মদ ইবন হাতিম ও ইয়াকূব ইবন ইবরাহীম (র)..... আবূ বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) আমাদের সামনে একটি ইযার ও একটি তালিবিশিষ্ট চাদর বের করলেন এবং বললেন, এতেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ওফাত হয়। ইবন হাতিম (র) তাঁর হাদীসে মোটা ইযারের কথা বলেছেন।

٥٢٧٠- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ إِزَارًا غَلِيظًا-

৫২৭০. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র)..... আইয়্যুব (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তিনিও মোটা ইযারের (লুঙ্গি) কথা বলেছেন।

٥٢٧١- وحدثني سريج بن يونس قال حدثنا يحيى بن زكريا ، بن ابي زائدة عن ابيه ح قال وحدثني ابراهيم بن موسى قال حدثنا ابن ابي زائدة عن ابيه ح قال وحدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن زكريا قال اخبرني ابي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت خرج النبي ﷺ ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر اسود-

৫২৭১. সুরায়জ ইবন ইউনুস, ইবরাহীম ইবন মূসা ও আহমদ ইবন হাম্বল (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ (গৃহ থেকে) একটি চাদর গায়ে দিয়ে বের হয়েছিলেন যাতে কালো পশম দ্বারা উটের হাওদার চিত্র চিত্রিত ছিল।

٥٢٧٢ حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كان وسادة رسول الله ﷺ التي يتكئ عليها من ادم حشوه ليف-

৫২৭২. আবূ বাকর ইবন আবূ শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে বালিশের ওপর রাসূলুল্লাহ ﷺ হেলান দিতেন সেটি ছিল চামড়ার। এর ভেতরে ভরা ছিল খেজুর বৃক্ষের ছাল।

٥٢٧٣- وحدثني علي بن حجر السعدي قال اخبرنا علي بن مسهر عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت انما كان فراش رسول الله ﷺ الذي ينام عليه ادما حشوه ليف-

৫২৭৩. আলী ইবন হুজর সা'দী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে বিছানায় ঘুমাতেন, সেটি চামড়ার ছিল। তার ভোরে ভরা ছিল খেজুর বৃক্ষের ছাল।

٢٣٤- باب جواز اتخاذ الانماط-

২৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ বিছানার চাদর ব্যবহার করা বৈধ

٥٢٧٤- وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابن نمير ح قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا ابو معاوية كلاهما عن هشام بهذا الاسناد وقالا ضجاع رسول الله ﷺ في حديث ابي معاوية ينام عليه-

৫২৭৪. আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) হিশাম (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীসটি রিওয়ায়েত করেন। তবে তাঁরা দু'জন ফিরাশ-এর স্থলে 'দিজা' বলেছেন। আর আবূ মু'আবিয়া (র)-এর হাদীসে আছে 'যার উপর তিনি ঘুমাতেন।'

٥٢٧٥- حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو والناقد واسحاق بن ابراهيم واللفظ لعمرو قال عمرو وقتيبة حدثنا وقال اسحاق اخبرنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر قال قال لي رسول الله ﷺ لما تزوجت اتخذت انماطا قلت وانى لنا انماط قال اما انها ستكون-

৫২৭৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, আমরূন নাকিদ ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বিয়ে করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন : তুমি কি বিছানার চাদর তৈরি করেছ? আমি বললাম, আমরা বিছানার চাদর কোথায় পাব? তিনি বললেন, অচিরেই এর ব্যবস্থা হবে।

٥٢٧٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجْتُ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِتَّخَذْتَ اَنْمَاطًا قُلْتُ وَاَنّٰى لَنَا اَنْمَاطٌ قَالَ اَمَا اِنَّهَا سَتَكُوْنُ قَالَ جَابِرٌ وَعِنْدَ امْرَاَتِيْ نَمَطٌ فَاَنَا اَقُوْلُ نَحِّيْهِ عَنِّيْ وَتَقُوْلُ قَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهَا سَتَكُوْنُ -

وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَزَادَ فَاَدَعُهَا-

৫২৭৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র (র)..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন বিয়ে করলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন : তুমি কি বিছানার চাদর তৈরি করেছ ? আমি বললাম, আমরা কোথায় পাব বিছানার চাদর? তিনি বললেন, শীঘ্রই এর ব্যবস্থা হবে। জাবির (রা) বলেন, আমার স্ত্রীর কাছে একটি বিছানার চাদর ছিল। আমি বলতাম, তুমি এটি (আমার বাড়ি থেকে) সরিয়ে ফেল। সে বলল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ না বলেছেন : শীঘ্রই এর ব্যবস্থা হবে?

মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)..... সুফিয়ান (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীসটি বর্ণিত আছে। তবে তিনি فَاَدَعُهَا কথাটি বর্ধিত করেছেন।

٢٣٥- بَابُ كَرَاهَةِ مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ مِنَ الْفِرَاشِ وَاللِّبَاسِ-

২৩৫- অনুচ্ছেদ : প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিছানা, পোশাক ইত্যাদি (ব্যবহার করা) মাকরূহ

٥٢٧٧- حَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو وَابْنُ سَرْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْهَانِئٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيَّ يَقُوْلُ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِاِمْرَاَتِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ-

৫২৭৭. আবূ তাহির আহ্‌মাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ্ (র)..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বলেছেন, একটি বিছানা পুরুষের, দ্বিতীয় বিছানা মহিলার, তৃতীয়টি মেহমানের জন্য আর চতুর্থটি (যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত হয়) শয়তানের জন্য।

٢٣٦- بَابُ تَحْرِيْمِ جَرِّ الثَّوْبِ خُيَلَاءَ وَبَيَانُ حَدِّ مَا يَجُوْزُ اِرْخَاؤُهُ اِلَيْهِ وَمَا يُسْتَحَبُّ-

২৩৬. অনুচ্ছেদ : অহংকারবশে (গিরার নীচে) কাপড় ঝুলিয়ে রাখা হারাম এবং যতটুকু ঝুলিয়ে রাখা বৈধ ও মুস্তাহাব তার আলোচনা

٥٢٧٨- حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ وَزَيْدِ بْنِ

أَسْلَمَ كُلُّهُمْ يُخْبِرُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ-

৫২৭৮. ইয়াহইয়া ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র)..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলাল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অহংকারবশে তার কাপড় (পায়ের গিরার নিচে) ঝুলিয়ে রাখে, আল্লাহ্ তার দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না।

٥٢٧٩- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ كِلاَهُمَا عَنْ أَيُّوبَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا هَارُونُ الأَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَزَادَ فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

৫২৭৯. আবূ বাকর ইব্‌ন শায়বা, ইব্‌ন নুমায়র, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ, আবূ রাবী', আবূ কামিল, যুহায়র ইব্‌ন হারব, কুতায়বা, ইব্‌ন রুম্‌হ্ ও হারূন আয়লী (র)..... ইব্‌ন উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে মালিক (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়েত করেছেন। তবে তাঁরা 'কিয়ামত দিবসে' কথাটি বর্ধিত করেছেন।

٥٢٨٠- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَنَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثِيَابَهُ مِنَ الْخُيَلاَءِ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

৫২৮০. আবূ তাহির (র).....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলাল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে লোক অহংকারবশে তাঁর কাপড়গুলো (টাখ্‌নুর নীচে) ঝুলিয়ে দেবে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তার প্রতি (রহমতের নযরে) তাকাবেন না।

٥٢٨١- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُثَنًّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلاَهُمَا عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ وَجَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ-

৫২৮১. আবূ বাকর ইব্‌ন শায়বা, ইব্‌ন মুসান্না (র).....ইব্‌ন উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উপরোক্ত বর্ণনাকারীদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٢٨٢- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلاَءِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

৫২৮২. ইব্‌ন নুমায়র (র)..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অহংকারবশে তার কাপড় (টাখ্‌নুর নিচে) ঝুলিয়ে রাখবে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তার প্রতি তাকাবেন না।

٥٢٨٣- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ثِيَابَهُ-

৫২৮৩. ইব্‌ন নুমায়র (র)..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি। বর্ণনাকারী উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়েত করেন। তবে তিনি ثَوْبَهُ -এর পরিবর্তে ثِيَابَهُ বলেছেন।

٥٢٨٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَنَّاقَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَجُرُّ إِزَارَهُ فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ فَانْتَسَبَ لَهُ فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ فَعَرَفَهُ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ يَقُولُ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لاَ يُرِيدُ بِذٰلِكَ إِلاَّ الْمَخِيلَةَ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

৫২৮৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এক ব্যক্তিকে তার ইযার (লুঙ্গি, টাখ্‌নুর নিচে) ঝুলিয়ে রাখতে দেখে বললেন, তুমি কোন্ বংশের লোক? সে তার বংশ পরিচয় দিল। দেখা গেল সে বনী লায়স গোত্রের লোক। তিনি তাকে চিনতে পারলেন। তিনি বললেন, আমি আমার এ দু'টি কানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার ইযার ঝুলিয়ে চলবে আর তার উদ্দেশ্য থাকবে কেবল অহংকার প্রকাশ করা, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তার দিকে তাকাবেন না।

٥٢٨٥- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلَفٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ نَافِعٍ كُلُّهُمْ عَنْ مُسْلِمِ ابْنِ يَنَّاقَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي يُونُسَ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْحَسَنِ وَفِي رِوَايَتِهِمْ جَمِيعًا مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ وَلَمْ يَقُولُوا ثَوْبَهُ-

৫২৮৫. ইব্‌ন নুমায়র, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয ও ইব্‌ন আবূ খালফ (র)..... ইব্‌ন উমার (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে সবার বর্ণনায় আছে, যে ইযার ঝুলিয়ে দিবে এবং তারা ثوبه কথাটি উল্লেখ করেননি।

٥٢٨٦- وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله وابن أبي خلف وألفاظهم متقاربة قالوا حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أمرت مسلم بن يسار مولى نافع بن عبد الحارث أن يسأل ابن عمر قال وأنا جالس بينهما أسمعت من النبي ﷺ في الذي يجر إزاره من الخيلاء شيئا قال سمعته يقول لا ينظر الله إليه يوم القيمة-

৫২৮৬. মুহাম্মদ ইবন হাতিম, হারূন ইবন আবদুল্লাহ ও ইবন আবূ খালফ (র)..... মুহাম্মদ ইবন আব্বাদ ইবন জা'ফর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন উমার (রা)-এর নিকট একথা জিজ্ঞাসা করার জন্য জনা নাফি' ইবন আবদুল হারিস (র)-এর আযাদকৃত গোলাম মুসলিম ইবন ইয়াসারকে আদেশ দিলাম যে, আপনি কি নবী ﷺ থেকে সে ব্যক্তি সম্বন্ধে কিছু শুনেছেন যে ব্যক্তি অহংকারবশে তার ইযার ঝুলিয়ে চলে? এ সময় আমি তাদের দু'জনের মাঝেই উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি [ইবন উমার (রা)] বললেন, আমি তাঁকে (নবী ﷺ -কে) বলতে শুনেছি যে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তার প্রতি তাকাবেন না।

٥٢٨٧- حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمر بن محمد عن عبد الله بن واقد عن ابن عمر قال مررت على رسول الله ﷺ وفي إزاري استرخاء فقال يا عبد الله ارفع إزارك فرفعته ثم قال زد فزدت فما زلت أتحراها بعد فقال بعض القوم إلى أين فقال أنصاف الساقين-

৫২৮৭. আবূ তাহির (র).....ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। আমার ইযারটি একটু ঝুলে ছিল। তিনি বললেন, হে আবদুল্লাহ্! তোমার ইযারটি (লুঙ্গি বা পায়জামা) উপরে তোল। তখন আমি তা উপরে তুললে তিনি পুনরায় বললেন ঃ আরো উপরে। আমি আরো উপরে তুললাম। তখন থেকে সর্বদা আমি এর প্রতি সতর্ক থাকি। উপস্থিত লোকদের একজন বললো, কত উপরে (তুলেছিলেন) ? তিনি বললেন 'নিসফ সাক' পর্যন্ত।

٥٢٨٨- حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة ورأى رجلا يجر إزاره فجعل يضرب الأرض برجله وهو أمير على البحرين وهو يقول جاء الأمير جاء الأمير قال رسول الله ﷺ إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا-

৫২৮৮. উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয (র)..... মুহাম্মদ ইবন যিয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি- (তিনি বাহরায়নের গভর্নর ছিলেন), একদা তিনি দেখলেন, এক ব্যক্তি তার ইযার ঝুলিয়ে চলছে আর স্বীয় পা যমীনে মেরে বলছে, গভর্নর এসেছেন, গভর্নর এসেছেন.....রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ সে লোকের দিকে তাকাবেন না, যে তার ইযার ঝুলিয়ে চলে অহংকারবশে।

٥٢٨٩- حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُثَنًّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ كَانَ مَرْوَانُ يَسْتَخْلِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُثَنًّى كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَسْتَخْلِفُ عَلَى الْمَدِينَةِ-

৫২৮৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ও ইব্‌ন মুসান্না (র.)..... শু'বা (র) থেকে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেন। তবে ইব্‌ন জা'ফর (র)-এর হাদীসে আছে মারওয়ান (রা) আবূ হুরায়রা (রা)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। আর ইব্‌ন মুসান্না (র)-এর হাদীসে আছে, "আবূ হুরায়রা (রা) মদীনায় স্থলাভিষিক্ত হন।"

٢٣٩- بَابُ تَحْرِيمِ التَّبَخْتُرِ فِي الْمَشْيِ مَعَ إِعْجَابِهِ بِثِيَابِهِ-

২৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ পোশাকের খুশিতে মগ্ন হয়ে গর্বভরে চলা হারাম

٥٢٩٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلاَمٍ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي قَدْ أَعْجَبَتْهُ جُمَّتُهُ وَبُرْدَاهُ إِذْ خُسِفَ بِهِ الأَرْضَ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الأَرْضِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةَ-

৫২৯০. আবদুর রাহমান ইব্‌ন সাল্লাম জুমাহী (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি পায়চারী করছিল। তার বাবরী ও দু'চাদর তাকে বিমোহিত করে তুলছিল। এমন সময় তাকে মাটিতে ধসিয়ে দেয়া হল। সে কিয়ামত পর্যন্ত ভূ-গর্ভে তলিয়ে যেতে থাকবে।

٥٢٩١- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ هَذَا-

৫২৯১. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয, মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٢٩٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ يَمْشِي فِي بُرْدَيْهِ قَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ فَخَسَفَ اللَّهُ بِهِ الأَرْضَ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ-

৫২৯২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি তার দু'চাদর পরে গর্বভরে পায়চারী করছিল। নিজেকে নিজে ভাল মনে করছিল। এমন সময় হঠাৎ আল্লাহ্ তাকে মাটিতে ধসিয়ে দিলেন। কিয়ামত পর্যন্ত সে ভূ-গর্ভে তলিয়ে যেতে থাকবে।

٥٢٩٣- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ فِيْ بُرْدَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ-

৫২৯৩. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র).....হাম্মাম মুনাব্বিহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হাদীসগুলি আবূ হুরায়রা (রা) আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি কিছু হাদীস উল্লেখ করলেন। (তন্মধ্যে একটি হল), রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি তার দু'চাদর পরে গর্বভরে পথ চলছিল। এরপর হাম্মাম (র) উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন।

٥٢٩٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ رَجُلاً مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَتَبَخْتَرُ فِيْ حُلَّةٍ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِهِمْ-

৫২৯৪. আবূ বাকর ইবন আবূ শায়বা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতসমূহের কোন এক ব্যক্তি হুল্লা পরে গর্বভরে চলছিল। এরপর বর্ণনাকারী আবূ রাফি' (র) তাঁদের হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন।

٢٢٨- بَابُ تَحْرِيْمِ خَاتَمِ الذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ وَنَسْخِ مَاكَانَ مِنْ إِبَاحَتِهِ فِيْ أَوَّلِ الْإِسْلَامِ-

২৩৮ অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষদের জন্য স্বর্ণের আংটি হারাম করা এবং ইসলামের প্রথমে এর বৈধ হওয়া রহিত করা

٥٢٩٥- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهٰى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ-

৫২৯৫. উবায়দুল্লাহ্ ইবন মু'আয (র).....আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

٥٢٩٦- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَفِيْ حَدِيْثِ ابْنِ مُثَنًّى قَالَ سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِيْ يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِيْ

يَدِهِ فَقِيْلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ قَالَ لاَ وَاللّٰهِ لاَ اٰخُذُهُ اَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

৫২৯৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার, মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর (র)-এর সূত্রে শু'বা (র) থেকে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে ইব্‌ন মুসান্না (র)-এর হাদীসে কাতাদা (র) বলেছেন, আমি নাযর ইব্‌ন আনাস (র) থেকে শুনেছি।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সাহ্‌ল তামীমী (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তির হাতে একটি স্বর্ণের আংটি দেখতে পেয়ে সেটি খুলে ফেলে দিলেন এবং বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ আগুনের টুকরা সংগ্রহ করে তার হাতে রাখে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রস্থান করলে লোকটিকে বলা হল, তোমার আংটিটি তুলে নাও, এরদ্বারা ফায়দা লাভ কর। সে বলল, না। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি কখনো ওটা নেব না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তো ওটা ফেলে দিয়েছেন।

٥٢٩٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ وَمُحَمَّدُ ابْنُ رُمْحٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِيْ بَاطِنِ كَفِّهِ اِذَا لَبِسَهُ فَصَنَعَ النَّاسُ ثُمَّ اِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ اِنِّيْ كُنْتُ اَلْبَسُ هٰذَا الْخَاتَمَ وَاَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ فَرَمٰى بِهِ ثُمَّ قَالَ وَاللّٰهِ لاَ اَلْبَسُهُ اَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ وَلَفْظُ الْحَدِيْثِ لِيَحْيَى-

৫২৯৭. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া তামিমী, মুহাম্মদ ইব্‌ন রুমহ্ ও কুতায়বা (র)..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বর্ণের একটি আংটি তৈরি করলেন। তিনি যখন এটি পরতেন, এর মোহরটি রাখতেন হাতের তালুর দিকে। লোকেরাও এরূপ বানিয়ে নিল। এরপর একদিন তিনি মিম্বারে বসে সেটি খুলে ফেললেন এবং বললেন ঃ আমি এ আংটিটি পরতাম আর এর মোহরটি ভেতরের দিকে রাখতাম। পরে তিনি সেটি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। এরপর বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি এটি আর কখনো পরব না। তখন লোকেরাও তাদের আংটিগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিল।

٥٢٩٨- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ فِيْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَزَادَ فِيْ حَدِيْثِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ وَجَعَلَهُ فِيْ يَدِهِ الْيُمْنٰى-

وَحَدَّثَنِيْهِ اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسٌ يَعْنِيْ ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ح قَالَ وحَدَّثَنَا هَارُونُ الأَيْلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ كِلاَهُمَا عَنْ أُسَامَةَ جَمَاعَتِهِمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي خَاتَمِ الذَّهَبِ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ-

৫২৯৮. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হারব, ইব্‌ন মুসান্না ও সাহ্‌ল ইব্‌ন উসমান (রা)..... ইব্‌ন উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে স্বর্ণের আংটি প্রসঙ্গে এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তবে বর্ণনাকারী উক্‌বা ইব্‌ন খালিদ (র)-এর হাদীসে এ কথাটি বর্ধিত করেছেন– "তিনি এটি তাঁর ডান হাতে পরতেন।"

আহ্‌মদ ইব্‌ন আব্‌দা, ইসহাক মুসায়্যাবী, মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাদ ও হারূন আয়লী (র)..... ইব্‌ন উমার (রা) সূত্রে তিনি নবী ﷺ থেকে স্বর্ণের আংটি প্রসঙ্গে লায়স (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়েত করেছেন।

٢٣٩- بَابُ لَبِسَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَبِسَ الْخُلَفَاءُ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ -

২৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ কর্তৃক 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্', খোদিত রূপার আংটি পরিধান এবং তাঁর পরবর্তীতে খলীফাগণ কর্তৃক তা পরিধান

٥٢٩٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح قَالَ وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَكَانَ فِي يَدِهِ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ حَتَّى وَقَعَ مِنْهُ فِي بِئْرِ أَرِيسَ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَتَّى وَقَعَ فِي بِئْرٍ وَلَمْ يَقُلْ مِنْهُ-

৫২৯৯. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও ইব্‌ন নুমায়র (র)..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রূপার একটি আংটি তৈরি করেছিলেন। এটি তাঁর হাতেই থাকত। এরপর আবূ বাকর (রা)-এর হাতে, এরপর উমার (রা)-এর হাতে, এরপর উসমান (রা)-এর হাতে ছিল। তাঁর হাতে থেকেই সেটি আরীস নামক কূপে পড়ে গেল। তাতে খোদিত ছিল 'مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ' ইব্‌ন নুমায়র (র) বলেন, অবশেষে সেটি কূপে পড়ে গেল। 'তাঁর হাত থেকে পড়েছে' একথা তিনি বলেননি।

٥٣٠٠- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وعَمْرٌو النَّاقِدُ ومُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ أَلْقَاهُ ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ ونَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وقَالَ لاَ يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا وكَانَ إِذَا لَبِسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ وهُوَ الَّذِي سَقَطَ مِنْ مُعَيْقِيبٍ فِي بِئْرِ أَرِيسٍ-

৫৩০০. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আমরুন-নাকিদ, মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাদ ও ইব্‌ন আবূ উমার (র)..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ স্বর্ণের একটি আংটি তৈরি করে কিছুদিন পর তা ফেলে দিলেন। এরপর একটি রূপার আংটি তৈরি তাতে 'مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ' কথাটি খোদাই করলেন। তিনি বললেন, কেউ যেন আমার এ আংটির খোদাইর অনুরূপ খোদাই না করে। তিনি যখন এটি পরতেন, এর মোহরটি হাতের তালুমুখী করে রাখতেন। সেটাই মু'আয়কিব (রা) থেকে আরীস নামক কূপে পড়ে গিয়েছিল।

٥٣٠١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَقَالَ لِلنَّاسِ إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشْتُ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَلَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ-

৫৩০১. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, খালফ্ ইব্‌ন হিশাম ও আবূ রবী আতাকী (র).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ রূপার একটি আংটি তৈরি করলেন এবং তাতে 'مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ' কথাটি খোদাই করলেন। তিনি লোকদের বললেন, আমি একটি রূপার আংটি তৈরি করেছি এবং তাতে 'مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ' কথাটি খোদাই করেছি। সুতরাং কেউ যেন অনুরূপ খোদাই না করে।

٥٣٠٢ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُوْنَ ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ-

৫৩০২. আহ্‌মদ ইব্‌ন হাম্বল, আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)..... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীসটি বর্ণিত আছে। তবে বর্ণনাকারী হাদীসে 'مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ' কথাটি উল্লেখ করেননি।

٢٤٠- بَابُ اتِّخَاذِ النَّبِيِّ ﷺ خَاتَمًا لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ-

২৪০. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ কর্তৃক অনারবদের নিকট লিখিত পত্রে মোহরাঙ্কিত করার জন্য আংটি ব্যবহার

٥٣٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ مُثَنًّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا أَرَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّوْمِ قَالَ قَالُوْا إِنَّهُمْ لَا يَقْرَؤُنَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُوْمًا قَالَ فَاتَّخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ-

৫৩০৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (রা)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রোমে (বাদশাহর নিকট) পত্র পাঠাতে চাইলেন তখন সাহাবাগণ বললেন, তারা তো মোহরাঙ্কিত পত্র ছাড়া অন্য কোন পত্র পাঠ করে না। তিনি (আনাস) বলেন, পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

রূপার একটি আংটি বানালেন। আমি যেন এখনো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাতে এর শুভ্রতা প্রত্যক্ষ করছি। এতে 'مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ' কথাটি খোদিত ছিল।

٥٣٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيْلَ لَهُ أَنَّ الْعَجَمَ لاَ يَقْبَلُوْنَ إِلاَّ كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ قَالَ كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِيْ يَدِهِ-

৫৩০৪. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহ্র নবী ﷺ যখন অনারবী (সম্রাট)-দের নিকট পত্র দেয়ার ইচ্ছা করলেন। তাঁকে বলা হলো, অনারবীরা তো কেবল মোহরাঙ্কিত পত্র গ্রহণ করে। তখন তিনি একটি রূপার আংটি বানিয়ে নিলেন। আনাস (রা) বলেন, আমি যেন এখনো তাঁর হাতে সেটির শুভ্রতা প্রত্যক্ষ করছি।

٥٣٠٥ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا نُوْحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَخِيْهِ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيِّ فَقِيْلَ إِنَّهُمْ لاَ يَقْبَلُوْنَ كِتَابًا إِلاَّ بِخَاتَمٍ فَصَاغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمًا حَلْقَةً مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ-

৫৩০৫. নাস্র ইবন আলী জাহ্যামী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ (পারস্য সম্রাট) কিস্রা, (রোম সম্রাট) কায়সার ও (আবিসিনিয়ার সম্রাট) নাজ্জাশীর নিকট পত্র লিখতে ইচ্ছা করলে তাঁকে বলা হলো, তারা তো সিলমোহর ছাড়া পত্র গ্রহণ করে না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রূপার একটি আংটি তৈরি করলেন এবং এতে 'مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ' কথাটি খোদাই করলেন।

٥٣٠٦- حَدَّثَنِيْ أَبُوْ عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ يَعْنِيْ ابْنَ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَبْصَرَ فِيْ يَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا قَالَ فَصَنَعَ النَّاسُ الْخَوَاتِمَ مِنْ وَرِقٍ فَلَبِسُوْهُ فَطَرَحَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمَهُ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِمَهُمْ-

৫৩০৬. আবূ ইমরান মুহাম্মদ ইবন জাফর ইবন যিয়াদ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাতে একদিন চাঁদির একটি আংটি দেখলেন। তিনি বলেন, লোকেরাও চাঁদির আংটি বানিয়ে পরতে লাগল। পরে নবী ﷺ তার আংটিটি ছুঁড়ে ফেললে লোকেরাও তাদের আংটিগুলি ছুঁড়ে ফেলে দিল।

٥٣٠٧- حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ زِيَادٌ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى فِيْ يَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اصْطَنَعُوا الْخَوَاتِمَ مِنْ وَرِقٍ فَلَبِسُوْهَا فَطَرَحَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمَهُ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِمَهُمْ-

৫৩০৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাতে একদিন চাঁদির একটি আংটি দেখলেন, এরপর লোকেরাও চাঁদির আংটি বানিয়ে পরতে লাগলো। পরে নবী ﷺ তাঁর আংটিটি ফেলে দিলে লোকেরাও তাদের আংটিগুলি ছুঁড়ে ফেলে দিল।

٥٣٠٨ وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫৩০৮. উক্‌বা ইব্‌ন মুকরাম আম্মী (র)..... ইব্‌ন জুরায়জ (র) থেকে উল্লিখিত সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٤١- بَابُ فِيْ خَاتَمِ الْوَرِقِ فِصُّهُ حَبَشِيٌّ

২৪১. অনুচ্ছেদ ঃ রূপার তৈরি এবং হাবশী মোহরযুক্ত আংটি

٥٣٠٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ وَرِقٍ وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا-

৫৩০৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আইয়ুব (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর আংটিটি ছিল চাঁদির তৈরি, এর মোহরটি ছিল হাবশী।[১]

٥٣١٠- وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَبَّادُ بْنُ مُوْسٰى قَالَا حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى وَهُوَ الْأَنْصَارِيُّ ثُمَّ الزُّرَقِيُّ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِيْ يَمِيْنِهِ فِيْهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِيْ كَفَّهُ-

৫৩১০. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আব্বাদ ইব্‌ন মূসা (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ডান হাতে রূপার একটি আংটি পরেছেন। এতে হাবশী মোহর ছিল। তিনি এর মোহরটি হাতের তালুমুখী করে রাখতেন।

٥٣١١ وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِيْ أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيْثِ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى-

৫৩১১ যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)..... ইউনুস ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) উল্লেখিত সনদে তাল্‌হা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٣١٢- وَحَدَّثَنِيْ أَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ هٰذِهِ وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصَرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرٰى-

---

১. হাবশার পাথরের অথবা হাবশী বস্তুর।

৫৩১২. আবূ বাকর ইবন খাল্লাদ বাহিলী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর আংটি ছিল এ আঙ্গুলে। এবং তিনি এ কথা বলে বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলের প্রতি ইশারা করেন।

٥٣١٣- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ جَمِيْعًا عَنْ ابْنِ إِدْرِيْسَ وَاللَّفْظُ لِأَبِيْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِيْ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِيْ فِيْ هٰذِهِ أَوِ الَّتِيْ تَلِيْهَا لَمْ يَدْرِ عَاصِمٌ فِيْ أَيِّ الْأُنْمُلَتَيْنِ وَنَهَانِيْ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنْ جُلُوْسٍ عَلَى الْمَيَاثِرِ قَالَ فَأَمَّا الْقَسِّيُّ فَثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ يُؤْتَى بِهَا مِنْ مِصْرَ وَالشَّامِ فِيْهَا شِبْهُ كَذَا وَأَمَّا الْمَيَاثِرُ فَشَيْءٌ كَانَتْ تَجْعَلُهُ النِّسَاءُ لِبُعُوْلَتِهِنَّ عَلَى الرَّحْلِ كَالْقَطَائِفِ الْأَرْجُوَانِ-

৫৩১৩. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন নুমায়র ও আবূ কুরায়ব (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন, আমি যেন এ আঙ্গুলে বা এ আঙ্গুলে আমার আংটি না পরি। আসিম (র)-এর জানা নাই আঙ্গুল দু'টি কোন্ কোনটি। আর তিনি আমাকে কাস্সী কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন এবং 'মায়াসির'-এর উপর বসতে নিষেধ করেছেন। কাস্সী হলো ডোরাদার কাপড়- যা মিসর ও সিরিয়া থেকে আমদানী করা হতো, তাতে এমন এমন চিত্রও থাকতো। আর মায়াসির হলো- সেই (নরম রেশমজাত) কাপড় যা মহিলারা তাদের স্বামীদের জন্য হাওদায় বিছিয়ে দেয়, বিছানার লাল চাদরের মত।

٥٣١٤- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنِ ابْنٍ لِأَبِيْ مُوْسٰى قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا فَذَكَرَا هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ-

৫৩১৪. ইবন আবূ উমার (র)..... আবূ মূসা (রা)-এর জনৈক পুত্র থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি। এরপর বর্ণনাকারী নবী ﷺ থেকে অনুরূপভাবে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٥٣١٥ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ قَالَ نَهٰى أَوْ نَهَانِيْ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ-

৫৩১৫. ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র)..... আলী ইবন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ নিষেধ করেছেন। এরপর বর্ণনাকারী অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন।

٥٣١٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِيْ إِصْبَعِيْ هٰذِهِ أَوْ هٰذِهِ قَالَ فَأَوْمٰى إِلَى الْوُسْطٰى وَالَّتِيْ تَلِيْهَا-

৫৩১৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... আবূ বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন, আমি যেন আমার এ আঙ্গুল কিংবা এ আঙ্গুলে আংটি ব্যবহার না করি। এই বলে তিনি তাঁর মধ্যমা ও তাঁর (ডান) পার্শ্বস্থ আঙ্গুলের প্রতি ইঙ্গিত করলেন।

٢٤٢- بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ النِّعَالِ وَمَا فِيْ مَعْنَاهَا-

২৪২. অনুচ্ছেদ ঃ জুতা বা অনুরূপ কিছু পরিধান করা মুস্তাহাব

٥٣١٧- حَدَّثَنِيْ سَلَمَةُ ابْنُ شَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا يَقُوْلُ اسْتَكْثِرُوْا مِنَ النِّعَالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ-

৫৩১৭. সালামা ইব্ন শাবীব (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে এক যুদ্ধে বলতে শুনেছি, তোমরা বেশি বেশি (সময়) জুতা পরে থাকবে। কেননা মানুষ যতক্ষণ জুতা পরিহিত থাকে, ততক্ষণ সে সওয়ার থাকে।

٢٤٣- بَابُ اسْتِحْبَابُ لُبْسِ النَّعَالِ فِيْ الْيُمْنٰى وَلاَ وَالْخَلْعُ مِنَ الْيُسْرٰى أَوَّلاً وَكَرَاهَةُ الْمَشْيِ فِيْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ -

২৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ জুতা পরার সময় ডান পা আগে আর খোলার সময় বাম পা আগে খোলা মুস্তাহাব এবং জুতা পরে চলা অপসন্দনীয়

٥٣١٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَلاَّمٍ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِيْ ابْنَ زِيَادٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنٰى وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ وَلْيَنْتَعِلْهُمَا جَمِيْعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيْعًا-

৫৩১৮. আবদুর রাহমান ইব্ন সাল্লাম জুমাহী (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন জুতা পরিধান করবে, তখন প্রথমে ডান পায়ে পরিধান করবে। আর যখন খুলবে, তখন আগে বাম পায়ের জুতা খুলবে। আর হয় দু'খানাই পায়ে দিবে, নতুবা দু'খানাই খুলে ফেলবে।

٥٣١٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَمْشِيْ أَحَدُكُمْ فِيْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيْعًا أَوْ لِيُخْلِعْهُمَا جَمِيْعًا-

৫৩১৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ এক পায়ে জুতা পরে যেন চলাফেরা না করে। হয়তো দু'খানাই পায়ে দিবে, নতুবা দু'খানাই খুলে ফেলবে।

٥٣٢٠- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِيْ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيْسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ رَزِيْنٍ قَالَ خَرَجَ إِلَيْنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ فَقَالَ أَلَا إِنَّكُمْ تَحَدَّثُوْنَ أَنِّيْ أَكْذِبُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِتَهْتَدُوْا وَأَضِلَّ أَلَا وَإِنِّيْ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي الْأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا-

وَحَدَّثَنِيْهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِيْ رَزِيْنٍ وَأَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْمَعْنٰى-

৫৩২০. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)..... আবূ রযীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) আমাদের কাছে এলেন এবং স্বীয় হাত কপালে মেরে বললেন, তোমরা কি আলোচনা কর যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওপর মিথ্যারোপ করি? যাতে করে তোমরা নিজেদের হিদায়াতপ্রাপ্ত হবার দাবি করতে পার আর আমি বিভ্রান্ত প্রমাণিত হই ? শোন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, যখন তোমাদের কারো একটি জুতার ফিতা ছিঁড়ে যায়, তখন সে যেন সেটি ঠিক না করা পর্যন্ত অপর জুতাটি পায়ে দিয়ে না চলে।

আলী ইব্‌ন হুজর সা'দী (র)..... আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٢٤٤- بَابُ النَّهْيِ عَنْ اِشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالْاِحْتِبَاءِ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا بَعْضُ عَوْرَتِهِ وَحُكْمِ الْاِسْتِلْقَاءِ عَلَى ظَهْرِهِ رَافِعًا إِحْدٰى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرٰى-

২৪৪. অনুচ্ছেদ : 'ইশ্‌তিমালে সাম্মা' (সমস্ত দেহ একটি কাপড় দ্বারা এমনভাবে পেঁচিয়ে রাখা যাতে হাত বের করাও দুষ্কর হয়) ও ইহতিবা (গুপ্তাঙ্গের কিয়দাংশ অনাবৃত রেখে এক কাপড়ে গুটি মেরে বসার) নিষেধাজ্ঞা এবং এক পায়ের উপর অপর পা রেখে চিৎ হয়ে শোয়ার বিধান সম্বন্ধে

٥٣٢١- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمْشِيَ فِيْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ-

৫৩২১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলাল্লাহ্ ﷺ কোন ব্যক্তির বাম হাতে আহার করা, এক পায়ে জুতা পরে চলাফেরা করা, এক কাপড়ে সমস্ত দেহ পেঁচিয়ে রাখা ও গুপ্তাঙ্গ খোলা রেখে এক কাপড়ে গুটি মেরে বসা থেকে নিষেধ করেছেন।

٥٣٢٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَنَا أَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَوْ

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ اَحَدِكُمْ اَوْ مَنِ الْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ فَلاَ يَمْشِى فِىْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتّٰى يُصْلِحَ شِسْعَهُ وَلاَ يَمْشِى فِىْ خُفٍّ وَاحِدٍ وَلاَ يَاْكُلُ بِشِمَالِهِ وَلاَ يَحْتَبِىْ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلاَ يَلْتَحِفُ الصَّمَّاءَ-

৫৩২২. আহমদ ইবন ইউনুস ও ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন কিংবা তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের কারো যখন একটি জুতার ফিতা ছিঁড়ে যায়, তখন সে যেন এক জুতা পায়ে না চলে। যতক্ষণ সে তার ফিতাটি ঠিক না করে। আর কেউ যেন এক মোজা পায়ে দিয়ে না চলে, বাম হাতে আহার গ্রহণ না করে, এক কাপড়ে গুটি মেরে না বসে এবং এক কাপড়ে সমস্ত শরীর পেঁচিয়ে না রাখে।

٥٣٢٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وحدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالْاِحْتِبَاءِ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَاَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ اِحْدٰى رِجْلَيْهِ عَلَى الْاُخْرٰى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلٰى ظَهْرِهِ-

৫৩২৩. কুতায়বা ও রুমহ্ (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক কাপড়ে সমস্ত শরীর পেঁচিয়ে রাখা, এক কাপড়ে গুটি মেরে বসা এবং চিৎ হয়ে শোয়া অবস্থায় এক পায়ের উপর অপর পা তুলে রাখা থেকে নিষেধ করেছেন।

٥٣٢٤ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ اِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ تَمْشِ فِىْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَلاَ تَحْتَبِ فِىْ اِزَارٍ وَاحِدٍ وَلاَ تَاْكُلْ بِشِمَالِكَ وَلاَ تَشْتَمِلِ الصَّمَّاءَ وَلاَ تَضَعْ اِحْدٰى رِجْلَيْكَ عَلَى الْاُخْرٰى اِذَا اسْتَلْقَيْتَ-

৫৩২৪. ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ একটি জুতা পরে হাঁটবে না, এক ইযারে গুটি মেরে বসবে না, বাম হাতে খাবে না, এক কাপড়ে সমস্ত শরীর পেঁচিয়ে রাখবে না এবং চিৎ হয়ে শোয়া অবস্থায় এক পায়ের উপর অপর পা তুলে দিবে না।

٥٣٢٥ وَحَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ يَعْنِىْ ابْنَ اَبِى الْاَخْنَسِ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ يَسْتَلْقِ اَحَدُكُمْ ثُمَّ يَضَعُ اِحْدٰى رِجْلَيْهِ عَلَى الْاُخْرٰى-

৫৩২৫. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কেউ যেন চিৎ হয়ে শুয়ে এক পায়ের উপর অপর পা তুলে না দেয়।

٥٣٢٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى-

৫৩২৬. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)..... আব্বাদ ইব্‌ন তামীম (র)-এর চাচা থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মসজিদে চিৎ হয়ে শোয়া অবস্থায় এক পায়ের উপর অপর পা তুলে রাখতে দেখেছেন।

٥٣٢٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫৩২৭. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইব্‌ন নুমায়র, যুহায়র ইব্‌ন হারব, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম, আবূ তাহির, হারমালা ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)..... যুহরী (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٤٥- بَابُ النَّهْيِ الرَّجُلِ عَنِ التَّزَعْفُرِ

২৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষের জন্য যাফরানী রংয়ের কাপড় ব্যবহার নিষেধ

٥٣٢٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ قَالَ قُتَيْبَةُ قَالَ حَمَّادٌ يَعْنِي لِلرِّجَالِ-

৫৩২৮. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, আবূ-রবী ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যাফরানী রংয়ের কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন। কুতায়বা (র) বলেন, হাম্মাদ (র) বলেছেন, অর্থাৎ পুরুষদেরকে।

٥٣٢٩- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ-

৫৩২৯. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, আমরুন-নাকিদ, যুহায়র ইব্‌ন হারব, ইব্‌ন নুমায়র ও আবূ কুরায়ব (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পুরুষদের যাফরানী রং-এর কাপড় ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

٢٤٦- بَابُ اسْتِحْبَابِ خِضَابِ الشَّيْبِ بِصُفْرَةٍ وَحُمْرَةٍ وَتَحْرِيْمِهِ بِالسَّوَادِ

২৪৬ অনুচ্ছেদ ঃ সাদা চুল-দাঁড়িতে হলুদ বা লাল রং-এর খিযাব লাগানো মুস্তাহাব এবং কালো রং নিষিদ্ধ

٥٣٣٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اُتِىَ بِاَبِى قُحَافَةَ اَوْجَاءَ عَامَ الْفَتْحِ اَوْيَوْمَ الْفَتْحِ وَرَاْسُهُ وَلِحْيَتُهُ مِثْلُ الثَّغَامِ اَوِ الثَّغَامَةِ فَاَمَرَ اَوْفَاُمِرَ بِهِ اِلَى نِسَائِهِ قَالَ غَيِّرُوْا هٰذَا بِشَىْءٍ-

৫৩৩০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (মক্কা) বিজয়ের বছর কিংবা (বর্ণনা সন্দেহ, রাবী বলেছেন) (মক্কা) বিজয়ের দিন (আবূ বাকর-এর পিতা) আবূ কুহাফা (রা)-কে উপস্থিত করা হল কিংবা (বর্ণনা সন্দেহ, রাবী বলেছেন-) তিনি (নিজেই) এলেন। তাঁর মাথা (-র চুল) ও দাঁড়ি 'সাগাম'[১] বা সাগামা-র ন্যায় (সাদা) ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে তার (বাড়ির) মহিলাদের কাছে নিয়ে যেতে আদেশ করলেন, কিংবা (বর্ণনা সন্দেহ, রাবী বলেছেন) তাঁকে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হল এবং তিনি ইরশাদ করলেন ঃ এ (সাদা রং)-কে কোন কিছু দিয়ে পরিবর্তন করে দাও।

٥٣٣١- وَحَدَّثَنِىْ اَبُوا الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اُتِىَ بِاَبِى قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَاْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَيِّرُوْا هٰذَا بِشَىْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ-

৫৩৩১. আবূ তাহির (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আবূ কুহাফা (রা)-কে নিয়ে আসা হল; তাঁর চুল-দাঁড়ি ছিল 'সাগামা'র ন্যায় সাদা। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটি কোন কিছু দিয়ে পরিবর্তন করে দাও; তবে কাল রং বর্জন করবে।

٥٣٣٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى لَايَصْبُغُوْنَ فَخَالِفُوْهُمْ-

৫৩৩২ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়াহ আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা, আমরুন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে নবী ﷺ বলেছেন ঃ ইয়াহুদী ও নাসারারা খিযাব ব্যবহার করে না। সুতরাং তোমরা তাদের বিপরীত করবে।

---

১. ثَغَامَةٌ-ثَغَامٌ (সাগাম ও সাগামা) এক প্রকার সাদা ঘাস কিংবা গাছ ও ফুল, যেমন আমাদের দেশের কাশফুল।

٢٤٧- بَابُ تَحْرِيمِ تَصْوِيرِ صُورَةِ الْحَيَوَانِ وَتَحْرِيمِ اتِّخَاذِ مَا فِيهِ صُورٌ غَيْرُ مُمْتَهِنَةٍ بِالْفُرُشِ وَنَحْوِهِ وَأَنَّ الْمَلاَئِكَةَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ لاَ يَدْخُلُونَ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ أَوْ كَلْبٌ.

২৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ জীব-জন্তুর ছবি নিষিদ্ধ হওয়া, তা অংকন করা, তবে চাদর ইত্যাদি ছাড়া এবং যে গৃহে কুকুর ও ছবি থাকে, সে ঘরে ফিরিশ্‌তাগণ প্রবেশ করেন না

٥٣٣٣- حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ وَاعَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جِبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي سَاعَةٍ يَأْتِيهِ فِيهَا فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ وَفِي يَدِهِ عَصًا فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ وَقَالَ مَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلاَ رُسُلُهُ ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيرٍ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ مَتَى دَخَلَ هَذَا الْكَلْبُ هَهُنَا فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا دَرَيْتُ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ فَجَاءَ جِبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاعَدْتَنِي فَجَلَسْتُ لَكَ فَلَمْ تَأْتِ فَقَالَ مَنَعَنِي الْكَلْبُ الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِكَ إِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ-

৫৩৩৩. সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিবরাঈল (আ) কোন নির্ধারিত সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আগমনের ওয়াদা করলেন কিন্তু যথাসময়ে তিনি এলেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাতে একটি লাঠি ছিল, তিনি তা তাঁর হাত থেকে ফেলে দিয়ে বললেন, আল্লাহ্ তো তাঁর ওয়াদা খেলাফ করেন না; তাঁর রাসূলগণও না। এরপর তিনি লক্ষ্য করে তাঁর খাটের নিচে একটি কুকুর ছানা দেখতে পেলেন। তখন তিনি বললেন ঃ হে আয়েশা! কুকুর (ছানা) টি এখানে ঢুকে পড়ল কখন? আয়েশা (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি জানি না। তখন তিনি আদেশ দিলে সেটিকে বের করে দেয়া হল। ইতিমধ্যে জিবরাঈল (আ) এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আপনি আমাকে ওয়াদা দিয়েছিলেন, তাই আমি আপনার প্রতীক্ষায় বসেছিলাম। কিন্তু আপনি এলেন না। তিনি বললেন, আপনার ঘরে (অবস্থানরত) কুকুরটি আমার জন্য প্রতিবন্ধক হয়েছিল। কারণ যে ঘরে কোন ছবি কিংবা কুকুর থাকে, সে ঘরে আমরা (রহমতের ফিরিশ্‌তারা) প্রবেশ করি না।

٥٣٣٤- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّ جِبْرَئِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَعَدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْتِيَهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَلَمْ يُطَوِّلْهُ كَتَطْوِيلِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ-

৫৩৩৪. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম হান্‌যালী (র)..... আবূ হাযিম (র) থেকে উল্লেখিত সনদে বর্ণনা করেন যে, জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ ﷺ কাছে আগমনের ওয়াদা করেছিলেন।..... তারপর তিনি হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি রাবী আবদুল আযীয ইব্‌ন আবূ হাযিম (র) বর্ণিত হাদীসের ন্যায় তাঁর বিবরণ দীর্ঘায়িত করেননি।

٥٣٣٥- حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدِ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ جِبْرَئِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِيَ اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِي أَمَا وَاللَّهِ مَا أَخْلَفَنِي قَالَ فَظَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ قَالَ أَجَلْ وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنَّهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ-

৫৩৩৫. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মায়মূনা (রা) আমাকে বলেছেন, যে, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভোরে বিষণ্ন অবস্থায় উঠলেন। তখন মায়মূনা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আজ আপনার চেহারা মুবারক বিমর্ষ দেখছি! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, জিব্‌রাঈল (আ) আজ রাতে আমার সঙ্গে মুলাকাত করার ওয়াদা করেছিলেন, কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে মুলাকাত করেননি। জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র কসম! তিনি (কখনো) আমার সঙ্গে ওয়াদা খেলাফ করেননি। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সে দিনটি এভাবেই কাটালেন। এরপর আমাদের পর্দা (ঘেরা খাট)-এর নিচে একটি কুকুর ছানার কথা তাঁর মনে পড়ল। তিনি হুকুম দিলে সেটিকে বের করে দেয়া হল। তারপর তিনি তাঁর হাতে সামান্য পানি নিয়ে তা ঐ (কুকুর ছানার বসার) স্থানে ছিটিয়ে দিলেন। পরে সন্ধ্যা হলে জিব্‌রাঈল (আ) তাঁর সঙ্গে মুলাকাত করলেন। তখন তিনি তাঁকে বললেন, আপনি তো গতরাতে আমার সাথে মুলাকাতের ওয়াদা করেছিলেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে আমরা (ফিরিশ্‌তারা) এমন কোন ঘরে প্রবেশ করিনা, যে ঘরে কোন কুকুর থাকে কিংবা কোন (প্রাণীর) ছবি থাকে। পরে নবী ﷺ সেদিন ভোরবেলায় কুকুর নিধনের আদেশ দিলেন, এমনকি তিনি ছোট বাগানের পাহারাদার কুকুরও মেরে ফেলার হুকুম দিয়েছিলেন এবং বড় বড় বাগানের কুকুরগুলোকে রেহাই দিয়েছিলেন।

٥٣٣٦ -حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يَحْيَى وَإِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ-

৫৩৩৬. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আমরুন-নাকিদ ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র)..... আবূ তাল্‌হা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ফিরিশ্‌তাগণ সে ঘরে প্রবেশ করেন না, যে ঘরে কোন কুকুর কিংবা কোন (প্রাণীর) ছবি থাকে।

٥٣٣٧- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ-

৫৩৩৭ আবূ তাহির ও হারমালা ইবন ইয়াহ্ইয়া (র)..... আবূ তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, ফিরিশ্তাগণ এমন কোন ঘরে প্রবেশ করেন না, যে ঘরে কুকুর কিংবা (প্রাণীর) ছবি থাকে।

٥٣٣٨- وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ وَذِكْرِهِ الأَخْبَارَ فِي الإِسْنَادِ-

৫৩৩৮. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র)..... যুহ্রী (র) থেকে উল্লিখিত সনদে ইউনুস (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। অবশ্য সূত্রের মধ্যে মা'মার (র) عن-এর স্থলে اخبر ব্যবহার করেছেন।

٥٣٣٩- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ قَالَ بُسْرٌ ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ قَالَ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلاَنِيِّ رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّوَرِ يَوْمَ الأَوَّلِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ إِلاَّ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ-

৫৩৩৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র.)..... রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী আবূ তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ফিরিশ্তাগণ সে ঘরে প্রবেশ করেন না, যে ঘরে কোন ছবি থাকে। রাবী বুস্র (র) বলেন, এরপর (রাবী) যায়দ (র) অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরা তাঁকে দেখতে গেলাম। দেখলাম তাঁর দরজায় একটি পর্দা রয়েছে, যাতে ছবি রয়েছে। আমি তখন নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী মায়মূনা (রা)-এর পালিত সন্তান উবায়দুল্লাহ্ হাওলানী (র)-কে বললাম-আগে (এক) দিন ছবির ব্যাপারে কি যায়দ (র) আমাদের কাছে হাদীস রিওয়ায়াত করেননি? উবায়দুল্লাহ্ বললেন, তুমি কি তাঁর এ উক্তি শোননি : কিন্তু কোন কাপড়ে অঙ্কিত ছবি।[১]

٥٣٤٠- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الأَشَجِّ حَدَّثَهُ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ حَدَّثَهُ وَمَعَ بُسْرٍ عُبَيْدُ اللَّهِ الْخَوْلاَنِيُّ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ قَالَ بُسْرٌ فَمَرِضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا نَحْنُ فِي بَيْتِهِ بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ

১. অধিকাংশ আলিমের মতে এখানে প্রাণহীন বস্তু বা দৃশ্যাদির ছবি উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

الْخَوْلَانِيُّ أَلَمْ يُحَدِّثْنَا فِي التَّصَاوِيرِ قَالَ إِنَّهُ قَالَ إِلاَّ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ أَلَمْ تَسْمَعْهُ قُلْتُ لاَ قَالَ بَلَى قَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ-

৫৩৪০. আবূ তাহির (র)..... আবূ তালহা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ফিরিশতাগণ সে ঘরে প্রবেশ করেন না যে ঘরে কোন ছবি থাকে। রাবী কুস্র (র) বলেন, যায়দ ইব্ন খালিদ (র) অসুস্থ হলে আমরা তাঁকে দেখতে গেলাম। তখন আমরা তাঁর ঘরের একটি পর্দায় অনেক ছবি রয়েছে দেখতে পেলাম। উবায়দুল্লাহ্ খাওলানী (র)-কে বললাম, তিনি কি ছবি সম্পর্কে আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেননি? উত্তরে বললেন, তিনি বলেছিলেন, কিন্তু কাপড়ে অঙ্কিত ছবি। তুমি কি তা শুনতে পাওনি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তিনি বলেছিলেন।

٥٣٤١- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَبِي الْحُبَابِ مَوْلَى بَنِي النَّجَّارِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ تَمَاثِيلُ قَالَ فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا يُخْبِرُنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ تَمَاثِيلُ فَهَلْ سَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ ذَلِكَ فَقَالَتْ لاَ وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكُمْ مَا رَأَيْتُهُ فَعَلَ رَأَيْتُهُ خَرَجَ فِي غَزَاتِهِ فَأَخَذْتُ نَمَطًا فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْبَابِ فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ أَوْ قَطَعَهُ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ قَالَتْ فَقَطَعْنَا مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ وَحَشَوْتُهُمَا لِيفًا فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيَّ-

৫৩৪১. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) ... ... হযরত আবূ তালহা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, ফিরিশতাগণ সে ঘরে প্রবেশ করেন না, যে ঘরে কোন কুকুর কিংবা কোন মূর্তি থাকে। রাবী [যায়দ ইব্ন খালিদ (র)] বলেন, পরে আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি (আবূ তালহা) আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, ফিরিশ্তাগণ সে ঘরে প্রবেশ করেন না, যে ঘরে কোন কুকুর কিংবা মূর্তি থাকে। আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ বিষয়ে আলোচনা করতে শুনেছেন? তিনি বললেন, না। তবে আমি তাঁকে যা করতে দেখেছি, তার বর্ণনা তোমাদের দিচ্ছি। আমি তাঁকে দেখেছি, তিনি (কোন) যুদ্ধে বেরিয়ে গেলেন। তখন আমি একটি মসৃণ চাদর সংগ্রহ করলাম এবং তা দিয়ে দরজার পর্দা বানালাম। তিনি ফিরে এসে যখন চাদরটি দেখতে পেলেন, তখন তাঁর চেহারায় আমি অসন্তুষ্টির আলামত প্রত্যক্ষ করলাম। তিনি তা টেনে নামিয়ে ফেললেন; এমনকি তা ছিঁড়ে ফেললেন অথবা টুক্‌রা টুক্‌রা করে ফেললেন। আর বললেন, মহান আল্লাহ্ পাথর কিংবা মাটিকে পোশাক পরানোর হুকুম আমাদের দেননি। আয়েশা (রা) বলেন, আমরা চাদরটি কেটে দু'টি বালিশ বানালাম এবং সে দু'টির ভিতরে খেজুর গাছের আঁশ ভরে দিলাম। তাতে তিনি আমাকে দোষারোপ করলেন না।

٥٣٤٢- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تِمْثَالُ طَائِرٍ وَكَانَ الدَّاخِلُ اِذَا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ حَوِّلِي هٰذَا فَاِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَاَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا قَالَتْ وَكَانَتْ لَنَا قَطِيفَةٌ كُنَّا نَقُولُ عَلَمُهَا حَرِيرٌ فَكُنَّا نَلْبَسُهَا -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عَدِيٍّ وَعَبْدُ الْاَعْلٰى بِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ ابْنُ مُثَنًّى وَزَادَ فِيهِ يُرِيدُ عَبْدُ الْاَعْلٰى فَلَمْ يَاْمُرْنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِقَطْعِهِ -

৫৩৪২. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের একটি পর্দা ছিল। তাতে পাখির ছবি ছিল। আর (গৃহে) প্রবেশকারীর প্রবেশকালে তা তার সামনে পড়ত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন, এটি সরিয়ে ফেল। কেননা যতবার আমি প্রবেশ করি এবং তা দেখি, ততবার আমি দুনিয়া স্মরণ করেছি। আয়েশা (রা) বলেন, আর আমাদের একটি পশমী চাদর ছিল। আমরা লক্ষ্য করতাম যে, এটির নকশা রেশমের। আমরা সেটি পরিধান করতাম।

মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ইব্‌ন আবূ আদী ও আবদুল আ'লা (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে ইব্‌ন মুসান্না (র) বলেছেন, এ সনদে তিনি অর্থাৎ আবদুল আ'লা অতিরিক্ত বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের তা কেটে ফেলতে আদেশ করেননি।"

٥٣٤٣- حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَاَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ عَلٰى بَابِي دُرْنُوكًا فِيهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الْاَجْنِحَةِ فَاَمَرَنِي فَنَزَعْتُهُ -

৫৩৪৩. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন সফর থেকে প্রত্যাগমন করলেন। আমি দরজায় একটি আঁচলযুক্ত মসৃণ পর্দা লাগিয়ে দিলাম, যাতে ডানাবিশিষ্ট ঘোড়া (-এর ছবি) ছিল। তিনি আমাকে হুকুম করলেন। তখন আমি তা টেনে খুলে ফেললাম।

٥٣٤٤- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوبَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَاهُ اَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ عَبْدَةَ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ -

৫৩৪৪. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)..... ওয়াকী' (র) থেকে উক্ত সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। তবে আবদার হাদীসে 'সফর থেকে প্রত্যাগমন করলেন' - কথাটি নেই।

٥٣٤٥- حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ اَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا مُتَسَتِّرَةٌ بِقِرَامٍ فِيهِ صُورَةٌ فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ

ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ فَهَتَكَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُشَبِّهُوْنَ بِخَلْقِ اللّٰهِ -

৫৩৪৫. মানসূর ইব্‌ন আবূ মুযাহিম (র)... ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে (হুজরায়) এলেন। আমি তখন একটি মিহি কাপড়ের পর্দা লাগিয়ে রেখেছিলাম, যাতে ছবি ছিল। এতে তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তারপর তিনি পর্দাটি হাতে নিয়ে তা ছিঁড়ে ফেললেন, পরে বললেন ঃ কিয়ামতের দিন কঠিনতম আযাব ভোগকারী লোকদের মাঝে ওরাও থাকবে, যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়।

٥٣٤٦- وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا بِمِثْلِ حَدِيْثِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ أَهْوَى إِلَى الْقِرَامِ فَهَتَكَهُ بِيَدِهِ -

৫৩৪৬. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)..... আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর (আয়েশার) গৃহে প্রবেশ করলেন।..... পরবর্তী অংশ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন সা'দ (র)-এর হাদীসের অনুরূপ। তবে ইউনুস বলেছেন, এর পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পর্দার দিকে ঝুঁকলেন এবং নিজ হাতে তা ছিঁড়ে ফেললেন।

٥٣٤٧- حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَفِيْ حَدِيْثِهِمَا أَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا لَمْ يَذْكُرَا مِنْ -

৫৩৪৭. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)..... যুহরী (র) থেকে উল্লেখিত সনদে রিওয়ায়াত করছেন। তবে ইব্‌ন উয়ায়না (র) এবং মা'মার (র)-এর হাদীসে রয়েছে إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا তারা من اشد الناس বলেননি।

٥٣٤٨- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُوْلُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِيْ بِقِرَامٍ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ فَلَمَّا رَآهُ هَتَكَهُ وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ وَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللّٰهِ تَعَالَى قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ -

৫৩৪৮. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)..... আয়েশা (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে এলেন, তখন আমি আমার একটি তাক পর্দা দিয়ে আবৃত করে রেখেছিলাম, যাতে ছবি ছিল। তিনি তা দেখতে পেয়ে ছিঁড়ে ফেললেন। আর তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ হে আয়েশা! কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ঐ সকল লোক কঠিন আযাব ভোগ করবে, যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির

সাদৃশ্য প্রদর্শন করে। আয়েশা (রা) বলেন, আমরা তখন সেটি কেটে ফেললাম এবং তা দিয়ে একটা বা দু'টো বালিশ বানালাম।

٥٣٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ كَانَ لَهَا ثَوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ مَمْدُودٌ إِلَى سَهْوَةٍ فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي إِلَيْهِ فَقَالَ أَخِّرِيهِ عَنِّي قَالَتْ فَأَخَّرْتُهُ فَجَعَلْتُهُ وِسَادَتَيْنِ -

৫৩৪৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর একখণ্ড কাপড় ছিল, যাতে বিভিন্ন ছবি ছিল এবং তা একটা তাকের উপরে টানানো ছিল। নবী ﷺ সে দিকে সালাত আদায় করতেন। তখন তিনি বললেন, এটি আমার সম্মুখ থেকে সরিয়ে নাও। আয়েশা (রা) বলেন, তখন আমি সেটি সরিয়ে ফেললাম এবং (পরে) সেটি দিয়ে কয়েকটি বালিশ বানিয়ে নিলাম।

٥٣٥٠- وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ -

৫৩৫০. ইস্‌হাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও উক্‌বা ইব্‌ন মুক্‌রাম (র)..... সাঈদ ইব্‌ন আমের (র) থেকে; অন্য সূত্রে ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) আবূ আমের আবাদী থেকে, উভয়ে শু'বা (র) থেকে উক্ত হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٣٥١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيَّ وَقَدْ سَتَرْتُ نَمَطًا فِيهِ تَصَاوِيرُ فَنَحَّاهُ فَاتَّخَذْتُ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ -

৫৩৫১. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি তখন একটা মিহি চাদর দিয়ে পর্দা বানিয়েছিলাম, যাতে বহু ছবি ছিল। তিনি সেটি সরিয়ে ফেললেন। তখন আমি তা দিয়ে দু'টি বালিশ বানালাম।

٥٣٥٢- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا نَصَبَتْ سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرُ فَدَخَلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَنَزَعَهُ قَالَتْ فَقَطَعْتُهُ وِسَادَتَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ حِينَئِذٍ يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةُ بْنُ عَطَاءٍ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ أَفَمَا سَمِعْتَ أَبَا مُحَمَّدٍ يَذْكُرُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ فَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا قَالَ لٰكِنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ يُرِيدُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ -

৫৩৫২. হারূন ইব্‌ন মারূফ (র)..... নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একটি পর্দা ঝুলালেন, যাতে অনেক ছবি ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রবেশ করে সেটি টেনে ফেলে দিলেন। [আয়েশা (রা)] বলেন,

আমি সেটি কেটে দু'টি বালিশ বানালাম। তখন সভায় উপস্থিত বনু যুহরার মাওলা, রাবী'আ ইব্ন আতা নামে পরিচিত এক ব্যক্তি বললেন, আপনি কি আবূ মুহাম্মদকে একথা উল্লেখ করতে শোনেননি যে, আয়েশা (রা) বলেছেন যে, পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে (বালিশ) দু'টিতে হেলান দিতেন। ইব্ন কাসিম (র) বললেন, না, কিন্তু আমি কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (র)-এর কাছেই একথা শুনেছি।

٥٣٥٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفَتْ أَوْ فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَمَاذَا أَذْنَبْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ فَقَالَتِ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ تَقْعُدُ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لاَتَدْخُلُهُ الْمَلاَئِكَةُ -

৫৩৫৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একটি গদি কিনলেন, যাতে অনেক ছবি ছিল। তা দেখে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দরজায় (হুজরায় প্রবেশ না করে) দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি তাঁর চেহারায় অসন্তোষ লক্ষ্য করলাম- কিংবা রাবী বলেছেন, তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টির চিহ্ন পরিলক্ষিত হল। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কাছে তাওবা করছি। তবে আমি কী পাপ করেছি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এ গদির ব্যাপার কি? তিনি বললেন, আপনার জন্য আমি এটি খরিদ করেছি, আপনি তাতে বসবেন এবং তাতে হেলান দিবেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এ সব ছবি প্রস্তুতকারীদের আযাব দেয়া হবে এবং তাদের বলা হবে, তোমরা যা বানিয়েছ, তা জীবিত কর। এরপর বললেন, যে ঘরে ছবি থাকে সেখানে ফিরিশতা প্রবেশ করেন না।

٥٣٥٤- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّوبَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَخِي الْمَاجِشُونِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَبَعْضُهُمْ أَتَمُّ حَدِيثًا لَهُ مِنْ بَعْضٍ وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَخِي الْمَاجِشُونِ قَالَتْ فَأَخَذْتُهُ فَجَعَلْتُهُ مِرْفَقَتَيْنِ فَكَانَ يَرْتَفِقُ بِهِمَا فِي الْبَيْتِ -

৫৩৫৪. কুতায়বা, ইব্ন রুমহ্, ইস্হাক ইব্ন ইব্রাহীম, আবদুল ওয়ারিস ইব্ন আবদুস সামাদ, হারুন ইব্ন সাঈদ আয়লী ও আবূ বাকর ইব্ন ইসহাক (র)..... আয়েশা (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেন। তবে এঁদের কারো হাদীস কারো হাদীসের তুলনায় পূর্ণাঙ্গ। আবদুল আযীয (র) তাঁর হাদীসে অতিরিক্ত রিওয়ায়াত করেন

যে, আয়েশা (রা) বলেছেন, সেটি দিয়ে আমি তাঁকে দু'টি হেলান তাকিয়া বানিয়ে দিলাম। তিনি ঘরে সে দু'টিতে হেলান দিতেন।

٥٣٥٥- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ -

৫৩৫৫. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন নুমায়র (র)..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যারা ছবি তৈরি করে, কিয়ামতের দিন তাদের আযাব দেয়া হবে। তাদের বলা হবে, তোমরা যা বানিয়েছ তাকে জীবিত কর।

٥٣٥٦- حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৫৩৫৬. আবূ রবী, আবূ কামিল, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইব্‌ন আবূ উমার (র).....ইব্‌ন উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উবায়দুল্লাহ্ সূত্রে ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٣٥٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْأَشَجُّ إِنَّ -

৫৩৫৭. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে কঠিনতর আযাব ভোগকারী হবে ছবি প্রস্তুতকারীরা। তবে আশাজ্জ (র) إِنَّ (নিশ্চয়ই) শব্দটি উল্লেখ করেননি।

٥٣٥٨- وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى وَأَبِي كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ إِنَّ مِنْ أَشَدِّ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابًا الْمُصَوِّرُونَ وَحَدِيثُ سُفْيَانَ كَحَدِيثِ وَكِيعٍ -

৫৩৫৮. ইয়াহইয়া ইব্‌ন ইয়াহইয়া, আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইব্‌ন আবূ উমার (র)..... আমাশ (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে ইয়াহইয়া ও আবূ কুরায়ব (র) আবূ মুআবিয়া (র)

সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াতে রয়েছে, নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন জাহান্নামবাসী কঠিনতর আযাব ভোগকারীদের মধ্যে থাকবে ছবি প্রস্তুতকারীরা। আর সুফিয়ান (র)-এর হাদীস রাবী ওয়াকী' (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

٥٣٥٩- وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن مسلم ابن صبيح قال كنت مع مسروق في بيت فيه تماثيل مريم فقال مسروق هذا تماثيل كسرى فقلت لا هذا تماثيل مريم فقال مسروق اما اني سمعت عبد الله بن مسعود يقول قال رسول الله ﷺ اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون-

(قال مسلم) قرأت على نصر بن علي الجهضمي عن عبد الاعلى بن عبد الاعلى قال حدثنا يحيى بن اسحاق عن سعيد بن ابي الحسن قال جاء رجل الى ابن عباس فقال اني رجل اصور هذه الصور فافتني فيها فقال له ادن مني فدنا منه ثم قال ادن مني فدنا حتى وضع يده على رأسه وقال انبئك بما سمعت من رسول الله ﷺ سمعت رسول الله ﷺ يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم وقال ان كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له فاقربه نصر بن علي-

৫৩৫৯. নাস্‌র ইব্‌ন আলী আল-জাহ্‌যামী (র)..... মুসলিম ইব্‌ন সুবায়হ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মাসরূক (র)-এর সাথে একটি ঘরে ছিলাম। সেখানে মারইয়াম (আ)-এর প্রতিকৃত ছিল। মাসরূক (র) বললেন, এটি (পারস্য সম্রাট) কিসরা'র প্রতিকৃতি। আমি বললাম, না, এটি মারইয়াম (আ)-এর প্রতিকৃতি। তখন মাসরূক (র) বললেন, শুন! আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন কঠিনতর আযাব ভোগকারী হবে ছবি অঙ্কনকারীরা।

[ইমাম মুসলিম (র) বলেন]-আমি নাসর ইব্‌ন আলী আল-জাহযামী (র)-কে (এ হাদীসের পাঠ) পড়ে শুনিয়েছি। সাঈদ ইব্‌ন আবুল হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কাছে এসে বলল, আমি এসব ছবি এঁকে থাকি; তাই এ বিষয় আপনি আমাকে 'ফাত্‌ওয়া' দিন। তিনি বললেন, তুমি আমার নিকটে এস। সে তাঁর কাছে এলে তিনি বললেন, আরো কাছে এস। সে আরো কাছে এলে তিনি তার মাথায় হাত রেখে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে যা শুনেছি, তা তোমাকে বলে দিচ্ছি। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ প্রত্যেক ছবি অঙ্কনকারী জাহান্নামের অধিকারী। তার অংকিত প্রতিটি ছবিতে প্রাণ দেয়া হবে, তখন সেগুলি জাহান্নামে তাকে আযাব দিতে থাকবে। তিনি আরও বললেন, তোমাকে একান্তই যদি (তা) করতে হয়, তা হলে গাছ (পালা) এবং যার প্রাণ নেই, সে সবের (ছবি) তৈরি কর। [ইমাম মুসলিম (র) এ হাদীস পড়ে শোনালে] নাস্‌র ইব্‌ন আলী (র) তার স্বীকৃতি দিলেন।

٥٣٦٠- حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن ابي عروبة عن النضر بن انس بن مالك قال كنت جالسا عند ابن عباس فجعل يفتي ولا يقول قال رسول الله

ﷺ حَتَّى سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّوَرَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ أُدْنُهْ فَدَنَا الرَّجُلُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ -

৫৩৬০. আবূ বাকর ইবন আবূ শায়বা (র)..... নাযর ইবন আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা) -এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি (বিভিন্ন বিষয়) ফাত্ওয়া দিতে লাগলেন, কিন্তু (কোন ফাত্ওয়ায়) একথা বলেননি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন। অবশেষে এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল। সে বলল, আমি এসব (প্রাণীর) ছবি অঙ্কন করে থাকি। তখন ইবন আব্বাস (রা) তাকে বলেছেন, কাছে এসো। লোকটি কাছে এল। তখন ইবন আব্বাস (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, পৃথিবীতে যে ব্যক্তি (প্রাণীর) ছবি আঁকে, কিয়ামতের দিন তাতে আত্মা ফুঁকে দিতে তাকে বাধ্য করা হবে। অথচ সে (তা) ফুঁকে দিতে পারবে না।

٥٣٦١- حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ-

৫৩৬১ আবূ গাস্সান মিসমাঈ ও মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... নাযর ইবন আনাস (র) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি ইবন আব্বাস (রা)-এর কাছে এল।.....তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٣٦٢- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي دَارِ مَرْوَانَ فَرَأَى فِيهَا تَصَاوِيرَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً-

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ دَارًا تُبْنَى بِالْمَدِينَةِ لِسَعِيدٍ أَوْ لِمَرْوَانَ قَالَ فَرَأَى مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ فِي الدَّارِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً -

৫৩৬২. আবূ বাকর ইবন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র ও আবূ কুরায়ব (র.)..... আবূ যুর'আ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-এর সাথে (খলীফা) মারওয়ানের ঘরে প্রবেশ করলাম। তিনি সেখানে অনেক ছবি দেখে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, মহান আল্লাহ্ বলেছেন ঃ "সে ব্যক্তির চাইতে অধিকতর জালিম আর কে আছে, যে আমার সৃষ্টিতুল্য মাখলূক সৃষ্টি করতে চায়; তাহলে তারা একটি (অনুভূতিশীল) বিন্দু সৃষ্টি করুক। অথবা তারা (খাদ্যপ্রাণ ও স্বাদযুক্ত) একটি শস্যদানা সৃষ্টি করে দেখাক! অথবা তারা একটি (মাত্র) যব (-এর দানা) সৃষ্টি করুক!

যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)..... আবূ যুর'আ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আবূ হুরায়রা (রা) সাঈদ কিংবা মারওয়ানের জন্য মদীনায় নির্মীয়মান একটি বাড়িতে প্রবেশ করলাম। রাবী বলেন, তখন তিনি [আবূ হুরায়রা (র)] দেখতে পেলেন যে, একজন চিত্রশিল্পী ঘরের দেয়ালগুলিতে (বিভিন্ন) চিত্র আঁকছে। তিনি তখন বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বলেছেন। তবে তিনি "তারা একটি (মাত্র) যবদানা সৃষ্টি করুক।" অংশটি উল্লেখ করেননি।

٥٣٦٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ تَمَاثِيْلُ أَوْتَصَاوِيْرُ -

৫৩৬৩. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ফিরিশতাগণ সে ঘরে প্রবেশ করেন না, যে ঘরে মূর্তি অথবা ছবি থাকে।

٢٤٨- بَابُ كَرَاهَةِ الْكَلْبِ وَالْأَجْرَسِ فِي السَّفَرِ -

২৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ সফরে কুকুর ও ঘন্টা রাখা মাকরূহ্

٥٣٦٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ -

৫৩৬৪. আবূ কামিল ফুযায়ল ইব্‌ন হুসায়ন জাহ্‌দারী (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ (রহমতের) ফিরিশতাগণ সে সফরকারী কাফেলার সাথে অবস্থান করেন না, যাতে কোন কুকুর বা ঘন্টা থাকে।

٥٣٦٥- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ -

৫৩৬৫. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও কুতায়বা (র)..... সুহায়ল (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٣٦٦- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ يَعْنُوْنَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْجَرَسُ مَزَامِيْرُ الشَّيْطَانِ -

৫৩৬৬. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আইয়ূব, কুতায়বা ও ইব্‌ন হুজ্‌র (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, 'ঘন্টা শয়তানের বাঁশি।'

٢٤٩- بَابُ كَرَاهَةِ قِلاَدَةِ الْوَتَرِ فِي رَقَبَةِ الْبَعِيْرِ -

২৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ উটের গলায় ধনুকের ছিলা বা চামড়ার তারের মালা ঝুলানো মাকরূহ

٥٣٦٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ أَنَّ أَبَا بَشِيْرٍ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ قَالَ فَأَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَسُوْلاً قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ فِي مَبِيْتِهِمْ لاَ تَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيْرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلاَدَةٌ إِلاَّ قُطِعَتْ قَالَ مَالِكٌ أُرَى ذٰلِكَ مِنَ الْعَيْنِ -

৫৩৬৭. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহয়া (র)..... আব্বাদ ইবন তামীম (র) থেকে বর্ণিত যে, আবূ বাশীর আনসারী (রা) তাকে বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর এক সফরে তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একজন ঘোষক পাঠালেন; আবদুল্লাহ্ ইবন আবূ বাকর (র) বলেন, আমার মনে হয়, তিনি (আব্বাদ) বলেছেন, তখন কাফেলার লোকেরা তাদের রাত যাপনের শয্যায় (শুয়ে পড়ে) ছিল, 'অবশ্যই কোন উটের গলায়' চামড়ার দড়ির মালা কিংবা কোন 'মালা' অবশিষ্ট থাকবে না; থাকলে তা কেটে ফেলতে হবে। মালিক (র) বলেন, আমার বিশ্বাস, তা বদ নযর থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে (লাগানো) হতো।

٢٥٠- بَابُ النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْحَيَوَانِ فِي وَجْهِهِ وَوَسْمِهِ فِيْهِ-

২৫০. অনুচ্ছেদ ঃ পশুর মুখে প্রহার করা এবং দাগ লাগানো নিষিদ্ধ

٥٣٦٨ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ-

৫৩৬৮. আবূ বাকর ইবন আবূ শায়বা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (প্রাণীর) মুখে প্রহার করা এবং মুখে দাগ লাগানো নিষেধ করেছেন।

٥٣٦٩- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ-

৫৩৬৯. হারূন ইবন আবদুল্লাহ্ এবং (ভিন্ন সনদে) আবদ ইবন হুমায়দ (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন, ... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٣٧٠- وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الَّذِي وَسَمَهُ-

৫৩৭০. সালামা ইবন শাবীব (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সম্মুখ দিয়ে একটি গাধা চলে গেল, যার মুখে দাগ লাগানো হয়েছিল। তিনি বললেন, যে লোক এটিকে দাগ লাগিয়েছে, আল্লাহ্ তাকে লা'নত করুন।

٥٣٧١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ نَاعِمًا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ وَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا مَوْسُومَ الْوَجْهِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ قَالَ فَوَاللَّهِ لاَ أَسِمُهُ إِلاَّ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ فَأَمَرَ بِحِمَارٍ لَهُ فَكُوِيَ فِي جَاعِرَتَيْهِ فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْنِ-

৫৩৭১. আহ্‌মদ ইব্‌ন ঈসা (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুখে দাগ লাগানো একটি ঘোড়া দেখে তাতে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি (ইব্‌ন আব্বাস) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তার মুখ থেকে সর্বাধিক দূরবর্তী অংশেই দাগ লাগাব। তারপর তিনি তাঁর একটি গাধা সম্পর্কে হুকুম করলে তার দুই নিতম্ব প্রান্তে দাগ লাগান হল। ফলে তিনিই হলেন নিতম্ব প্রান্তে দাগ দেওয়ানোয় প্রথম ব্যক্তি ও প্রবর্তক।[১]

٢٥١- بَابُ جَوَازِ وَسْمِ الْحَيَوَانِ غَيْرَ الآدَمِيِّ فِي غَيْرِ الْوَجْهِ وَنَدْبُهُ فِي نَعَمِ الزَّكَاةِ وَالْجِزْيَةِ-

২৫১. অনুচ্ছেদ ঃ মানুষ ব্যতীত অন্য প্রাণীর চেহারা ছাড়া দাগ লাগানো জায়েয। যাকাত ও জিয্‌য়ার পশুকে দাগ লাগানো উত্তম

٥٣٧٢- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِي يَا أَنَسُ انْظُرْ هَذَا الْغُلاَمَ فَلاَ يُصِيبَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَغْدُوَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُحَنِّكُهُ قَالَ فَغَدَوْتُ فَإِذَا هُوَ فِي الْحَائِطِ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ جَوْنِيَّةٌ وَهُوَ يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ-

৫৩৭২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আমার মা) উম্মু সুলায়ম (রা) সন্তান প্রসবের পর আমাকে বললেন, হে আনাস, এ শিশুটির দিকে নযর রেখ, যেন সকালে তাকে নবী ﷺ -এর কাছে নিয়ে যাওয়ার আগে কিছু না খায়। তিনি খেজুর চিবিয়ে (তার মুখে দিয়ে) তাকে বরকত দিবেন। রাবী [আনাস (রা)] বলেন, আমি সকালে গিয়ে দেখলাম, তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) একটি বাগানে রয়েছেন এবং তাঁর গায়ে একটি 'জাওনী' কাল পশমী চাদর রয়েছে, আর তিনি যুদ্ধ জয় থেকে প্রাপ্ত (গনীমতের) উটগুলিকে দাগ লাগাচ্ছেন।

٥٣٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ أَنَّ أُمَّهُ حِينَ وَلَدَتِ انْطَلَقُوا بِالصَّبِيِّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُحَنِّكُهُ قَالَ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ فِي مِرْبَدٍ يَسِمُ غَنَمًا قَالَ شُعْبَةُ وَأَكْثَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ فِي آذَانِهَا-

৫৩৭৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)..... হিশাম ইব্‌ন যায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তাঁর মা যখন সন্তান প্রসব করলেন, তখন তাঁরা নবজাতককে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর

১. নিতম্ব প্রান্তে সর্বপ্রথম দাগ লাগিয়েছিলেন আব্বাস (রা)। তবে সম্ভবত পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন ঘটেছিল ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর আমলের মাধ্যমে। এ জন্য তাঁকে প্রথম ব্যক্তি বলা হয়েছে।

খিদমতে গেলেন, যাতে তিনি তার মুখে লালা দিয়ে বরকত দেন। রাবী [আনাস (রা)] বলেন, গিয়ে দেখলাম, নবী ﷺ একটি খোঁয়াড়ে ছাগলের গায়ে দাগ লাগাচ্ছেন (সনদের অন্য রাবী) শু'বা (র) বলেন, আমার দৃঢ় প্রত্যয় এই যে, তিনি (হিশাম) বলেছেন, 'সেগুলোর কানে' দাগ লাগাচ্ছিলেন।

٥٣٧٤- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِرْبَدًا وَهُوَ يَسِمُ غَنَمًا قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ فِي آذَانِهَا-

وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَيَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫৩৭৪. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমরা একটি (ছাগলের) খোঁয়াড়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলাম। তখন তিনি ছাগলের গায়ে দাগ লাগাচ্ছিলেন। রাবী (শু'বা) বলেন, আমার ধারণা, তিনি (হিশাম) বলেছেন, 'সেগুলোর কানে'- (দাগ লাগাচ্ছিলেন)।

ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাবীব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... শু'বা (র) সূত্রে উল্লিখিত সনদে অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٣٧٥- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمِيسَمَ وَهُوَ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ-

৫৩৭৫. হারূন ইব্‌ন মা'রূফ (র).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাতে 'দাগযন্ত্র' দেখতে পেলাম, তিনি তখন সদকার উটে দাগ লাগাচ্ছিলেন।

٢٥٢- بَابُ كَرَاهَةِ الْقَزَعِ

২৫২. অনুচ্ছেদ ঃ কাযা' অর্থাৎ চুল কিছু মুড়িয়ে কিছু রেখে দেয়া মাকরূহ

٥٣٧٦- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ وَمَا الْقَزَعُ قَالَ يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ-

৫৩৭৬. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'কাযা' নিষেধ করেছেন। রাবী (উমার ইব্‌ন নাফি') বলেন, আমি নাফি' (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, কাযা' কি? তিনি বললেন, শিশুর মাথার (চুল) কতকাংশ মুড়ানো এবং কতকাংশ রেখে দেয়া।

٥٢٧٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَجَعَلَ التَّفْسِيْرَ فِيْ حَدِيْثِ أَبِيْ أُسَامَةَ مِنْ قَوْلِ عُبَيْدِ اللّٰهِ -

৫৩৭৭. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র)..... উবায়দুল্লাহ্ (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে উসামা (র) বর্ণিত হাদীসে তিনি কাযা শব্দের ব্যাখ্যাটিকে উবায়দুল্লাহ্ (র)-এর উক্তি বলে উল্লেখ করেছেন।

٥٢٧٨- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الْغَطَفَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِيْ أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِيْ ابْنَ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ بِإِسْنَادِ عُبَيْدِ اللّٰهِ مِثْلَهُ وَأَلْحَقَا التَّفْسِيْرَ فِي الْحَدِيْثِ-

৫৩৭৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও উমাইয়া ইব্‌ন বিস্‌তাম (র)..... উবায়দুল্লাহ্ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এঁরা দু'জন ব্যাখ্যাটিকে (মূল) হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

٥٢٧٩- حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوْبَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُوْ جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّرَّاجِ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِذٰلِكَ-

৫৩৭৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি', হাজ্জাজ ইব্‌ন শাঈর, আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ ও আবূ জাফর দারিমী (র)..... ইব্‌ন উমার (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে উক্ত হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٥٣- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوْسِ فِي الطُّرُقَاتِ وَإِعْطَاءِ الطَّرِيْقِ حَقَّهُ

২৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ চলাচলের পথে বৈঠক করা নিষিদ্ধ ও রাস্তার হক আদায় করা

٥٢٨٠- حَدَّثَنِيْ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ حَفْصُ ابْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ فِي الطُّرُقَاتِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيْهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوْا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ قَالُوْا وَمَا حَقُّهُ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الأَذٰى وَرَدُّ السَّلاَمِ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ-

৫৩৮০. সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ (র)..... আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ রাস্তায় বসে থাকা তোমরা পরিহার করবে। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (রাস্তার উপরে) আমাদের বৈঠক না করে উপায় নেই, সেখানে আমরা (প্রয়োজনীয়) কথাবার্তা বলে থাকি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ একান্তই যদি তোমাদের তা করতে হয়, তবে রাস্তাকে তার প্রাপ্য হক দিবে। তাঁরা বললেন ঃ এর হক কি? তিনি

বললেন, দৃষ্টি অবনত রাখা, কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা, সালামের জবাব দেওয়া এবং নেককাজের আদেশ দেয়া ও অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করা।

٥٣٨١- حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ ح قَالَ وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫৩৮১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)..... যায়দ ইব্ন আস্লাম (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٥٤- بَابُ تَحْرِيمِ فِعْلِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُغَيِّرَاتِ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى-

২৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ পরচুলা সংযোজনকারিণী ও সংযোজন প্রার্থিণী, মানবদেহে চিত্র অঙ্কনকারিণী ও অঙ্কন-প্রার্থিণী, ভুরুর পশম উৎপাটনকারিণী ও উৎপাটনপ্রার্থিণী, দাঁতের মাঝে দর্শনীয় ফাঁকে সুষমা তৈরিকারিণী এবং আল্লাহ্র সৃজনে বিকৃতি সাধনকারিণীদের ক্রিয়াকলাপ অবৈধ

٥٣٨٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ابْنَةً عَرِيسًا أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا أَفَأَصِلُهُ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ-

৫৩৮২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... আসমা বিনত আবূ বাকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা নবী ﷺ -এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার এক নববিবাহিতা মেয়ে হামরোগে আক্রান্ত হয়েছে। তাতে তার চুল পড়ে গিয়েছে। আমি কি তাকে পরচুলা লাগিয়ে দিব? তিনি বললেন, পরচুলা সংযোজনকারিণী ও সংযোজনপ্রার্থিণী নারীদের লা'নত করা হয়েছে।

٥٣٨٣- وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي وَعَبْدَةُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ غَيْرَ أَنَّ وَكِيعًا وَشُعْبَةَ فِي حَدِيثِهِمَا فَتَمَرَّطَ شَعْرُهَا-

৫৩৮৩. আবূ বাকর আবূ শায়বা, ইব্ন নুমায়র, আবূ কুরায়ব ও আম্রুন-নাকিদ (র)..... হিশাম ইব্ন উরওয়া (র) থেকে উল্লিখিত সনদে আবূ মু'আবিয়া (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে রাবী ওয়াকী' ও শুবা (র) বর্ণিত হাদীসে تَمَرَّقَ شَعْرُهَا শব্দের স্থানে تَمَرَّطَ شَعْرُهَا শব্দ রয়েছে (উভয় শব্দের অর্থ চুল পড়ে গিয়েছে)।

٥٣٨٤- وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي زَوَّجْتُ ابْنَتِي فَتَمَرَّقَ شَعْرُ رَأْسِهَا وَزَوْجُهَا شَعْرَهُ يَسْتَحْسِنُهَا أَفَأَصِلُ شَعْرَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَنَهَاهَا-

৫৩৮৪. আহমাদ ইবন সাঈদ দারিমী (র)..... আসমা বিনত আবূ বাকর (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক মহিলা নবী ﷺ -এর খিদমতে এসে বললেন, "আমি আমার মেয়েকে বিয়ে দিয়েছি, এখন (রোগাক্রান্ত হয়ে) তার মাথার চুল পড়ে গিয়েছে, আর তার স্বামী তাকে (অবিলম্বে কাছে পাওয়া) পসন্দ করে। আমি কি তাকে পরচুলা সংযোজন করে দিব ইয়া রাসূলাল্লাহ?" তখন তিনি তাকে নিষেধ করলেন।

٥٣٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَرَّطَ شَعْرُهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهُ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ-

৫৩৮৫. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না, ইবন বাশ্শার ও আবূ বাকর ইবন আবূ শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক আনসারী তরুণীর বিয়ে হল। আর সে রোগাক্রান্ত হলে তার চুল পড়ে গেল। তখন তার পরিবারের লোকেরা তাকে পরচুলা লাগিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করল। তাই তারা ঐ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে জিজ্ঞাসা করল। তিনি তখন চুল সংযোজনকারিণী ও সংযোজনপ্রার্থী নারীকে লা'নত করলেন।

٥٣٨٦- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَةً لَهَا فَاشْتَكَتْ فَتَسَاقَطَ شَعْرُهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجَهَا يُرِيدُهَا أَفَأَصِلُ شَعْرَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَاتِ-

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ لَعَنَ الْمُوصِلَاتِ-

৫৩৮৬. যুহায়র ইবন হারব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক আনসারী মহিলা তার একটি মেয়েকে বিয়ে দিলেন, মেয়েটি অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং তাতে তার চুল পড়ে গেল। মহিলা নবী ﷺ -এর কাছে এসে বললেন, তার স্বামী তাকে এখন নিতে চায়। আমি তার চুলের সাথে পরচুলা লাগিয়ে দিব কি? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : নকল চুল সংযোজনকারিণীদের অভিসম্পাত করা হয়েছে।

মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র ..... ইব্রাহীম ইবন নাফি' (র) থেকে উল্লিখিত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন যে, নকল চুল সংযোজনকারিণীদের প্রতি অভিসম্পাত। তবে তাঁর রিওয়ায়াতে الْمُوصِلَاتِ রয়েছে।

٥٣٨٧- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ-

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ-

৫৩৮৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পরচুলা সংযোজনকারিণী ও সংযোজনপ্রার্থিণী এবং মানবদেহে চিত্র অঙ্কনকারিণী ও অঙ্কনপ্রার্থিণীদের লা'নত করেছেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বাযী' (র)..... আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٣٨٨- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لإِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَمَالِيَ لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ الْوَحِي الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ فَقَالَ لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الآنَ قَالَ اذْهَبِي فَانْظُرِي قَالَ فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا فَقَالَ أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ نُجَامِعْهَا-

৫৩৮৮. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানবদেহে চিত্র অঙ্কনকারিণী ও অঙ্কনপ্রার্থিণী নারী, কপাল ভুরুর চুল উৎপাটনকারিণী ও উৎপাটনকামী নারী এবং সৌন্দর্য সুষমা বৃদ্ধির মানসে দাঁতের মাঝে (সুদৃশ্য) ফাঁক সৃষ্টিকারিণী, যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধনকারিণী, এদের আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেন। রাবী বলেন, বনূ আসাদ গোত্রের উম্মু ইয়া'কূব নাম্নী এক মহিলার কাছে [আবদুল্লাহ্ (রা)-এর] এ হাদীসের বর্ণনা পৌঁছল। তিনি কুরআন পাঠে অভ্যস্তা ছিলেন। তিনি তাঁর কাছে কাছে এসে

বললেন, সে হাদীসখানি কিরূপ, যা আপনার পক্ষ থেকে আমার কাছে পৌঁছেছে যে, আপনি মানবদেহে চিত্র অঙ্কনকারিণী ও অঙ্কনকামী নারী ও কপাল ভুরুর লোম উৎপাটনকারিণী ও উৎপাটনকামী নারী এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রয়াসে দাঁতের মাঝে ফাঁক তৈরিকারিণীদের, যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধনকারিণী, এদের লা'নত করেছেন? আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আমার কি যুক্তি থাকতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যাদের অভিসম্পাত দিয়েছেন, আমি সে লোকদের অভিসম্পাত দিব না? অথচ তা আল্লাহ্‌র কিতাবে রয়েছে। মহিলা বললেন, আল-কুরআন-এর দুই বাঁধাই কাগজের মধ্যবর্তী (আগাগোড়া) সবটুকু আমি পড়েছি, কিন্তু তা তো কোথাও পাইনি? তিনি বললেন, তুমি যদি (গভীর অভিনিবেশসহকারে) পড়তে, তাহলে অবশ্যই তা পেতে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا — আর রাসূল তোমাদের কাছে যা উপস্থাপন করেন তা ধরে রাখ, আর তিনি যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক। মহিলা বললেন, আমি প্রায় নিশ্চিত যে, এর কোন কিছু এখন গিয়ে আপনার স্ত্রীর মাঝে দেখতে পাব। তিনি বললেন, যাও, তা দেখ গিয়ে। রাবী বলেন, মহিলা আবদুল্লাহ্ (রা)-এর স্ত্রীর কাছে গেলেন, কিন্তু (সে সবের) কিছুই দেখতে পেলেন না। তখন তিনি ফিরে এসে বললেন, কিছুই দেখতে পেলাম না। তিনি বললেন, শোন! তেমন কিছু থাকলে আমরা একত্রে বসবাস করতাম না।

٥٣٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَهُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ وَهُوَ ابْنُ مُهَلْهِلٍ كِلاَهُمَا عَنْ مَنْصُوْرٍ فِي هٰذَا الاِسْنَادِ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ جَرِيْرٍ غَيْرَ اَنَّ فِيْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَوَشِّمَاتِ وَفِيْ حَدِيْثِ مُفَضَّلٍ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوْشُوْمَاتِ-

৫৩৮৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না, ইব্‌ন বাশ্‌শার ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)..... মানসূর (র) থেকে উল্লিখিত সনদে জারীর (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে রাবী সুফিয়ান (র) বর্ণিত হাদীসে "মানব দেহে উল্‌কি অঙ্কনকারিণী ও অঙ্কনপ্রার্থিণী" রয়েছে। আর রাবী মুফায্‌যাল (র) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে "মানবদেহে অঙ্কনকারিণী ও অঙ্কনকৃত নারীরা।"

٥٣٩٠- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ بِهٰذَا الاِسْنَادِ الْحَدِيْثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُجَرَّدًا عَنْ سَائِرِ الْقِصَّةِ مِنْ ذِكْرِ اُمِّ يَعْقُوْبَ-

৫৩৯০. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... মানসূর (র) সূত্রে উল্লিখিত সনদে নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তা উম্মু ইয়া'কূব প্রসঙ্গের সব কিস্‌সা থেকে মুক্ত।

٥٣٩١- وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ يَعْنِيْ ابْنَ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمْ-

৫৩৯১. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র).....আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে (পূর্বোক্ত) ওঁদের হাদীসের অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٣٩٢- وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالاَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا-

৫৩৯২. হাসান ইবন আলী হুলওয়ানী ও মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। যে নারী তার মাথায় কোন কিছু সংযোজন করে, নবী ﷺ তাকে ধমক দিয়েছেন ও তা নিষেধ করেছেন।

٥٣٩٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ-

৫৩৯৩. ইয়াহ্ইয়া ইবন ইয়াহ্ইয়া (র)..... হুমায়দ ইবন আবদুর রাহমান ইবন আওফ (রা) মু'আবিয়া ইবন আবূ সুফিয়ান (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, যখন তিনি মিম্বারে দাঁড়িয়ে (ভাষণ দেয়ার সময়) একটি (নকল) চুলের খোপা হাতে নিয়ে, যা একজন দেহরক্ষীর হাতে ছিল, বলেছিলেন, হে মদীনাবাসী! তোমাদের আলিম সমাজ কোথায়? আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ জিনিস নিষেধ করেছেন এবং তিনি বলেছেন : বনী ইসরাঈল তখনই হালাক হয়েছে, যখন তাদের স্ত্রীলোকেরা এসব গ্রহণ করেছে।

٥٣٩٤- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ إِنَّمَا عُذِّبَ بَنُو إِسْرَائِيلَ-

৫৩৯৪. ইবন আবূ উমার, হারমালা ইবন ইয়াহ্ইয়া ও আবদ ইবন হুমায়দ (র)..... যুহ্রী (র) থেকে মালিক (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে রাবী মা'মার (র) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, "বনূ ইসরাঈলকে আযাব প্রদত্ত হয়েছে।"

٥٣٩٥- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ فَخَطَبَنَا وَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُهُ إِلاَّ الْيَهُودَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَلَغَهُ فَسَمَّاهُ الزُّورَ-

৫৩৯৫. আবূ বাক্র ইবন আবূ শায়বা, ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র)..... সাঈদ ইবন মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আবিয়া (রা) মদীনায় এলেন। তিনি আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন এবং তখন চুলের

একটি খোঁপা বের করে বললেন, আমি জানতাম না যে, ইয়াহূদী ছাড়া অন্য কেউ এ কাজ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এটি পৌঁছলে তিনি এটি 'মিথ্যা' নামে অভিহিত করেছেন।

٥٣٩٦- حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالاَ أَخْبَرَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ زِيَّ سُوءٍ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الزُّورِ قَالَ وَجَاءَ رَجُلٌ بِعَصًى عَلَى رَأْسِهَا خِرْقَةٌ قَالَ مُعَاوِيَةُ أَلاَ وَهَذَا الزُّورُ قَالَ قَتَادَةُ يَعْنِي مَا تُكَثِّرُ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ مِنَ الْخِرَقِ-

৫৩৯৬. আবূ গাস্সান মিস্মাঈ ও মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)..... সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (র) থেকে বর্ণিত যে, মু'আবিয়া (রা) (একদিন) বললেন, তোমরা একটি নিকৃষ্ট রীতি উদ্ভাবন করেছ। অথচ নবী ﷺ মেকী ও অলীক বিষয়ে নিষেধ করেছেন। রাবী বলেন, তখন এক ব্যক্তি একটি লাঠি নিয়ে এল। যার মাথায় একটি (নকল চুলের) খোঁপা ছিল। মু'আবিয়া (রা) বললেন, দেখ! এটাই মেকী ও অলীক। রাবী কাতাদা (র) বলেন, অর্থাৎ যেসব গোছা দিয়ে মেয়েরা তাদের চুলের পরিমাণ বাড়িয়ে দেখায়।

٢٥٥- بَابُ النِّسَاءِ الْكَاسِيَاتِ الْعَارِيَاتِ الْمَائِلاَتِ الْمُمِيلاَتِ-

২৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ বস্ত্র পরিহিতা বিবস্ত্রা এবং আসক্তা আকর্ষণকারিণী নারী

٥٣٩٧- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُؤُسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا-

৫৩৯৭. যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জাহান্নামবাসী দু' ধরনের লোক, যাদের আমি (এখনও) দেখতে পাইনি। একদল লোক, যাদের সাথে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক থাকবে, তা দিয়ে তারা লোকজনকে পিটাবে। আর এক দল স্ত্রীলোক, যারা বস্ত্র পরিহিতা হয়েও বিবস্ত্রা, যারা অন্যদের আকর্ষণকারিণী ও আকৃষ্টা, তাদের মাথার চুলের অবস্থা উটের হেলে পড়া কুঁজের ন্যায়। ওরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমনকি তার খুশবুও পাবে না। অথচ এত এত দূর থেকে তার খুশবু পাওয়া যায়।

٢٥٦- بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّزَوُّرِ فِي اللِّبَاسِ وَغَيْرِهِ وَالتَّشَبُّعِ بِمَا لَمْ يُعْطَ-

২৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ পোশাক-পরিচ্ছদে মেকী সজ্জা ও অবাস্তব বিষয়ে আত্মতৃপ্তি নিষিদ্ধ

٥٣٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقُولُ إِنَّ زَوْجِي أَعْطَانِي مَا لَمْ يُعْطِنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ-

৫৩৯৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একটি স্ত্রীলোক (এসে) বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্বামী আমাকে যা দেয়নি, সে সম্পর্কে যদি আমি বলি যে, সে আমাকে (এই এই জিনিস) দিয়েছে (এরূপ করা কেমন) ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যা দেয়া হয়নি তা নিয়ে আত্মতৃপ্তি প্রকাশকারী দু'খানি মেকী বস্ত্র পরিধানকারীর তুল্য।

٥٣٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ لِي ضَرَّةً فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَتَشَبَّعَ مِنْ مَالِ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِنِي فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ-

৫৩৯৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র)..... আসমা (রা) থেকে বর্ণিত করেন যে, এক স্ত্রীলোক নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমার একজন সতীন আছে। আমার স্বামী যে মালপত্র আমাকে দেননি, তার নাম নিয়ে আত্মতৃপ্তি প্রকাশ করলে আমার কোন গুনাহ হবে কি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যা দেওয়া হয়নি, তাতে আত্মতৃপ্তি প্রকাশকারী দু'খানি মিথ্যা কাপড় পরিধানকারীর ন্যায়।

٥٤٠٠- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ-

৫৪০০. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)..... হিশাম (র) সূত্রে উল্লিখিত হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

كِتَابُ الْأَدَبِ

অধ্যায় ঃ শিষ্টাচার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْاَدَبِ

অধ্যায় ঃ শিষ্টাচার

٢٥٧- بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّكَنِّيْ بِأَبِيْ الْقَاسِمِ وَبَيَانِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْاَسْمَاءِ

২৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ 'আবুল কাসিম' নাম গ্রহণ নিষিদ্ধ এবং পসন্দনীয় নামের বিবরণ

٥٤٠١- حَدَّثَنِيْ اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَابْنُ اَبِيْ عُمَرَ قَالَ اَبُوْ كُرَيْبٍ اَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بِعْنِيَانِ الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ نَادَى رَجُلٌ رَجُلاً بِالْبَقِيْعِ يَا اَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ لَمْ اَعْنِكَ اِنَّمَا دَعَوْتُ فُلاَنًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَسَمَّوْا بِاسْمِيْ وَلاَ تَكْنَوْا بِكُنْيَتِيْ-

৫৪০১. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা ও ইব্‌ন আবূ উমার (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাকী' নামক স্থানে এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে ডাক দিল, হে আবুল কাসিম! তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার দিকে তাকালেন। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনাকে উদ্দেশ্য করিনি; আমি তো অমুককে ডেকেছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেলেন ঃ তোমরা আমার নামে নাম রাখ; তবে আমার কুনিয়াত অনুসারে তোমরা কুনিয়াত নামকরণ কর না।[১]

٥٤٠٢- حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ زِيَادٍ الْمُلَقَّبُ بِسَبَلاَنَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَاَخِيْهِ عَبْدِ اللّٰهِ سَبْعَةً مِنْهُمَا سَنَةَ اَرْبَعٍ وَاَرْبَعِيْنَ وَمِائَةٍ يُحَدِّثَانِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحَبَّ اَسْمَائِكُمْ اِلَى اللّٰهِ عَبْدُ اللّٰهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ-

৫৪০২. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন যিয়াদ (যার উপাধি সাবলান) (র)..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তোমাদের নামগুলোর মাঝে সর্বাধিক প্রিয় নাম আবদুল্লাহ্ ও আবদুর রাহ্‌মান।

---

১. কুনিয়াত ঃ 'অমুকের বাপ' বা 'অমুকের পুত্র' বলে নামকরণ করা।

٥٤٠٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا فَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا نَدَعُكَ تُسَمِّي بِاسْمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَانْطَلَقَ بِابْنِهِ حَامِلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا فَقَالَ لِي قَوْمِي لَا نَدَعُكَ تُسَمِّي بِاسْمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ-

৫৪০৩. উসমান ইবন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তির একটি পুত্র জন্ম নিল। সে তার নাম রাখল 'মুহাম্মদ'। তখন তার গোত্রের লোকেরা তাকে বলল, আমরা তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নামে নাম রাখার অবকাশ দিব না। সে তখন তার ছেলেটিকে পিঠে বয়ে নিয়ে চলল এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার একটি ছেলের জন্ম হলে আমি তার নাম রাখলাম 'মুহাম্মদ'। তাতে আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে বলছে, আমরা তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নামে নাম রাখার অবকাশ দিব না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা আমার নামে নাম রাখ, তবে আমার কুনিয়াত অনুসারে কুনিয়াত গ্রহণ করবে। না। কেননা আমি হলাম قَاسِمٌ বন্টনকারী; (আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্পদ) তোমাদের মধ্যে বন্টন করে থাকি।

٥٤٠٤- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا فَقُلْنَا لَا نَكْنِيكَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تَسْتَأْمِرَهُ قَالَ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِرَسُولِ اللَّهِ وَإِنَّ قَوْمِي أَبَوْا أَنْ يَكْنُونِي بِهِ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْنُوا بِكُنْيَتِي فَإِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ-

৫৪০৪. হান্নাদ ইবন সারী (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তির পুত্র ভূমিষ্ঠ হল। সে তার নাম রাখল 'মুহাম্মদ'। আমরা বললাম, তোমাকে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নামের দ্বারা তোমার কুনিয়াত রাখব না, যতক্ষণ না তুমি তাঁর অনুমতি নাও। রাবী বলেন, তখন সে তাঁর কাছে গিয়ে বলল যে, আমার একটি ছেলে জন্ম নিয়েছে। আমি রাসূলুল্লাহর নামে তার নাম রেখেছি। ওদিকে আমার গোত্রের লোকেরা সেই নাম দিয়ে আমার কুনিয়াত বলতে অস্বীকৃতি জানাল। (তারা বলল), যতক্ষণ না তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অনুমতি গ্রহণ কর। তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা আমার নামে নাম রাখ, তবে আমার কুনিয়াত গ্রহণ করো না। কেননা আমি তো 'কাসিম' (বন্টনকারী) রূপে প্রেরিত হয়েছি; তোমাদের মাঝে বন্টন করার দায়িত্ব পালন করি।

٥٤٠٥- وَحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ عَنْ حُصَيْنٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فَإِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ-

৫৪০৫. রিফা'আ ইবন হায়সাম ওয়াসিতী (র)..... হুসায়ন (র) থেকে উল্লেখিত সনদে-হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি "আমি তো বন্টনকারীরূপে প্রেরিত হয়েছি; তোমাদের মাঝে বন্টনের দায়িত্ব পালন করি"- অংশটুকু উল্লেখ করেননি।

٥٤٠٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي فَإِنَّمَا أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ وَلَا تَكْتَنُوا-

৫৪০৬. আবূ বাকর ইবন আবূ শায়বা ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ তোমরা আমার নামে নাম রাখ, আর আমার কুনিয়াত অনুসারে কুনিয়াত রেখ না। কেননা আমিই হলাম 'আবুল কাসিম'। তোমাদের মাঝে বন্টন করে থাকি। রাবী আবূ বাকর (র) বর্ণিত রিওয়ায়াতে' لَا تَكْتَنُوا স্থলে لَا تَكْتُنُوا রয়েছে।[১]

٥٤٠٧- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ-

৫৪০৭. আবূ কুরায়ব (র)..... আ'মাশ (র) থেকে উল্লেখিত সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। তবে সে হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ আমাকে 'কাসিম' (বন্টনকারী) বানানো হয়েছে; তোমাদের মাঝে আমি বন্টন করে থাকি।

٥٤٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ أَحْسَنَتِ الْأَنْصَارُ تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي-

৫৪০৮ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক আনসারী ব্যক্তির একটি ছেলে জন্ম নিলে সে তার নাম 'মুহাম্মদ' রাখার ইচ্ছা করল। তখন সে নবী ﷺ -এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন ঃ আনসারীরা উত্তম কাজ করেছে। তোমরা আমার নামে নাম রাখ, আমার কুনিয়াত গ্রহণ কর না।

٥٤٠٩- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُثَنًّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُصَيْنٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي بِشْرُ

১. শব্দদ্বয় সমার্থক, যার অর্থ উপনাম গ্রহণ কর না।

بْنُ خَالِدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ كُلُّهُمْ عَنْ سَالِمِ ابْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَمَنْصُورٍ وَسُلَيْمَانَ وَحُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالُوا سَمِعْنَا سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ مَنْ ذَكَرْنَا حَدِيثَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَفِي حَدِيثِ النَّضْرِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ وَزَادَ فِيهِ حُصَيْنٌ وَسُلَيْمَانُ قَالَ حُصَيْنٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ وَقَالَ سُلَيْمَانُ فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ-

৫৪০৯. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না, মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন জাবালা, ইব্‌ন মুসান্না, বিশ্‌র ইব্‌ন খালিদ, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম হানযালী ও ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র)..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে ইতিপূর্বে আমরা যাঁদের হাদীস উল্লেখ করেছি, তাঁদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে শু'বা (র) সূত্রে বর্ণিত হাদীসে নায্‌র (র) বলেছেন যে, এতে হুসায়ন ও সুলায়মান (র) আরো কিছু অতিরিক্ত বলেছেন। হুসায়ন (র) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'আমি তো বন্টনকারীরূপে প্রেরিত হয়েছি; 'আমি তোমাদের মাঝে বন্টন করে থাকি।' আর সুলায়মান (র) বলেছেন, আমিই তো হলাম বন্টনকারী, তোমাদের মাঝে বন্টন করে থাকি।'

٥٤١٠- حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلاَمٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقُلْنَا لاَ نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلاَ نُنْعِمُكَ عَيْنًا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَسْمِ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ-

৫৪১০. আম্‌রুন-নাকিদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র)..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তির ছেলে জন্ম নিলে সে তার নাম রাখল কাসিম। আমরা বললাম, আমরা তোমাকে 'আবুল কাসিম' (কাসিমের বাবা) কুনিয়াতে ডাকব না এবং তোমার চোখ শীতল করব না। সে তখন নবী ﷺ -এর খিদমতে এসে ঐ বিষয়টি বলল। তিনি বললেন, তোমার ছেলের নাম রাখ 'আবদুর রাহমান।'

٥٤١١- وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ كِلاَهُمَا عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وَلاَ نُنْعِمُكَ عَيْنًا -

৫৪১১. উমাইয়া ইব্‌ন বিস্‌তাম, আলী ইব্‌ন হুজর (র)..... জাবির (রা) থেকে ইবন উয়ায়না (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি 'তোমার চোখ শীতল করব না' কথাটি উল্লেখ করেননি।

٥٤١٢- وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي قَالَ عَمْرٌو عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَقُلْ سَمِعْتُ -

৫৪১২. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আম্‌রুন-নাকিদ, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইব্‌ন নুমায়র (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসিম ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আমার নামে নাম রাখ, তবে আমার কুনিয়াত অনুসারে কুনিয়াত রেখ না। আমর (র) তাঁর রিওয়ায়াতে বলেছেন, 'আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত' আর তিনি 'আমি বলতে শুনেছি' কথাটি বলেননি।

٥٤١٣- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى الْعَنَزِيُّ وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ لَمَّا قَدِمْتُ نَجْرَانَ سَأَلُونِي فَقَالُوا إِنَّكُمْ تَقْرَأُونَ يَا أُخْتَ هَارُونَ وَمُوسَى قَبْلَ عِيسَى بِكَذَا وَكَذَا فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَنْبِيَائِهِمْ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ-

৫৪১৩. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র, আবূ সাঈদ আশাজ্জ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না আনাযী (র)..... মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন নাজরান গেলাম, তখন সেখানকার লোকেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনারা (আল-কুরআনে) يَا أُخْتَ هَارُونَ (হে হারূনের বোন) অর্থাৎ ঈসা (আ)-এর মা মারইয়াম পড়ে থাকেন; অথচ হযরত মূসা (আ) ছিলেন হযরত ঈসা (আ)-এর এত দিন আগে? সুতরাং মূসা (আ)-এর ভাই নবী হারূন (আ) ঈসা (আ)-এর অনেক আগের যুগের। মারইয়াম তার বোন হবেন কিভাবে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে পরে যখন ফিরে এলাম, তখন তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তারা (ইয়াহূদী-খ্রিস্টানরা) তাদের পূর্ববর্তী নবী ও সালিহ্‌গণের নামে (সন্তানের) নাম রাখত।

٢٥٨- بَابُ كَرَاهَةِ التَّسْمِيَةِ بِالْأَسْمَاءِ الْقَبِيحَةِ وَبِنَافِعٍ وَنَحْوِهِ

২৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ মন্দ নাম এবং নাফি' ইত্যাদি শব্দের দ্বারা নাম রাখা মাকরূহ

٥٤١٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الرُّكَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ وَقَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُسَمِّيَ رَقِيقَنَا بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ أَفْلَحَ وَرَبَاحٍ وَيَسَارٍ وَنَافِعٍ -

৫৪১৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ও আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চারটি নাম দ্বারা আমাদের গোলামদের নামকরণ করতে নিষেধ করেছেন ঃ আফ্‌লাহ্, রাবাহ্, ইয়াসার ও নাফি'।

٥٤١٥- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الرُّكَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَتُسَمِّ غُلاَمَكَ رَبَاحًا وَلاَ يَسَارًا وَلاَ أَفْلَحَ وَلاَ نَافِعًا -

৫৪১৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)..... সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা গোলামের নাম রাবাহ্, ইয়াসার, আফলাহ্ ও নাফি' রেখ না।

٥٤١٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ عَمِيلَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ الْكَلاَمِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لاَ يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ وَلاَ تُسَمِّيَنَّ غُلاَمَكَ يَسَارًا وَلاَ رَبَاحًا وَلاَ نَجِيحًا وَلاَ أَفْلَحَ فَإِنَّكَ تَقُولُ أَثَمَّ هُوَ فَلاَ يَكُونُ فَيَقُولُ لاَ إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ فَلاَ تَزِيدُنَّ عَلَىَّ -

৫৪১৬. আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউনুস (র)..... সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র কাছে অধিকতর প্রিয় কালাম চারটি। سُبْحَانَ اللَّهِ আল্লাহ্ নিষ্কলুষ পবিত্র, وَالْحَمْدُ لِلَّهِ যাবতীয় হামদ আল্লাহ্‌র, وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ (এক) আল্লাহ্ ব্যতীত আর ইলাহ্ নেই এবং اللَّهُ أَكْبَرُ আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। এগুলোর যে কোনটি দিয়ে তুমি শুরু কর, তাতে তোমার কোন ক্ষতি নেই। আর কখনো তোমার গোলামের নাম ইয়াসার, রাবাহ্, নাজীহ্ ও আফলাহ্ রাখবে না। কারণ, তুমি হয়ত ডাকবে- 'ওখানে সে আছে কি?' আর সে (তখন) সেখানে না ও থাকতে পারে। তখন কেউ বলবে, 'না' এখানে নেই। (এ উত্তরে কু-ধারণা সৃষ্টি হতে পারে)। (রাবী বলেন), নবী ﷺ শুধু এ চারটি নাম বলেছেন। সুতরাং কেউ যেন আমার মাধ্যমে এর চাইতে বেশি যোগ না করে।

٥٤١٧- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادِ زُهَيْرٍ فَأَمَّا حَدِيثُ جَرِيرٍ وَرَوْحٍ فَكَمِثْلِ حَدِيثِ زُهَيْرٍ بِقِصَّتِهِ وَأَمَّا حَدِيثُ شُعْبَةَ فَلَيْسَ فِيهِ إِلاَّ ذِكْرُ تَسْمِيَةِ الْغُلاَمِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْكَلاَمَ الأَرْبَعَ -

৫৪১৭. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম, উমাইয়া ইব্‌ন বিস্‌তাম, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... মানসূর (র) থেকে যুহায়র (র)-এর সূত্র অনুসারে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে জারীর (র) ও রাওহ্ (র) বর্ণিত হাদীস যুহায়র (র) বর্ণিত পূর্ণ ঘটনার বিবরণ সম্বলিত হাদীসের অনুরূপ। কিন্তু শু'বা (র)-এর হাদীসে শুধু ছেলের নামকরণের কথা উল্লেখ রয়েছে। তিনি أَرْبَعٌ (চার-এর) কথাটি উল্লেখ করেননি।

٥٤١٨- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُسَمَّى

بِيَعْلَى وَبِبَرَكَةَ وَبِأَفْلَحَ وَبِيَسَارٍ وَبِنَافِعٍ وَبِنَحْوِ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ تَرَكَهُ -

৫৪১৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আহ্‌মদ ইব্‌ন আবূ খালফ (র)..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইয়ালা, বারাকাহ্, আফ্‌লাহ্, ইয়াসার ও নাফি' এবং এ ধরনের নাম রাখতে নিষেধ করার ইচ্ছা করেছিলেন। তারপর তাঁকে আমি দেখলাম যে, এ বিষয়ে তিনি নীরব রইলেন, কিছু বললেন না। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইন্‌তিকাল হল এবং তিনি তা (কঠোরভাবে) নিষেধ করেননি। পরে উমার (রা) তা নিষেধ করার ইচ্ছা করলেন, পরে তিনিও তা থেকে বিরত রইলেন।

٢٥٩- بَابُ إِسْتِحْبَابِ تَغْيِيْرِ الْإِسْمِ الْقَبِيْحِ إِلَى حُسْنٍ وَتَغْيِيْرِ إِسْمِ بَرَّةَ إِلَى زَيْنَبَ وَجُوَيْرِيَةَ وَنَحْوِهِمَا

২৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ উত্তম নাম দ্বারা মন্দ নামের পরিবর্তন এবং 'বাররাহ্' নামটি যায়নাব, জুয়ায়রিয়া ও অনুরূপ নামে পরিবর্তিত করা

٥٤١٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ وَقَالَ أَنْتِ جَمِيْلَةُ قَالَ أَحْمَدُ مَكَانَ أَخْبَرَنِي عَنْ-

৫৪১৯. আহ্‌মদ ইব্‌ন হাম্বল, যুহায়র ইব্‌ন হারব, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ عَاصِيَةُ (অবাধ্য)-এর নাম পরিবর্তন করে দিলেন এবং বললেন তুমি ' جَمِيْلَةُ ' সুন্দরী। রাবী আহমদ (র) সনদের أَخْبَرَنِي -এর স্থলে ' عَنْ ' দ্বারা বর্ণনা করেছেন।

٥٤٢٠- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَةً لِعُمَرَ كَانَتْ يُقَالُ لَهَا عَاصِيَةُ فَسَمَّاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَمِيْلَةَ -

৫৪২০. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমার (রা)-এর এক কন্যাকে ' عَاصِيَةُ ' নামে ডাকা হত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার নামকরণ করলেন, 'জামীলা'।

٥٤٢١- حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ اسْمُهَا بَرَّةُ فَحَوَّلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اسْمَهَا جُوَيْرِيَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَرَّةَ-

وَفِي حَدِيْثِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ عَنْ كُرَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ -

৫৪২১. আমরুন-নাকিদ ও ইব্‌ন আবূ উমার (র)..... আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (উম্মুল মু'মিনীন) জুয়ায়রিয়া (রা)-এর আসল নাম ছিল 'বাররাহ' (পুণ্যবতী), রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর নাম পরিবর্তন করে রাখলেন জুয়ায়রিয়াহ (স্নেহময়ী কিশোরী)। কারণ বাররাহ (পুণ্যবতী)-এর কাছে থেকে বের হয়ে এসেছেন– এমন বাক্য তিনি অপসন্দ করতেন।

ইব্‌ন আবূ উমার (রা)-এর হাদীসে কুরায়ব (র) সূত্রে ' عن ابن عباس ' -এর স্থলে سمعت ابن عباس বর্ণিত হয়েছে।

٥٤٢٢- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ سَمِعْتُ أَبَا رَافِعٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ فَقِيلَ تُزَكِّي نَفْسَهَا فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْنَبَ وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِهَؤُلَاءِ دُونَ ابْنِ بَشَّارٍ وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ -

৫৪২২. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না, মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, যায়নাব (রা)-এর আসল নাম ছিল 'বাররাহ'। তাই বলা হল, তিনি নিজ পবিত্রতার দাবি করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর নাম রাখলেন 'যায়নাব'।

٥٤٢٣- حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ اسْمِي بَرَّةَ فَسَمَّانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْنَبَ قَالَتْ وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ وَاسْمُهَا بَرَّةُ فَسَمَّاهَا زَيْنَبَ -

৫৪২৩. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও আবূ কুরায়ব (র)..... যায়নাব বিনত উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নাম ছিল 'বাররাহ'। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নাম রাখলেন 'যায়নাব'। তিনি বলেন, যায়নাব বিনত জাহাশ (রা) তাঁর (নবী-এর) কাছে এল। তার (-ও) নাম ছিল 'বাররাহ', তার নামও তিনি 'যায়নাব' রাখলেন।

٥٤٢٤- حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمَّيْتُ ابْنَتِي بَرَّةَ فَقَالَتْ لِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ هَذَا الِاسْمِ وَسُمِّيتُ بَرَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ فَقَالُوا بِمَ نُسَمِّيهَا قَالَ سَمُّوهَا زَيْنَبَ -

৫৪২৪. আমরুন-নাকিদ (র)..... মুহাম্মদ ইবন আমর ইবন আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মেয়ের নাম রাখলাম 'বাররাহ'। তখন যায়নাব বিনত আবূ সালামাহ্ (রা) আমাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এ নামটি নিষেধ করেছেন। আমার নাম রাখা হয়েছিল 'বাররাহ' (পুণ্যবতী)। তাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা (আপনাকে ভাল বলে) নিজে নিজকে পবিত্র দাবি কর না। আল্লাহ্ তা'আলাই তোমাদের মাঝের পুণ্যবানদের অধিকতর জানেন। তারা বলল, আমরা তার কি নাম রাখব? তিনি বললেন, তার নাম রাখ 'যায়নাব'।

٢٦٠. بَابُ تَحْرِيْمِ التَّسَمِّى بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ أَوْ بِمَلِكِ الْمُلُوْكِ -

২৬০. অনুচ্ছেদ ঃ মালিকুল আমলাক কিংবা মালিকুল মুলুক নাম রাখা হারাম

٥٤٢٥- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ قَالَ الْأَشْعَثِيُّ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللّٰهِ رَجُلٌ يُسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ زَادَ ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ فِى رِوَايَتِهِ لَا مَالِكَ إِلَّا اللّٰهُ -

قَالَ الْأَشْعَثِيُّ قَالَ سُفْيَانُ مِثْلُ شَاهَانْ شَاهْ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ سَأَلْتُ أَبَا عَمْرٍو عَنْ أَخْنَعَ فَقَالَ أَوْضَعُ -

৫৪২৫. সাঈদ ইবন আমর আশ'আসী, আহমদ ইবন হাম্বল ও আবূ বাকর ইবন আবূ শায়বা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ পাকের কাছে সবচে' ঘৃণিত নাম ঐ ব্যক্তির, যার নাম 'মালিকুল আমলাক'- (রাজাধিরাজ) রাখা হয়। ইবন আবূ শায়বা (র) তাঁর রিওয়ায়াতে অধিক বর্ণনা করেছেন, "আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ 'মালিক' ও অধিপতি নেই।"

আশ'আসী (র) বলেন, রাবী সুফিয়ান (র) বলেছেন, এ শব্দ (ফারসী ভাষায়) 'শাহানশাহ'-এর অনুরূপ। আর আহমদ ইবন হাম্বল (র) বলেন, আমি আবূ আমর (র)-কে أَخْنَعُ-এর অর্থ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, أَوْضَعُ নিকৃষ্ট।

٥٤٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى مَالِكَ الْأَمْلَاكِ لَا مَلِكَ إِلَّا اللّٰهُ -

৫৪২৬. মুহাম্মাদ ইবন রাফি' (র)..... হাম্মাম ইবন মুনাব্বিহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ গুলো আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আমাদের কাছে রিওয়ায়াত করেছেন। এরপর তিনি কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করলেন। সেগুলোর মধ্যে একটি হল ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার অধিকতর গোস্বার কারণ এবং অধিকতর নিকৃষ্ট, অধিকতর ক্রোধানলের সম্মুখীন হবে সেই ব্যক্তি, যার নাম রাখা হয়েছে 'মালিকুল আমলাক' (রাজাধিরাজ-সম্রাট)। আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ 'মালিক' (সম্রাট) নেই।

٢٦١- بَابُ اِسْتِحْبَابِ تَحْنِيْكِ الْمَوْلُوْدِ عِنْدَ وِلَادَتِهِ وَحَمْلِهِ اِلَى صَالِحٍ يُحَنِّكُهُ وَجَوَازِ تَسْمِيَتِهِ يَوْمَ وِلَادَتِهِ وَاسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ بِعَبْدِ اللّٰهِ وَ اِبْرَاهِيْمَ وَسَائِرِ اَسْمَاءِ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ -

২৬১. অনুচ্ছেদ ঃ সন্তান জন্ম নিলে নবজাতককে খুরমা (ইত্যাদি) চিবিয়ে তার মুখে 'বরকত' দেয়া এবং এ উদ্দেশ্যে তাকে কোন সালিহ্ ব্যক্তির কাছে নিয়ে যাওয়া মুস্তাহাব। জন্মের দিন নাম রাখা জায়েয। আবদুল্লাহ্ এবং ইবরাহীম ও অন্যান্য নবীগণের নামে নাম রাখা মুস্তাহাব

٥٤٢٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ ذَهَبْتُ بِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ الْاَنْصَارِيِّ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ وُلِدَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ عَبَاءَةٍ يَهْنَأُ بَعِيْرًا لَهُ فَقَالَ هَلْ مَعَكَ تَمْرٌ فَقُلْتُ نَعَمْ فَنَاوَلْتُهُ تَمَرَاتٍ فَاَلْقَاهُنَّ فِيْ فِيْهِ فَلَاكَهُنَّ ثُمَّ فَغَرَفَاهُ الصَّبِيِّ فَمَجَّهُ فِيْ فِيْهِ فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حُبُّ الْاَنْصَارِ التَّمْرُ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللّٰهِ -

৫৪২৭. আবদুল আ'লা ইব্ন হাম্মাদ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ তালহা আনসারী-এর জন্মকালে আমি তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে নিয়ে গেলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি 'আবা' গায়ে তাঁর উটের শরীরে মালিশ করছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সঙ্গে কি খেজুর আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। এরপর আমি তাঁর হাতে কয়েকটি খেজুর দিলাম। তিনি সেগুলো তাঁর মুখে দিয়ে চিবালেন। পরে শিশুটির মুখ ফাঁক করে তার মুখে দিয়ে দিলেন। শিশুটি তা চুষতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ 'আনসারীদের প্রিয় খেজুর' আর তিনি তার নাম রাখলেন, আবদুল্লাহ্।

٥٤٢٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ ابْنٌ لِاَبِيْ طَلْحَةَ يَشْتَكِيْ فَخَرَجَ اَبُوْ طَلْحَةَ فَقُبِضَ الصَّبِيُّ فَلَمَّا رَجَعَ اَبُوْ طَلْحَةَ قَالَ مَا فَعَلَ ابْنِيْ قَالَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ هُوَ اَسْكَنُ مِمَّا كَانَ فَقَرَّبَتْ اِلَيْهِ الْعَشَاءَ فَتَعَشَّى ثُمَّ اَصَابَ مِنْهَا فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ وَارُوا الصَّبِيَّ فَلَمَّا اَصْبَحَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ اَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَقَالَ لِيْ اَبُوْ طَلْحَةَ اَحْمِلْهُ حَتّٰى تَاْتِيَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَاَتٰى بِهِ النَّبِيَّ ﷺ وَبَعَثَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ فَاَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اَمَعَهُ شَيْءٌ قَالُوْا نَعَمْ تَمَرَاتٌ فَاَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَمَضَغَهَا ثُمَّ اَخَذَهَا مِنْ فِيْهِ فَجَعَلَهَا فِيْ فِيْ الصَّبِيِّ ثُمَّ حَنَّكَهُ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللّٰهِ -

৫৪২৮. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ তালহা (রা)-এর এক ছেলে রোগে ভুগছিল। (একদিন) আবূ তালহা (রা) (তাঁর কাজে) বেরিয়ে যাওয়ার পর শিশুটি মারা যায়। যখন আবূ তালহা (রা) ফিরে এলেন, তিনি (স্ত্রীকে) জিজ্ঞাসা করলেন, আমার ছেলে কি করছে?

স্ত্রী উম্মু সুলায়ম (রা) বললেন, সে আগের চাইতে শান্ত আছে। এরপর তিনি তাঁকে রাতের খাবার দিলেন, তিনি তা খেলেন, তারপর তার সঙ্গে মিলিত হলেন। এরপর তিনি অবসর হলে উম্মু সুলায়ম (রা) বললেন, শিশুটিকে দাফন করে এস। সকাল হলে আবূ তালহা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে এসে তাঁকে (সব) ঘটনা বললেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি আজ রাতে মিলিত হয়েছ ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি (দু'আ করে) বললেন, ইয়া আল্লাহ্। তাদের উভয়ের জন্য বরকত দিন। এরপর তার একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করে। তখন আবূ তালহা (রা) আমাকে বললেন, তাকে (কোলে) তুলে নবী ﷺ -এর খিদমতে নিয়ে যাও। উম্মু সুলায়ম (রা) তার সাথে কয়েকটি খেজুরও দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে (শিশুটিকে) হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তার সাথে কিছু আছে কি? তারা বললেন, হ্যাঁ, কয়েকটি খেজুর। তখন নবী ﷺ সেগুলো নিয়ে চিবালেন। এরপর তা তাঁর মুখ থেকে নিয়ে শিশুটির মুখে দিলেন। তারপর তার জন্য বরকতের দু'আ করলেন এবং তার নাম রাখলেন আবদুল্লাহ্।

٥٤٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ نَحْوَ حَدِيثِ يَزِيدَ -

৫৪২৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... আনাস (রা) থেকে এ কিস্‌সা সহকারে রাবী ইয়াযীদ (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٤٣٠- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ -

৫৪৩০. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবদুল্লাহ ইব্‌ন বাররাদ আশ'আরী ও আবূ কুরায়ব (র)..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার একটি ছেলের জন্ম হলে আমি তাকে নিয়ে নবী ﷺ -এর খিদমতে হাযির হলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইব্‌রাহীম এবং একটি খেজুর চিবিয়ে তিনি তাকে বরকত দিলেন।

٥٤٣١- حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحٰقَ قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا قَالَا خَرَجَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ حِينَ هَاجَرَتْ وَهِيَ حُبْلَى بِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَقَدِمَتْ قُبَاءَ فَنَفِسَتْ بِعَبْدِ اللّٰهِ بِقُبَاءٍ ثُمَّ خَرَجَتْ حِينَ نَفِسَتْ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ لِيُحَنِّكَهُ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مِنْهَا فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَكَثْنَا سَاعَةً نَلْتَمِسُهَا قَبْلَ أَنْ نَجِدَهَا فَمَضَغَهَا ثُمَّ بَصَقَهَا فِي فِيهِ فَإِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ بَطْنَهُ لَرِيقُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَتْ أَسْمَاءُ ثُمَّ مَسَحَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللّٰهِ ثُمَّ جَاءَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ لِيُبَايِعَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ وَأَمَرَهُ بِذٰلِكَ الزُّبَيْرُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ حِينَ رَآهُ مُقْبِلًا إِلَيْهِ ثُمَّ بَايَعَهُ -

৫৪৩১. হাকাম ইব্‌ন মূসা আবূ সালিহ্ (র)..... উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র ও ফাতিমা বিন্‌ত মুনযির ইব্‌ন যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আসমা বিন্‌ত আবূ বাক্‌র (রা) যখন হিজরত করলেন, তখন তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-কে গর্ভে ধারণ করছিলেন। কুবায় পৌঁছলে তিনি আবদুল্লাহকে প্রসব করলেন। প্রসবের পর তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে গেলেন, যেন তিনি তাকে (নবজাতককে) খেজুর চিবিয়ে বরকত দেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শিশুটিকে তার কাছ থেকে নিয়ে নিজের কোলে রাখলেন। তারপর একটি খেজুর আনতে বললেন। রাবী বলেন, আয়েশা (রা) বলেন, তা পাওয়ার পূর্বে খুঁজে সংগ্রহ করতে আমাদের কিছু সময় বিলম্ব হল। এরপর তিনি তা চিবিয়ে নিজ মুখ থেকে তার মুখে দিয়ে দিলেন। সুতরাং তার পেটে প্রথম যা ঢুকল, তা ছিল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর লালা। আসমা (রা) আরও বলেছেন, তারপর তিনি তাকে হাত বুলিয়ে দিলেন এবং তার জন্য দু'আ করলেন, আর তার নাম রাখলেন আবদুল্লাহ্। অতঃপর সাত কিংবা আট বছর বয়সে সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে বায়'আত হওয়ার জন্য এল। (পিতা) যুবায়র (রা) তাকে তা করার উপদেশ দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে মৃদু হাসলেন। এরপর তাকে বায়'আত করে নিলেন।

٥٤٣٢- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ قَالَتْ فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمٌّ فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَنَزَلْتُ بِقُبَاءٍ فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءٍ ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَوَضَعْتُهُ فِي حِجْرِهِ ثُمَّ دَعَا تَمْرَةً فَمَضَغَهَا ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ حَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الإِسْلاَمِ -

৫৪৩২. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলা (র)..... আসমা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মক্কায় (থাকাকালে) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-কে গর্ভে ধারণ করেন। তিনি বলেন, আমি (মক্কা থেকে) মদীনায় (হিজরাত উদ্দেশ্যে) বের হলাম। তখন আমার গর্ভকাল পূর্ণ হয়ে আসছে। আমি মদীনায় এসে কুবায় অবতরণ করলাম এবং কুবায় তাকে জন্ম দিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে গেলাম। তিনি তাকে (নবজাতককে) তাঁর কোলে রাখলেন, তারপর একটি খেজুর আনিয়ে তা চিবুলেন, তারপর তাঁর মুখ থেকে লালাসহ তার (শিশুটির) মুখে দিলেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর লালাই ছিল প্রথম জিনিস, যা তার পেটে প্রবেশ করল। এরপর খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দেওয়ার পর তার জন্য দু'আ করলেন এবং তাকে বরকত (-এর দু'আ) দিলেন। এ শিশুই ছিল (মদীনায়) হিজরতের পর ইসলামের প্রথম নবজাতক।

٥٤٣٣- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهَا هَاجَرَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ حُبْلَى بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ -

৫৪৩৩. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... আসমা বিন্‌ত আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-কে গর্ভে ধারণকৃত অবস্থায় হিজরত করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে পৌঁছলেন। তারপর তিনি উসামা (রা)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٥٤٣٤- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ -

৫৪৩৪. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে (নবজাতক) শিশুদের নিয়ে আসা হতো। তিনি তাদের জন্য বরকতের দু'আ করতেন এবং খেজুর চিবিয়ে তাদের মুখে দিতেন।

٥٤٣٥- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جِئْنَا بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُحَنِّكُهُ فَطَلَبْنَا تَمْرَةً فَعَزَّ عَلَيْنَا طَلَبُهَا -

৫৪৩৫. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়রকে তার মুখে খেজুর চিবিয়ে দেওয়ার জন্য নিয়ে এলাম। অতঃপর আমরা একটি খেজুর তালাশ করলাম এবং এর অন্বেষণ করা আমাদের জন্য কঠিন ছিল।

٥٤٣٦- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ وَهُوَ ابْنُ مُطَرِّفٍ أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أُتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ وُلِدَ فَوَضَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى فَخِذِهِ وَأَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ فَلَهِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِشَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ بِابْنِهِ فَاحْتُمِلَ مِنْ عَلَى فَخِذِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَقْلَبُوهُ فَاسْتَفَاقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَيْنَ الصَّبِيُّ فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ أَقْلَبْنَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا اسْمُهُ قَالَ فُلَانٌ قَالَ لَا وَلَكِنِ اسْمُهُ الْمُنْذِرُ فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ الْمُنْذِرَ -

৫৪৩৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন সাহ্‌ল তামীমী ও আবূ বাকর ইব্‌ন ইসহাক (র)..... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুনযির ইব্‌ন আবূ উসায়দ (রা)-কে তাঁর জন্মকালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে নিয়ে আসা হল। নবী ﷺ তাকে তাঁর রানের উপরে রাখলেন। আবূ উসায়দ (রা) (পাশে) বসা ছিলেন। নবী ﷺ তাঁর সামনের কোন কিছুতে মনোনিবেশ করলেন। আবূ উসায়দ (রা) তার ছেলের বিষয়ে (কাউকে) নির্দেশ করলেন। তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপর থেকে তুলে নেয়া হল। তারা তাকে তুলে নেয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সচেতন হলেন এবং বললেন, শিশুটি কোথায়? আবূ উসায়দ (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা তাকে সরিয়ে নিয়েছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তার নাম কি? তারা বলল, অমুক ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন ঃ না, বরং তার নাম মুনযির। এভাবে সেদিন তিনি তার নাম 'মুনযির' রাখলেন।

٢٦٢- بَابُ جَوَازِ تَكْنِيَةِ مَنْ لَمْ يُوْلَدْ لَهُ وَكُنْيَةِ الصِّغَارِ-

২৬২. অনুচ্ছেদ ঃ যার সন্তান হয়নি তার ডাক নাম রাখা এবং ছোটদের ডাক নাম রাখা বৈধ

٥٤٣٧- حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو

الثَّيَّاحِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ كَانَ فَطِيمًا قَالَ فَكَانَ إِذَا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَآهُ قَالَ أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ قَالَ فَكَانَ يَلْعَبُ بِهِ -

৫৪৩৭. আবূ রাবী' সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ আতাকী ও শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন মানুষের মধ্যে চরিত্রগুণে সর্বোত্তম। আমার একটি ভাই ছিল, যাকে আবূ উমায়র বলে ডাকা হতো। রাবী বলেন, আমি ধারণা করি তিনি বলেছিলেন যে, সে দুধ ছাড়ানো (বয়সের) ছিল। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখনই (আমাদের বাড়িতে) আসতেন, তখন তাকে দেখে বলতেন, হে আবূ উমায়র! কি করেছ নুগায়র (চড়ুইছানা)? তিনি এভাবে তার সাথে খেলা করতেন।

٢٦٣- بَابُ جَوَازِ قَوْلِهِ لِغَيْرِ ابْنِهِ يَا بُنَيَّ وَاسْتِحْبَابِ الْمُلَاطَفَةِ -

২৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ নিজের ছেলে ব্যতীত অন্যকে 'হে বৎস! বলা জায়েয এবং আদর প্রকাশের উদ্দেশ্যে তা করা মুস্তাহাব

٥٤٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا بُنَيَّ -

৫৪৩৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ গুবারী (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন, হে বৎস!

٥٤٣٩- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ ابْنِ شُعْبَةَ قَالَ مَا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَحَدٌ عَنِ الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لِي أَيْ بُنَيَّ وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ إِنَّهُ لَنْ يَضُرَّكَ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ مَعَهُ أَنْهَارَ الْمَاءِ وَجِبَالَ الْخُبْزِ قَالَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ -

৫৪৩৯. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন আবূ উমার (র)..... মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে 'দাজ্জাল' সম্পর্কে আমার চেয়ে অধিক কেউ জিজ্ঞাসা করেননি। তিনি আমাকে বললেন, হে স্নেহের পুত্র! তার কোন্ ব্যাপার তোমাকে মুশকিলে ফেলছে? সে কিছুতেই তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। সাহাবী বলেন, আমি বললাম, তারা তো বলে থাকে যে, তার সাথে পানির নহরসমূহ এবং রুটির পাহাড়সমূহ থাকবে। তিনি বললেন ঃ তা আল্লাহ্‌র কাছে তার চেয়ে সহজতর।

٥٤٤٠- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي سُرَيْجُ ابْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي

مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ لِلْمُغِيرَةِ أَيْ بُنَيَّ إِلاَّ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ وَحْدَهُ -

৫৪৪০. আবূ বাকর ইবন আবূ শায়বা, ইবন নুমায়র, সুরায়জ ইবন ইউনুস, ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র)..... ইসমাঈল (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁদের মধ্যে ইয়াযীদ (র) বর্ণিত হাদীস ব্যতীত কারো হাদীসে মুগীরা (রা)-এর প্রতি নবী ﷺ -এর উক্তি 'হে স্নেহের পুত্র' নেই।

٢٦٤ بَابُ الْإِسْتِيذَانِ -

২৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ অনুমতি গ্রহণ প্রসঙ্গে

٥٤٤١- وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَاللّٰهِ يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ كُنْتُ جَالِسًا بِالْمَدِينَةِ فِي مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ فَأَتَانَا أَبُو مُوسَى فَزِعًا أَوْ مَذْعُورًا قُلْنَا مَا شَأْنُكَ قَالَ إِنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنْ آتِيَهُ فَأَتَيْتُ بَابَهُ فَسَلَّمْتُ ثَلاَثًا فَلَمْ يَرُدَّا عَلَيَّ فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنَا فَقُلْتُ إِنِّي أَتَيْتُكَ فَسَلَّمْتُ عَلَى بَابِكَ ثَلاَثًا فَلَمْ تَرُدُّوا عَلَيَّ فَرَجَعْتُ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ فَقَالَ عُمَرُ أَقِمْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ وَإِلاَّ أَوْجَعْتُكَ فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ لاَ يَقُومُ مَعَهُ إِلاَّ أَصْغَرُ الْقَوْمِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ قُلْتُ أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ قَالَ فَاذْهَبْ بِهِ -

৫৪৪১. আমর ইবন মুহাম্মদ ইবন বুকায়র নাকিদ (র)..... বুসর ইবন সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি মদীনার আনসারীদের একটি মজলিসে বসা ছিলাম। তখন আবূ মূসা (রা) অস্থির হয়ে, কিংবা রাবী বলেছেন, সন্ত্রস্ত হয়ে আমাদের কাছে এলেন। আমরা বললাম, আপনার কি হয়েছে? তিনি বললেন, উমার (রা) আমার কাছে লোক পাঠালেন, যেন আমি তাঁর কাছে যাই। আমি তাঁর দরজায় তিনবার সালাম করলাম। তিনি আমাকে জবাব দিলেন না। তাই আমি ফিরে এলাম। পরে আমাকে (ডেকে নিয়ে) তিনি বললেন, আমার কাছে আসার ব্যাপারে কোন্ বিষয় তোমাকে বাধা দিল? আমি বললাম, আমি আপনার কাছে এসেছিলাম এবং আপনার দরজায় (দাঁড়িয়ে) তিনবার সালাম করেছিলাম। কিন্তু তারা (বাড়ির কেউ) আমাকে সালামের জবাব দিলেন না। তাই আমি ফিরে গেলাম। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি তিনবার অনুমতি চায়, আর তাকে অনুমতি দেয়া না হয়, তাহলে সে যেন ফিরে আসে। তখন উমার (রা) বললেন ঃ এ বিষয়ে প্রমাণ দাও। অন্যথায় তোমাকে আঘাত করব। তখন উবাই ইবন কা'ব (রা) বললেন, তার সঙ্গে কাওমের সব চাইতে কম বয়সের ছেলেই যাবে। আবূ সাঈদ (রা) বলেন, আমি বললাম, আমি কাওমের কনিষ্ঠতম। তিনি বললেন, তবে একে নিয়ে যাও।

٥٤٤٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَقُمْتُ مَعَهُ فَذَهَبْتُ إِلَى عُمَرَ فَشَهِدْتُ -

৫৪৪২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও ইব্‌ন আবূ উমার (র)..... ইয়াযীদ খুসায়ফা (র) থেকে উল্লিখিত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে ইব্‌ন আবূ উমার (র) তাঁর বর্ণিত হাদীসে অতিরিক্ত বলেছেন যে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন, তখন আমি তাঁর সাথে উঠে দাঁড়ালাম এবং উমার (রা)-এর কাছে গিয়ে সাক্ষ্য দিলাম।

٥٤٤٣- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ ابْنِ الْأَشَجِّ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ كُنَّا فِي مَجْلِسٍ عِنْدَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَأَتَى أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ مُغْضَبًا حَتَّى وَقَفَ فَقَالَ أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ هَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَارْجِعْ قَالَ أُبَيٌّ وَمَا ذَاكَ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمْسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ ثُمَّ جِئْتُهُ الْيَوْمَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي جِئْتُ أَمْسِ فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا ثُمَّ انْصَرَفْتُ قَالَ قَدْ سَمِعْنَاكَ وَنَحْنُ حِينَئِذٍ عَلَى شُغُلٍ فَلَوْمَا اسْتَأْذَنْتَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَكَ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ كَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَوَاللَّهِ لَأُوجِعَنَّ ظَهْرَكَ وَبَطْنَكَ أَوْلَتَأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَوَاللَّهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَحْدَثُنَا سِنًّا قُمْ يَا أَبَا سَعِيدٍ فَقُمْتُ حَتَّى أَتَيْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا -

৫৪৪৩. আবূ তাহির (র)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-এর কাছে একটি মজলিসে ছিলাম। তখন আবূ মূসা আশ'আরী (রা) রাগান্বিত অবস্থায় এসে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি তোমাদের আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, তোমাদের মধ্যে কেউ কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছ যে, 'অনুমতি গ্রহণ' তিনবার, তাতে যদি তোমাকে অনুমতি দেওয়া হয়, ভাল, অন্যথায় তুমি ফিরে আস। উবাই (রা) বললেন এতে কী হয়েছে? তিনি বললেন, গতকাল (খলীফা) উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর কাছে আমি তিনবার অনুমতি চাইলাম। আমাকে অনুমতি দেওয়া হল না, তাই আমি ফিরে এলাম। পরে আজ তাঁর কাছে গেলাম এবং তাঁর কাছে প্রবেশ করে তাঁকে খবর দিলাম যে, আমি গতকাল এসেছিলাম এবং তিনবার সালাম করে (জবাব না পেয়ে) ফিরে গিয়েছিলাম। তিনি বললেন, আমরা তোমার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম, তবে তখন আমরা ব্যস্ত ছিলাম। কিন্তু তোমাকে অনুমতি দেওয়া পর্যন্ত তুমি অনুমতি চাইতে থাকলে না কেন? তিনি বললেন, আমি তো তেমন অনুমতি চেয়েছি, যেমন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি। উমার (র) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! তোমার পিঠে ও পেটে আঘাত করব; কিংবা তুমি এমন লোক উপস্থিত করবে, যে এ বিষয়ে তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। তখন উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমাদের সবচে' তরুণ বয়সের ব্যক্তিই তোমার সাথে যাবে। হে আবূ সাঈদ! তখন আমি দাঁড়ালাম এবং উমার (রা)-এর কাছে এসে বললাম, আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে একথা বলতে শুনেছি।

٥٤٤٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى أَتَى بَابَ عُمَرَ فَاسْتَأْذَنَ فَقَالَ عُمَرُ وَاحِدَةٌ ثُمَّ

اسْتَأْذَنَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ عُمَرُ ثِنْتَانِ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ عُمَرُ ثَلاثٌ ثُمَّ انْصَرَفَ فَاتَّبَعَهُ فَرَدَّهُ فَقَالَ اِنْ كَانَ هٰذَا شَيْئًا حَفِظْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَهَاوَاَلاَّ فَلاَجْعَلَنَّكَ عِظَةً قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فَاَتَانَا فَقَالَ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الاِسْتِيْذَانُ ثَلاثٌ قَالَ فَجَعَلُوْا يَضْحَكُوْنَ قَالَ فَقُلْتُ اَتَاكُمْ اَخُوْكُمُ الْمُسْلِمُ قَدِافْزَعَ وَتَضْحَكُوْنَ اَنْطَلِقْ فَاَنَا شَرِيْكُكَ فِي هٰذِهِ الْعُقُوْبَةِ فَاَتَاهُ فَقَالَ هٰذَا اَبُوْ سَعِيْدٍ -

৫৪৪৪. নাসর ইব্‌ন আলী আল-জাহযামী (র)..... আবূ সাঈদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ মূসা (রা) উমার (রা)-এর দরজায় এসে অনুমতি চাইলেন। উমার (রা) (আওয়ায শুনে মনে মনে) বললেন, একবার হল। তারপর দ্বিতীয়বার অনুমতি চাইলেন। উমার (রা) বললেন, দু'বার হল। তারপর তৃতীয়বার অনুমতি চাইলেন। উমার (রা) বললেন, তিনবার হল। তারপর তিনি ফিরে গেলেন। পরে [উমার (রা)] তাঁর পিছনে লোক পাঠিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনলেন এবং বললেন, এটি যদি এমন বিষয় হয় যা তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে স্মরণ রেখেছ, তাহলে তা পেশ কর। অন্যথায় তোমাকে আমি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব। আবূ সাঈদ (রা) বলেন, তখন তিনি আমাদের কাছে এসে বললেন, তোমরা জান না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ অনুমতি গ্রহণ তিনবার।' রাবী বলেন, লোকেরা তখন (এ কথা শুনে) হাসাহাসি করতে লাগল। রাবী বলেন, আমি বললাম, তোমাদের কাছে তোমাদের একজন মুসলমান ভাই এসেছেন, যাকে সন্ত্রস্ত করা হয়েছে, আর তোমরা হাসছ? (তাঁকে বললাম) চলুন! এ শাস্তিতে আমি আপনার শরীক রয়েছি। তখন তিনি (আমাকে সঙ্গে নিয়ে) তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, এই যে! আবূ সাঈদ ... (আমার সাক্ষী)।

٥٤٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِي مَسْلَمَةَ عَنْ اَبِي نَضْرَةَ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ وَسَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ كِلاَهُمَا عَنْ اَبِي نَضْرَةَ قَالاَ سَمِعْنَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ بِشْرِ بْنِ مُفَضَّلٍ عَنْ اَبِي مَسْلَمَةَ -

৫৪৪৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না, ইব্‌ন বাশশার ও আহমাদ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন খারাশ (র)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে আবূ মাসলামা (র) থেকে গৃহীত বিশর ইব্‌ন মুফাযযাল (র) বর্ণিত হাদীসের সমার্থক হাদীস রিওয়ায়াত করেন।

٥٤٤٦- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اَنَّ اَبَا مُوْسٰى اسْتَأْذَنَ عَلٰى عُمَرَ ثَلاَثًا فَكَاَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُوْلاً فَرَجَعَ فَقَالَ عُمَرُ اَلَمْ نَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ ائْذَنُوْا لَهُ فَدُعِيَ لَهُ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلٰى مَاصَنَعْتَ قَالَ اِنَّا كُنَّا نُؤْمَرُ بِهٰذَا قَالَ لَتُقِيْمَنَّ عَلٰى هٰذَا بَيِّنَةً لَوْ لاَفَعَلْنَا فَخَرَجَ فَانْطَلَقَ اِلٰى مَجْلِسٍ مِنَ الاَنْصَارِ فَقَالُوْا لاَيَشْهَدُ لَكَ عَلٰى هٰذَا اِلاَّ اَصْغَرُنَا فَقَامَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فَقَالَ كُنَّا نُؤْمَرُ بِهٰذَا فَقَالَ عُمَرُ خَفِيَ عَلَيَّ هٰذَا مِنْ اَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلْهَانِيَ عَنْهُ الصَّفْقُ بِالاَسْوَاقِ -

৫৪৪৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র)..... উবায়দ ইব্‌ন উমায়র (র) থেকে বর্ণিত। (খলীফা) উমার (রা)-এর কাছে আবূ মূসা (রা) তিনবার অনুমতি চাইলেন। তখন (জবাব না পেয়ে) তিনি যেন তাঁকে ব্যস্ততায় নিমগ্ন মনে করে ফিরে গেলেন। তখন উমার (রা) বললেন, আমরা কি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কায়স (আবূ মূসা)-এর আওয়ায শুনিনি? তাকে অনুমতি দাও! তখন তাকে উমারের কাছে ডাকা হল। তখন তিনি তাঁকে বললেন, এরূপ করতে তোমাকে কিসে বাধ্য করেছে? তিনি বললেন, আমাদের এরূপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি বললেন, অবশ্যই তুমি এ বিষয়ে প্রমাণ পেশ করবে, অন্যথায় আমি অবশ্যই এমন করব (শাস্তি দিব)। তিনি বেরিয়ে গিয়ে আনসারীদের এক মজলিসে পৌঁছেলেন। তাঁরা বললেন, আমাদের মাঝের সবচে' কম বয়সের ব্যক্তিই এ বিষয়ে তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। তখন আবূ সাঈদ (রা) উঠলেন এবং বললেন, আমাদের এরূপই নির্দেশ দেয়া হয়। তখন উমার (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এ বিষয়টি আমার কাছে গুপ্ত রয়েছে। (কারণ) বাজারের ব্যবসায় আমাকে এ বিষয় থেকে গাফিল রেখেছে।

٥٤٤٧- حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ يَعْنِي ابْنَ شُمَيْلٍ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ النَّضْرِ الْهَانِي عَنْهُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ -

৫৪৪৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ও হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়স (র)..... ইব্‌ন জুরায়জ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে রাবী নায্‌র (র) তাঁর বর্ণিত হাদীসে 'বাজারের বেচাকেনা আমাকে এ বিষয় থেকে গাফিল রেখেছে'- বাক্যটি উল্লেখ করেননি।

٥٤٤٨- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَبُو عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ جَاءَ أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ هٰذَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ قَيْسٍ فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ هٰذَا أَبُو مُوسَى السَّلَامُ عَلَيْكُمْ هٰذَا الْأَشْعَرِيُّ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ رُدُّوا عَلَيَّ رُدُّوا عَلَيَّ فَجَاءَ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى مَا رَدَّكَ كُنَّا فِي شُغْلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ الْاِسْتِيذَانُ ثَلَاثٌ فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَارْجِعْ قَالَ لَتَأْتِيَنِّي عَلَى هٰذَا بِبَيِّنَةٍ وَإِلَّا فَعَلْتُ وَفَعَلْتُ فَذَهَبَ أَبُو مُوسَى قَالَ عُمَرُ إِنْ وَجَدَ بَيِّنَةً تَجِدُوهُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ عَشِيَّةً وَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَيِّنَةً فَلَمْ تَجِدُوهُ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ بِالْعَشِيِّ وَجَدُوهُ قَالَ يَا أَبَا مُوسَى مَا تَقُولُ أَقَدْ وَجَدْتَ قَالَ نَعَمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ عَدْلٌ قَالَ يَا أَبَا الطُّفَيْلِ مَا يَقُولُ هٰذَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ ذٰلِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَلَا تَكُونَنَّ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ إِنَّمَا سَمِعْتُ شَيْئًا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَثَبَّتَ -

৫৪৪৮. হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়স আবূ আম্মার (র)..... আবূ বুরদা (রা) সূত্রে আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। আবূ বুরদা (র) বলেন, আবূ মূসা (রা) উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর কাছে এসে বললেন, আস্‌সালামু

আলাইকুম- এ (আমি) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কায়স। কিন্তু তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন না। তখন (আবার) বললেন, আস্‌সালামু আলাইকুম-এই যে, আবূ মূসা। আস্‌সালামু আলাইকুম-এই যে আশআরী। এরপর (জবাব না পেয়ে) তিনি ফিরে গেলেন। তখন উমার (রা) বললেন, (তাকে) আমার কাছে ফিরিয়ে আন, আমার কাছে ফিরিয়ে আন। ফিরে এলে তিনি বললেন, কিসে তোমাকে ফিরিয়ে দিল, হে আবূ মূসা? আমরা কোন কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি 'অনুমতি চাওয়া তিনবার।' এতে তোমাকে অনুমতি দেওয়া হলে ভাল, অন্যথায় ফিরে যাও। উমার (রা) বললেন, এ বিষয়ে অবশ্যই তুমি আমার কাছে প্রমাণ নিয়ে আসবে। অন্যথায় আমি এমন করব তেমন করব, (শাস্তি দিব)। তখন আবূ মূসা (রা) চলে গেলেন। উমার (রা) বললেন, প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারলে, বিকালে তাকে তোমরা মিম্বারের কাছে দেখতে পাবে, আর যদি প্রমাণ না পায়, তা হলে তোমরা তাকে দেখতে পাবে না। বিকালে তিনি এলে তাঁরা তাঁকে (মিম্বারের কাছে দেখতে) পেল। উমার (রা) বললেন, হে আবূ মূসা! কি বলছ? প্রমাণ পেয়েছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ উবাই ইব্‌ন কা'ব! তিনি বললেন, ইনি বিশ্বস্ত! তখন উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন ঃ হে আবূ তুফায়ল![1] ইনি কী বলেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এরূপ বলতে আমি শুনেছি হে ইব্‌ন খাত্তাব! আপনি কখনো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণের জন্য আযাব স্বরূপ হয়ে পড়বেন না। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ্! (আমি তা কখনো চাই না)। আমি তো একটি বিষয় শোনার পর সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত হতে আমার আগ্রহ হয়।

٥٤٤٩- وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى بِهٰذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَأَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ نَعَمْ فَلَا تَكُنْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا بَعْدَهُ -

৫৪৪৯. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবান (র)..... তাল্‌হা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) থেকে এ সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, উমার (রা) (উবাইকে লক্ষ্য করে) বললেন, হে আবুল মুন্‌যির[2] আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে একথা শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে, হে ইব্‌ন খাত্তাব! আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীদের জন্য আযাব স্বরূপ হবেন না। কিন্তু উমার (রা)-এর সুবহানাল্লাহ্ ও পরবর্তী উক্তি উল্লেখ করেননি।

٢٦٥- بَابُ كَرَاهَةِ قَوْلِ الْمُسْتَأْذِنِ أَنَا إِذَا قِيْلَ مَنْ هٰذَا

২৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ অনুমতিপ্রার্থীকে 'কে ওখানে' জিজ্ঞাসা করা হলে 'আমি' বলে জবাব দেওয়া মাকরূহ

٥٤٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَدَعَوْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ هٰذَا قُلْتُ أَنَا قَالَ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُوْلُ أَنَا أَنَا-

---

১. আবূ তুফায়ল উবাই ইব্‌ন কাব (রা)-এর একটি কুনিয়াত।

২. আবুল মুন্‌যির উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-এর আর একটি 'কুনিয়াত'।

৫৪৫০. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন মুসায়র (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর গৃহে এসে তাঁকে ডাকলাম। নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ কে'? আমি বললাম, 'আমি'। রাবী [জাবির (রা)] বলেন, তখন তিনি বের হয়ে এলেন এবং বলছিলেন, আমি! আমি!!

٥٤٥١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَالَ وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ أَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَا أَنَا-

৫৪৫১. ইয়াহ্ইয়া ইবন ইয়াহ্ইয়া ও আবূ বাকর ইবন আবূ শায়বা (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে অনুমতি চাইলাম। তিনি বললেন, 'এ কে'? আমি বললাম, 'আমি'। তখন নবী ﷺ বললেন, আমি! আমি!!

٥٤٥٢- وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى قَالَ حَدَّثَنِي وَهْبُ ابْنُ جَرِيرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمْ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ-

৫৪৫২. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও আবদুর রাহমান ইবন বিশ্র (র) সকলেই শু'বা (র) সূত্রে উক্ত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তাঁদের বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তিনি যেন তা ('আমি' 'আমি' বলা) অপসন্দ করলেন।

٢٦٦- بَابُ تَحْرِيمِ النَّظَرِ فِي بَيْتِ غَيْرِهِ-

২৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ অন্যের ঘরের ভিতরে উঁকি দেওয়া হারাম

٥٤٥٣- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى ح قَالَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ فِي جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ-

৫৪৫৩. ইয়াহ্ইয়া ইবন ইয়াহ্ইয়া, মুহাম্মদ ইবন রুম্হ্ ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... সাহল ইবন সা'দ আস-সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরজার একটি ছিদ্র দিয়ে তাকাল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে একটি চিরুনি ছিল, যা দিয়ে তিনি তাঁর মাথা চুলকাতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন ঃ আমি যদি জানতাম যে, তুমি আমাকে দেখছ, তা হলে অবশ্যই তা দিয়ে তোমার চোখে আঘাত করতাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরও বললেন ঃ চোখের কারণেই তো অনুমতির (বিধান) করা হয়েছে।

٥٤٥٤- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ ابْنَ سَعْدٍ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِدْرًى يُرَجِّلُ بِهِ رَأْسَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ طَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ-

৫৪৫৪. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)..... ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ আনসারী (রা) তাঁকে বলেছেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর গৃহের একটি ছিদ্র দিয়ে তাকাল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাতে একটি চিরুনি ছিল, যা দিয়ে তিনি তাঁর মাথা চুলকাচ্ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, আমি যদি জানতাম যে, তুমি দেখছ, তাহলে এটা দিয়ে তোমার চোখে আঘাত করতাম। চোখের কারণেই আল্লাহ্ অনুমতির বিধান করেছেন।

٥٤٥٥- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَيُونُسَ-

৫৪৫৫. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, আম্‌রুন-নাকিদ, যুহায়র ইব্‌ন হারব, ইব্‌ন আবূ উমার ও আবূ কামিল জাহ্‌দারী (র)..... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আল-লায়স (র) ও ইউনুস (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٤٥٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى وَأَبِي كَامِلٍ قَالَ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ إِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ أَوْ مَشَاقِصَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَخْتِلُهُ لِيَطْعَنَهُ-

৫৪৫৬. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, আবূ কামিল ফুযায়ল ইব্‌ন হুসায়ন ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কোন হুজরার অভ্যন্তরে তাকাল। তিনি তখন তাকে লক্ষ্য করে একটি তীরের ফলক কিংবা রাবীর সন্দেহ কয়েকটি ফলক নিয়ে দাঁড়ালেন। আমি যেন (এখনও ঐ দৃশ্য) দেখছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে আঘাত করার উদ্দেশ্যে তার অসতর্কতার অবকাশ খুঁজছেন।

٥٤٥٧- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَأُوا عَيْنَهُ-

৫৪৫৭. যুহায়র ইবন হারব (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে, ব্যক্তি কোন কাওমের ঘরে তাদের অনুমিত ব্যতিরেকে উঁকি-ঝুঁকি মারে, তা হলে তার চোখ ফুঁড়ে দেওয়া তাদের জন্য বৈধ হয়।

٥٤٥٨- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ-

৫৪৫৮. ইবন আবূ উমার (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি বিনা অনুমতিতে তোমার প্রতি উঁকি ঝুঁকি মারে, আর তুমি তাকে কংকর মেরে তার চোখ ফুঁড়ে দাও, তাহলে তোমার কোন দোষ নেই।

٢٦٧- بَابُ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ

২৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ হঠাৎ দৃষ্টি পড়া

٥٤٥٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ح قَالَ وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ كِلاَهُمَا عَنْ يُونُسَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي-

৫৪৫৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ, আবূ বাকর ইবন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... জারীর ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর কাছে হঠাৎ দৃষ্টিপড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন, আমি যেন আমার চোখ ফিরিয়ে নিই।

٥٤٦٠- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلاَهُمَا عَنْ يُونُسَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫৪৬০. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র)..... ইউনুস (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

كِتَابُ السَّلَامِ

অধ্যায় ঃ সালাম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ السَّلَامِ

অধ্যায় ঃ সালাম

٢٦٨- بَابُ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيْ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ

২৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ আরোহী পথচারীকে এবং অল্পসংখ্যক অধিক সংখ্যককে সালাম করবে

٥٤٦١- حَدَّثَنِيْ عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ زِيَادٌ اَنَّ ثَابِتًا مَوْلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيْ وَالْمَاشِيْ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ-

৫৪৬১. উক্‌বা ইব্‌ন মুক্‌রাম ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মারযূক (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আরোহী ব্যক্তি পথচারীকে, পথচারী ব্যক্তি বসে থাকা ব্যক্তিকে এবং অল্প সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যককে সালাম করবে।

٢٦٩- بَابُ مِنْ حَقِّ الْجُلُوْسِ عَلَى الطَّرِيْقِ رَدُّ السَّلَامِ-

২৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ সালামের জবাব দেয়া রাস্তায় বসার হক

٥٤٦٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ كُنَّا قُعُوْدًا بِالْاَفْنِيَةِ نَتَحَدَّثُ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ اجْتَنِبُوْا مَجَالِسَ الصُّعُدَاتِ فَقُلْنَا اِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَاسٍ قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ وَنَتَحَدَّثُ فَقَالَ اِمَّا لَا فَاَدُّوْا حَقَّهَا غَضُّ الْبَصَرِ وَرَدُّ السَّلَامِ وَحُسْنُ الْكَلَامِ-

৫৪৬২. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... ... ইস্‌হাক ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ তাল্‌হার পিতা [আবদুল্লাহ্ (রা)] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (বাড়ির সামনের খোলা) আংগিনায় বসে কথাবার্তা বলছিলাম। তখন

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এলেন এবং আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, রাস্তা-ঘাটে বৈঠক-মজলিস করা তোমাদের অভ্যাস কেন? রাস্তাঘাটে মজলিস-বৈঠক করা তোমরা বর্জন করবে। আমরা বললাম, আমরা তো বসেছি কোনও অসুবিধা করার উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। আমরা বসে আলাপ-আলোচনা ও কথাবার্তা বলছি। তিনি বললেন, যদি তা না করে না পার, তা হলে রাস্তার হক আদায় করবে। আর তা হলো দৃষ্টি অবনত রাখা, সালামের জবাব দেওয়া এবং উত্তম কথা বলা।

٥٤٦٣- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ ابْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ بِالطُّرُقَاتِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَالَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيْهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَبَيْتُمْ اِلاَّ الْمَجْلِسَ فَاَعْطُوْا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ قَالُوْا وَمَا حَقُّهُ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الاَذٰى وَرَدُّ السَّلاَمِ وَالاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ-

৫৪৬৩. সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ (র) ... ... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাকবে। তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রাস্তায় বসা ছাড়া আমাদের উপায় নেই। সেখানে আমরা কথাবার্তা বলি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ একান্তই যদি তোমাদের বসতে হয়, তাহলে তোমার রাস্তার হক আদায় করবে। তারা জিজ্ঞাসা করলেন, রাস্তার হক কি? তিনি ইরশাদ করলেন, দৃষ্টি অবনত রাখা, (কাউকে) কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেওয়া এবং সৎকাজের আদেশ করা ও মন্দকাজে নিষেধ করা।

٥٤٦٤- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِىُّ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَنْ هِشَامٍ يَعْنِىْ ابْنَ سَعْدٍ كِلاَهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ بِهٰذَا الاِسْنَادِ-

৫৪৬৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ... ... যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٧٠- بَابُ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ رَدُّ السَّلاَمِ

২৭০. অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানের প্রতি মুসলমানের হক সালামের জবাব দেয়া

٥٤٦٥- حَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَقُّ الْمُسْلِمِ خَمْسٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى اَخِيْهِ رَدُّ السَّلاَمِ وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ وَاِجَابَةُ

الدَّعْوَةِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ كَانَ مَعْمَرٌ يُرْسِلُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَاسْنَدَهُ مَرَّةً عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-

৫৪৬৫. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ... ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এক মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের হক পাঁচটি। অন্য সূত্রে আব্দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, পাঁচটি বিষয় মুসলমানের জন্য তার ভাইয়ের ব্যাপারে ওয়াজিব ঃ ১. সালামের জবাব দেওয়া, ২. হাঁচিদাতাকে (তার আলহামদু লিল্লাহ্ বলার জবাবে) রহমতের দু'আ করা, ৩. দা'ওয়াত কবূল করা, ৪. অসুস্থকে দেখতে যাওয়া এবং ৫. জানাযার সাথে গমন করা। (রাবী) আবদুর রায্যাক (র) বলেন, মা'মার (র) এ হাদীস যুহরী (র) থেকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করতেন, এরপর তিনি ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে পূর্ণ সনদে বর্ণনা করেছেন।

٥٤٦٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ قِيلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ-

৫৪৬৬. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আইয়ূব, কুতায়বা ও ইব্‌ন হুজ্‌র (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুসলমানের প্রতি মুসলমানের হক ছয়টি। জিজ্ঞাসা করা হল, সেগুলো কী, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি ইরশাদ করলেন (সেগুলো হল) ঃ ১. তার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হলে তাকে সালাম করবে, ২. তোমাকে দাওয়াত করলে তা তুমি গ্রহণ করবে, ৩. সে তোমার কাছে সৎ পরামর্শ চাইলে, তুমি তাকে সৎ পরামর্শ দিবে, ৪. সে হাঁচি দিয়ে আলহামদু লিল্লাহ্ বললে, তার জন্য তুমি (ইয়ারহামুকাল্লাহ্ বলে) রহমতের দু'আ করবে, ৫. সে অসুস্থ হলে তার সেবা-শুশ্রূষা করবে এবং ৬. সে মারা গেলে তার (জানাযার) সঙ্গে যাবে।

٢٧١- بَابُ النَّهْيِ عَنِ ابْتِدَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالسَّلاَمِ وَكَيْفَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ-

২৭১. অনুচ্ছেদ ঃ আহলি কিতাব (ইয়াহূদী-নাসারা)-কে আগে সালাম করার নিষেধাজ্ঞা এবং তাদের সালামের জবাব দেওয়ার বিবরণ

٥٤٦٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ-

৫৪৬৭. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও ইসমাঈল ইব্‌ন সালিম (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আহলে কিতাবের কেউ তোমাদের সালাম করলে তোমরা (শুধু এতটুকু) বলবে, 'ওয়া আলাইকুম' (তোমাদের প্রতিও)।

٥٤٦٨- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ح قَالَ وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْنَا فَكَيْفَ نَرُدُّ عَلَيْهِمْ قَالَ قُولُوا وَعَلَيْكُمْ-

৫৪৬৮. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ... ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবীগণ নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন, আহলে কিতাবরা আমাদের সালাম করে থাকে, আমরা কিভাবে তাদের জবাব দিব? তিনি বললেন, তোমরা বলবে, 'ওয়া আলাইকুম।'

٥٤٦٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى بْنِ يَحْيَى قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمُ السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُلْ وَعَلَيْكَ-

৫৪৬৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া , ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইউব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজর (র) ... ... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ ইয়াহূদীরা যখন তোমাদের প্রতি সালাম করে, তখন কেউ বলে 'আস্সামু আলাইকুম (তোমাদের মরণ হোক)। তখন তুমি বলবে, 'ওয়া আলাইকা' (তোমারও হোক)।

٥٤٧٠- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ أَنَّهُ قَالَ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ-

৫৪৭০. যুহায়র ইব্ন হারব (র) ... ... ইব্ন উমার (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেন। তবে তিনি বলেছেন, তখন 'তোমরা বলবে, 'ওয়া আলাইকুম'।

٥٤٧١- وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ قَالَتْ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ-

৫৪৭১. আম্রুন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) ... ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন একদল ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে (সাক্ষাতের) অনুমতি চাইল। তারা তখন বলল, السَّامُ عَلَيْكُمْ (তোমাদের

মরণ হোক)! তখন আয়েশা (রা) বললেন, بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ (বরং তোমাদের উপরে মরণ ও অভিশাপ বর্ষিত হোক)! তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে আয়েশা! আল্লাহ্ তা'আলা সব বিষয়ে উদারতা পসন্দ করেন। আয়েশা (রা) বললেন, আপনি কি তাদের উক্তি শোনেন নি? তিনি বললেন, আমিও তো বলে দিয়েছি 'ওয়া আলাইকুম' (তোমাদের উপরেও)।

٥٤٧٢- حَدَّثَنَاهُ حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَدْ قُلْتُ عَلَيْكُمْ وَلَمْ يَذْكُرُوا الْوَاوَ-

৫৪৭২. হাসান ইব্ন আলী হুলওয়ানী ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ... ... যুহ্রী (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে এ দু'জনের বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমি তো বলেছি 'আলাইকুম' (তোমাদের উপরে) তারা ' و ' অব্যয়টির উল্লেখ করেননি।

٥٤٧٣- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ أُنَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ قَالَ وَعَلَيْكُمْ قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَالذَّامُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ لَا تَكُونِي فَاحِشَةً فَقَالَتْ مَا سَمِعْتَ مَا قَالُوا فَقَالَ أَوَ لَيْسَ قَدْ رَدَدْتُ عَلَيْهِمُ الَّذِي قَالُوا قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ-

৫৪৭৩. আবূ কুরায়ব (র) ... ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে কয়েকজন ইয়াহূদী এল। তারা বলল- السَّامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ (হে আবূ কাসিম! তোমার মরণ হোক)। তিনি বললেন, وَعَلَيْكُمْ (তোমাদের উপরেও)। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম- بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَالذَّامُ বরং তোমাদের মরণ ও দুর্নাম হোক। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে আয়েশা! তুমি কঠোর বাক্য প্রয়োগকারিণী হয়ো না। তিনি বললেন, তারা কি বলেছে, তা কি আপনি শোনেন নি? তিনি বললেন, তারা যা বলেছিল, তা-ই কি আমি তাদের ফিরিয়ে দেইনি? আমি বলেছি- 'ওয়া আলাইকুম' (তোমাদের উপরেও)।

٥٤٧٤- وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَفَطِنَتْ بِهِمْ عَائِشَةُ فَسَبَّتْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَهْ يَا عَائِشَةُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ وَزَادَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ-

৫৪৭৪. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) ... ... আ'মাশ (র) উক্ত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, আয়েশা (রা) তাদের দুরভিসন্ধি ধরে ফেললেন এবং তাদের গালি দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

বললেন, থামো, হে আয়েশা। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা অশ্লীলতা ও অশ্লীলপরায়ণতা পসন্দ করেন না। তিনি বর্ধিত রিওয়ায়াত করেছেন, তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ নাযিল করলেন ঃ আর যখন তারা (ইয়াহূদীরা) আপনার কাছে আসে, তখন তারা আপনাকে এমন (বাক্য বলে) অভিবাদন করে, যেমন (বাক্য দিয়ে) আল্লাহ্ও আপনাকে অভিবাদন করেননি... আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

٥٤٧٥- حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُولُ سَلَّمَ نَاسٌ مِنْ يَهُودَ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ وَعَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَغَضِبَتْ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ بَلَى قَدْ سَمِعْتُ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِمْ وَإِنَّا نُجَابُ عَلَيْهِمْ وَلاَ يُجَابُونَ عَلَيْنَا-

৫৪৭৫. হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ্ ও হাজ্জাজ ইব্ন শাঈর (র) ... ... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইয়াহূদীদের কয়েকজন লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সালাম করল। তারা বলল 'আস্সামু 'আলাইকা ইয়া আবাল কাসিম!' তিনি বললেন, 'ওয়া আলাইকুম!' তখন আয়েশা (রা) বললেন, তখন তিনি রেগে গিয়েছিলেন- তারা কি বলল, আপনি কি শোনেন না? তিনি বললেন হ্যাঁ, শুনেছি এবং তাদের উপর তা ফিরিয়ে দিয়েছি, আর তাদের বিরুদ্ধে আমাদের (দু'আ) কবূল হয়। অথচ আমাদের বিরুদ্ধে তাদের (দু'আ) কবূল হয় না।

٥٤٧٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ-

৫৪৭৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ইয়াহূদী ও নাসারাদের আগে সালাম দিও না। আর তাদের কাউকে পথে দেখলে তাকে তার সংকীর্ণ অংশে (চলতে) বাধ্য কর।

٥٤٧٧- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ إِذَا لَقِيتُمُ الْيَهُودَ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ-

৫৪৭৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না, আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... ওয়াকী '(র) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে-'যখন তোমরা ইয়াহূদীদের দেখতে পাবে ...'। আর শু'বা (র) থেকে গৃহীত ইব্ন জাফর (র) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে- 'তিনি আহলে কিতাব সম্পর্কে বলেছেন'। ... এবং জারীর (র) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে -'যখন তোমরা তাদের দেখতে পাবে' ... তিনি মুশরিকদের কোন দলের নাম নির্দেশ করেননি।

٢٧٢- بَابُ اسْتِحْبَابُ السَّلَامِ عَلَى الصِّبْيَانِ

২৭২. অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদের সালাম করা মুস্তাহাব

٥٤٧٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى غِلْمَانٍ لَهُمْ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ -

وَحَدَّثَنِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ-

৫৪৭৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ... ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিশোরদের কাছ দিয়ে (পথ) অতিক্রম করলেন, তখন তিনি তাদের সালাম করলেন।

ইসমাঈল ইব্ন সালিম (র) সাইয়ার (র)..... সূত্রে উল্লিখিত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٤٧٩- وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَحَدَّثَ ثَابِتٌ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَعَ أَنَسٍ فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَحَدَّثَ أَنَسٌ كَانَ يَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ-

৫৪৭৯. আম্র ইব্ন আলী ও মুহাম্মদ ইব্ন ওয়ালীদ (র) ..... সাইয়্যার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাবিত বুনানী (র)-এর সঙ্গে পথ চলছিলাম। তিনি একদল বালকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের সালাম করলেন এবং (তখন) সাবিত (র) হাদীস রিওয়ায়াত করলেন যে, তিনি আনাস (রা)-এর সঙ্গে পদব্রজে চলছিলেন। তিনি। (আনাস) একদল বালকের পাশ দিয়ে গেলেন এবং তাদের সালাম করলেন, আনাস (রা) হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি (একবার) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে পদব্রজে চলছিলেন, তিনি (নবী ﷺ) বালকদের কাছ দিয়ে চললেন এবং তাদের সালাম করলেন।

٢٧٣- بَابُ جَوَازِ جَعْلِ الْإِذْنِ رَفْعِ حِجَابٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْعَلَامَاتِ-

২৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ পর্দা তুলে দেওয়া কিংবা অন্য কোন আলামতকে 'অনুমতি' গণ্য করা জায়েয

٥٤٨٠- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ يُرْفَعَ الْحِجَابُ وَأَنْ تَسْمَعَ سِوَادِي حَتَّى أَنْهَاكَ-

৫৪৮০. আবূ কামিল জাহ্দারী ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... ... ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, আমার কাছে তোমার জন্য প্রবেশের অনুমতি হল পর্দা তুলে রাখা এবং (হুজরায়) আমার আলাপচারিতা শুনতে পাওয়া। যতক্ষণ না আমি তোমাকে নিষেধ করি।

٥٤٨١- وَحَدَّثَنَاهُ أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيْسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫৪৮১. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ... ... হাসান ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٧٤- بَابُ إِبَاحَةِ الْخُرُوْجِ لِلنِّسَاءِ لِقَضَاءِ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ-

২৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ মানুষের প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য স্ত্রীলোকের বাইরে যাওয়ার বৈধতা

٥٤٨٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ لِتَقْضِيَ حَاجَتَهَا وَكَانَتِ امْرَأَةً جَسِيْمَةً تَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمًا لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَاسَوْدَةُ وَاللّٰهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَانْظُرِيْ كَيْفَ تَخْرُجِيْنَ قَالَتْ فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَيْتِيْ وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِيْ يَدِهِ عَرْقٌ فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ خَرَجْتُ فَقَالَ لِيْ عُمَرُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ فَأَوْحَى اللّٰهُ إِلَيْهِ ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِيْ يَدِهِ مَا وَضَعَهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ وَفِيْ رِوَايَةِ أَبِيْ بَكْرٍ يَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمُهَا زَادَ أَبُوْ بَكْرٍ فِيْ حَدِيْثِهِ فَقَالَ هِشَامٌ يَعْنِي الْبِرَازَ-

৫৪৮২. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ... ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের উপরে পর্দার বিধান আরোপের পর সাওদা (রা) তার প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হলেন, তিনি ছিলেন স্থূলদেহী, দেহাকৃতিতে তিনি নারীদের উর্ধ্বে থাকতেন; যারা তাঁকে চিনে, তাদের কাছে নিজেকে লুকাতে পারতেন না। তখন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তাকে দেখতে পেয়ে বললেন, হে সাওদা! আল্লাহ্‌র কসম! তুমি আমাদের কাছে লুকাতে পারবে না। ভেবে দেখ, কেমন করে তুমি বের হচ্ছ? আয়েশা (রা) বলেন, একথা শুনে তিনি উল্টা ফিরে এলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার ঘরে ছিলেন এবং রাতের খাবার গ্রহণ করছিলেন। তাঁর হাতে তখন গোশতযুক্ত একখানা হাড় ছিল। সাওদা (রা) ঢুকে পড়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি বের হয়েছিলাম, উমার আমাকে এই এই কথা বলেছে। আয়েশা (রা) বলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি ওহী নাযিল করেন। তারপর তাঁর উপর থেকে (ওহীর) অবস্থার অবসান হয়। আর তখনও হাড়টি তাঁর হাতে ছিল, তা তিনি রেখে দেননি; তখন তিনি ইরশাদ করলেন ঃ তোমাদের প্রয়োজনে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে (এ বর্ণনা আবূ কুরায়ব-এর)। আর আবূ বাকর (র) বর্ণিত রিওয়ায়াতে রয়েছে, "তাঁর দেহ মহিলাদের উর্ধ্বে থাকত।" আবূ বাকর (র) তাঁর বর্ণিত হাদীসে অধিক রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাবী হিশাম (র) বলেছেন اَلْحَاجَةُ 'প্রয়োজন' অর্থাৎ পায়খানার হাজত।

٥٤٨٣- وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ وَكَانَتِ امْرَأَةً يَفْرَعُ النَّاسَ جِسْمُهَا قَالَ وَإِنَّهُ لَيَتَعَشّٰى-

وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ-

৫৪৮৩. আবূ কুরায়ব (র) ... ... হিশাম (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি বলেছেন, 'তিনি ছিলেন এমন এক মহিলা, যার দেহ লোকদের উর্ধ্বে থাকত। তিনি (আরও) বলেছেন, আর তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের আহার গ্রহণ করছিলেন।

সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ (র)..... হিশাম (র) থেকে উল্লেখিত সনদে এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٤٨٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ ابْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِلَيْلٍ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ احْجُبْ نِسَاءَكَ فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُ فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَاءً وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيلَةً فَنَادَاهَا عُمَرُ أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ حِرْصًا عَلَى أَنْ يُنْزَلَ الْحِجَابُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ الْحِجَابَ-

৫৪৮৪. আবদুল মালিক ইব্‌ন শুআয়ব ইব্‌ন লায়স (র) ... ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্ত্রীগণ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার সময় রাতের বেলা 'মানাসি'-এর দিকে বেরিয়ে যেতেন। الْمَنَاصِعِ (মানাসি) হল প্রশস্ত ময়দান। ওদিকে উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতেন, আপনার স্ত্রীগণের প্রতি পর্দা বিধান করুন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তা করেননি। কোন এক রাতে ইশার সময় নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী সাওদা বিনত যাম্'আ (রা) বের হলেন। তিনি ছিলেন দীর্ঘাঙ্গী মহিলা। উমার (রা) তাঁকে ডাক দিয়ে বললেন, হে সাওদা! আমরা তোমাকে চিনে ফেলেছি। পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার প্রতি প্রবল আকাঙ্ক্ষায় তিনি এরূপ করলেন। আয়েশা (রা) বলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা পর্দা-বিধি নাযিল করলেন।

٥٤٨٥- حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ-

৫৪৮৫. আমরুন-নাকিদ (র) ... ... ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন

٢٧٥- بَابُ تَحْرِيمِ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَالدُّخُولِ عَلَيْهَا

২৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ নির্জনে আজনাবিয়াহ্[১] স্ত্রীলোকের কাছে অবস্থান করা এবং তার কাছে প্রবেশ করা হারাম

٥٤٨٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ

১. যে নারীর সাথে কোন পুরুষের বিবাহ বন্ধন স্থায়ীভাবে অবৈধ নয়, ইসলামী পরিভাষায় সে নারীকে ঐ পুরুষের জন্য আজনাবিয়াহ তথা অনাত্মীয়া বলা হয়।

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلاَ لاَ يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ-

৫৪৮৬. ইয়াহ্ইয়াহ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আলী ইব্ন হুজ্র, ইব্ন সাব্বাহ্ ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) ... ... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সাবধান! কোন পুরুষ কোন প্রাপ্ত বয়স্কা নারীর কাছে কিছুতেই রাত যাপন করবে না; তবে যদি সে তার স্বামী হয় অথবা মুহ্রিম হয়।

٥٤٨٧- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ-

৫৪৮৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন রুম্হ্ (র) ... ... উকবা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সাবধান! স্ত্রীলোকদের (আজনাবিয়াহ্) কাছে তোমরা প্রবেশ করবে না। তখন আনসারীদের এক ব্যক্তি বলল, দেবর সম্বন্ধে আপনার কি অভিমত? তিনি বললেন, দেবর তো মৃত্যু।

٥٤٨٨- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَحَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ حَدَّثَهُمْ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫৪৮৮. আবূ তাহির (র) ... ... ইয়াযীদ আবূ হাবীব (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٤٨٩- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ الْحَمْوُ أَخُو الزَّوْجِ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ أَقَارِبِ الزَّوْجِ ابْنُ الْعَمِّ وَنَحْوُهُ-

৫৪৮৯. আবূ তাহির (র) ... ... ইব্ন ওহাব (র) বলেন, লায়স ইব্ন সাদ (র)-কে আমি বলতে শুনেছি যে, الحمو শব্দের অর্থ স্বামীর ভাই (দেবর-ভাশুর) এবং স্বামীর আত্মীয়দের মাঝে তার (স্বামীর ভাইয়ের) সমপর্যায়ের চাচাত ভাই প্রভৃতি।

٥٤٩٠- وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو ح قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَنِي أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو وَابْنَ الْعَاصِ حَدَّثَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ فَرَآهُمْ فَكَرِهَ ذَلِكَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ لَمْ أَرَ إِلاَّ خَيْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ

ذٰلِكَ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ لاَ يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هٰذَا عَلَى مُغِيْبَةٍ اِلاَّ وَمَعَهُ رَجُلٌ اَوِ اثْنَانِ-

৫৪৯০. হারূন ইব্‌ন মা'রূফ ও আবূ তাহির (র) ... ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন আস (রা) আবদুর রহমান ইব্‌ন জুবায়র (রা)-কে হাদীস শুনিয়েছেন যে, বনু হাশিম গোত্রের একদল লোক আসমা বিনত উমায়স (রা)-এর কাছে এল। তখন আবূ বাকর সিদ্দীক (রা)-ও (ঘরে) ঢুকলেন। তখন তিনি [আসমা (রা)] তাঁর স্ত্রী ছিলেন। তাদের দেখতে পেয়ে ঐ বিষয়টি (অনুমতিবিহীন প্রবেশ) তিনি অপসন্দ করলেন। তিনি তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে আলোচনা করলেন এবং (একথাও) বললেন, 'অকল্যাণের কিছুই দেখিনি।' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাকে এ থেকে নির্দোষ রেখেছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বারে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমার আজকের এ দিনের পরে কোন পুরুষ তার সাথে আর একজন পুরুষ কিংবা দু'জন ব্যতীত কোন এমন স্ত্রীর কাছে প্রবেশ করবে না যার স্বামী অনুপস্থিত।

٢٧٦- بَابُ بَيَانِ اَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ رَاىٰ خَالِيًا بِامْرَاَةٍ وَكَانَتْ زَوْجَتَهُ اَوْ مُحْرِمًا لَهُ اَنْ يَقُوْلَ هٰذِهِ فُلاَنَةُ لِيَدْفَعَ ظَنَّ السُّوْءِ بِهِ-

২৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ কোন লোককে স্ত্রীলোকের সাথে একাকী দেখলে এবং সে মহিলা তার স্ত্রী কিংবা মুহরিম হলে কুধারণা আপনোদনের জন্য বলে দেয়া মুস্তাহাব যে, এ স্ত্রীলোক অমুক

٥٤٩١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ مَعَ اِحْدٰى نِسَائِهِ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَدَعَاهُ فَجَاءَ فَقَالَ يَا فُلاَنُ هٰذِهِ زَوْجَتِي فُلاَنَةُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ كُنْتُ اَظُنُّ بِهِ فَلَمْ اَكُنْ اَظُنُّ بِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مِنَ الْاِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ-

৫৪৯১. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা ইব্‌ন কা'নাব (র) ... ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর স্ত্রীগণের কোন একজনের সঙ্গে ছিলেন, তখন তাঁর কাছ দিয়ে এক ব্যক্তি যাচ্ছিল। তিনি তাকে ডাকলেন। সে (কাছে) এলে বললেন ওহে, এ হচ্ছে আমার অমুক সহধর্মিণী। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অন্য কারো ব্যাপারে আমি কুধারণা করলেও হয়ত করতাম, কিন্তু আপনার ব্যাপারে তো কুধারণা করতাম না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ শয়তান মানুষের রক্ত প্রবাহের শিরায় শিরায় চলাচল করে থাকে।

٥٤٩٢- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مُعْتَكِفًا فَاَتَيْتُهُ اَزُوْرُهُ لَيْلاً فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ لاَنْقَلِبَ فَقَامَ مَعِيَ لِيَقْلِبَنِيْ وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الْاَنْصَارِ فَلَمَّا رَاَيَا النَّبِيَّ ﷺ اَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى رِسْلِكُمَا

اِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَقَالاَ سُبْحَانَ اللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنَ الْاِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ وَاِنِّى خَشِيْتُ اَنْ يَقْذِفَ فِى قُلُوْبِكُمَا شَرًّا اَوْ قَالَ شَيْئًا ●

وَحَدَّثَنِيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ اَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا جَاءَتْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَزُوْرُهُ فِى اعْتِكَافِهِ فِى الْمَسْجِدِ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ وَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْلِبُهَا ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ مَعْمَرٍ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الْاِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ وَلَمْ يَقُلْ يَجْرِى-

৫৪৯২. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (রা) (শব্দ বর্ণনায় তারা উভয়ে কাছাকাছি) ..... সাফিয়্যা বিন্‌ত হুয়াই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ই'তিকাফরত অবস্থায় ছিলেন। আমি রাতের বেলা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে এলাম। (কিছু সময়) তাঁর সঙ্গে কথা বললাম, তারপর ফিরে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। তিনিও আমাকে বিদায় দেওয়ার জন্য আমার সাথে উঠে দাঁড়ালেন। (রাবী বলেন,) তখন তাঁর [সাফিয়্যা (রা)]-এর বাসস্থান ছিল উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-এর বাড়িতে। তখন (সেখানে দিয়ে) আনসারীদের দুই ব্যক্তি যাচ্ছিল। তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে (এক মহিলার সাথে) দেখতে পেয়ে দ্রুত যেতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা দু'জন ধীরে ধীরে চল। এ কিন্তু সাফিয়্যা বিন্‌ত হুয়াই (আমার স্ত্রী)। তারা দু'জন বলল, সুব্‌হানাল্লাহ্! ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (আমরা তো কিছু মনে করিনি)। তিনি বললেন ঃ শয়তান মানুষের শিরায় শিরায় চলাচল করে। আর আমি শংকিত হলাম যে, সে তোমাদের উভয়ের অন্তরে কোন কুধারণা কিংবা (বর্ণনা সন্দেহ) এ জাতীয় কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুর রহমান আদ্-দারিমী (র) ... ... আলী ইব্‌ন হুসায়ন (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সহধর্মিণী সাফিয়্যা (রা) তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রমযানের শেষ দশকে মসজিদে (নববীতে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ই'তিকাফকালে তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তিনি তাঁর সঙ্গে কিছু সময় কথাবার্তা বললেন, এরপর ফিরে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। নবী ﷺ -ও তাঁকে বিদায় দিতে উঠে দাঁড়ালেন .....। এরপর (পূর্ববর্তী হাদীসের রাবী) মা'মার (র) বর্ণিত হাদীসের মর্মানুযায়ী হাদীস উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, নবী ﷺ বললেন ঃ শয়তান মানুষের রক্ত প্রবাহের শিরায় শিরায় পৌঁছে। 'চলে' 'প্রবাহিত হয়' বলেননি (বরং তিনি এ রিওয়ায়াত يَبْلُغُ مَبْلَغَ الدَّمِ বলেছেন, তিনি يَجْرِى বলেননি।

٢٧٧- بَابُ مَنْ اَتٰى مَجْلِسًا فَوَجَدَ فُرْجَةً فَجَلَسَ فِيْهَا وَاِلاَّ وَرَاءَهُمْ-

২৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ কোন মজলিসে হাযির হয়ে ফাঁকা জায়গা পেলে সেখানে বসে পড়া; অন্যথায় সবার পিছনে বসা

٥٤٩٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ اَنَّ اَبَا مُرَّةَ مَوْلٰى عَقِيْلِ بْنِ اَبِى طَالِبٍ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِى وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلاَثَةٌ فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ قَالَ فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ فَآوَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ -

৫৪৯৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... ... আবূ ওয়াকিদ লায়সী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে আমাদের মধ্যে বসা ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে সাহাবীগণের এক জামাআত। এ সময় তিনজনের একটি দল আসতে লাগলো। এদে দু'জন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দিকে এগিয়ে এল, আর একজন চলে গেল। রাবী বলেন, তারা দু'জন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে থেমে গেল। তারপর তাদের একজন সমাবেশের মাঝে একটু ফাঁকা জায়গা দেখতে পেয়ে সেখানে বসে গেল, দ্বিতীয়জন তাদের (মজলিসের) পিছনে বসল আর তৃতীয় ব্যক্তি পেছনে ফিরে যেতে লাগল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (মজলিস থেকে) ফারেগ হলে বললেন, শোন। তিনজনের ক্ষুদে দলটি সম্পর্কে কি আমি তোমাদের খবর দিব না? তাদের একজন তো আল্লাহ্‌র নিকটে আশ্রয় নিল, আল্লাহ্ তা'আলাও তাকে আশ্রয় দিলেন। আর একজন লজ্জা-সংকোচ করল, আল্লাহ্ তার লজ্জা-(এর মর্যাদা) রক্ষা করলেন। আর তৃতীয়জন ফিরে গেল, আল্লাহ্ তা'আলাও তার থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন।

٥٤٩٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبٌ وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالاَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَهُ فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ فِي الْمَعْنَى -

৫৪৯৪. আহ্‌মদ ইব্‌ন মুনযির ও ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) ... ... ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবূ কাসীর (র) থেকে বর্ণিত যে, ইসহাক ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ তালহা (র) এ সনদে তার কাছে অনুরূপ অর্থের হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٧٨ بَابُ تَحْرِيمِ إِقَامَةِ الإِنْسَانِ مِنْ مَوْضِعِهِ الْمُبَاحِ الَّذِي سَبَقَ إِلَيْهِ -

২৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ আগে এসে বসা বৈধ, অবস্থান থেকে কোন মানুষকে উঠিয়ে দেওয়া হারাম

٥٤٩٥- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ -

৫৪৯৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, মুহাম্মদ ইব্‌ন রুম্‌হ্ ইব্‌ন মুহাজির (র) ... ... ইব্‌ন উমার (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ কখনো কোন মানুষকে তার বসার স্থান থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে বসবে না।

٥٤٩٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ح قَالَ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ مِنْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا -

৫৪৯৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, ইব্ন নুমায়র, যুহায়র ইব্ন হারব, ইব্ন মুসান্না ও আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ... ... ইব্ন উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ কোন মানুষ কোন মানুষকে তার বৈঠক থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে বসবে না। বরং তোমরা (বলবে) গুঞ্জায়েশ করে দাও, জায়গা করে দাও।

٥٤٩٧- وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِي الْحَدِيثِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ قُلْتُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا -

৫৪৯৭. আবূ রবী', আবূ কামিল, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) ... ... ইব্ন উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে (পূর্বোক্ত হাদীসের রাবী) লায়স (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এদের বর্ণিত হাদীসে এরা 'বরং তোমরা গুঞ্জায়েশ করে দাও, জায়গা করে দাও,' (কথাটি) উল্লেখ করেননি। আর (তৃতীয় সনদের) রাবী ইব্ন জুরায়জ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, আমি নাফিকে' জিজ্ঞাসা করলাম-(এ বিধান) কি জুমু'আর দিনের জন্য? তিনি বললেন, জুমু'আ ও অন্যান্য (সব) দিনের জন্য।

٥٤٩٨- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَيُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ثُمَّ يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ عَنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ -

৫৪৯৮. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ... ... ইব্ন উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ তার ভাইকে তার বসার স্থান থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে বসবে না। আর ইব্ন উমার-(রা)-এর অভ্যাস ছিল যে, কোন ব্যক্তি তাঁর জন্য নিজের বসার জায়গা থেকে উঠে গেলে তিনি সেখানে বসতেন না।

٥٤٩٩- وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫৪৯৯ আবদ ইবন হুমায়দ (র), আবদুর রাজ্জাক ও মা'মার (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٥٥٠٠- وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ لِيُخَالِفْ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدَ فِيهِ وَلٰكِنْ يَقُولُ افْسَحُوا -

৫৫০০. সালামা ইবন শাবীব (র) ... ... জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ জুমু'আর দিনে (মসজিদের কাতার থেকে) তার ভাইকে উঠিয়ে দিয়ে তার বসার স্থানে বসবে না বরং সে বলবে, 'জায়গা করে দিন।'

٢٧٩- بَابُ إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ عَادَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ -

২৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ আসন ছেড়ে উঠে গিয়ে পুনরায় ফিরে আসলে সে অগ্রাধিকারী হবে

٥٥٠١- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَقَالَ قُتَيْبَةُ أَيْضًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ-

৫৫০১. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ... ... আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ 'তোমাদের কেউ' যখন (তার আসন থেকে) (সাময়িকভাবে) উঠে যায় ..... [এ বর্ণনা কুতায়বা (র)-এর] ঊর্ধ্বতন রাবী আবদুল আযীয (র)-এর এবং অপর ঊর্ধ্বতন রাবী আবূ আওয়ানা (র) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, যে ব্যক্তি তার আসন ছেড়ে উঠে যায়, তারপর সেখানে ফিরে আসে, তা হলে সে সেই স্থানের অধিক হকদার।

٢٨٠- بَابُ مَنْعِ الْمُخَنَّثِ مِنَ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ-

২৮০. অনুচ্ছেদ ঃ 'অনাত্মীয়' নারীদের কাছে হিজড়াকে প্রবেশে বাধাদান

٥٥٠٢- حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَيْضًا وَاللَّفْظُ هٰذَا قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ مُخَنَّثًا كَانَ عِنْدَهَا وَرَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ لِأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ إِنْ فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا فَإِنِّي أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ قَالَ فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَا يَدْخُلُ هٰؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ-

৫৫০২ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও আবূ কুরায়ব (র) ... ... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক হিজড়া তার কাছে (বসা) ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘরে ছিলেন। সে উম্মে সালামা (রা)-র ভাইকে বলতে লাগল, হে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ উমাইয়া! আল্লাহ্ তা'আলা যদি আগামী দিনে আপনাদেরকে 'তায়িফ' বিজয়ী করেন, তাহলে আপনাকে আমি 'গায়লান-কুমারীকে দেখাবো, সে 'চার'টি নিয়ে সামনে আসে আর 'আট'টি নিয়ে পিছনে ফিরে [১] রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে এ ধরনের কথা বলতে শুনে বললেন, এ যেন তোমাদের কাছে আর প্রবেশ না করে।

٥٥٠٣- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ مُخَنَّثٌ فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ قَالَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً قَالَ إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعٍ وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَا أَرَى هَذَا يَعْرِفُ مَا هَهُنَا لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّ قَالَتْ فَحَجَبُوهُ -

৫৫০৩. আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ... ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক হিজড়া নবী ﷺ -এর স্ত্রীগণের কাছে প্রবেশ করত। লোকেরা তাকে যৌন কামনা রহিত (অনভিজ্ঞ)-দের অন্তর্ভুক্ত মনে করত। রাবী বলেন, নবী ﷺ একটি ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন সে তাঁর কোন স্ত্রীর কাছে ছিল আর সে এক নারীর (দেহ সৌষ্ঠবের) বিবরণ দিয়ে বলছিল, 'যখন সামনে এগিয়ে আসে তখন চার (ভাঁজ) নিয়ে এগিয়ে আসে এবং যখন ফিরে, তখন আটটি নিয়ে ফিরে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এ তো দেখছি এখানকার (নারী রহস্যের) বিষয়াদি বুঝে শুনে। সে যেন তোমাদের কাছে কখনো প্রবেশ না করে। তিনি [আয়েশা (রা)] বলেন, এরপর তাঁরা তার থেকে পর্দা করতেন।

٢٨١- بَابُ جَوَازِ إِرْدَافِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ إِذَا أَعْيَتْ فِي الطَّرِيقِ -

২৮১. অনুচ্ছেদ ঃ 'আজনবী' নারী পথ-শ্রান্ত হলে তাকে আরোহণে সঙ্গী করার বৈধতা[১]

٥٥٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوكٍ وَلَا شَيْءٍ غَيْرَ فَرَسِهِ قَالَتْ فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَكْفِيهِ مَؤُنَتَهُ وَأَسُوسُهُ وَأَدُقُّ النَّوَى لِنَاضِحِهِ وَأَعْلِفُهُ وَأَسْتَقِي الْمَاءَ وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ وَأَعْجِنُ وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ وَكَانَ يَخْبِزُ لِي جَارَاتٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ قَالَتْ وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَأْسِي وَهِيَ عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ قَالَتْ فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ إِخْ إِخْ لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ قَالَتْ فَاسْتَحْيَيْتُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ فَقَالَ وَاللَّهِ

১. অর্থাৎ চলার সময় তার মেদ স্ফীত উদরে সামনে থেকে চারটি ভাঁজ আর পেছন থেকে আটটি ভাঁজ পরিলক্ষিত হয়।

لَحَمْلُكِ النَّوَى عَلَى رَأْسِكِ أَشَدُّ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ قَالَتْ حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِمٍ فَكَفَتْنِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِي -

৫৫০৪ মুহাম্মদ ইবনুল আলা আবূ কুরায়ব (র) ..... আসমা বিনত আবূ বাকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যুবায়র (রা) আমাকে বিয়ে করলেন, তখন ঘোড়াটি ছাড়া কোন সম্পদ, কোন গোলাম এবং অন্য কিছু পৃথিবীতে তার ছিল না। তিনি বলেন, আমি তার ঘোড়াটাকে ঘাস দিতাম, তার সাংসারিক কাজকর্মও আঞ্জাম দিতাম। আমি তার পরিচর্যা করতাম, তার পানিবাহী উটের জন্য খেজুর বীচি কুটতাম, তাকে ঘাস দিতাম, পানি নিয়ে আসতাম, তার ডোল ইত্যাদি মেরামত করতাম এবং (রুটির) আটা মাখতাম। কিন্তু আমি ভাল রুটি পাকাতে পারতাম না। তাই আমার কয়েকজন আনসারী পড়শী আমাকে রুটি পাকিয়ে দিত। তারা ছিল নিঃস্বার্থ নারী। আমি যুবায়র-এর জমি থেকে, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জায়গীররূপে দিয়েছেলেন, খেজুর বীচি (কুড়িয়ে) আমার মাথায় করে বয়ে আনতাম। সে (জমি) ছিল এক ক্রোশের দুই-তৃতীয়াংশ (প্রায় পৌনে দু'মাইল) দূরে। তিনি বলেন, আমি একদিন আসছিলাম আর বীচি (-র বোঝা) আমার মাথায় ছিল। (পথে) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাক্ষাত পেলাম, তখন তাঁর সঙ্গে তাঁর সাহাবীগণের একটি ছোট জামা'আত ছিল। তিনি আমাকে ডাকলেন এবং (তাঁর বাহন উটটিকে বসাবার জন্য) ইখ ইখ্ (শব্দ) করলেন যাতে আমাকে তাঁর পেছনে তুলে নিতে পারেন। তিনি [আসমা (রা)] বলেন, আমি লজ্জাবোধ করলাম আর আমি ছিলাম তোমার [যুবায়র (রা)]-এর আত্মমর্যাদাবোধ সম্পর্কে অবগত। তিনি [যুবায়র (রা)] বললেন, আল্লাহ্র কসম! তোমার মাথায় করে বীচি বয়ে আনাটা (আমার কাছে) তাঁর সঙ্গে তোমার আরোহণের চাইতে অধিক কঠিন (ও কষ্টকর)। তিনি বলেন, এরপরে (পিতা) আবূ বাকর (রা) আমার কাছে একটি খাদিমা পাঠিয়ে দিলেন। ঘোড়াটি দেখাশুনার কাজে সে আমার পক্ষে যথেষ্ট হয়ে গেল। সে যেন আমাকে এ দায়িত্ব থেকে আযাদ করেছিল।

٥٥٠٥- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ قَالَتْ كُنْتُ أَخْدُمُ الزُّبَيْرَ خِدْمَةَ الْبَيْتِ وَكَانَ لَهُ فَرَسٌ وَكُنْتُ أَسُوسُهُ فَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْخِدْمَةِ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ سِيَاسَةِ الْفَرَسِ كُنْتُ أَحْتَشُّ لَهُ وَأَقُومُ عَلَيْهِ وَأَسُوسُهُ قَالَ ثُمَّ إِنَّهَا أَصَابَتْ خَادِمًا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ سَبْيٌ فَأَعْطَاهَا خَادِمًا قَالَتْ كَفَتْنِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ فَأَلْقَتْ عَنِّي مُؤْنَةَ فَجَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ يَا أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ قَالَتْ إِنِّي أَنْ رَخَّصْتُ لَكَ أَبَى ذَلِكَ الزُّبَيْرُ فَتَعَالَ فَاطْلُبْ إِلَيَّ وَالزُّبَيْرُ شَاهِدٌ فَجَاءَ فَقَالَ يَا أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ فَقَالَتْ مَا لَكَ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا دَارِي فَقَالَ لَهَا الزُّبَيْرُ مَا لَكِ أَنْ تَمْنَعِي رَجُلًا فَقِيرًا يَبِيعُ فَكَانَ يَبِيعُ إِلَى أَنْ كَسَبَ فَبِعْتُهُ الْجَارِيَةَ فَدَخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ وَثَمَنُهَا فِي حَجْرِي فَقَالَ هَبِيهَا لِي قَالَتْ إِنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهَا -

৫৫০৫. মুহাম্মদ ইবন উবায়দ আল্-গুবারী (র) ... ... ইব্ন আবূ মুলায়কা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আসমা' (রা) বলেছেন, আমি সাংসারিক কাজে যুবায়র (রা)-এর খিদমত করতাম। তার একটি ঘোড়া ছিল। আমি (-ই)

তার পরিচর্যা করতাম। ঘোড়াটির পরিচর্যা করার চাইতে কোন কাজ আমার কাছে কঠিনতর ছিল না। আমি তার জন্য ঘাস সংগ্রহ করতাম, তার দেখাশুনা ও সেবা-পরিচর্যা করতে থাকতাম। রাবী বলেন, এরপর তিনি একটি খাদিমা পেলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে কিছু যুদ্ধবন্দী এলে তিনি তাকে একটি খাদিমা দিলেন। তিনি [আসমা (রা)] বলেন, সে (খাদিমা) ঘোড়ার পরিচর্যায় আমার পক্ষে যথেষ্ট হল এবং আমি দায়িত্বমুক্ত হলাম। সে সময় এক ব্যক্তি আমার কাছে এসে বলল, হে আবদুল্লাহ্র মা! আমি একজন অভাবগ্রস্ত লোক, আপনার বাড়ির ছায়ায় বসে বেচাকেনা করার ইচ্ছা করেছি। তিনি বললেন, আমি তোমাকে অনুমতি দিয়ে ফেললে যুবায়র (রা) (হয়ত) তা প্রত্যাখ্যান করবেন। তাই এক কাজ কর, যুবায়র (রা) উপস্থিত থাকা অবস্থায় তুমি এসে আমার কাছে আবেদন করবে। যথাসময় এসে সে বলল, হে আবদুল্লাহ্র মা! আমি একজন অভাবগ্রস্ত লোক, আপনার বাড়ির ছায়ায় বসে বেচাকেনা করার ইরাদা করেছি। তিনি বললেন, আমার বাড়ি ছাড়া তোমার জন্য মদীনায় আর কোন জায়গা নেই (কি)? তখন যুবায়র (রা) তাকে বললেন, একটা অভাবী লোককে বেচাকেনা করতে দিতে তুমি বাধ সাধছ কেন? এরপর সে (সেখানে) বেচাকেনা করে (বেশকিছু) উপার্জন করল। আমি খাদিমাটি তার কাছে বেচে দিলাম। এ সময় যুবায়র (রা) আমার কাছে প্রবেশ করল, তখনও তার (বিক্রয়লব্ধ) মূল্য আমার কোলের উপর ছিল। সে বলল ওগুলো আমাকে হেবা করে দাও। তিনি বলেন, (আমি বললাম), আমি ওগুলো সদকা করে দিয়েছি।

٢٨٢- بَابُ تَحْرِيمِ مُنَاجَاةِ الاثْنَيْنِ دُونَ الثَّالِثِ بِغَيْرِ رِضَاهُ-

২৮২. অনুচ্ছেদ ঃ তৃতীয় ব্যক্তির সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে তাকে বাদ দিয়ে দু'জনের চুপি চুপি কথা বলা হারাম

٥٥٠٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ ثَلاَثَةٌ فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ-

৫৫০৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) .....ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তিনজন থাকবে, তখন একজনকে বাদ দিয়ে দু'জনে কানে কানে কথা বলবে না।

٥٥٠٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَيُّوبَ بْنَ مُوسَى كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ-

৫৫০৭. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, ইব্ন নুমায়র, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না, উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ, কুতায়বা, ইব্ন রুম্হ্, আবূ রবী, আবূ কামিল, ইব্ন মুসান্না (র) ... ... ইব্ন উমার (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে মালিক (র) বর্ণিত হাদীসের মর্মানুযায়ী বর্ণিত হয়েছে।

٥٥٠٨- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِهِ النَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَحْزُنَهُ-

৫৫০৮. আবূ বাকর ইবন আবূ শায়বা, হান্নাদ ইবন সারী, যুহায়র ইবন হারব, উসমান ইবন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) ... ... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমরা তিনজন হবে, তখন দু'জন আর একজনকে বাদ দিয়ে চুপিচুপি কথা বলবে না, যতক্ষণ না অন্য লোকদের সাথে মিশে যাও। এ কারণে যে, তাহলে তাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিবে।

٥٥٠٩- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ -

৫৫০৯. ইয়াহ্ইয়া ইবন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বাকর ইবন আবূ শায়বা, ইবন নুমায়র ও আবূ কুরায়ব (র)... ... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমরা তিনজন হবে, তখন দু'জন তাদের সাথীকে বাদ দিয়ে কানাঘুষা করবে না, (কারণ) তা তাকে দুশ্চিন্তায় ফেলবে।

٥٥١٠- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ -

৫৫১০. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও ইবন আবূ উমার (র) .. ... আল্ আ'মাশ (র) সূত্রে উল্লেখিত সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٨٣- بَابُ الطِّبِّ وَالْمَرَضِ وَالرُّقَى

২৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ চিকিৎসা, ব্যাধি ও ঝাড়-ফুঁক

٥٥١١- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ إِذَا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَقَاهُ جِبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ يُبْرِيكَ وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ -

৫৫১১. ইব্‌ন আবূ উমার মাক্কী (র)..... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়লে জিব্‌রাঈল (আ) এ দু'আ পড়ে তাঁকে ফুঁকে দিলেন ঃ بِاسْمِ اللّٰهِ يُبْرِيْكَ وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيْكَ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ – (অর্থাৎ) আল্লাহ্‌র নামে, তিনি আপনাকে (রোগ) মুক্ত করুন, সব রোগ হতে আপনাকে নিরাময় করুন, আর হিংসুকের অনিষ্ট হতে-যখন সে হিংসা করে, আর সব বদ নযরওয়ালার অনিষ্ট হতে।

٥٥١٢- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ اَنَّ جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ بِاسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ اَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اللّٰهُ يَشْفِيْكَ بِاسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ –

৫৫১২. বিশ্‌র ইব্‌ন হিলাল সাওওয়াফ (র)... ... সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, জিবরীল (আ) নবী ﷺ -এর কাছে এসে বললেন, ইয়া মুহাম্মদ! আপনি কি অসুস্থতা বোধ করছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি (জিব্‌রীল) বললেন ঃ بِاسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ اَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اللّٰهُ يَشْفِيْكَ بِاسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ – —আল্লাহ্‌র নামে আপনাকে ঝাড়-ফুঁক করছি- সে সব জিনিস থেকে, যা আপনাকে কষ্ট দেয়, সব আত্মার অনিষ্ট কিংবা হিংসুকের বদ নযর থেকে আল্লাহ্ আপনাকে শিফা দিন; আল্লাহ্‌র নামে আপনাকে ঝাড়-ফুঁক করছি।

٥٥١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَيْنُ حَقٌّ –

৫৫১৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (রা)..... হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হল সে সব (হাদীস), যা আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আমাদের কাছে রিওয়ায়াত করেছেন। একথা বলে তিনি কয়েকখানি হাদীস উল্লেখ করেন। সে সবের একটি হল' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরও বলেছেন ঃ 'বদ নযরের বিরূপ প্রতিক্রিয়া বাস্তব।'

٥٥١٤- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَاَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْعَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ وَاِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوْا –

৫৫১৪. আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুর রাহমান দারমী, হাজ্জাজ ইব্‌ন শাঈর ও আহ্‌মদ ইব্‌ন খিরাশ (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ 'বদ নযর-এর প্রতিক্রিয়া বাস্তব। 'তাকদীরকে

অতিক্রমকারী কোন কিছু যদি থাকত, তাহলে 'বদ নযর' অবশ্যই তাকে অতিক্রম করতে পারত। আর তোমাদের (বদ নযরওয়ালা ব্যক্তিদের)-কে গোসল করতে বলা হলে তোমরা গোসল করবে।[১]

٢٨٤- بَابُ السِّحْرِ

২৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ যাদু-টোনা

٥٥١٥- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَحَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَهُودِيٌّ مِنْ يَهُودِ بَنِي زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ قَالَتْ حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ شَيْئًا وَمَا يَفْعَلُهُ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ دَعَا ثُمَّ دَعَا ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ أَشَعَرْتِ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ جَاءَنِي رَجُلاَنِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ أَوِ الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي مَا وَجَعُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوبٌ قَالَ مَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ قَالَ فِي أَيِّ شَيْءٍ قَالَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُبِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ قَالَ فَأَيْنَ هُوَ قَالَ فِي بِئْرِ ذِي أَرْوَانَ قَالَتْ فَأَتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ وَاللَّهِ لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُؤُسُ الشَّيَاطِينِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ أَحْرَقْتَهُ قَالَ لاَ أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانِي اللَّهُ وَكَرِهْتُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا فَأَمَرْتُ بِهَا فَدُفِنَتْ -

৫৫১৫. আবূ কুরায়ব (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লাবীদ ইব্‌ন আ'সাম নামে বনূ যুরায়ক গোত্রের এক ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে যাদু করল। তিনি বলেন, এ যাদুর ক্রিয়ায় এমনও হতো যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খেয়াল হতো যে কোন (পার্থিব) বিষয় তিনি করছেন, অথচ (বাস্তবে) তিনি তা করছেন না। অবশেষে একদিনে অথবা এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আ করলেন; পুনরায় দু'আ করলেন এবং পুনরায় দু'আ করলেন। এরপর বললেন ঃ হে আয়েশা, তুমি কি বুঝতে পেরেছো যে, আল্লাহ্ আমাকে সে বিষয়ে সমাধান দিয়েছেন, যে বিষয়ে আমি তাঁর কাছে সমাধান চেয়েছিলাম? (তা এভাবে যে,) (দু'জন ফিরিশতা) দু'ব্যক্তি (রূপে) আমার কাছে এল। তাদের একজন আমার মাথার কাছে এবং অন্য জন আমার পায়ের কাছে বসল। তারপর আমার মাথার কাছের ব্যক্তি পায়ের কাছের ব্যক্তিকে কিংবা আমার পায়ের কাছের লোকটি আমার মাথার কাছের লোকটিকে বলল, লোকটির রোগ কি? অপরজন বলল, 'যাদুগ্রস্ত'। (প্রথমজন) বলল, কে তাকে যাদু করেছে? (দ্বিতীয়জন) বলল, লাবীদ ইব্‌ন আ'সাম। (প্রথমজন) বলল, কোন জিনিসে? (দ্বিতীয়জন) বলল চিরুণি, (আঁচড়ানোকালে চিরুণির সাথে) উঠা চুল, (আরও) বলল, নর খেজুরের ফুলের আবরণীতে। (প্রথমজন) বলল, তা কোথায়? (দ্বিতীয়জন) বলল- 'যী-আরওয়ান' কূপে। তিনি [আয়েশা (রা)] বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবীগণের কয়েকজনকে সাথে নিয়ে সেখানে গেলেন। এরপর (ফিরে এসে) বললেন, হে আয়েশা, আল্লাহ্‌র কসম! সে (কূপের) পানি যেন 'মেহেদীপাতা ভিজানো' (পানি)। আর সেখানকার খেজুর গাছ যেন শয়তানের মাথা। তিনি

১. বদ নযর-এর চিকিৎসারূপে বিশেষ পদ্ধতিতে বদ নযরওয়ালা ব্যক্তির বিভিন্ন অঙ্গ ধোয়া পানি দিয়ে রোগীকে বিশেষ কায়দায় গোসল করানো হয়। এটা পরীক্ষিত ও সুন্নাহ্ স্বীকৃত চিকিৎসা পদ্ধতি। এ হাদীসে সে গোসলের কথাই বলা হয়েছে।

বলেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তা হলে আপনি তা (জনসমক্ষে) পুড়ে ফেললেন না কেন? তিনি বললেন, না, (আমি তা সমীচীন মনে করিনি)। কারণ, আমাকে তো আল্লাহ্ আরোগ্য করেছেন আর মানুষকে কোন অকল্যাণে উত্তেজিত করা আমি অপসন্দ করি। আমি সে বিষয়ে হুকুম দিলে তা দাফন করে দেওয়া হয়েছে।

٥٥١٦- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُحِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَاقَ أَبُو كُرَيْبٍ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَقَالَ فِيهِ فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْبِئْرِ فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَعَلَيْهَا نَخْلٌ وَقَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْرِجْهُ وَلَمْ يَقُلْ أَفَلَا أَحْرَقْتَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَأَمَرْتُ بِهَا فَدُفِنَتْ -

৫৫১৬. আবূ কুরায়ব (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে যাদু করা হল ... আবূ কুরায়ব (র) এ হাদীসটি পূর্ণ বিবরণসহ (পূর্বোক্ত) ইব্ন নুমায়র (র) বর্ণিত হাদীসের মর্মানুযায়ী রিওয়ায়াত করেছেন। তাতে তিনি এও বলেছেন, পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কূয়ার কাছে গেলেন এবং সেটির (চার) দিকে নযর করলেন। সেখানে খেজুর গাছ ছিল। তিনি [আয়েশা (রা)] আরও বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তা হলে আপনি তা (জনসমক্ষে) বের করে ফেলেন। তিনি [আবূ কুরায়ব (র)] তা হলে আপনি তা পুড়ে ফেললেন না কেন? অংশটি রিওয়ায়াত করেননি এবং আমি হুকুম দিলে তা দাফন করে দেওয়া হল, (কথাটিও) উল্লেখ করেন নি।

٢٨٥- بَابُ السَّمِّ

২৮৫ অনুচ্ছেদ ঃ বিষ

٥٥١٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ أَرَدْتُ لَأَقْتُلَكَ قَالَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَلِكَ قَالَ أَوْ قَالَ ... عَلَيَّ قَالَ قَالُوا أَلَا نَقْتُلُهَا قَالَ لَا قَالَ فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৫৫১৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব হারিসী (র) ... ... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ইয়াহূদী মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে বিষ মেশানো বকরীর গোশত নিয়ে এল। তিনি তা থেকে (কিছু) খেলেন। পরে তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে নিয়ে আসা হল। তিনি তাকে এ বিষয় জিজ্ঞেস করলে সে বলল, আমি আপনাকে মেরে ফেলার ইচ্ছা করেছিলাম। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ এ ব্যাপারে তোমাকে কিংবা তিনি বললেন ঃ আমার উপরে ক্ষমতা দিবেন এমন নয়। তারা (সাহাবীগণ) বললেন, আমরা কি তাকে 'কতল' করে ফেলব? তিনি বললেন, না। রাবী বলেন, এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আলজিভ ও তালুতে (তার ক্রিয়া) আমি প্রত্যক্ষ করতাম।

٥٥١٨- وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا قَالَ شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ أَنَّ يَهُودِيَّةً جَعَلَتْ سَمًّا فِي لَحْمٍ ثُمَّ أَتَتْ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ خَالِدٍ -

৫৫১৮. হারূন ইবন আবদুল্লাহ্ (র) ... ... হিশাম ইবন যায়দ (র) বলেন, আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি যে, এক ইয়াহূদী মহিলা গোশতে বিষ মিশিয়ে তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে নিয়ে এল ... (পূর্বোক্ত রিওয়ায়াতের) রাবী খালিদ (র) বর্ণিত হাদীসের মর্মানুযায়ী হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٨٦ بَابُ إِسْتِحْبَابِ رُقْيَةِ الْمَرِيضِ

২৮৬ অনুচ্ছেদ ঃ রোগীকে ঝাড়-ফুঁক করা মুস্তাহাব

٥٥١٩- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ زُهَيْرٌ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اشْتَكَى مِنَّا إِنْسَانٌ مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا فَلَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَثَقُلَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ لِأَصْنَعَ بِهِ نَحْوَ مَا كَانَ يَصْنَعُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِي ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَأَلْحِقْنِي مَعَ الرَّفِيقِ الْأَعْلَى قَالَتْ فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ قَدْ قَضَى -

৫৫১৯. যুহায়র ইবন হারব ও ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) ... ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কোন লোক অসুস্থ হলে পড়লে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ডান হাত মুবারক দিয়ে তাকে মুছে দিতেন, এরপর বলতেন ঃ أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا অর্থাৎ সঙ্কট দূর করে দিন, হে মানুষের প্রতিপালক! আর শিফা ও নিরাময় করুন, আপনিই নিরাময়কারী। আপনার শিফা ও নিরাময় ব্যতীত আর কোন (বাস্তব নির্ভরযোগ্য) শিফা নেই। এমন নিরাময় করুন যার পর কোন রোগ-ব্যাধি অবশিষ্ট না থাকে। পরে যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অসুস্থ হলেন এবং রোগভারে অবসন্ন হলেন, তখন আমি তাঁর হাত তুলে ধরলাম যাতে তিনি যেমন করতেন, আমিও তেমন করে (মুছে) দিতে পারি। কিন্তু তিনি আমার হাত থেকে তাঁর হাত টেনে (ছাড়িয়ে) নিলেন এবং পরে বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে মহান বন্ধুর সঙ্গে মুলাকাত করিয়ে দিন। তিনি (আয়েশা রা) বলেন, আমি লক্ষ্য করে দেখতে পেলাম যে, তাঁর ওফাত হয়ে গেছে।

٥٥٢٠- وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِ جَرِيرٍ فِي حَدِيثِ هُشَيْمٍ وَشُعْبَةَ مَسَحَهُ بِيَدِهِ قَالَ وَفِي حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ وَقَالَ فِي عَقِبِ حَدِيثِ يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ مَنْصُورًا فَحَدَّثَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنَحْوِهِ -

৫৫২০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব, বিশ্র ইব্ন খালিদ, ইব্ন বাশ্শার, আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও আবূ বাক্র ইব্ন খাল্লাদ (র) ..... আ'মাশ (র) থেকে জারীর (র)-এর সনদে বর্ণিত। তবে হুশায়ম ও শু'বা (র) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তিনি তাঁর হাত দিয়ে তাকে (রোগীকে) মুছে দিতেন। আর (সুফিয়ান) সাওরী (র) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তিনি তাঁর 'ডান' হাত দিয়ে তাকে মুছে দিতেন। আর সুফিয়ান (র)-এর মাধ্যমে আ'মাশ (র) গৃহীত ইয়াহ্ইয়া (র) বর্ণিত হাদীসের শেষে রাবী বলেছেন, পরে আমি এ হাদীস মানসূর (র)-কে শুনালে তিনি ইব্রাহীম (র)..... মাসরূক (র) ও আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করে আমাকে শুনালেন।

٥٥٢١- وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا عَادَ مَرِيْضًا يَقُوْلُ أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِهِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا -

৫৫২১. শায়বান ইব্ন ফাররূখ (র) ... ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন রোগীকে দেখতে গেলে বলতেন ঃ أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِهِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا অর্থাৎ সঙ্কট দূর করে দিন হে মানুষের প্রতিপালক! তাঁর উপশম করুন, আপনিই উপশমকারী। আপনার শিফা ব্যতীত কোন শিফা নেই- এমন শিফা, যা কোন রোগ-ব্যাধি অবশিষ্ট রাখে না।

٥٥٢٢- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَتَى إِلَى الْمَرِيْضِ يَدْعُو لَهُ قَالَ أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا -

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ فَدَعَا لَهُ وَقَالَ وَأَنْتَ الشَّافِي -

৫৫২২ আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) ... ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন রোগীর কাছে গেলে তার জন্য দু'আ করতেন। তিনি বলতেন ঃ أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا — বিপদ সঙ্কট দূর করে দিন হে মানুষের প্রতিপালক! আর নিরাময় করুন। আপনিই নিরাময়কারী, আপনার শিফা ব্যতীত কোন শিফা নেই; এমন নিরাময় করুন, যা কোন রোগ-ব্যাধি অবশিষ্ট রাখে না।

তবে আবূ বাক্র (র) বর্ণিত রিওয়ায়াত রয়েছে, তার জন্য দু'আ করতেন এবং বলতেন ... ...। এছাড়া তিনি বলেছেন, আর আপনিই নিরাময়কারী।

٥٥٢٣- حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ وَمُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ أَبِي عَوَانَةَ وَجَرِيْرٍ -

৫৫২৩. কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়া (র) ... ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বর্ণনা (উপরোল্লেখিত) আবূ আওয়ানা এবং জারীর ((র)-এর হাদীসের অনুরূপ।

٥٥٢٤- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْقِي بِهٰذِهِ الرُّقْيَةِ أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ بِيَدِكَ الشِّفَاءُ لاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ أَنْتَ -

৫৫২৪. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ... ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ দু'আ দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করতেন- أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ بِيَدِكَ الشِّفَاءُ لاَ كَاشِفَ لَهُ অর্থাৎ মানুষের প্রতিপালক, বিপদ-সঙ্কট দূর করে দিন; আপনার হাতেই রয়েছে উপশম। আপনি ব্যতীত আর কেউ-ই (বিপদ) দূরকারী নেই।

٥٥٢٥- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৫৫২৫. আবূ কুরায়ব ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)..... হিশাম (র) সূত্রে উল্লিখিত সনদে অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٨٧- بَابُ رُقْيَةِ الْمَرِيْضِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَالنَّفْثِ

২৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ মু'আব্বিযাত সূরা পড়ে ঝাড়-ফুঁক করা এবং দম করা

٥٥٢٦- وَحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُوْنُسَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ جَعَلْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ لأَنَّهَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْ يَدِي وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوْبَ بِمُعَوِّذَاتٍ -

৫৫২৬. সুরায়জ ইব্‌ন ইউনুস ও ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আইয়ূব (র) ... ... আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পরিবারবর্গের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি 'মু'আব্বিযাত' সূরাগুলো[১] পড়ে তাকে ফুঁক দিতেন। পরে তিনি যখন মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হলেন, তখন আমি তাকে ফুঁক দিতে লাগলাম এবং তাঁর-ই হাত দিয়ে তাঁর শরীর মুছে দিতে লাগলাম। কারণ আমার হাতের চেয়ে তাঁর হাত ছিল অধিক বরকতপূর্ণ। আর ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আইউবের বর্ণনায় بِمُعَوِّذَاتٍ আছে।

٥٥٢٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ عَنْهُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا -

৫৫২৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ... ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি 'মু'আব্বিযাত' পাঠ করে নিজ শরীরে দম করতেন। তাঁর ব্যাধি কঠিন হয়ে দাঁড়ালে আমি তা পাঠ করে তাঁর হাত দিয়ে তাঁর শরীর মুছে দিতাম ঐ হাতের বরকতের আশায়।

٥٥٢٨- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِ مَالِكٍ نَحْوَ حَدِيثِهِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا إِلاَّ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ وَزِيَادٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ-

৫৫২৮. আবূ তাহির, হারমালা, আবদ ইব্ন হুমায়দ, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র, উক্বা ইব্ন মাক্রাম ও আহ্মদ ইব্ন উসমান নাওফালী (র) ... ... ইব্ন শিহাব (র) থেকে মালিকের সনদে অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে মালিকের হাদীস ব্যতীত তাদের কারো হাদীসে 'তাঁর হাতের বরকতের আশায়' কথাটি নেই। ইউনুস (র) ও যিয়াদ (র) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, নবী ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়লে নিজেকে 'মু'আব্বিযাত' দিয়ে দম করতেন এবং এবং নিজের হাতে নিজের শরীর মুছতেন।

٥٥٢٩- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرُّقْيَةِ فَقَالَتْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي الرُّقْيَةِ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ-

৫৫২৯. আবূ বকর আবূ শায়বা (র) ... ... আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে ঝাড়-ফুঁক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আনসারীদের একটি পরিবারকে যে কোন বিষধর প্রাণীর বিষ থেকে মুক্তির জন্য ঝাড়-ফুঁক করা অনুমতি দিয়েছেন।

٥٥٣٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْحُمَةِ-

৫৫৩০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) .....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আনসারী-দের একটি পরিবারের লোকদের বিষাক্ত প্রাণীর বিষক্রিয়া থেকে আরোগ্যলাভের জন্য ঝাড়-ফুঁকের অনুমতি দিয়েছেন।

٥٥٣١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ أَبِي عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا

اشْتَكَى الْاِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ اَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ اَوْ جَرْحٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِاِصْبَعِهِ هٰكَذَا وَوَضَعَ سُفْيَانُ سَبَّابَتَهُ بِالْاَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا بِاسْمِ اللّٰهِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا لِيُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا قَالَ ابْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ يُشْفَى سَقِيمُنَا وَقَالَ زُهَيْرٌ لِيُشْفَى سَقِيمُنَا-

৫৫৩১. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইব্‌ন আবূ উমার (র) ... ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিয়ম করে ছিলেন যে, মানুষ তার (দেহের) কোন অংশে অসুস্থতা বোধ করলে কিংবা তাতে কোন ফোঁড়া বা জখম (হয়ে) থাকলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর আঙ্গুল দিয়ে এভাবে করতেন (একথা বলে এভাবে করার' রূপ বুঝাবার জন্য) রাবী সুফিয়ান (র) তার শাহাদাত আঙ্গুলটি মাটিতে রাখতেন এরপর তা তুলে নিতেন এবং তখন এ দু'আ পড়তেন ঃ بِاسْمِ اللّٰهِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নামে- আমাদের যমীনের ধূলামাটি আমাদের কারো লালার সাথে (মিলিয়ে) আমাদের প্রতিপালকের হুকুমে তা দিয়ে আমাদের রোগীর আরোগ্য প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে (মালিশ করছি)। তবে ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) (তাঁর রিওয়ায়াতে) বলেছেন, يُشْفَى আরোগ্য প্রদান করা হয়। আর যুহায়র (র) বলেছেন, لِيُشْفَى আমাদের রোগীর আরোগ্য প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে।

٢٨٨- بَابُ اِسْتِحْبَابِ الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ وَالْحُمَةِ وَالنَّظْرَةِ

২৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ নযর লাগা, পার্শ্ব যা, বিষাক্ত প্রাণীর বিষক্রিয়া ও আসীব থেকে (রক্ষা পাওয়ার জন্য) ঝাড়-ফুঁক করা মুস্তাহাব

٥٥٣٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَاْمُرُهَا اَنْ تَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ-

৫৫৩২. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ... ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে নযর লাগা থেকে (রক্ষা পাওয়ার জন্য) ঝাড়-ফুঁক করার হুকুম করতেন।

٥٥٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫৫৩৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র) ... ... মিস্'আর (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ হাসীদ রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٥٣٤- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُنِيْ اَنْ اَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ-

৫৫৩৪. ইব্‌ন নুমায়র (র) ... ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বদ্ নযর থেকে (রক্ষার জন্য) ঝাড়-ফুঁক করার হুকুম করতেন।

٥٥٣٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي الرُّقَى قَالَ رَخَّصَ فِي الْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ وَالْعَيْنِ-

৫৫৩৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে ঝাড়-ফুঁক বিষয়ে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিষাক্ত প্রাণীর বিষক্রিয়া, বিষফোঁড়া ও নযর লাগা থেকে (রক্ষার জন্য) ঝাড়-ফুঁক করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

٥٥٣٦- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ كِلاَهُمَا عَنْ عَاصِمٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ يُوسُفَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ-

৫৫৩৬. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নযর লাগা, বিষাক্ত প্রাণীর বিষক্রিয়া ও বিষাক্ত পার্শ্বঘা থেকে (রক্ষা পাওয়ার জন্য) ঝাড়-ফুঁকের অনুমতি দিয়েছেন।

٥٥٣٧- حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِجَارِيَةٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ رَأَى بِوَجْهِهَا سَفْعَةً فَقَالَ بِهَا نَظْرَةٌ فَاسْتَرْقُوا لَهَا يَعْنِي بِوَجْهِهَا صُفْرَةً-

৫৫৩৭. আবূ রবী' সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র) ..... নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সহধর্মিণী উম্মে সালমা- (রা)-এর ঘরে একটি বালিকার চেহারায় (কাল বা হলুদ) দাগ দেখে বললেন, তার আসীব লেগেছে, তার জন্য ঝাড়-ফুঁক কর। অর্থাৎ তার চেহারায় হলুদ বর্ণ ছিল।

٥٥٣٨- حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ لآلِ حَزْمٍ فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ وَقَالَ لأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ مَا لِي أَرَى أَجْسَامَ بَنِي أَخِي ضَارِعَةً تُصِيبُهُمُ الْحَاجَةُ قَالَتْ لاَ وَلَكِنِ الْعَيْنُ تُسْرِعُ إِلَيْهِمْ قَالَ ارْقِيهِمْ قَالَتْ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ ارْقِيهِمْ-

৫৫৩৮. উক্বা ইব্ন মুকরাম 'আম্মি (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হায্ম পরিবারকে সাপের ঝাড়-ফুঁক করার অনুমতি দেন এবং আসমা বিনত উমায়স (রা)-কে বললেন, আমার কি হল যে, আমার ভাই জা'ফর (রা)-এর সন্তানদের কৃশকায় দেখতে পাচ্ছি? তারা কি অভাবগ্রস্ত হয়েছে? তিনি (আসমা) বললেন, না, তবে তাদের উপর দ্রুত নযর লাগে। তিনি বললেন, তুমি তাদের ঝেড়ে দাও। তিনি বললেন, তখন আমি তাঁর কাছে (দু'আটি) পেশ করলাম। তিনি বললেন, (ঠিক আছে) তুমি তাদের ঝেড়ে দাও।

٥٥٣٩- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَرْخَصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ لِبَنِي عَمْرٍو وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَدَغَتْ رَجُلاً مِنَّا عَقْرَبٌ وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْقِي قَالَ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ-

৫৫৩৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনূ আম্‌রকে সাপের ঝাড়-ফুঁকের অনুমতি দেন। আবূ যুবায়র (র) আরও বলেছেন, আমি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে আরও বলতে শুনেছি যে, একটি বিচ্ছু আমাদের এক ব্যক্তিকে দংশন করল। আমরা তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে বসা ছিলাম। তখন এব ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি (তাকে) ঝেড়ে দিই? তিনি বললেন, তোমাদের যে কোন ব্যক্তি যদি তার ভাইয়ের (কোনও) উপকার করতে পারে, সে যেন (তা) করে।

٥٥٤٠- وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأُمَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَرْقِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ أَرْقِي-

৫৫৪০. সা'দ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া উমাবী (র) ... ... ইব্‌ন জুরায়জ (র) (থেকে) উল্লেখিত সনদে অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেন। তবে তিনি বলেছেন, তখন লোকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তাকে ঝাড়-ফুঁক করি? তিনি (শুধু) 'ঝাড়-ফুঁক করি' বলেন নি (বরং 'তাকে' শব্দটিও বলেছেন)।

٥٥٤١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ لِي خَالٌ يَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرُّقَى قَالَ فَأَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى وَأَنَا أَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ فَقَالَ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ-

৫৫৪১. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র) ... ... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার একজন মামা ছিলেন, যিনি বিচ্ছুর কামড়ে মন্ত্র করতেন। এ সময় (একদিন) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সব মন্ত্র নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিলেন। তখন তিনি (আমার মামা) তাঁর দরবারে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি মন্ত্র নিষেধ করে দিয়েছেন- আমি তো বিচ্ছুর (কামড়ে) মন্ত্র করে থাকি? তিনি বললেন, তোমাদের যে কোন লোক তার ভাইয়ের কোন উপকার করতে সক্ষম হলে সে যেন তা করে।

٥٥٤٢- وَحَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫৫৪২. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... আ'মাশ (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٥٥٤٣- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرُّقَى فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِىْ بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ وَاِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقٰى قَالَ فَعَرَضُوْهَا عَلَيْهِ فَقَالَ مَا اَرٰى بَأْسًا مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَنْفَعَ اَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ-

৫৫৪৩. আবূ কুরায়ব (র) ... ... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (এক সময়) মন্ত্র নিষেধ করে দিলেন। তখন আমর ইব্ন হাযম গোষ্ঠীর লোকেরা এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের কাছে একটি মন্ত্র ছিল, যা দিয়ে আমরা বিছুর কামড়ে মন্ত্র করতাম। আর আপনি তো মন্ত্র নিষেধ করে দিয়েছেন। রাবী [জাবির (রা)] বলেন, তারা তা তাঁর কাছে পেশ করল। তখন তিনি বললেন, কোন অসুবিধা দেখতে পাচ্ছি না। তোমাদের যে কেউ তার ভাইয়ের কোনও উপকার করতে সমর্থ হলে সে যেন তার উপকার করে।

٥٥٤٤- حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْاَشْجَعِىِّ قَالَ كُنَّا نَرْقِىْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَرٰى فِىْ ذٰلِكَ فَقَالَ اعْرِضُوْا عَلَىَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقٰى مَالَمْ يَكُنْ فِيْهِ شِرْكٌ-

৫৫৪৪. আবূ তাহির (র) ... ... আওফ ইব্ন মালিক আশজাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জাহিলী যুগে (বিভিন্ন) মন্ত্র (দিয়ে ঝাড়-ফুঁক) করতাম। তাই আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে বিষয়ে আপনার কি অভিমত? তিনি বললেন, তোমাদের মন্ত্রগুলো আমার কাছে পেশ করতে থাকবে, মন্ত্রে কোন আপত্তি নেই- যদি না তাতে কোন শিরক (জাতীয় কথা) থাকে।

٢٨٩ بَابُ جَوَازِ اَخْذِ الْاُجْرَةِ عَلَى الرُّقْيَةِ بِالْقُرْاٰنِ وَالْاَذْكَارِ-

২৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন শরীফ এবং অন্যান্য দু'আ-যিকর দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করে বিনিময় গ্রহণ জায়েয

٥٥٤٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ اَبِىْ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ نَاسًا مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانُوْا فِىْ سَفَرٍ فَمَرُّوْا بِحَىٍّ مِنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوْهُمْ فَلَمْ يُضِيْفُوْهُمْ فَقَالُوْا لَهُمْ هَلْ فِيْكُمْ رَاقٍ فَاِنَّ سَيِّدَ الْحَىِّ لَدِيْغٌ اَوْ مُصَابٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ نَعَمْ فَاَتَاهُ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَاَ الرَّجُلُ فَاُعْطِىَ قَطِيْعًا مِنْ غَنَمٍ فَاَبٰى اَنْ يَقْبَلَهَا وَقَالَ حَتّٰى اَذْكُرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا رَقَيْتُ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَتَبَسَّمَ وَقَالَ وَمَا اَدْرَاكَ اَنَّهَا رُقْيَةٌ ثُمَّ قَالَ خُذُوْا مِنْهُمْ وَاضْرِبُوْا لِىْ بِسَهْمٍ مَعَكُمْ-

৫৫৪৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কতিপয় সাহাবী কোন এক সফরে ছিলেন, তাঁরা কোন একটি আরব গোত্রের বসতির কাছ দিয়ে পথ অতিক্রমকালে তাদের কাছে আতিথেয়তার কথা বললেন। তারা তাদের মেহমানদারী করল না। পরে তারা তাদের

বলল, তোমাদের দলে কি কোন মন্ত্র বিশেষজ্ঞ আছে? কারণ বসতির সর্দার সাপে দংশিত হয়েছে কিংবা (বর্ণনা সন্দেহ, তারা বলল) বিপদাক্রান্ত হয়েছে। তখন এক ব্যক্তি বলল, হ্যাঁ। পরে সে তার কাছে গিয়ে সূরা ফাতিহা দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করল। ফলে লোকটি ভাল হয়ে গেল এবং ঝাড়-ফুঁককারীকে ছাগলের একটি ছোট পাল দেওয়া হল। সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করল আর সে বলল, যতক্ষণ না তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে উল্লেখ না করি (ততক্ষণ গ্রহণ করতে পারি না)। পরে সে নবী ﷺ -এর কাছে এসে বিষয়টি তাঁর কাছে বর্ণনা করল, সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র কসম! আমি ফাতিহাতুল কিতাব ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করিনি। তখন তিনি মৃদু হাসলেন এবং বললেন, তুমি কি করে জানলে যে, তা দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করা যায়? এরপর বললেন, তাদের কাছ থেকে তা নিয়ে নাও এবং তোমাদের সাথে আমার জন্যও একটি অংশ রাখবে।

٥٥٤٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ كِلاَهُمَا عَنْ غُنْدَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفُلُ فَبَرَأَ الرَّجُلُ-

৫৫৪৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন নাফি' (র) ... ... আবূ বিশ্‌র (র) থেকে উল্লেখিত সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে (ওঝা) উম্মুল কুরআন- সূরা ফাতিহা পড়তে লাগল এবং তার থু থু জমা করে থু দিতে লাগল। ফলে লোকটি ভাল হয়ে গেল।

٥٥٤٧- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَخِيهِ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَزَلْنَا مَنْزِلاً فَأَتَتْنَا امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سَلِيمٌ لُدِغَ فَهَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِنَّا مَا كُنَّا نَظُنُّهُ يُحْسِنُ رُقْيَةً فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ فَأَعْطَوْهُ غَنَمًا وَسَقَوْنَا لَبَنًا فَقُلْنَا أَكُنْتَ تُحْسِنُ رُقْيَةً فَقَالَ مَا رَقَيْتُهُ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ فَقُلْتُ لاَ تُحَرِّكُوهَا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ مَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقْيَةٌ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ مَعَكُمْ-

৫৫৪৭, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একটি মনযিলে অবতরণ করলাম। তখন আমাদের কাছে একটি স্ত্রীলোক এসে বলল, মহল্লার সর্দার সর্প-দংশিত হয়েছে, তোমাদের মাঝে কি কোন ঝাড়-ফুঁককারী আছে? তখন আমাদের এক ব্যক্তি উঠে তার সঙ্গে গেল, সে উত্তম ঝাড়-ফুঁক করতে পারে বলে আমাদের ধারণা ছিল না। সে সূরা ফাতিহা দিয়ে তাকে ঝাড়-ফুঁক করল। তাতে সে ভাল হয়ে গেল। তখন তারা তাকে একপাল ছাগল দিল এবং আমাদের দুধপান করাল। আমরা বললাম, তুমি কি উত্তম ঝাড়-ফুঁক করতে? সে বলল, আমি তো সূরা ফাতিহা ছাড়া আর কিছু দিয়ে তাকে ঝাড়-ফুঁক করিনি। রাবী বলেন, তখন আমি বললাম, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে না যাওয়া পর্যন্ত ঐ ছাগলগুলিকে এখান থেকে নিয়ে যেও না। পরে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে তাঁর কাছে তার উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, সে কি করে বুঝল যে, এ সূরাটি দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করা যায়? তোমরা ছাগলগুলো ভাগ করে নাও এবং আমার জন্যও তোমাদের সঙ্গে একটি ভাগ রেখ।

٥٥٤٨- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِنَّا مَاكُنَّا نَأْبِنُهُ بِرُقْيَةٍ-

৫৫৪৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ... ... হিশাম (র) এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, তখন তার সাথে আমাদের এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল; আমরা যাকে ঝাড়-ফুঁক বিষয়ে (পারদর্শী) ধারণা করতাম না।

٢٩٠- بَابُ إِسْتِحْبَابِ وَضْعِ يَدِهِ عَلَى مَوْضِعِ الْأَلَمِ مَعَ الدُّعَاءِ-

২৯০. অনুচ্ছেদ ঃ ঝাড়-ফুঁকের সময় আক্রান্ত স্থানে হাত রাখা মুস্তাহাব

٥٥٤٩- حَدَّثَنِي أَبُوْ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ شَكَى إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي يَأْلَمُ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ ثَلَاثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ-

৫৫৪৯. আবূ তাহির ও হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... উসমান ইব্‌ন আবুল আস সাকাফী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে একটি ব্যথার কথা বললেন, যা তিনি মুসলমান হওয়ার সময় থেকে তার শরীরে অনুভব করছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, তোমার শরীরের যে অংশ বেদনাক্রান্ত হয়, তার উপরে তোমার হাত রেখে তিনবার বিসমিল্লাহ্ বলবে এবং সাতবার বলবে أَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ অর্থাৎ আল্লাহ্ এবং তাঁর কুদরতের শরণাপন্ন হচ্ছি-যা আমি অনুভব করি এবং যা আশঙ্কা করি, তার অকল্যাণ থেকে।

٢٩١- بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ شَيْطَانِ الْوَسْوَسَةِ فِي الصَّلَاةِ

২৯১. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে ওয়াস্‌ওয়াসায় লিপ্ত করে এরূপ শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

٥٥٥٠- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خِنْزِبٌ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْهُ وَاتْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا قَالَ فَفَعَلْتُ ذٰلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللّٰهُ عَنِّي-

৫৫৫০. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন খালাফ্ আল-বাহিলী (র) ... ... আবুল আলা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, উসমান ইব্‌ন আবুল আস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! শয়তান আমার এবং আমার সালাত

ও কিরআতের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে তা আমার জন্য এলোমেলো করে দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ ওটা এক (প্রকারের) শয়তান যার নাম 'খিনযিব্'। যখন তুমি তার উপস্থিতি অনুভব করবে তখন (আউযুবিল্লাহ পড়ে) তার কবল থেকে আল্লাহ্র নামে আশ্রয় নিয়ে তিনবার তোমার বামদিকে থু-থু নিক্ষেপ করবে। তিনি বলেন, পরে আমি তা করলে আল্লাহ্ আমা থেকে তা দূর করে দিলেন।

٥٥٥١- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كِلاَهُمَا عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ سَالِمِ بْنِ نُوحٍ ثَلاَثًا-

৫৫৫১. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না ও আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... উসমান ইব্ন আবুল আস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এলেন। এরপর অনুরূপ (হাদীস) উল্লেখ করেছেন, তবে সালিম ইব্ন নূহ্ 'তিনবার'-এর কথা উল্লেখ করেননি।

٥٥٥٢- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ-

৫৫৫২. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) ... ... উসমান ইব্ন আবুল আস সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ... ... তারপর তাঁদের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস উল্লেখ করেছেন।

٢٩٢- بَابُ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ وَاسْتِحْبَابِ التَّدَاوِي-

২৯২. অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিটি রোগের ওষুধ রয়েছে এবং চিকিৎসা করা মুস্তাহাব

٥٥٥٣- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى-

৫৫৫৩. হারূন ইব্ন মা'রূফ, আবূ তাহির ও আহ্মদ ইব্ন ঈসা (র) ... ... জাবির (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ প্রতিটি রোগের ওষুধ রয়েছে। সুতরাং রোগে যথাযথ ওষুধ প্রয়োগ করা হলে মহান ও গৌরবময় আল্লাহ্র হুকুমে রোগ নিরাময় হয়।

٥٥٥٤- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَادَ الْمُقَنَّعَ ثُمَّ قَالَ لاَ أَبْرَحُ حَتَّى تَحْتَجِمَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ فِيهِ شِفَاءً-

৫৫৫৪. হারূন ইব্‌ন মা'রূফ ও আবূ তাহির (র) ..... আসিম ইব্‌ন উমার ইব্‌ন কাতাদা (র) বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) আল-মুকান্না (র)-কে রোগ শয্যায় দেখতে গেলেন। একটু পরে তিনি বললেন, তুমি শিংগা না লাগানো পর্যন্ত আমি উঠব না। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, তাতে নিরাময় রয়েছে।

٥٥٥٥- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ جَاءَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فِي أَهْلِنَا وَرَجُلٌ يَشْتَكِي خُرَاجًا بِهِ أَوْ جِرَاحًا فَقَالَ مَا تَشْتَكِي قَالَ خُرَاجٌ بِي قَدْ شَقَّ عَلَيَّ فَقَالَ يَا غُلَامُ ائْتِنِي بِحَجَّامٍ فَقَالَ لَهُ مَا تَصْنَعُ بِالْحَجَّامِ يَا أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ أُرِيدُ أَنْ أَعْلَقَ فِيهِ مِحْجَمًا قَالَ وَاللّٰهِ إِنَّ الذُّبَابَ لَيُصِيبُنِي أَوْ يُصِيبُنِي الثَّوْبُ فَيُؤْذِينِي وَيَشُقُّ عَلَيَّ فَلَمَّا رَأَى تَبَرُّمَهُ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ عَسَلٍ أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ قَالَ فَجَاءَ بِحَجَّامٍ فَشَرَطَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ-

৫৫৫৫. নাস্‌র ইব্‌ন আলী জাহযামী (র) ..... আসিম ইব্‌ন উমার ইব্‌ন কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) আমাদের কাছে আমাদের পরিবারে এলেন, তখন এক ব্যক্তি খুজলী-পাঁচড়ায় কিংবা (বর্ণনা সন্দেহ) তিনি বললেন, যখমে অসুস্থ হয়েছিল। তিনি বললেন, তুমি কি অসুস্থতাবোধ করছ? সে বলল- আমার খোস-পাঁচড়া আমার জন্য কঠিন রূপ ধারণ করেছে। তিনি তখন (খাদিমকে) বললেন, হে কিশোর! আমার কাছে একজন শিংগা প্রয়োগকারী (বৈদ্য) ডেকে আন। তখন সে (রোগী) তাঁকে বলল, শিংগা প্রয়োগকারী (বৈদ্য) দিয়ে আপনি কি করবেন, হে আবূ আবদুল্লাহ্? তিনি বললেন, আমি তাতে একটা শিংগার নল লাগাতে চাই। সে বলল, আল্লাহ্‌র কসম! মাছি আমার গায়ে বসলে অথবা কাপড়ের ঘষা আমার গায়ে লাগলে তা-ই আমাকে কষ্ট দেয় এবং আমার জন্য অসহ্য হয়ে পড়ে (তা হলে শিংগার ব্যথা কী করে সইব)? পরে তিনি যখন ঐ বিষয়ে তার অসহিষ্ণুতা দেখলেন তখন বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের ওষুধপত্রের কোন কিছুতে যদি কল্যাণ থেকে থাকে, তা হলে তা শিংগার নল কিংবা মধুর শরবত পান কিংবা আগুনের সেঁকে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (আরও) বলেছেন, (একান্ত প্রয়োজন দেখা না দিলে) আমি পোড়ানো বা লোহার দাগ লাগিয়ে চিকিৎসা করা পসন্দ করি না। রাবী বলেন, সে একজন শিংগাবিদ (বৈদ্য) নিয়ে এল, সে তার শিংগা লাগাল। ফলে তার বেদনানুভূতি দূর হয়ে গেল।

٥٥٥٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فِي الْحِجَامَةِ فَأَمَرَ النَّبِيَّ ﷺ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ-

৫৫৫৬. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রুম্‌হ্ (র) ... ... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উম্মু সালমা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে শিংগা লাগাবার ব্যাপারে অনুমতি চাইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে শিংগা লাগিয়ে দেওয়ার জন্য আবূ তায়বা (রা)-কে হুকুম করলেন। রাবী বলেন, আমার ধারণা হয় যে, তিনি (উর্ধ্বতন রাবী) বলেছেন যে, তিনি ছিলেন তাঁর দুধভাই কিংবা তিনি বলেছেন, সে অপ্রাপ্ত বয়স্ক কিশোর ছিল।

٥٥٥٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ-

৫৫৫৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ... ... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) -এর কাছে একজন চিকিৎসক পাঠালেন। সে তার একটি ধমনী কেটে দিল, পরে লোহা পুড়িয়ে (রক্ত বন্ধ হওয়ার জন্য) তাতে দাগ দিয়ে দিল।

٥٥٥٨- وَحَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرَا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا

৫৫৫৮. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) ... ... আ'মাশ (র) থেকে উল্লিখিত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি 'সে তাঁর একটি ধমনী কেটে দিল' কথাটি উল্লেখ করেন নি।

٥٥٥٩- وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رُمِيَ أُبَيٌّ يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى أَكْحَلِهِ فَكَوَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

৫৫৫৯. বিশ্‌র ইব্‌ন খালিদ (র) ... ... আবূ সুফিয়ান (র) বলেন, আমি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, খন্দক যুদ্ধে উবাই (রা)-এর হাত (অথবা পা)-এর প্রধান ধমনীতে তীর বিদ্ধ হলো, তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে লোহা পুড়িয়ে দাগ দিলেন।

٥٥٦٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي أَكْحَلِهِ قَالَ فَحَسَمَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ بِمِشْقَصٍ ثُمَّ رَمَتْ فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ-

৫৫৬০. আহ্‌মদ ইব্‌ন ইউনুস ও ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ... ... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা)-এর প্রধান রগে তীর বিদ্ধ হলো। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিজ হাতে একটি তীর ফলক দিয়ে তার রগ কেটে দাগ দিয়ে দিলেন। পরে তা ফুলে উঠলে দ্বিতীয়বার দাগ দিয়ে দিলেন।

٥٥٦١- حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ-

৫৫৬১. আহ্‌মদ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন সাখ্‌র দারিমী (র) ... ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (একবার) শিংগা নিলেন এবং শিংগা প্রয়োগকারীকে তার পারিশ্রমিক দিলেন। আর একবার তিনি নাকে ওষুধের ফোঁটা নিলেন।

٥٥٦٢- وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ-

৫৫৬২. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ... ... আম্‌র ইব্‌ন আমির আনসারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শিংগা নিয়েছিলেন আর তিনি (যথারীতি মজুরিও দিয়েছিলেন- কারণ, তিনি) পারিশ্রমিকের ব্যাপারে কারো প্রতি যুলুম করতেন না।

٥٥٦٣- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَبَرِّدُوهَا بِالْمَاءِ-

৫৫৬৩. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ... ... ইব্‌ন উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ জ্বর হল জাহান্নামের তাপ, অতএব পানি দিয়ে তাকে ঠাণ্ডা কর।

٥٥٦٤- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ شِدَّةَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَبَرِّدُوهَا بِالْمَاءِ-

৫৫৬৪. ইব্‌ন নুমায়র ও আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... ইব্‌ন উমার (র) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জ্বরের তীব্রতার সৃষ্টি জাহান্নামের তাপ থেকে। তাই পানি দিয়ে তোমরা তাকে ঠাণ্ডা করবে।

٥٥٦٥- وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ-

৫৫৬৫. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ... ... ইব্‌ন উমার (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জ্বর জাহান্নামের তাপসঞ্জাত; তাই তাকে পানি দিয়ে নিভিয়ে দাও।

٥٥٦٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ-

৫৫৬৬. আহ্‌মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাকাম ও হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জ্বর জাহান্নামের তাপসঞ্জাত; তাই তাকে পানি দিয়ে স্তিমিত করে দাও।

٥٥٦٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ-

৫৫৬৭. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জ্বর জাহান্নামের তাপসঞ্জাত; তাই তাকে পানি দিয়ে ঠান্ডা কর।

٥٥٦٨- وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫৫৬৮. ইস্‌হাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ..... হিশাম (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٥٥٦٩- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا كَانَتْ تُؤْتَى بِالْمَرْأَةِ الْمَوْعُوكَةِ فَتَدْعُو بِالْمَاءِ فَتَصُبُّهُ فِي جَيْبِهَا وَتَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ وَقَالَ إِنَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ-

৫৫৬৯. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... ... হিশাম (র) থেকে বর্ণিত যে, তার কাছে জ্বরগ্রস্ত কোন স্ত্রীলোককে নিয়ে আসা হলে তিনি পানি আনতে বলতেন। পরে তা তার বক্ষদেশে ঢেলে দিতেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তাকে পানি দিয়ে ঠান্ডা কর। তিনি আরও বলেছেন, তা জাহান্নামের তাপসঞ্জাত।

٥٥٧٠- وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ صَبَّتِ الْمَاءَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ أَنَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

قَالَ أَبُو أَحْمَدَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ-

৫৫৭০. আবূ কুরায়ব (র) ... ... হিশাম (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীস বর্ণনা করেন। তবে [আবূ কুরায়ব (র)-এর ঊর্ধ্বতন রাবী] ইব্‌ন নুমায়র (র) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, "তার (রোগিণী) ও তার কামিসের গিরেবানের মাঝে পানি ঢেলে দিতেন" আর (অপর ঊর্ধ্বতন রাবী) উসামা (রা)-এর হাদীসে 'তা জাহান্নামের তাপসঞ্জাত' কথাটি তিনি উল্লেখ করেন নি।

আবূ আহমাদ বলেন, ইবরাহীম ইব্‌ন সুফিয়ান বলেন, আমাদের কাছে হাসান ইব্‌ন বিশর হাদীস বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) আমাদের এই সূত্রে আবূ উসামা হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٥٧١- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الْحُمَّى مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ-

৫৫৭১. হান্নাদ ইব্‌ন সারী (র) ... ... আবায়া ইব্‌ন রিফা'আ (র) সূত্রে তাঁর দাদা রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আমি বলতে শুনেছি যে, জ্বর জাহান্নামের প্রচণ্ড তাপের অংশ, তাই তোমরা তাকে পানি দিয়ে ঠাণ্ডা কর।

٥٥٧٢- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْحُمَّى مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو بَكْرٍ عَنْكُمْ وَقَالَ قَالَ أَخْبَرَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ-

৫৫৭২. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না, মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন নাফি' (র) ..... রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, জ্বর জাহান্নামের তাপ থেকে (উদ্ভূত)। তাই তোমাদের উপর থেকে তাকে পানি দিয়ে ঠাণ্ডা কর। তবে রাবী আবূ বাক্‌র (র) 'তোমাদের উপর থেকে' উল্লেখ করেননি।

٥٥٧٣- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَدَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ فَأَشَارَ أَنْ لاَ تَلُدُّونِي فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ لاَ يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ لُدَّ غَيْرَ الْعَبَّاسِ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ-

৫৫৭৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) ... ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অসুস্থতাকালে তাঁর মুখে ওষুধ ঢেলে দিলাম; তিনি তখন ইশারা করলেন যে, আমার মুখে ওষুধ ঢেলো না। আমরা বললাম, এটা ওষুধের প্রতি রোগীর বিতৃষ্ণার ফল। পরে যখন তিনি সচেতন হলেন, তখন বললেন, তোমাদের প্রত্যেকের মুখে ওষুধ ঢেলে দেওয়া হবে- তবে আব্বাস ব্যতীত; কারণ তিনি তোমাদের শরীক ছিলেন না।

٥٥٧٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أُخْتِ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ قَالَتْ دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ قَالَتْ وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ بِابْنٍ لِي قَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ فَقَالَ عَلاَمَ تَدْغَرْنَ أَوْلاَدَكُنَّ بِهَذَا الْعِلاَقِ عَلَيْكُنَّ

بِهٰذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِيِّ فَاِنَّ فِيْهِ سَبْعَةَ اَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يُسْعَطُ مِنَ الْعُذْرَةِ وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ-

৫৫৭৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তামিমী, আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা, আম্রুন-নাকিদ, যুহায়র ইব্ন হারব ও ইব্ন আবূ উমার (র) ... ... উকাশা ইব্ন মিহ্সান-এর বোন উম্মে কায়স বিন্ত মিহ্সান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার এক ছেলেকে নিয়ে, যে তখনও (সাধারণ) খাবার গ্রহণের বয়সে পৌঁছেনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে গেলাম, বাচ্চাটি তাঁর গায়ে পেশাব করে দিল। তিনি পানি আনালেন এবং তা ছিটিয়ে দিলেন। তিনি বলেন, আর একবার আমি আমার (এক) ছেলেকে নিয়ে তাঁর কাছে প্রবেশ করলাম- যার গলদেশে ব্যথার কারণে আমি তার (নাসারন্ধ্রে পাকানো ন্যাকড়া দিয়ে) প্রদাহ নিরাময়ের ব্যবস্থা করেছিলাম। তিনি বললেন, ন্যাকড়ার এ প্রক্রিয়ায় তোমাদের সন্তানদের গলদেশের ব্যথার চিকিৎসা কর কেন? তোমরা (বরং) হিন্দুস্তানী চন্দন ব্যবহার করবে। কেননা তাতে সাতটি (রোগের) উপশম রয়েছে। তার মধ্যে একটি ذَاتُ الْجَنْبِ গলা ব্যথায় নাকে হিন্দী চন্দনের প্রলেপ দেওয়া হবে, আর ذَاتُ الْجَنْبِ চোয়ালের এক পাশ দিয়ে প্রয়োগ করবে।

٥٥٧٥- وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ اَخْبَرَهُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ اُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْاُوَلِ اللَّاتِيْ بَايَعْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهِيَ اُخْتُ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ اَحَدِ بَنِيْ اَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ اَخْبَرَتْنِيْ اَنَّهَا اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَبْلُغْ اَنْ يَاْكُلَ الطَّعَامَ وَقَدْ اَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ قَالَ يُوْنُسُ اَعْلَقَتْ غَمَزَتْ فَهِيَ تَخَافُ اَنْ تَكُوْنَ بِهِ عُذْرَةٌ قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَامَ تَدْغَرْنَ اَوْلَادَكُنَّ بِهٰذَا الْاِعْلَاقِ عَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِيِّ يَعْنِيْ بِهِ الْكُسْتَ فَاِنَّ فِيْهِ سَبْعَةَ اَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ وَاَخْبَرَتْنِيْ اَنَّ ابْنَهَا ذَاكَ بَالَ فِيْ حَجْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلٰى بَوْلِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلًا-

৫৫৭৫. হারমালা ইয়াহ্ইয়া (র) ... ... উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উত্বা ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উম্মু কায়স বিন্ত মিহ্সান (রা) তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাতে বায়য়াত গ্রহণকারিণী প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজির নারীগণের অন্যতমা। আর তিনি হলেন বনূ আসাদ ইব্ন খুযায়মা-র অন্যতম সদস্য উকাশা ইব্ন মিহ্সান (রা)-এর বোন। রাবী বলেন, তিনি (উম্মে কায়স) আমাকে খবর দিয়েছেন যে, তিনি তার একটি ছেলেকে নিয়ে, যে তখনও (সাধারণ) খাবার খাওয়ার বয়সে পৌঁছেনি- রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এলেন, আর তখন তিনি পাকানো ন্যাকড়া নাসারন্ধ্রে ঢুকিয়ে ঐ ছেলেটির গলা ব্যথা নিরাময়ের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। রাবী ইউনুস (র) বলেন اَعْلَقَتْ অর্থ غَمَزَتْ অর্থাৎ গলদেশে ব্যথা বা রক্ত জমার আশঙ্কায় নাসিকারন্ধ্রে ন্যাকড়া ঢুকিয়ে নিরাময়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা পাকানো ন্যাকড়া ঢুকিয়ে তোমাদের সন্তানদের নিরাময়ের ব্যবস্থা কর কেন? তোমরা (বরং) এ ভারতীয় চন্দন ব্যবহার করবে, কারণ তাতে অবশ্যই সাতটি (রোগের) ওষুধ রয়েছে। তার মধ্যে ذَاتُ الْجَنْبِ একটি। রাবী উবায়দুল্লাহ্ বলেন, তিনি আমাকে আরও খবর দিলেন যে, তার ঐ ছেলেটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কোলে পেশাব করে দিল। তখন রাসূলুল্লাহ্

ﷺ কিছু পানি নিয়ে আসতে বললেন এবং তা তার পেশাবের উপরে ঢেলে দিলেন, তবে একেবারে পূর্ণাঙ্গরূপে তা ধুলেন না।

٢٩٣- بَابُ التَّدَاوِيْ بِالْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ-

২৯৩. অনুচ্ছেদ : কালজিরা দ্বারা চিকিৎসা

٥٥٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلاَّ السَّامَ وَالسَّامُ الْمَوْتُ وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ الشُّوْنِيْزُ-

وَحَدَّثَنِيْهِ أَبُوْ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح قَالَ وَحَدَّثَنَاهُ أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِيْ عُمَرَ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ عُقَيْلٍ وَفِيْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ وَيُوْنُسَ الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ وَلَمْ يَقُلِ الشُّوْنِيْزُ-

৫৫৭৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন রুম্‌হ্ ইব্‌ন মুহাজির (র) ... ... আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, কালজিরায় প্রতিটি রোগের উপশম রয়েছে- তবে 'আস্-সাম' (اَلسَّامُ) থেকে নয় আর 'আস্-সাম' হল মৃত্যু। আর 'হাব্বাতুস সাওদা' হল (স্থানীয় ভাষায়) 'শূনীস' (অর্থাৎ কালজিরা)।

আবূ তাহির, হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, আম্‌রুন-নাকিদ, যুহায়র ইব্‌ন হারব ইব্‌ন আবূ উমার, আব্দ ইব্‌ন হুমায়দ ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান আদ্-দারিমী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে (পূর্বোল্লিখিত) উকায়ল (র)-এর হাদীসের অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে (দ্বিতীয় সনদে) সুফিয়ান (র) ও (প্রথম সনদে) ইউনুস (র)-এর হাদীসে 'হাব্বাতুস সাওদা' রয়েছে। (তার ব্যাখ্যায়) তিনি 'শুনীয' বলেননি।

٥٥٧٧- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ دَاءٍ إِلاَّ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ مِنْهُ شِفَاءٌ إِلاَّ السَّامَ-

৫৫৭৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইউব, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইব্ন হুজ্র (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মৃত্যু ব্যতীত এমন কোনও রোগ নেই কালজিরায় যার শিফা নেই।

٢٩٤- بَابُ التَّلْبِيْنَةُ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيْضِ-

২৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ তালবীনা (সাগু-বার্লি, তরল হালুয়া) প্রসঙ্গে

٥٥٧٨- حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ جَدِّيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلُ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا فَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ النِّسَاءُ ثُمَّ تَفَرَّقْنَ إِلاَّ أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِيْنَةٍ فَطُبِخَتْ ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيْدٌ فَصُبَّتِ التَّلْبِيْنَةُ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ كُلْنَ مِنْهَا فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ التَّلْبِيْنَةُ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيْضِ تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ

৫৫৭৮. আবদুল মালিক ইব্ন শু'য়ায়ব ইব্ন লাইস ইব্ন সা'দ (র) উরওয়া,..... (র) সূত্রে নবী ﷺ সহধর্মিণী আয়েশা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর নিয়ম ছিল, যখন তার পরিবারের কোন লোক মারা যেত এবং সে উপলক্ষে মহিলাগণ সমবেত হতো, পরে পরিবারের লোক ও বিশিষ্ট (আত্মীয়) ব্যতীত অন্যরা চলে যেত, তখন তিনি এক ডেকচি তালবীনা[১] রান্না করার নির্দেশ দিতেন। তা রান্না করা হতো; তারপর 'সারীদ' তৈরি করে তালবীনা তার ওপর ঢেলে দেওয়া হতো। এরপর তিনি বলতেন, এটা থেকে আহার কর। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি 'তালবীনা' রোগীর অন্তর প্রশান্ত করে এবং দুঃখ কিছুটা প্রশমিত করে।

٢٩٥- بَابُ التَّدَاوِيْ بِسَقْيِ الْعَسَلِ

২৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ মধুপান দ্বারা চিকিৎসা প্রসঙ্গে

٥٥٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ مُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أَخِيْ اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اسْقِهِ عَسَلاً فَسَقَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ إِنِّيْ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلاَّ اسْتِطْلاَقًا فَقَالَ لَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَاءَ الرَّابِعَةَ فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلاً فَقَالَ لَقَدْ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلاَّ اسْتِطْلاَقًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَدَقَ اللّٰهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيْكَ فَسَقَاهُ فَبَرَأَ-

وَحَدَّثَنِيْهِ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِيْ ابْنَ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْ الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أَخِيْ عَرِبَ بَطْنُهُ فَقَالَ لَهُ اسْقِهِ عَسَلاً بِمَعْنَى حَدِيْثِ شُعْبَةَ-

---

১ তালবীনা ঃ আটা বা আটার ভূষি দিয়ে তৈরি এক প্রকার তরল খাবার যেমন ঘউলের ঝুঁড়ায় তৈরি তরল হালুয়া বা সাগু-বার্লি ইত্যাদি।

৫৫৭৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বলল, আমার ভাইয়ের দাস্ত হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তাকে মধুপান করাও। সে তাকে মধুপান করাল পরে এসে বলল, আমি তাকে মধুপান করিয়েছি কিন্তু তার দাস্ত আরও বেড়ে গেছে। তিনি এভাবে তাকে তিনবার বললেন। তারপর লোকটি চতুর্থবার এসে বললে, নবীজী ﷺ বললেন ঃ তাকে মধুপান করাও। লোকটি বলল, মধুপান করিয়েছি কিন্তু দাস্ত বেড়ে যাচ্ছে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্‌ই সত্য বলেছেন, তোমার ভাইয়ের পেটে অভিযোগ সত্য নয়। তারপর আবার তাকে পান করালে সে ভাল হয়ে গেল।

আমর ইব্‌ন যুরারা (র).....আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আসলেন এবং বললেন, আমার ভাইয়ের পেট খারাপ হয়েছে। অতঃপর তিনি তাকে বললেন, ওকে মধুপান করাও। এটি শুবার হাদীসের অর্থে বর্ণিত।

٢٩٦- بَابُ الطَّاعُوْنِ وَالطِّيَرَةِ وَالْكَهَانَةِ وَنَحْوِهَا-

২৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ প্লেগ, কুলক্ষণ ও জ্যোতিষীর গণনা ইত্যাদি

٥٥٨٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَأَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةَ ابْنَ زَيْدٍ مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الطَّاعُوْنِ فَقَالَ أُسَامَةُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الطَّاعُوْنُ رِجْزٌ أُرْسِلَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيْلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوْا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِنْهُ وَقَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا يُخْرِجُكُمْ إِلَّا فِرَارٌ مِنْهُ-

৫৫৮০. ইয়াহ্‌ইয়াহ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)..... আমির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-কে উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-কে এ মর্মে জিজ্ঞাসা করতে শুনেছেন যে, আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে প্লেগ সম্পর্কে কি শুনেছেন? তখন উসামা (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্লেগ একটি শাস্তি যা বনী ইস্‌রাঈল কিংবা (বর্ণনা সন্দেহ) তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের উপরে পাঠানো হয়েছিল। সুতরাং তোমরা কোন এলাকায় প্লেগের কথা শুনলে সেখানে যেও না। আর কোন এলাকায় প্লেগ দেখা দিলে এবং তোমরা সেখানে অবস্থানরত থাকলে সেখান থেকে পলায়ন করবে না। রাবী আবূ নায্‌র (র) বলেছেন, শুধু পলায়নের উদ্দেশ্যে সে স্থান ত্যাগ করো না।

٥٥٨١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا الْمُغِيْرَةُ وَنَسَبَهُ ابْنُ قَعْنَبٍ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الطَّاعُوْنُ آيَةُ الرِّجْزِ ابْتَلَى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوْا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوْا مِنْهُ هٰذَا حَدِيْثُ الْقَعْنَبِيِّ وَقُتَيْبَةَ نَحْوُهُ-

৫৫৮১. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্লামা ইব্ন কা'নাব ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্লেগ আযাবের আলামত, মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ্ পাক তা দিয়ে তাঁর বান্দাদের কিছু লোককে বিপদগ্রস্ত করেন। সুতরাং কোন এলাকায় এর প্রাদুর্ভাবের সংবাদ পেলে তোমরা সেখানে যেও না। আর তোমরা কোন এলাকায় অবস্থানকালে সেখানে প্লেগ দেখা দিলে সেখান থেকে পলায়ন করবে না। এ বর্ণনা কা'নাব -এর। আর কুতায়বা (র)-এর বর্ণনাও অনুরূপ।

٥٥٨٢- وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عامر بن سعد عن أسامة قال قال رسول الله ﷺ ان هذا الطاعون رجز سلط على من كان قبلكم او على بني اسرائيل فاذا كان بارض فلا تخرجوا منها فرارا منه واذا كان بارض فلا تدخلوها-

৫৫৮২. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র)..... উসামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এ প্লেগ একটি আযাব, যা তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরে কিংবা বনী ইস্রাঈলের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অতএব কোন এলাকায় তা দেখা দিলে তা থেকে পলায়নের উদ্দেশ্যে সে এলাকা ত্যাগ করো না। আর কোন এলাকায় প্লেগ দেখা দিলে সেখানে প্রবেশ করো না।

٥٥٨٣- حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار ان عامر بن سعد اخبره ان رجلا سأل سعد بن ابي وقاص عن الطاعون فقال أسامة بن زيد انا اخبرك عنه قال رسول الله ﷺ هو عذاب او رجز ارسله الله على طائفة من بني اسرائيل او ناس كانوا قبلكم فاذا سمعتم به بارض فلا تدخلوها عليه واذا دخلها عليكم فلا تخرجوا منها فرارا-

৫৫৮৩. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) ... ...আমির ইব্ন সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-কে প্লেগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে উসামা ইব্ন যায়দ (রা) বললেন, আমি সে বিষয়ে তোমাকে খবর দিচ্ছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তা একটি আযাব কিংবা একটি মহামারী যা আল্লাহ্ পাক বনী ইস্রাঈলের একটি উপদল কিংবা তোমাদের পূর্ববর্তী কোন একদল লোকের উপরে পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং কোন এলাকায় তার কথা শুনলে সেখানে তোমরা প্রবেশ করো না; আর কোন এলাকায় তোমাদের উপরে তা এসে পড়লে সেখান থেকে পলায়নের উদ্দেশ্যে বের হইও না।

٥٥٨٤- وحدثناه ابو الربيع سليمان بن داود وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا حماد وهو ابن زيد ح قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة كلاهما عن عمرو بن دينار باسناد ابن جريج نحو حديثه-

৫৫৮৪. আবূ রবী' সুলায়মান ইব্ন দাউদ, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আবূ বকর ইব্ন শায়বা (রা) আমর ইব্ন দীনার (র) থেকে ইব্ন জুরায়জ (র)-এর সনদে তাঁর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٥٨٥- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ أَوِ السَّقَمَ رِجْزٌ عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الأُمَمِ قَبْلَكُمْ ثُمَّ بَقِيَ بَعْدُ بِالأَرْضِ فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَيَأْتِي الأُخْرَى فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ يَقْدَمَنَّ عَلَيْهِ وَمَنْ وَقَعَ بِأَرْضٍ وَهُوَ بِهَا فَلاَ يُخْرِجَنَّهُ الْفِرَارُ مِنْهُ-

৫৫৮৫. আবূ তাহির আহ্‌মদ ইব্‌ন আম্‌র ও হারামালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ... ... উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ এ ব্যাধি বা পীড়া একটি মহামারী যা দিয়ে তোমাদের পূর্বেকার কতক উম্মাতকে আযাব দেয়া হয়েছে। পরে তা পৃথিবীতে (বিদ্যমান) রয়ে গেছে। তাই এক সময় তা চলে যায়, আর এক সময় তা এসে পড়ে। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন এলাকায় তার কথা শুনতে পায় সে যেন কিছুতেই সেখানে না যায়, আর যে ব্যক্তি কোথাও থাকা অবস্থায় সেখানে তা এসে পড়ে, সেখান থেকে যেন সে (যেন) পলায়ন না করে।

٥٥٨٦- وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ يُونُسَ نَحْوَ حَدِيثِهِ-

৫৫৮৬. আবূ কামিল জাহ্‌দারী (র) ... ... যুহ্‌রী (র) থেকে ইউনুস (র)-এর সনদে তাঁর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٥٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبٍ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَبَلَغَنِي أَنَّ الطَّاعُونَ قَدْ وَقَعَ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ لِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَغَيْرُهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ فَوَقَعَ بِهَا فَلاَ تَخْرُجْ مِنْهَا وَإِذَا بَلَغَكَ أَنَّهُ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلْهَا قَالَ قُلْتُ عَنْ مَنْ قَالُوا عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ يُحَدِّثُ بِهِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقَالُوا غَائِبٌ قَالَ فَلَقِيتُ أَخَاهُ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ سَعْدٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ شَهِدْتُ أُسَامَةَ يُحَدِّثُ سَعْدًا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ رِجْزٌ أَوْ عَذَابٌ أُوبِقِيَّةُ عَذَابٍ عُذِّبَ بِهِ أُنَاسٌ مِنْ قَبْلِكُمْ فَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِذَا بَلَغَكُمْ أَنَّهُ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا قَالَ حَبِيبٌ فَقُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ أَنْتَ سَمِعْتَ أُسَامَةَ يُحَدِّثُ سَعْدًا وَهُوَ لاَ يُنْكِرُ قَالَ نَعَمْ-

৫৫৮৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ... ... হাবীব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মদীনায় অবস্থান করছিলাম। তখন আমার কাছে খবর পৌঁছল যে, কূফায় প্লেগ দেখা দিয়েছে। তখন আতা ইব্‌ন ইয়াসার (রা) প্রমুখ আমাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তুমি যখন কোন এলাকায় থাকবে, সেখানে তা দেখা দিলে সেখান থেকে বের হয়ো না। আর যদি তোমার কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, তা কোন এলাকায় রয়েছে, তা হলে সেখানে যেও

না। রাবী বলেন, আমি বললাম, এ রিওয়ায়াত কার তরফ থেকে? তাঁরা বললেন, আমির ইব্‌ন সা'দ (র) থেকে তিনি তা বর্ণনা করে থাকেন। রাবী বলেন, তখন আমি তাঁর কাছে গেলাম। তারা বলল, তিনি বাড়িতে নেই। তখন আমি তাঁর ভাই ইব্‌রাহীম ইব্‌ন সা'দ (র)-এর সাথে দেখা করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, উসামা (রা) যখন সা'দকে হাদীস শোনাচ্ছিলেন, তখন আমি হাযির ছিলাম। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, এ ব্যাধি একটি মহামারী কিংবা একটি আযাব কিংবা আযাবের অবশিষ্টাংশ— যা দিয়ে তোমাদের পূর্বেকার কতক লোককে শাস্তি দেয়া হয়েছিল। সুতরাং কোন এলাকায় তোমাদের অবস্থানকালে যদি তা থাকে, তখন সেখান থেকে তোমরা বের হয়ো না। আর যদি তোমাদের কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, তা কোন এলাকায় রয়েছে, তাহলে সেখানে যেও না। হাবীব (র) বলেন, তখন আমি ইব্‌রাহীম (র)-কে বললাম, আপনি কি শুনেছেন যখন উসামা (রা) সা'দ (রা)-এর কাছে হাদীস বর্ণনা করছিলেন, আর তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেননি? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

٥٥٨٨- وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ فِيْ أَوَّلِ الْحَدِيْثِ-

৫৫৮৮. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয (র) ... ... শু'বা (র) এ সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি হাদীসের প্রারম্ভে আতা ইব্‌ন ইয়াসার (র) সম্পর্কিত বিবরণ বিবৃত করেন নি।

٥٥٨٩- وَحَدَّثَنَاهُ أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ وَخُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالُوْا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ شُعْبَةَ-

৫৫৮৯. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ... ... সাদ ইব্‌ন মালিক (রা) খুযায়মা ইব্‌ন সাবিত (রা) ও উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এরপর শু'বা (র)-এর হাদীসের মর্মানুযায়ী হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٥٩٠- وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ابْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَسَعْدٌ جَالِسَيْنِ يَتَحَدَّثَانِ فَقَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمْ

وَحَدَّثَنِيْهِ وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِيْ الطَّحَّانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمْ-

৫৫৯০. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ... ... ইব্‌রাহীম ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) ও সা'দ (রা) বসে বসে কথা বলছিলেন। তাঁরা দু'জন বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ (পূর্বোল্লেখিত) রাবীদের হাদীসের ন্যায়।

ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন বাকিয়্যা (র)..... ইব্‌রাহীম ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন মালিক (র) তাঁর পিতা (সা'দ) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে পূর্বোল্লেখিত রাবীদের হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٥٩١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغٍ لَقِيَهُ أُهَلُ الأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ عُمَرُ ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفُوا فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدْ خَرَجْتَ لأَمْرٍ وَلاَ نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هٰذَا الْوَبَاءِ قَالَ ارْتَفِعُوا عَنِّي ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِي الأَنْصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ لَهُ فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلاَفِهِمْ فَقَالَ ارْتَفِعُوا عَنِّي ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هٰهُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ فَقَالُوا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلاَ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هٰذَا الْوَبَاءِ فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ فَقَالَ عُمَرُ لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ خِلاَفَهُ نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ إِلَى قَدَرِ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتْ لَكَ إِبِلٌ فَهَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ إِحْدَاهُمَا خَصِيبَةٌ وَالأُخْرَى جَدْبَةٌ أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصِيبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللّٰهِ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللّٰهِ قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي مِنْ هٰذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ فَحَمِدَ اللّٰهَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثُمَّ انْصَرَفَ.

৫৫৯১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তামীমী (র) ... ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমার (রা) শাম-এর দিকে রওয়ানা হলেন। 'সারগ' পর্যন্ত পৌঁছলে 'আজনাদ' অধিবাসীদের (প্রতিনিধি ও অধিনায়ক) আবূ উবায়দা ইব্ন জাররাহ্ (রা) ও তাঁর সহকর্মীগণ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। তখন তাঁরা খবর দিলেন যে, শামে মহামারী শুরু হয়ে গিয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তখন উমার (রা) বললেন, প্রথম যুগের মুহাজিরদের আমার কাছে ডেকে আন। আমি তাদের ডেকে আনলে তিনি তাঁদের পরামর্শ চাইলেন এবং তাঁদের খবর দিলেন যে, শামে মহামারী শুরু হয়ে গিয়েছে। তাঁরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়লেন। তাঁদের কেউ কেউ বললেন, আপনি একটা বিশেষ কাজের উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন, তাই আমরা আপনার ফিরে যাওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করি না। আর কেউ কেউ বললেন, আপনার সাথে রয়েছে প্রবীণ ব্যক্তি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবীগণ। তাই আমরা তাঁদেরকে এ মহামারীর মুখে এগিয়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করি না। তিনি বললেন, আপনারা উঠুন। এরপর বললেন, আনসারীদের আমার কাছে ডেকে আন। আমি তাঁদেরকে তাঁর কাছে ডেকে আনলে তিনি তাঁদের কাছেও পরামর্শ

চাইলেন। তাঁরা মুহাজিরদের পথ অনুসরণ করলেন এবং মুহাজিরগণের ন্যায় তাঁদের মধ্যেও মতপার্থক্য হল। তিনি বললেন, আপনারা উঠুন! এরপর তিনি বললেন, (মক্কা) বিজয়ের আগে হিজরতকারী কুরায়শের মুরব্বীদের যারা এখানে রয়েছেন, তাঁদের আমার কাছে ডেকে আন। আমি তাঁদের ডেকে আনলাম। তাঁদের দু'জনও কিন্তু দ্বিমত পোষণ করলেন না। তাঁরা (সকলেই) বললেন, আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করি যে, আপনি লোকদের নিয়ে ফিরে যান এবং তাঁদেরকে এ মহামারীর মুখে এগিয়ে দিবেন না। তখন উমার (রা) লোকদের মাঝে ঘোষণা দিলেন, আমি ফজর পর্যন্ত সওয়ারীর উপর থাকবো, তোমরাও ফজর পর্যন্ত সওয়ারীর উপর অবস্থান কর। তখন আবূ উবায়দা ইব্ন জাররাহ (রা) বললেন, আল্লাহ্র তাকদীর থেকে পলায়ন করে? তখন উমার (রা) বললেন, হে আবূ উবায়দা! তুমি ভিন্ন অন্য কেউ এ কথা বললে (রাবী বলেন) উমার (রা) তাঁর বিরুদ্ধাচরণ অপসন্দ করতেন (তিনি বললেন) হ্যাঁ, আমরা আল্লাহ্র তাকদীর থেকে আল্লাহ্রই তাকদীরের দিকে পলায়ন করছি। তোমার যদি একপাল উট থাকে আর তুমি একটি উপত্যকায় অবতীর্ণ হওয়ার পর দেখ যে, দু'টি প্রান্তর রয়েছে, যার একটি সবুজ শ্যামল অপরটি তৃণশূন্য। সে ক্ষেত্রে তুমি যদি সবুজ শ্যামল প্রান্তরে (উট) চরাও, তাহলে আল্লাহ্র তাকদীরেই সেখানে চরাবে, আর যদি তৃণশূন্য প্রান্তরে চরাও, তাহলেও আল্লাহ্র তাকদীরেই সেখানে চরাবে। রাবী বলেন, এ সময় আবদুর রাহমান ইব্ন আওফ (রা) এলেন, তিনি (এতক্ষণ) তাঁর কোন প্রয়োজনে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, এ বিষয়ে আমার কাছে (হাদীসের) ইলম রয়েছে। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যখন তোমরা কোন এলাকায় এর সংবাদ শুনতে পাও, তখন তার উপরে (দুঃসাহস দেখিয়ে) এগিয়ে যেয়ো না। আর যখন কোন দেশে তোমাদের সেখানে থাকা অবস্থায় দেখা দেয়, তখন তা থেকে পলায়ন করে বেরিয়ে পড়ো না। রাবী বলেন, তখন উমার (রা) আল্লাহ্র হামদ করলেন। তারপর চলে গেলেন।

٥٥٩٢- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ ابْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ وَزَادَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ قَالَ وَقَالَ لَهُ أَيْضًا أَرَأَيْتَ أَنَّهُ لَوْ رَعَى الْجَدْبَةَ وَتَرَكَ الْخِصْبَةَ أَكُنْتَ مُعْجِزَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَسِرْ إِذًا قَالَ فَسَارَ حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ فَقَالَ هٰذَا الْمَحَلُّ أَوْ قَالَ هٰذَا الْمَنْزِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى -

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ وَلَمْ يَقُلْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ -

৫৫৯২. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম, মুহাম্মদ ইব্ন রাফি ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)..... মা'মার (র) উক্ত সনদে মালিক (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। মা'মার (র)-এর হাদীসে অধিক বলেছেন ঃ রাবী বলেন [উমার রা)] আবূ উবায়দাকে আরো বললেন, বল তো, সে যদি তৃণশূন্য প্রান্তরে চরায় আর সবুজ শ্যামল প্রান্তর বর্জন করে, তা হলে তুমি কি তাকে অক্ষম সাব্যস্ত করবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তা হলে এবার চল। রাবী বলেন, পরে সফর করে মদীনায় উপনীত হয়ে তিনি বললেন, এটি অবস্থানস্থল কিংবা তিনি বললেন, ইনশাআল্লাহ্ এটিই অবতরণ স্থান।

আবূ তাহির ও হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... ইব্ন শিহাব (র) হতে উল্লেখিত সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন নিশ্চয়ই আবদুল্লাহ ইব্ন হারিস তাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তিনি عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ। বলেন নি।

٥٥٩٣- وحدثناه يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر خرج إلى الشام فلما جاء سرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ﷺ قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه فرجع عمر بن الخطاب من سرغ وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر إنما انصرف بالناس عن حديث عبد الرحمن بن عوف-

৫৫৯৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমির ইবন রাবী'আ (র) থেকে বর্ণিত যে, উমার (রা) শামের সফরে বের হলেন, 'সারাগ' পর্যন্ত গেলে তার কাছে (সংবাদ) পৌঁছল যে, শামে মহামারী দেখা দিয়েছে। তখন আবদুর রাহমান ইব্ন আওফ (রা) তাঁকে খবর দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা যখন কোন এলাকায় মহামারীর (সংবাদ) শুনবে, তখন এর উপরে এগিয়ে যাবে না। আর যখন কোন এলাকায় তা দেখা দিবে, যখন তোমরা সেখানে রয়েছ, তখন তা থেকে পালিয়ে বের হয়ে যেও না। এর পরে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) সারাগ থেকে ফিরে গেলেন। সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (ইব্ন উমার) (রা) থেকে ইব্ন শিহাব (র)-এর রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, আবদুর রাহমান ইব্ন আওফ (রা)-এর হাদীসের অনুসরণে উমার (রা) লোকদের নিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন।

٢٩٧- باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول ولا يورد ممرض على مصح-

২৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ সংক্রমণ, কুলক্ষণ, পাখির কুলক্ষণ, ক্ষুধায় পেট কামড়ানো পোকা, নক্ষত্র প্রভাবে বর্ষণ ওপথ বিভ্রমের ভূত-প্রেতের অস্তিত্ব নেই এবং অসুস্থ উটের মালিক তার উট সুস্থ উটের নিকট আনবে না

٥٥٩٤- حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لأبي الطاهر قالا أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال ابن شهاب فحدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة حين قال رسول الله ﷺ لا عدوى ولا صفر ولا هامة فقال أعرابي يا رسول الله ﷺ فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها قال فمن أعدى الأول-

৫৫৯৪. আবূ তাহির ও হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ... ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। (এ হাদীস সে সময়ের) যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করলেন ঃ সংক্রামক ব্যাধি, ক্ষুধায় পেট কামড়ানো কীট (বা সফর মাসের অগ্রপশ্চাৎকরণ) ও পাখির কুলক্ষণ বলে কিছু নেই। তখন এক বেদুঈন আরব বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তা হলে সে উট পালের অবস্থা কি, যা কোন বালুকাময় ভূমিতে থাকে যা নিরোগ, সবল। তারপর সেখানে পাঁচড়া আক্রান্ত (কোন) উট এসে তাদের মাঝে ঢুকে পড়ে তাদের সবগুলিকে পাঁচড়ায় আক্রান্ত করে দেয়? তিনি বললেন, তা হলে প্রথম (উট)-টিকে কে সংক্রমিত করেছিল?

٥٥٩٥- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَغَيْرُهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَصَفَرَ وَلاَ هَامَةَ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ-

৫৫৯৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ও হাসান হুল্‌ওয়ানী ও আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রাহমান (র)... ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ সংক্রামক ব্যাধি, কুলক্ষণ, ক্ষুধায় পেট কামড়ানো কীট ও পাখির কুলক্ষণ-এর অস্তিত্ব নেই। তখন এক বেদুঈন আরব বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ...রাবী ইউনুস (র) বর্ণিত উক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٥٥٩٦- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ عَدْوَى فَقَامَ أَعْرَابِي فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ وَصَالِحٍ وَعَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أُخْتِ نَمِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ عَدْوَى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةَ-

৫৫৯৬. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রাহমান দারিমী, সিনান ইব্‌ন আবূ সিনান দু'আলী (র) ... ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ সংক্রমণ বলতে কিছু নেই।.....। তখন এক বেদুঈন আরব দাঁড়াল, ... এর পরের অংশ ইউনুস ও সালিহ্ (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (পূর্বোক্ত সনদে) যুহ্‌রী (র) বলেন, সাইব ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন উখ্‌তু নামির (র) বলেছেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ সংক্রামক ব্যাধি, ক্ষুধায় পেট কামড়ানো কীট এবং পাখির কুলক্ষণের অস্তিত্ব নেই।

٥٥٩٧- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لاَ عَدْوَى وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لاَ يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُهُمَا كِلْتَيْهِمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ صَمَتَ أَبُو هُرَيْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَوْلِهِ لاَ عَدْوَى وَأَقَامَ عَلَى أَنْ لاَ يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ قَالَ فَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي ذُبَابٍ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تُحَدِّثُنَا مَعَ هَذَا الْحَدِيثِ حَدِيثًا آخَرَ فَسَكَتَّ عَنْهُ كُنْتَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ عَدْوَى فَأَبَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنْ يَعْرِفَ ذَلِكَ وَقَالَ لاَ يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ فَمَا رَاهُ الْحَارِثُ فِي ذَلِكَ حَتَّى غَضِبَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ فَقَالَ لِلْحَارِثِ أَتَدْرِي مَاذَا قُلْتُ قَالَ لاَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنِّي قُلْتُ أَبَيْتَ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَ أَبُو

هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لاَ عَدْوَى فَلاَ أَدْرِى أَنَسِىَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَوْ نَسَخَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ الآخَرَ-

৫৫৯৭. আবূ তাহির ও হারমালা (র) ..... আবূ সালামা ইবন আবদুর রাহমান ইবন আওফ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সংক্রমণ (-এর অস্তিত্ব) নেই। তিনি আরও বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ অসুস্থ উটপালের মালিক (অসুস্থ উটগুলিকে) সুস্থ উটপালের মালিকের (উটের) কাছে আনবে না। আবূ সালামা (র) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) এ দু'টি হাদীসই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করতেন। পরে আবূ হুরায়রা (রা) তাঁর (প্রথম হাদীসের) 'সংক্রমণ নেই' বলা থেকে নীরব থাকেন এবং অসুস্থ উটপালের মালিক সুস্থ উটপালের মালিকের কাছে আনবে না-এর বর্ণনায় দৃঢ় থাকেন। রাবী বলেন, (একদিন) হারিস ইবন আবূ যুবাব (র), তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-এর চাচাত ভাই, বললেন, হে আবূ হুরায়রা! আমি তো শুনতে পেতাম যে, আপনি এ হাদীসের সাথে আরও একটি হাদীস আমাদের কাছে রিওয়ায়াত করতেন, যা বর্ণনায় আপনি এখন নীরব থাকছেন। আপনি বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ 'সংক্রমণ নেই'। তখন আবূ হুরায়রা (রা) অস্বীকার করলেন এবং বললেন, 'অসুস্থ পালের মালিক সুস্থপালের মালিকের কাছে নিয়ে যাবে না। তখন হারিস (র) এ ব্যাপারে তাঁর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলেন। ফলে আবূ হুরায়রা (রা) রাগান্বিত হয়ে হাবশী ভাষায় কিছু বললেন। তিনি হারিস (র)-কে বললেন, তুমি কি বুঝতে পেরেছো, আমি কি বলেছি? তিনি বললেন, না। আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, আমি বলেছি, আমি অস্বীকার করছি। আবূ সালামা (র) বলেন, আমার জীবনের শপথ। আবূ হুরায়রা (রা) অবশ্যই আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন 'সংক্রমণ নেই'। এখন আমি জানি না যে, আবূ হুরায়রা (রা) ভুলে গেলেন, নাকি একটি অপরটিকে রহিত করে দিয়েছে।

٥٥٩٨- حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَحَسَنُ الْحُلْوَانِىُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ حَدَّثَنِى وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنُونَ ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لاَ عَدْوَى وَيُحَدِّثُ مَعَ ذَلِكَ لاَيُورِدُ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ-

৫৫৯৮. মুহাম্মদ ইবন হাতিম ও আবদ ইবন হুমায়দ (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সংক্রমণ (-এর বাস্তবতা) নেই। ঐ সাথে রিওয়ায়াত করতেন পালের মালিক (তার) অসুস্থ উট অন্য মালিকের সুস্থ উটপালের কাছে নিয়ে আসবে না। বাকী অংশ রাবী ইউনুস (র)-এর হাদীসের অনুরূপ।

٥٥٩٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِىُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ-

৫৫৯৯. আবদুল্লাহ্ ইবন আবদুর রাহমান দারিমী (র)..... যুহরী (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٦٠٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لاَ عَدْوَى وَلاَ هَامَةَ لاَنَوْءَ وَلاَ صَفَرَ-

৫৬০০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইউব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজর (র) ... ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সংক্রামক ব্যাধি, কুলক্ষণে পেঁচা, নক্ষত্র (প্রভাবে বর্ষণ) ও (ক্ষুধা পেট কামড়ানো) কীট-এর অস্তিত্ব নেই।

٥٦٠١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَ غُولَ-

৫৬০১. আহ্মাদ ইব্ন ইউনুস ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ... ... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সংক্রামক ব্যাধি কুলক্ষণ ও (মাঠে-প্রান্তরে পথ ভুলানো বিভিন্ন রূপধারী) ভূত-প্রেত (-এর অস্তিত্ব) নেই।

٥٦٠٢- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ التُّسْتَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ عَدْوَى وَلاَ غُولَ وَلاَ صَفَرَ-

৫৬০২. আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাশিম ইব্ন হাইয়্যান (র) ... ... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সংক্রামক ব্যাধি, পথ ভুলানো ভূত (এ অস্তিত্ব) নেই।

٥٦٠٣- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لاَ عَدْوَى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ غُولَ وَسَمِعْتُ أَبَا الزُّبَيْرِ يَذْكُرُ أَنَّ جَابِرًا فَسَّرَ لَهُمْ قَوْلَهُ وَلاَ صَفَرَ فَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ الصَّفَرُ الْبَطْنُ وَقِيلَ لِجَابِرٍ كَيْفَ قَالَ كَانَ يُقَالُ دَوَابُّ الْبَطْنِ قَالَ وَلَمْ يُفَسِّرِ الْغُولَ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ هَذِهِ الْغُولُ الشَّيْءُ تَغُولُ-

৫৬০৩. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) ... ... হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, সংক্রামক ব্যাধি, ক্ষুধায় পেট কামড়ানো কীট ও পথ ভুলানো ভূত (-এর অস্তিত্ব) নেই। (রাবী বলেন) আমি আবূ যুবায়র (র)-কে তাঁর ছাত্রদের কাছে নবী ﷺ-এর বাণী وَلاَ صَفَرَ -এর ব্যাখ্যা দিতে শুনেছি। আবূ যুবায়র (র) বলেছেন, الصَّفَرُ হল دَوَابُّ الْبَطْنِ পেটের কীট। জাবির (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, কি রকম? তিনি বললেন, কথিত পেটের কীটসমূহ। রাবী বলেন, তিনি الْغُولُ -এর ব্যাখ্যা দেন নি। আবূ যুবায়র (র) বলেছেন তা সে সব ভূত-প্রেত যারা নানা রূপ ধরে মানুষকে পথ ভুলায়।

٢٩٨- بَابُ الطِّيَرَةِ وَالْفَأْلِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ الشُّؤْمُ-

২৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ কুলক্ষণ, সুলক্ষণ, ফাল ও সম্ভাব্য অপয়া বিষয়বস্তুর বিবরণ

٥٦٠٤- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ

اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُتْبَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ طِيَرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْفَأْلُ قَالَ الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا اَحَدُكُمْ-

৫৬০৪. আব্দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ... ... আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী ﷺ -কে আমি বলতে শুনেছি কোন কু-লক্ষণ নেই। তবে তার মধ্যে উত্তম হল ফাল- শুভলক্ষণ। বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! 'ফাল' কি? তিনি বললেন, (যেমন) উত্তম কোন কিছু, যা তোমাদের কেউ শুনতে পায়।

٥٦٠٥- وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ جَدِّيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ ح قَالَ وحَدَّثَنِيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ وَشُعَيْبٌ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَفِيْ حَدِيْثِ عُقَيْلٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ سَمِعْتُ وَفِيْ حَدِيْثِ شُعَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ كَمَا قَالَ مَعْمَرٌ-

৫৬০৫. আব্দুল মালিক ইব্‌ন শু'আয়ব ইব্‌ন লায়স ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রাহ্‌মান দারিমী (র)..... যুহরী (র) থেকে উল্লিখিত সনদে অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে রাবী উকায়ল (র)-এর হাদীসে রয়েছে, 'রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি 'আমি শুনেছি' বলেন নি। আর রাবী শু'আয়ব (র) তাঁর হাদীসে বলেছেন, 'নবী ﷺ -কে আমি বলতে শুনেছি', যেরূপ মা'মার (র) বলেছেন।

٥٦٠٦- حَدَّثَنَا هُدَّابُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ عَدْوٰى وَلاَ طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِيْ الْفَأْلُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ-

৫৬০৬. হাদ্দাব ইব্‌ন খালিদ (র) ... ... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ সংক্রমণ ও কুলক্ষণ নেই, তবে ফাল ও শুভ লক্ষণ (অর্থাৎ সুন্দর শব্দ ও উত্তম কথা) আমাকে আনন্দিত করে।

٥٦٠٧- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ عَدْوٰى وَلاَ طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِيْ الْفَأْلُ قَالَ قِيْلَ وَمَا الْفَأْلُ قَالَ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ-

৫৬০৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ... ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সংক্রমণ ও কুলক্ষণে (-এর বৈধতা) নেই। তবে ফাল ও সুলক্ষণ আমাকে আনন্দ দেয়। রাবী বলেন, তখন বলা হল, ফাল কী? তিনি বললেন, উত্তম কথা।

٥٦٠٨- وَحَدَّثَنِيْ حَجَّاجُ ابْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُخْتَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَتِيْقٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ عَدْوٰى وَلاَ طِيَرَةَ وَاُحِبُّ الْفَأْلَ الصَّالِحَ-

৫৬০৮. হাজ্জাজ ইব্‌ন শা'ইব (র) ... ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সংক্রমণ ও অশুভ লক্ষণ নেই। আর আমি ভাল ফাল পসন্দ করি।

٥٦٠٩- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ عَدْوَى وَلاَ هَامَةَ وَلاَ طِيَرَةَ وَأُحِبُّ الْفَأْلَ الصَّالِحَ-

৫৬০৯. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সংক্রমণ, পেঁচা ও কুলক্ষণ (বিশ্বাসের বৈধতা) নেই; আর আমি ভাল 'ফাল' পসন্দ করি।

٥٦١٠- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمٍ ابْنَىْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الشُّؤْمُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ-

৫৬১০. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা ইব্‌ন কা'নাব ও ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ শুভাশুভ রয়েছে ঘর, নারী ও ঘোড়ায়।

٥٦١١- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمٍ ابْنَىْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَإِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلاَثَةٍ الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ-

৫৬১১. আবূ তাহির ও হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সংক্রমণ ও অশুভ নেই; তবে (শুভা) শুভ রয়েছে তিনটি বিষয়ে, স্ত্রী, ঘোড়া ও গৃহে।

٥٦١٢- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ وَحَمْزَةَ ابْنَىْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ وَحَمْزَةَ ابْنَىْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ ابْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الشُّؤْمِ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ لاَ يَذْكُرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْعَدْوَى وَالطِّيَرَةَ غَيْرَ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ-

৫৬১২. ইব্‌ন আবূ উমার (রা)..... আবদুল্লাহ্ (রা)-এর দুই পুত্র সালিম ও হামযা (র) তাঁদের পিতা সূত্রে নবী ﷺ থেকে, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, আম্‌রুন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র), সালিম (র) তাঁর পিতা নবী ﷺ থেকে, আম্‌রুন-নাকিদ (র) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে, আবদুল মালিক ইব্‌ন শু'আয়ব ইব্‌ন লায়স (র) ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রাহমান দারিমী (র).....সালিম (র) তাঁর পিতা সূত্র নবী ﷺ থেকে শুভাশুভ বিষয়ে রাবী মালিক (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। রাবী ইউনুস ইব্‌ন ইয়াযীদ ব্যতিরেকে এঁদের কেউ ইব্‌ন উমার (রা) বর্ণিত হাদীসে 'সংক্রমণ ও অশুভ' উল্লেখ করেন নি।

٥٦١٣- وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنْ يَكُ مِنَ الشُّؤْمِ شَيْءٌ حَقٌّ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ-

৫৬১৩. আহ্‌মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাকাম (র)..... ইব্‌ন উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন ঃ কোন কিছুতে অশুভ কিছু যদি থাকে, তা হবে ঘোড়া, বাড়ি ও নারী।

٥٦١٤- وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَقُلْ حَقٌّ-

৫৬১৪. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)..... শু'বা (র) উল্লিখিত সনদে অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি حَقٌّ শব্দটি বলেন নি।

٥٦١٥- وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ وَالْمَرْأَةِ-

৫৬১৫. আবূ বাকর ইব্‌ন ইসহাক (র)..... হামযা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) সূত্রে তাঁর পিতা থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ শুভাশুভ যদি কোন কিছুতে থেকে থাকে, তা হলে রয়েছে ঘোড়া, বাসস্থান ও স্ত্রীর মধ্যে।

٥٦١٦- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَ فَفِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ يَعْنِي الشُّؤْمَ

৫৬১৬. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্‌লামা ইব্‌ন কা'নাব (র)..... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি থাকে তা হলে স্ত্রী, ঘোড়া ও বাসস্থানে অর্থাৎ শুভাশুভ।

٥٦١٧- حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ-

৫৬১৭. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র).....সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٦١٨- وحدثناه اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابرا يخبر عن رسول الله ﷺ قال ان كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس-

৫৬১৮. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম হান্‌যালী (র)..... আবূ যুবায়র (র.) জাবির (রা) থেকে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি কোন কিছুতে (শুভাশুভ) থেকে থাকে, তা হলে আবাস, খাদিম ও ঘোড়ায়।

٢٩٩- بَابُ تَحْرِيمِ الْكَهَانَةِ وَإِتْيَانِ الْكُهَّانِ-

২৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ জ্যোতিষী ও জ্যোতিষীর কাছে গমনাগমন হারাম

٥٦١٩- حدثني ابو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله امورا كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان قال فلا تأتو الكهان قال قلت كنا نتطير قال ذاك شيء يجده احدكم في نفسه فلا يصدنكم-

৫৬১৯. আবূ তাহির ও হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ... ... মু'আবিয়া ইব্‌ন হাকাম সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কতক ব্যাপার আমরা জাহিলী যুগে করতাম, আমরা জ্যোতিষদের কাছে যেতাম। তিনি বললেন, আর জ্যোতিষের কাছে যেয়ো না। আমি বললাম, আমরা (বিভিন্ন উপায়ে) শুভাশুভ গ্রহণ করতাম। তিনি বললেন, তা এমন একটি ব্যাপার, যা তোমাদের কেউ কেউ তার অন্তরে অনুভব করে, তা যেন তোমাদের (কাজকর্ম থেকে) বিরত না রাখে।

٥٦٢٠- وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين يعني ابن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل ح قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قالا اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر ح قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا قال شبابة ابن سوار قال حدثنا ابن ابي ذئب ح قال وحدثني محمد بن رافع قال اخبرنا اسحاق بن عيسى قال اخبرنا مالك كلهم عن الزهري بهذا الاسناد مثل معنى حديث يونس غير ان مالكا في حديثه ذكر الطيرة وليس فيه ذكر الكهان-

৫৬২০. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি', ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম, আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... যুহ্‌রী (র) থেকে উক্ত সনদে ইউনুস (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে রাবী মালিক (র) তাঁর বর্ণিত হাদীসে 'অশুভ' উল্লেখ করেছেন। তাতে 'জ্যোতিষী'র কথা উল্লেখ নেই।

٥٦٢١ وحدثنا محمد بن الصباح وابو بكر بن ابي شيبة قالا حدثنا اسماعيل وهو ابن علية عن الحجاج الصواف ح قال وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس قال

حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَزَادَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ قَالَ كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ-

৫৬২১. মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ্, আবূ বাকর ইবন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) ... ... মু'আবিয়া ইবন হাকাম সুলামী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে, মু'আবিয়া (রা) থেকে আবূ সালামা (র) সূত্রে যুহরী (র)-এর অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে ইয়াহ্ইয়া ইবন কাসীর (র) অতিরিক্ত বলেছেন, আমি (মু'আবিয়া) বললাম, আমাদের মাঝে কতক লোক আছে, যারা রেখা অঙ্কন (ভাগ্য নির্ণয়) করে থাকে। তিনি বললেন, নবীগণের মাঝে একজন নবী রেখা অঙ্কন (ভাগ্য নির্ণয়) করতেন। অতএব যার রেখা তাঁর (রেখার অনুরূপ) হবে, তা সেরূপই (সত্যই)।

٥٦٢٢-حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْكُهَّانَ كَانُوا يُحَدِّثُونَنَا بِالشَّيْءِ فَنَجِدُهُ حَقًّا قَالَ تِلْكَ الْكَلِمَةُ الْحَقُّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ فَيَقُذُفُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ وَيَزِيدُ فِيهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ -

৫৬২২. আব্দ ইবন হুমায়দ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! জ্যোতিষ কোন বিষয়ে আমাদের (কোন) কথা বলত, পরে তা আমরা বাস্তবে প্রত্যক্ষ করতাম। তিনি বললেন, সেটি একটি বাস্তব সত্য কথা, যা কোন জিন্ন ছিনতাই করে এনে তা তার দোসর ঠাকুরের কানে ঢুকিয়ে দিত, আর সে তার সাথে একশটি অবাস্তব মিথ্যা বাড়িয়ে দিত।

٥٦٢٣- حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ سَأَلَ أُنَاسٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسُوا بِشَيْءٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا الشَّيْءَ يَكُونُ حَقًّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ -

৫৬২৩. সালামা ইবন শাবীব (র) ... ... উরওয়া (রা) বলতেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, একদল লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাছে জ্যোতিষদের বিষয় জিজ্ঞাসা করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদের বললেন, ওরা (বাস্তব) কিছুর উপরে (প্রতিষ্ঠিত) নয়। তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তারা অনেক সময় কোন বিষয় (আগাম) কথা বলে, যা বাস্তব হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ ঐ (একটি) কথা বাস্তব সত্যের অন্তর্ভুক্ত, যা জিন্নরা চুরি করে আনে এবং মুরগীর মত কুট্ কুট্ করে তা তার দোসরের কানে ঢেলে দেয়। পরে তারা তার সাথে একশ'টিরও অধিক মিথ্যা মিশিয়ে নেয়।

٥٦٢٤- وحدثني ابو الطاهر قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني محمد بن عمر وعن ابن جريج عن ابن شهاب بهذا الاسناد نحو رواية معقل عن الزهري -

৫৬২৪. আবূ তাহির (র) ... ... ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে উল্লেখিত সনদে যুহ্‌রী (র) থেকে মা'কিল (র)-এর অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٦٢٥- حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حسن حدثنا يعقوب وقال عبد بن حميد حدثني يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني علي بن حسين ان عبد الله بن عباس قال اخبرني رجل من اصحاب النبي ﷺ من الانصار انهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله ﷺ رمي بنجم فاستنار فقال لهم رسول الله ﷺ ماذا كنتم تقولون في الجاهلية اذا رمي بمثل هذا قالوا الله ورسوله اعلم كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم فقال رسول الله ﷺ فانها لا يرمى بها لموت احد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه اذا قضى امرا سبح حملة العرش ثم سبح اهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح اهل هذه السماء الدنيا ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال قال فيستخبر بعض اهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا فتخطف الجن السمع فيقذفون الى اوليائهم ويرمون به فما جاؤا به على وجهه فهو حق ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون -

৫৬২৫. হাসান ইব্‌ন আলী হুলওয়ানী (র) ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ-এর সাহাবীগণের মাঝে আনসারদের এক ব্যক্তি আমাকে খবর দিয়েছেন যে, তাঁরা এক রাতে নবী ﷺ -এর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় একটি তারকা নিক্ষিপ্ত হল, ফলে তা জ্বলে উঠল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের বললেন, এ ধরনের (তারকা) নিক্ষিপ্ত হলে জাহিলী যুগে তোমরা কি বলতে? তারা বলল, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই সমধিক অবগত। আমরা বলতাম, আজ রাতে কোন মহান ব্যক্তির জন্ম হল (এবং কোন মহান ব্যক্তি মারা গেলেন)। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তবে জেনে রাখ যে, তা কারো মৃত্যু কিংবা কারো জন্মের কারণে নিক্ষিপ্ত হয় না; বরকতময় ও মহান নামের অধিকারী আমাদের রব যখন কোন বিষয়ের ফায়সালা দেন, তখন আরশ বহনকারী ফিরিশ্‌তারা তাসবীহ্ পাঠ করে। তারপর তাসবীহ্ পাঠ করে সে আসমানের ফিরিশ্‌তারা, যারা তাদের নিকটবর্তী; অবশেষে তাসবীহ্ পাঠ এ নিকটবর্তী (দুনিয়ার) আসমানের বাসিন্দাদের পর্যন্ত পৌঁছে। তারপর আরশ বহনকারী (ফিরিশতা)-দের নিকটবর্তী যারা তারা আরশ বহনকারীদের বলে, তোমাদের প্রতিপালক কি ইরশাদ করলেন? তখন তিনি তাদের যা বলেছেন, তারা সে খবর সরবরাহ করে। (রাবী বলেন) তিনি বললেন ঃ পরে আসমানসমূহের বাসিন্দারা একে অপরকে খবর আদান প্রদান করে। অবশেষে এই নিকটবর্তী আসমানে খবর পৌঁছে। তখন জিন্নেরা অতর্কিতে গোপন সংবাদটি শুনে নেয় এবং তাদের দোসর জ্যোতিষীদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়, আর তা বাড়িয়ে বুড়িয়ে দেয়। ফলে যা তারা যথাযথভাবে নিয়ে আসতে পারে, তাই ঠিক হয়; কিন্তু তারা তাতে সন্নিবিষ্ট ও সংযোজিত করে।

٥٦٢٦- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ يُونُسَ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الأَنْصَارِ وَفِي حَدِيثِ الأَوْزَاعِيِّ وَلَكِنْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ وَلَكِنَّهُمْ يَرْفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ وَزَادَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ وَقَالَ اللَّهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَفِي حَدِيثِ مَعْقِلٍ كَمَا قَالَ الأَوْزَاعِيُّ وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ -

৫৬২৬. যুহায়র ইব্‌ন হারব, আবূ তাহির, হারমালা ও সালামা ইব্‌ন শাবীব (র)..... যুহ্‌রী (র) থেকে উক্ত সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। তবে ইউনুস (র) বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আনসার সাহাবীগণের কয়েক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন। আর আওয়াঈ (র) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তবে তাতে তারা সন্নিবিষ্ট ও সংযোজিত করে দেয়। আর ইউনুস (র)-এর হাদীসে রয়েছে, এতে তারা বৃদ্ধি ও অতিরঞ্জিত করে। ইউনুস (র) বর্ণিত হাদীসে বাড়িয়ে বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ অবশেষে যখন তাদের অন্তর থেকে সন্ত্রস্ততা বিদূরীত করে দেয়া হয়, তখন তারা বলে, তোমাদের প্রতিপালক কি বললেন? তারা বলে, ঠিকই বলেছেন। আর মা'কিল (র) বর্ণিত হাদীসে আওয়াঈ (র) যেমন বলেছেন, 'কিন্তু তারা তাতে সন্নিবিষ্ট করে ও সংযোজিত করে' রয়েছে।

٥٦٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَىْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً -

৫৬২৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না আনাযী (র)..... নবী ﷺ -এর কতিপয় সহধর্মিণী সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আর্‌রাফ[১] (গণকের) কাছে গেল এবং তাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল, চল্লিশ রাত তার কোন সালাত কবূল করা হয় না।

٣٠٠- بَابُ اجْتِنَابِ الْمَجْذُومِ وَنَحْوِهِ

৩০০. অনুচ্ছেদ ঃ কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগাক্রান্ত ব্যক্তি থেকে সরে থাকা

٥٦٢٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ -

৫৬২৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... আম্‌র ইব্‌ন শারীদ (রা) সূত্রে তার পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাকীফ গোত্রীয় প্রতিনিধি দলের মাঝে একজন কুষ্ঠ রোগী ছিলেন। নবী ﷺ তার কাছে (সংবাদ) পাঠালেন যে, আমরা তোমাকে বায়'আত করে নিয়েছি; তুমি ফিরে যাও।[২]

---

১. হারানো জিনিসের সংবাদদাতা।

২. হাদীসে কুষ্ঠরোগীর সাথে একত্রে পানাহার ও উঠা বসার বিবরণ পাওয়া যায়। অতএব সুন্নাহ্ মতে, তাদের ঘৃণা ও একঘরে না করে সম্ভাব্য ও সাধারণ সতর্কতা অবলম্বন করা বিধেয়।

كِتَابُ قَتْلِ الحَيَّاتِ وَ غَيْرِهَا

অধ্যায় ঃ সাপ ইত্যাদি নিধন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ قَتْلِ الْحَيَّاتِ وَ غَيْرِهَا

অধ্যায় ঃ সাপ ইত্যাদি নিধন

٥٦٢٩- حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنِ سُلَيْمَانَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقَتْلِ ذِى الطُّفْيَتَيْنِ فَاِنَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصَرَ وَيُصِيْبُ الْحَبَلَ -

৫৬২৯. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পিঠে দু'টি সাদা রেখা বিশিষ্ট বিষধর সাপ মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ তা দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয় এবং গর্ভস্থিত সন্তানের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

٥٦٣٠- وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ اَلْاَبْتَرُ وَذُو الطُّفْيَتَيْنِ -

৫৬৩০. ইস্‌হাক ইব্‌রাহীম (র)..... হিশাম (র) উল্লেখিত সনদে হাদীস বর্ণনা করেন এবং তিনি বলেছেন, 'লেজ খসে যাওয়া ও পিঠে দুটি সাদা রেখাবিশিষ্ট সাপ।'

٥٦٣١- حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اُقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْاَبْتَرَ فَاِنَّهُمَا يَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ وَيَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَهَا فَاَبْصَرَهُ اَبُوْ لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ اَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً فَقَالَ اِنَّهُ قَدْ نُهِىَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوْتِ -

৫৬৩১. 'আমর ইব্‌ন মুহাম্মদ নাকিদ (র)..... সালিম (র) তাঁর পিতা সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সব সাপ, বিশেষত পিঠে দুটি সাদা রেখাবিশিষ্ট ও লেজ কাটা সাপ মেরে ফেল। কেননা এ দুটি গর্ভপাত ঘটায় এবং দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেয়। রাবী বলেন, তাই ইব্‌ন উমার (র) যে কোন সাপ পেলে তাকে মেরে ফেলতেন। (একদিন) আবূ লুবাবা ইব্‌ন আবদুল মুন্‌যির (র) অথবা যায়দ ইব্‌ন খাত্তাব (র) তাকে দেখলেন যে, তিনি একটি সাপ ধাওয়া

করছেন। তখন তিনি [আবূ লুবাবা বা যায়দ (র)] বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাড়ি-ঘরে অবস্থানকারী (সাপ) মারতে নিষেধ করেছেন।

٥٦٣٢ وَحَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ يَقُولُ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَالْكِلَابَ وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ الْحَبَالَى قَالَ الزُّهْرِيُّ وَنُرَى ذَلِكَ مِنْ سَمِّيِّهِمَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ سَالِمٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَلَبِثْتُ لَا أَتْرُكُ حَيَّةً أَرَاهَا إِلَّا قَتَلْتُهَا فَبَيْنَا أَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً يَوْمًا مِنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ مَرَّ بِي زَيْدُ ابْنُ الْخَطَّابِ أَوْ أَبُو لُبَابَةَ وَأَنَا أُطَارِدُهَا فَقَالَ مَهْلًا يَا عَبْدَ اللَّهِ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِهِنَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ۔

وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ صَالِحًا قَالَ حَتَّى رَآنِي أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ وَزَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَا إِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَلَمْ يَقُلْ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ ۔

৫৬৩২. হাজিব ইব্‌ন ওয়ালীদ (র) ..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আমি কুকুর নিধনের হুকুম জারী করতে শুনেছি— তিনি বলতেন, সাপগুলি আর কুকুরগুলি মেরে ফেল। আর (বিশেষত) পিঠে দু'সাদা রেখাবিশিষ্ট ও লেজবিহীন সাপ মেরে ফেল। কেননা এ দুটি মানুষের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেয় এবং গর্ভবতীদের গর্ভপাত ঘটায়। (সনদের মধ্যবর্তী) রাবী যুহ্‌রী (র) বলেন, আমাদের ধারণায় তা এদের বিষের কারণে; তবে আল্লাহ্ তা'আলাই সমধিক অবগত। রাবী সালিম (র) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেছেন, এরপরে আমার অবস্থা দাঁড়াল এই যে, কোন সাপ দেখতে পেলে তাকে আমি কতল না করে ছেড়ে দিতাম না। একদিনের ঘটনা, আমি বাড়ি-ঘরে অবস্থানকারী ধরনের একটি সাপ তাড়া করছিলাম। সে সময় যায়দ ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বা আবূ লুবাবা (রা) আমার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর আমি তাড়া করে যাচ্ছিলাম। তিনি বললেন, থামো! হে আবদুল্লাহ! তখন আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তো এদের মেরে ফেলার হুকুম দিয়েছেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘর-দুয়ারে বসবাসকারী সাপ নিধন করতে নিষেধও করেছেন।

হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, আবদ ইব্‌ন হুমায়দ ও হাসান হুলওয়ানী (র)..... যুহ্‌রী (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে (শেষ সনদের) রাবী সালিহ্ (র) বলেছেন, 'অবশেষে আবূ লুবাবা ইব্‌ন আবদুল মুন্‌যির (রা) এবং যায়দ ইব্‌ন খাত্তাব (রা) আমাকে দেখলেন .... এবং তাঁরা দু'জন বললেন যে, তিনি ঘর-দুয়ারে

বসবাসকারী সাপ নিধন করতে নিষেধ করেছেন। আর (প্রথম সনদের) রাবী ইউনুস (র) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে- 'সব সাপ মেরে ফেল'। তিনি 'পিঠে দু'সাদারেখা বিশিষ্ট ও লেজবিহীন সাপ' কথাটি বলেন নি।

٥٦٣٣- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ كَلَّمَ ابْنَ عُمَرَ لِيَفْتَحَ لَهُ بَابًا فِي دَارِهِ يَسْتَقْرِبُ بِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ الْغِلْمَةُ جِلْدَ جَانٍّ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ الْتَمِسُوهُ فَاقْتُلُوهُ فَقَالَ أَبُو لُبَابَةَ لاَ تَقْتُلُوهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ -

৫৬৩৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন রুম্‌হ ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... ... নাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ লুবাবা (রা) ইব্‌ন উমার (রা)-এর সাথে তার বাড়িতে তার জন্য একটি দরজা খুলে নেয়ার ব্যাপারে কথা বলছিলেন, যা দিয়ে তিনি মসজিদের দিকে যাতায়াতের পথ নিকটবর্তী করতে পারবেন। তখন কিশোররা (দেয়াল খুড়তে গিয়ে) একটি সাপের খোলস পেল। তখন আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন, ওটিকে খুঁজে বের করে মেরে ফেল। তখন আবূ লুবাবা (রা) বললেন, তোমরা সেটিকে মেরে ফেল না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাড়ি-ঘরে বসবাসকারী সাপগুলিকে মেরে ফেলতে নিষেধ করেছেন।

٥٦٣٤- وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ حَتَّى حَدَّثَنَا أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الْبَدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ فَأَمْسَكَ -

৫৬৩৪. শায়বান ইব্‌ন ফারূখ (র) ... ... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন উমার (রা) সব ধরনের সাপ মেরে ফেলতেন। অবশেষে আবূ লুবাবা ইব্‌ন 'আবদুল মুন্‌যির আল-বাদ্‌রী (রা) আমাদের হাদীস শুনালেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাড়ি-ঘরের সাপগুলিকে মেরে ফেলতে নিষেধ করেছেন। পরে তিনি [ইব্‌ন উমার (রা)] বিরত রইলেন।

٥٦٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا لُبَابَةَ يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ -

৫৬৩৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (রা)..... নাফি' (র) খবর দিয়েছেন যে, তিনি আবূ লুবাবা (রা)-কে ইব্‌ন উমার (রা)-এর কাছে (হাদীসের) খবর দিতে শুনেছেন এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘরের (ছোটখাট) সাপগুলি মেরে ফেলতে নিষেধ করেছেন।

٥٦٣٦- وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي لُبَابَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ -

৫৬৩৬. ইস্‌হাক ইব্‌ন মূসা আনসারী (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) আবূ লুবাবা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে, (অন্য সনদে) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আসমা যাবা'ঈ (র) আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে এ মর্মে বর্ণিত যে, আবূ লুবাবা (রা) তাঁকে (হাদীসের) খবর দিয়েছেন- রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাড়ি-ঘরে বসবাসকারী সাপগুলি মেরে ফেলতে নিষেধ করেছেন।

٥٦٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الْأَنْصَارِيَّ وَكَانَ مَسْكَنُهُ بِقُبَاءٍ فَانْتَقَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَبَيْنَمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسًا مَعَهُ يَفْتَحُ خَوْخَةً لَهُ إِذَا هُمْ بِحَيَّةٍ مِنْ عَوَامِرِ الْبُيُوتِ فَأَرَادُوا قَتْلَهَا فَقَالَ أَبُو لُبَابَةَ إِنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْهُنَّ يُرِيدُ عَوَامِرَ الْبُيُوتِ وَأَمَرَ بِقَتْلِ الْأَبْتَرِ وَذِي الطُّفْيَتَيْنِ وَقِيلَ هُمَا اللَّذَانِ يَلْتَمِعَانِ الْبَصَرَ وَيَطْرَحَانِ أَوْلَادَ النِّسَاءِ -

৫৬৩৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)..... নাফি' (র) খবর দিয়েছেন, যে, আবূ লুবাবা ইব্‌ন আবদুল মুনযির আনসারী (রা) তাঁর বাসস্থান ছিল কুবায়। তিনি মদীনায় (মসজিদে নববীর কাছে) স্থানান্তরিত হলেন-এমন অবস্থায় যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) তাঁর [আবূ লুবাবা (রা)]-এর সাথে বসা ছিলেন এবং তাঁর জন্য একটি ছোট দরজা খুলছিলেন। তখন হঠাৎ তাঁরা বাড়ি-ঘরে বসবাসকারী প্রকৃতির একটি সাপ দেখতে পেলেন। তারা সেটিকে মেরে ফেলতে উদ্যত হলে আবূ লুবাবা (রা) বললেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওগুলি নিধন করতে নিষেধ করেছেন। তিনি (ওগুলি বলে) বাড়ি-ঘরে বসবাসকারী সাপ বুঝাতে চেয়েছেন। আর লেজ খসা ও পিঠে দুটি সাদা রেখাবিশিষ্ট সাপ মেরে ফেলার হুকুম দিয়েছেন। বলা হয়েছে যে, সে দুটি হল এমন, যারা দৃষ্টিশক্তি ঝলসিয়ে দেয় এবং মহিলাদের গর্ভপাত ঘটায়।

٥٦٣٨- وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ عِنْدَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَوْمًا عِنْدَ هَدَمٍ لَهُ فَرَأَى وَبِيصَ جَانٍّ فَقَالَ اتَّبِعُوا هَذَا الْجَانَّ فَاقْتُلُوهُ قَالَ أَبُو لُبَابَةَ الْأَنْصَارِيُّ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ إِلَّا الْأَبْتَرَ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُمَا اللَّذَانِ يَخْطَفَانِ الْبَصَرَ وَيَتَتَبَّعَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ -

৫৬৩৮. ইস্‌হাক ইব্‌ন মানসূর (র)..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) একদিন তাঁর একটি ভেঙ্গে ফেলা দেয়ালের কাছে একটি সাপের খোলস দেখতে পেয়ে বললেন, একে খুঁজে বের করে মেরে ফেল। আবূ লুবাবা আনসারী (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, তিনি সে সব সাপ মেরে ফেলতে নিষেধ করেছেন যেগুলি বাড়ি-ঘরে থাকে; তবে লেজকাটা ও পিঠে দু'টি সাদা রেখা বিশিষ্ট সাপ মেরে ফেলতে বলেছেন)। কেননা এ দু'টি এমন, যারা দৃষ্টি ঝলসিয়ে দেয় এবং মহিলাদের গর্ভপাত ঘটায়।

٥٦٣٩- وَحَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أُسَامَةُ اَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا لُبَابَةَ مَرَّ بِابْنِ عُمَرَ وَهُوَ عِنْدَ الْاَطُمِ الَّذِيْ عِنْدَ دَارِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَرْصُدُ حَيَّةً بِنَحْوِ حَدِيْثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ -

৫৬৩৯. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী (র) ... ... নাফি (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবূ লুবাবা (রা) ইব্‌ন উমার (রা)-এর পাশ দিয়ে গেলেন। তখন তিনি উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) -এর বাড়ির কাছে অবস্থিত প্রাসাদের নিকটে ছিলেন। তখন তিনি একটি সাপ মেরে ফেলার জন্য ওঁৎ পেতে ছিলেন। অবশিষ্ট অংশ লায়স ইব্‌ন সা'দ (রা) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

٥٦٤٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى وَاِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ غَارٍ وَقَدْ اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَنَحْنُ نَاْخُذُهَا مِنْ فِيْهِ رَطْبَةً اِذْ خَرَجَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ اُقْتُلُوْهَا فَابْتَدَرْنَاهَا لِنَقْتُلَهَا فَسَبَقَتْنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَاهَا اللّٰهُ شَرَّكُمْ كَمَا وَقَاكُمْ شَرَّهَا-

৫৬৪০. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইস্‌হাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)..... 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর সাথে একটি (পাহাড়ী) গুহায় ছিলাম। তখন মাত্র وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ((সূরা আল-মুরসালাত) তাঁর উপরে নাযিল হয়েছিল, আর আমরা তাঁর মুখ থেকে তা তরতাজা শুনছিলাম। হঠাৎ একটি সাপ আমাদের সামনে বেরিয়ে এল। তিনি বললেন, তোমরা ওটিকে মেরে ফেল। আমরা সেটিকে মেরে ফেলার জন্য দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু করলাম। কিন্তু সে আমাদের হারিয়ে দিয়ে ছুটে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তোমাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন, যেমন তোমাদের রক্ষা করেছেন তার অনিষ্ট থেকে।

٥٦٤١- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ فِيْ هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِهِ -

৫৬৪১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... আ'মাশ (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٦٤٢- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِيْ ابْنَ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى -

৫৬৪২. আবূ কুরায়ব (র)..... 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক 'মুহ্‌রিম' ব্যক্তিকে মিনা-য় একটি সাপ মেরে ফেলতে হুকুম করেছিলেন।

٥٦٤٣- وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابراهيم عن الاسود عن عبد الله قال بينما نحن مع رسول الله ﷺ في غار بمثل حديث جرير وابي معاوية -

৫৬৪৩. উমার ইবন হাফস্ ইবন গিয়াস (র) ... ... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে একটি (পাহাড়ী) গুহায় ছিলাম। পরবর্তী অংশ জারীর (র) ও আবূ মু'আবিয়া (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

٥٦٤٤- وحدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن سرح قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني مالك بن انس عن صيفي وهو عندنا مولى ابن افلح قال اخبرني ابو السائب مولى هشام بن زهرة انه دخل على ابي سعيد الخدري في بيته قال فوجدته يصلي فجلست انتظره حتى يقضي صلاته فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت فالتفت فاذا حية فوثبت لاقتلها فاشار الي ان اجلس فجلست فلما انصرف اشار الى بيت في الدار فقال اترى هذا البيت فقلت نعم فقال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس قال فخرجنا مع رسول الله ﷺ الى الخندق فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله ﷺ بانصاف النهار فيرجع الى اهله فاستأذنه يوما فقال له رسول الله ﷺ خذ عليك سلاحك فاني اخشى عليك قريظة فاخذ الرجل سلاحه ثم رجع فاذا امرأته بين البابين قائمة فاهوى اليها الرمح ليطعنها به واصابته غيرة فقالت له اكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي اخرجني فدخل فاذا بحية عظيمة منطوية على الفراش فاهوى اليها بالرمح فانتظمها به ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه فما يدري ايهما كان اسرع موتا الحية ام الفتى قال فجئنا الى رسول الله ﷺ فذكرنا ذلك له وقلنا له ادع الله يحييه لنا فقال استغفروا لصاحبكم ثم قال ان بالمدينة جنا قد اسلموا فاذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة ايام فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فانما هو شيطان -

৫৬৪৪. আবূ তাহির আহমদ ইবন আমর ইবন সারহ্ (র) ... ... হিশাম ইবন যুহ্‌রা (র) এর আযাদকৃত গোলাম আবূ সাইব (র) সায়ফী (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি (একদিন) আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা)-এর কাছে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি বলেন, আমি তখন তাঁকে সালাতরত অবস্থায় পেলাম এবং তাঁর সালাত সমাপ্ত করা পর্যন্ত তাঁর

অপেক্ষায় বসে রইলাম। তখন ঘরের কোণে রাখা খেজুর ডালের স্তূপের মাঝে কোন কিছুর নড়াচড়ার আওয়ায শুনতে পেলাম। লক্ষ্য করে দেখতে পেলাম যে, এটি একটি সাপ। আমি সেটিকে মেরে ফেলার জন্য লাফ দিতে উদ্যত হলাম। তখন তিনি (সালাতে থেকেই) ইশারা করলেন যে, বসে থাক। সালাত শেষে বাড়ির একটি ঘরের দিকে ইংগিত করে বললেন, তুমি কি এ ঘরটি দেখতে পাচ্ছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, সেখানে নতুন বিয়ে করা আমাদের এক তরুণ থাকত। রাবী বলেন, এরপর আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে খন্দক যুদ্ধে বেরিয়ে গেলাম। ঐ তরুণ দুপুরের দিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে অনুমতি চেয়ে নিত এবং তার পরিবারের কাছে ফিরে যেত। একদিন সে (যথারীতি) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অনুমতি চাইলে তিনি তাকে বললেন, তোমার যুদ্ধাস্ত্র তোমার সাথে নিয়ে যাও। কেননা আমি তোমার উপরে বনূ কুরায়যা (ইয়াহূদীদের আক্রমণ)-এর আশংকা করছি। লোকটি তার হাতিয়ার নিয়ে (বাড়িতে) ফিরে গেল। সেখানে সে তার (নব পরিণীতা) স্ত্রীকে দু'দরজার মাঝে দাঁড়ান অবস্থায় দেখতে পেল এবং (তার প্রতি সন্দিহান হয়ে) বল্লম দিয়ে তাকে যখম করে দেয়ার উদ্দেশ্যে তা তার দিকে তাক করে ধরল। মর্যাদাবোধ তাকে পেয়ে বসেছিল। তখন সে (স্ত্রী) বলল, তোমার বল্লমটি নিজের কাছে থামিয়ে রাখ এবং ঘরে প্রবেশ কর। যাতে তুমি তা দেখতে পার, যা আমাকে বের করে দিয়েছে। সে ঘরে ঢুকেই দেখতে পেল যে, এক বিরাটকায় সাপ বিছানার উপরে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে। সে এর দিকে বল্লম তাক করে তার দ্বারা এটিকে গেঁথে ফেলল। তারপর বের হয়ে তা (বল্লমটি) বাড়ির মধ্যে গেঁড়ে রাখল। তখন সেটি নড়ে চড়ে তার দিকে ধাবিত হল এবং (মুহূর্তের মধ্যে) সাপ কিংবা তরুণ এ দু'জনের কে অধিক দ্রুত মৃত্যুবরণকারী ছিল, তা টের পাওয়া গেল না। রাবী [আবূ সাঈদ (রা)] বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট গিয়ে ব্যাপারটি বর্ণনা করলাম এবং তাঁকে বললাম, আপনি আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাদের খাতিরে তাকে জীবিত করে দেন। তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা তোমাদের সাথীর জন্য ইস্তিগ্ফার কর। এরপর বললেন, মদীনায় কতক জিন্ন রয়েছে, যারা ইস্লাম কবূল করেছে। তাই (সাপ ইত্যাদিরূপে) তাদের কোন কিছু তোমরা দেখতে পেলে তাকে তিন দিন সতর্ক সংকেত দিবে; এরপরেও তোমাদের সামনে (তা) প্রকাশ পেলে তাকে মেরে ফেলবে। কেননা সে একটি (অবাধ্য) শয়তান, (অর্থাৎ সে মুসলমান নয়)।

٥٦٤٥- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَسْمَاءَ بْنَ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ السَّائِبُ وَهُوَ عِنْدَنَا أَبُو السَّائِبِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ إِذْ سَمِعْنَا تَحْتَ سَرِيرِهِ حَرَكَةً فَنَظَرْنَا فَإِذَا حَيَّةٌ رَسَاقٌ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ صَيْفِيٍّ وَقَالَ فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِهَذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْهَا فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا ثَلَاثًا فَإِنْ ذَهَبَ وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ كَافِرٌ وَقَالَ لَهُمْ اذْهَبُوا فَادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ -

৫৬৪৫. মুহাম্মদ ইবন রাফি (র)..... (আবূ) সাইব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা)-এর কাছে গেলাম। আমরা বসা ছিলাম, এমতাবস্থায় হঠাৎ তাঁর খাটের নীচে একটা নড়াচড়ার আওয়ায শুনতে পেলাম। লক্ষ্য করে দেখি যে, সেটা একটা সাপ ... কিস্সাসহ হাদীসখানি (পূর্বোল্লেখিত) সায়ফী (র) থেকে মালিক (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বিবৃত করেছেন। তবে এতে তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ

এ সব বাড়ি-ঘরে আরও কতক বসবাসকারী রয়েছে। অতএব সে ধরনের কোন কিছু তোমরা দেখতে পেলে তাদের প্রতি তিনবার সতর্ক সংকেত উচ্চারণ করবে। এতে যদি (তারা) চলে যায় তো উত্তম, অন্যথায় তাকে তোমরা মেরে ফেলবে। কেননা সে কাফির (অবাধ্য)। আর তিনি তাদের (মৃত ব্যক্তির অভিভাবকদের) বললেন, তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের সাথীকে দাফন কর।

٥٦٤٦- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنِي صَيْفِيٌّ عَنْ أَبِي السَّائِبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ بِالْمَدِينَةِ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ قَدْ أَسْلَمُوا فَمَنْ رَأَى شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْعَوَامِرِ فَلْيُؤْذِنْهُ ثَلاَثًا فَإِنْ بَدَا لَهُ بَعْدُ فَلْيَقْتُلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ -

৫৬৪৬. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মদীনায় জিন্নদের একটি দল রয়েছে, যারা ইসলাম কবূল করেছে। তাই যে ব্যক্তি এ সব বাড়ি-ঘরে বসবাসকারী (সাপ ইত্যাদির রূপধারী)-দের কোন কিছু দেখতে পায়, সে যেন তাকে তিনবার সতর্ক সংকেত দেয়; এরপরও যদি তার সামনে তা প্রকাশ পায়, তবে সে যেন তাকে মেরে ফেলে, কেননা সে একটা (অবাধ্য) শয়তান।

٣٠١- بَابُ اسْتِحْبَابِ قَتْلِ الْوَزَغِ

৩০১. অনুচ্ছেদ ঃ কাকলাস (গিরগিটি) মেরে ফেলা মুস্তাহাব

٥٦٤٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَمَرَ -

৫৬৪৭. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আম্‌রুন-নাকিদ, ইসহাক ইব্‌রাহীম ও ইব্‌ন আবূ উমার (র)..... উম্মু শারীক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁকে কাকলাস মেরে ফেলতে হুকুম করেছেন। তবে ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) বর্ণিত হাদীসে (শুধু) 'আদেশ করেছেন' রয়েছে (অর্থাৎ 'তাকে' শব্দটি নেই)।

٥٦٤٨- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ أَنَّ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اسْتَأْمَرَتِ النَّبِيَّ ﷺ فِي قَتْلِ الْوَزَغَانِ فَأَمَرَ بِقَتْلِهَا وَأُمُّ شَرِيكٍ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ اتَّفَقَ لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي خَلَفٍ وَعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ وَحَدِيثُ ابْنِ وَهْبٍ قَرِيبٌ مِنْهُ -

৫৬৪৮. আবূ তাহির, মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন আবূ খালাফ ও আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)..... উম্মু শারীক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ -এর নিকট কাকলাস মেরে ফেলার ব্যাপারে হুকুম চাইলেন, তখন তিনি তাকে তা মেরে ফেলার হুকুম দিলেন। উম্মু শারীক (রা) হলেন বনূ আমির ইব্‌ন লুআই গোত্রের একজন মহিলা। এ হাদীসের বর্ণনায় ইব্‌ন আবূ খালাফ ও আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) -এর শব্দ অভিন্ন। আর ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (র) (প্রথম সনদে)-এর বর্ণিত হাদীস (-এর শব্দ) এর কাছাকাছি।

٥٦٤٩- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا -

৫৬৪৯. ইস্‌হাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ... ... আমির ইব্‌ন সাঈদ (র)-এর পিতা [সাঈদ (রা)] থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কাকলাস মেরে ফেলার হুকুম করেছেন এবং তাকে 'ছোট্ট ফাসিক, 'ক্ষুদে দুষ্কৃতকারী' নাম দিয়েছেন।

٥٦٥٠- وَحَدَّثَنِيْ اَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِلْوَزَغِ الْفُوَيْسِقُ زَادَ حَرْمَلَةُ قَالَتْ وَلَمْ اَسْمَعْهُ اَمَرَ بِقَتْلِهِ -

৫৬৫০. আবূ তাহির ও হারমালা (র) ... ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাকলাসকে 'ছোট্ট ফাসিক' (ক্ষুদে দুষ্ট) বলেছেন। হারামালা (র) অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, তিনি [আয়েশা (রা)] বলেছেন যে, (তবে) আমি তাঁকে তা মেরে ফেলার হুকুম দিতে শুনি নি।

٥٦٥١- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِيْ اَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُوْنَ الاُوْلٰى وَاِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُوْنِ الثَّانِيَةِ -

৫৬৫১. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রথম আঘাতে যে ব্যক্তি কাকলাস মেরে ফেলবে, তার জন্য রয়েছে এত এত পরিমাণ সাওয়াব। আর যে ব্যক্তি দ্বিতীয় আঘাতে তাকে মেরে ফেলবে, তার জন্য এত এত পরিমাণ সাওয়াব, প্রথমবারের চাইতে কম। আর যদি তৃতীয় আঘাতে মেরে ফেলে, তা হলে তার জন্য এত এত পরিমাণ সাওয়াব তবে দ্বিতীয়বারের চাইতে কম।

٥٦٥٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِي ابْنَ زَكَرِيَّاءَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

بِمَعْنَى حَدِيثِ خَالِدٍ عَنْ سُهَيْلٍ إِلاَّ جَرِيرًا وَحْدَهُ فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ مِنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ -

৫৬৫২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, যুহায়র ইব্‌ন হারব, মুহাম্মদ ইব্‌ন সাব্বাহ্ ও আবূ কুরায়ব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে সুহায়ল (র) থেকে গৃহীত খালিদ (র) বর্ণিত হাদীসের অর্থসম্পন্ন হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে একমাত্র (বিকল্প সনদ-এর) রাবী জারীর (র) (-এর রিওয়ায়াতে ব্যতিক্রম রয়েছে), তাঁর বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতে কাকলাস মেরে ফেলবে, তার জন্য একশ' সাওয়াব লেখা হয়, আর দ্বিতীয় আঘাতে এর চাইতে কম আর তৃতীয় আঘাতে তার চেয়ে কম (সাওয়াব লিখা হয়)।

٥٦٥٣- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ زَكَرِيَّاءَ عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي أُخْتِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً-

৫৬৫৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন সাব্বাহ্ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথম আঘাতে (মেরে ফেললে) সত্তরটি সাওয়াব।

٣٠٢ بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النَّمْلِ

৩০২. অনুচ্ছেদ ঃ পিঁপড়া মেরে ফেলা নিষিদ্ধ

٥٦٥٤- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَفِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنَ الأُمَمِ تُسَبِّحُ -

৫৬৫৪. আবূ তাহির ও হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, একটি পিঁপড়া নবীকুলের কোন নবীকে কামড়ে দিলে তিনি পিঁপড়ার বাসা সম্পর্কে হুকুম দিলেন, ফলে তা জ্বালিয়ে দেয়া হল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কাছে এ মর্মে ওহী পাঠালেন যে, একটি (মাত্র) পিঁপড়া তোমাকে কামড়ে দিল, তাতে কিনা তুমি উম্মাত ও সৃষ্টিকুলের এমন একটি সৃষ্টি দলকে জ্বালিয়ে দিলে যারা তাসবীহ্ পাঠ করছিল?

٥٦٥٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فَهَلاَّ نَمْلَةٌ وَاحِدَةٌ -

৫৬৫৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ নবীকুলের কোন একজন নবী একটি গাছের নিচে অবস্থান নিলেন, তখন একটি পিপিলিকা তাঁকে কামড়ে দিল। তখন তিনি তাদের বাসা (বের করে ফেলা)-র ব্যাপারে হুকুম দিলে, তা (মাটির) নিচ থেকে বের করা হল। অতঃপর তাদের সম্পর্কে হুকুম দিলে তাদের জ্বালিয়ে দেয়া হল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কাছে ওহী পাঠালেন তা হলে একটিমাত্র (অপরাধী) পিপড়াকে নয় কেন?

٥٦٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ اَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَاَمَرَ بِجِهَازِهِ فَاُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا وَاَمَرَ بِهَا فَاُحْرِقَتْ بِالنَّارِ قَالَ فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً-

৫৬৫৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ..... হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হল সে সব হাদীস যা আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -থেকে আমাদের কাছে রিওয়ায়াত করেছেন। এই বলে তিনি কয়েকখানি হাদীস উল্লেখ করলেন (সে সবের একখানি হল) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ নবীকুলের একজন নবী একটি গাছের নিচে অবতরণ করলেন, তখন একটি পিঁপড়া তাঁকে কামড়ে দিল, তখন তিনি তার বাসাটি (বের করা)-র ব্যাপারে হুকুম দিলে তা গাছের নিচ থেকে বের করা হল এবং তিনি সে সম্পর্কে হুকুম দিলে তা আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হল। তিনি বলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কাছে ওহী পাঠালেন, তাহলে একটিমাত্র পিঁপড়া নয় কেন?

٣٠٣- بَابُ تَحْرِيْمِ قَتْلِ الْهِرَّةِ

৩০৩. অনুচ্ছেদ ঃ বিড়াল মেরে ফেলা হারাম

٥٦٥٧- حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ اَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عُذِّبَتِ امْرَاَةٌ فِيْ هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتّٰى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ لَا هِيَ اَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا اِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَاْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ-

৫৬৫৭. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আসমা যুবাঈ (র)..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এক স্ত্রীলোককে একটি বিড়ালের কারণে আযাব দেয়া হয় যে, সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল, অবশেষে সেটি মারা গেল। এ কারণে সে জাহান্নামে গেল। যে স্ত্রীলোকটি বিড়ালটিকে আটকে রেখেছে, নিজেও পানাহার করায়নি আর সেটিকে সে ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে যমীনের পোকা-মাকড় খেয়ে বাঁচতে পারে।

٥٦٥٨- وَحَدَّثَنِيْ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ-

৫৬৫৮. নাস্‌র ইব্‌ন আলী জাহ্‌যামী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উপরোল্লেখিত হাদীসের অর্থের অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٦٥٩- وَحَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيْسٰى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِذٰلِكَ-

৫৬৫৯. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফার (র)..... উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٦٦٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عُذِّبَتِ امْرَاَةٌ فِيْ هِرَّةٍ لَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تَتْرُكْهَا تَاْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ-

৫৬৬০. আবূ কুরায়ব (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ একটি স্ত্রীলোককে একটি বিড়ালের কারণে আযাব দেওয়া হয়। সে নিজেও বিড়ালটিকে পানাহার করায় নি এবং তাকে ছেড়েও দেয়নি যাতে সে (নিজে) যমীনের পোকা-মাকড় খেতে পারে।

٥٦٦١- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِيْ حَدِيْثِهِمَا رَبَطَتْهَا وَفِيْ حَدِيْثِ اَبِيْ مُعَاوِيَةَ حَشَرَاتِ الْاَرْضِ-

৫৬৬১. আবূ কুরায়ব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)..... হিশাম (র) উল্লেখিত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁদের দু'জনের বর্ণিত হাদীসে রয়েছে-' সে তাকে বেঁধে রাখল'। (এছাড়া প্রথম সনদের) রাবী আবূ মু'আবিয়া (র)-এর বর্ণিত হাদীসে রয়েছে- যমীনের কীট-পতঙ্গ (অর্থাৎ خَشَاشِ শব্দের স্থলে حَشَرَاتِ শব্দ রয়েছে)।

٥٦٦٢- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ اَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَحَدَّثَنِيْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ-

৫৬৬২ মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' ও আব্দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে (উপরোল্লেখিত সনদের) রাবী হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র) বর্ণিত হাদীসের মর্মে রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٦٦٣- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِهِمْ-

৫৬৬৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র).....আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে পূর্ব বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٠٤- بَابُ فَضْلِ سَاقِي الْبَهَائِمِ الْمُحْتَرَمَةِ وَإِطْعَامِهَا

৩০৪. অনুচ্ছেদ ঃ যে কোন মুহ্‌তারাম অর্থাৎ হত্যার আদেশকৃত নয় এমন পশুপাখিকে পানিপান করানো ও খাবার দেওয়ার ফযীলত

٥٦٦٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ لأَجْرًا فَقَالَ فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ-

৫৬৬৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি কোন পথ ধরে চলছিল, এমতাবস্থায় তার খুব পিপাসা পেল। সে একটি কূপ দেখতে পেয়ে তাতে নেমে পড়ল এবং পানিপান করল। এরপর সে বেরিয়ে এল। তখন সে দেখতে পেল যে, একটি কুকুর (পিপাসায়) জিভ্ বের করে হাঁপাচ্ছে আর মাটি চাটছে। লোকটি (মনে মনে) বলল, কুকুরটির আমার মত তীব্র পিপাসা পেয়েছে। তখন সে কূয়ায় নামল এবং তার (চামড়ার) মোজায় পানি ভরল। পরে সে তার মুখ আটকে ধরে উপরে উঠল এবং কুকুরটিকে পান করাল। মহান আল্লাহ্ তার (এ আমলের) কদর করলেন এবং তাকে মাফ করে দিলেন। (সাহাবীগণ) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তা হলে কি আমাদের জন্য এসব প্রাণীর ব্যাপারে (সদাচরণে)-ও সাওয়াব রয়েছে? তিনি বললেন, প্রতিটি 'তাজা কলিজায়' সাওয়াব রয়েছে।

٥٦٦٥- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ امْرَأَةً بَغِيًّا رَأَتْ كَلْبًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ يُطِيفُ بِبِئْرٍ قَدْ أَدْلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ فَنَزَعَتْ لَهُ بِمُوقِهَا فَغُفِرَ لَهَا-

৫৬৬৫. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, এক পতিতা রমণী কোন এক গরমের দিনে একটি কুকুরকে একটি কূপের পাশে চক্কর দিতে দেখতে পেল, সেটি পিপাসায় তার জিভ্ বের করে হাঁপাচ্ছিল। তখন সে তার (চামড়ার) মোজা দিয়ে তার জন্য পানি তুলে আনল এবং পান করাল। ফলে তাকে মাফ করে দেয়া হল।

٥٦٦٦- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ فَسُقِيَتْهُ إِيَّاهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ-

৫৬৬৬. আবূ তাহির (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ একটি কুকুর একটি (পানি ভর্তি) কূপের পাশে চক্কর দিচ্ছিল। পিপাসায় তার প্রায় জীবন নাশের উপক্রম হয়েছিল। তখন বনী ইসরাঈলের পতিতাদের এক পতিতা তাকে দেখতে পেল এবং (দয়ার্দ্র হয়ে) সে তার (চামড়ার) মোজা খুলে ফেলল এবং তার জন্য পানি তুলে এনে তাকে পান করিয়ে দিল। এর ফলে তাকে মাফ করে দেয়া হল।

كِتَابُ الْأَلْفَاظِ مِنَ الْأَدَبِ وَغَيْرِهَا

অধ্যায় ঃ শব্দচয়ণ ও শব্দ প্রয়োগে শিষ্টাচার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْأَلْفَاظِ مِنَ الْأَدَبِ وَغَيْرِهَا

অধ্যায় ঃ শব্দচয়ণ ও শব্দ প্রয়োগে শিষ্টাচার

٣٠٥- بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ

৩০৫. অনুচ্ছেদ ঃ সময় ও কালকে গালি দেওয়া নিষিদ্ধ

٥٦٦٧- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَسُبُّ ابْنُ آدَمَ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ-

৫৬৬৭. আবূ তাহির (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি, মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ্ বলেন, আদম সন্তান সময় ও কালকে গাল-মন্দ করে, অথচ আমিই সময়, আমার (কুদ্‌রতী) হাতেই রাত ও দিন (-এর বিবর্তন সাধিত হয়)।

٥٦٦٨- وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ-

৫৬৬৮. ইস্‌হাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও ইব্‌ন আবূ উমার (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ্ বলেন, আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়, সে সময়কে গালি দেয়, অথচ আমিই সময়, রাত ও দিন আমিই বিবর্তিত করে থাকি।

٥٦٦٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَقُولُ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرُ أُقَلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ فَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا-

৫৬৬৯. আবদ ইবন হুমায়দ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: মহীয়ান-গরীয়ান আল্লাহ্ বলেন, আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়, সে বলে, 'হায় সময়ের ফের-দুর্ভাগ্য' (আমার সময় মন্দ)। তোমাদের কেউ যেন 'হায় সময়ের ফের' না বলে। কেননা আমিই তো সময়; আর রাত ও দিন আমিই পরিবর্তিত করে থাকি; যখন আমি ইচ্ছা করি, তখন তাদের দু'টিকে সংকুচিত করে দেই।

٥٦٧٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ-

৫৬৭০. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: তোমাদের কেউ যেন 'হায়! সময়ের ভোগ'- না বলে। কেননা আল্লাহ্, তিনিই সময় (নিয়ন্ত্রক)।

٥٦٧١- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ-

৫৬৭১. যুহায়র ইবন হারব (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা সময়কে গালমন্দ করো না। কেননা আল্লাহ্, তিনিই সময়।

٣٠٦- بَابُ كَرَاهَةِ تَسْمِيَةِ الْعِنَبِ كَرْمًا

৩০৬. অনুচ্ছেদ ঃ اَلْعِنَبُ (আংগুর)-কে اَلْكَرْمُ নামকরণ মাকরূহ

٥٦٧٢- وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَسُبُّ أَحَدُكُمُ الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الْكَرْمَ فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ-

৫৬৭২. হাজ্জাজ ইবন শাইর (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: তোমাদের কেউ সময়কে গালি দিবে না। কেননা আল্লাহ্, তিনিই সময়। আর তোমাদের কেউ আংগুরকে (বুঝাবার জন্য) اَلْعِنَبُ -এর পরিবর্তে اَلْكَرْمُ বলবে না। কেননা اَلْكَرْمُ (বদান্যতা ও মর্যাদাশীল) হল মুসলমান ব্যক্তি।[১]

٥٦٧٣- حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُولُوا كَرْمُ الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ-

৫৬৭৩. আমরুন-নাকিদ ও ইবন আবূ উমার (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা (আংগুরকে) 'আল-কারম' বল না কেননা 'কারম' হল মু'মিনের কাল্ব।

٥٦٧٤- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ-

---

১. اَلْكَرْمُ শব্দের অর্থ হল, আভিজাত্য, বদান্যতা ও মর্যাদা। সুতরাং শব্দের অর্থ বিচারে একজন মুসলমানই এ নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। কেননা আল্লাহ্ পাকের কাছে একজন মুসলমানই এ মর্যাদার অধিকারী। একটি নাম, বিশেষত যা সে যুগে মদের উৎস ও উপকরণ ছিল, তা এ মর্যাদা পেতে পারে না।

৫৬৭৪. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আঙ্গুরকে 'الْكَرْمَ' আল-কারম, নাম দিও না। কেননা 'আল-কারম' হল মুসলিম ব্যক্তি।

٥٦٧٥- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ الْكَرْمَ فَإِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ-

৫৬৭৫. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... আবূ হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ (আংগুরকে) অবশ্যই 'আল-কারাম' বলবে না। কেননা 'আল-কারাম' হল মু'মিনের কাল্‌ব।

٥٦٧٦- وحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الْكَرْمَ إِنَّمَا الْكَرْمُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ-

৫৬৭৬. ইব্‌ন রাফি' (র) ..... হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হল সে সব হাদীস যা আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আমাদের কাছে রিওয়ায়াত করেছেন। এ কথা বলে তিনি কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করে। সে সবের একটি হল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমাদের কেউ আংগুরকে (العنب না বলে) কখনো 'الكرم' (আল-কারাম) বলবে না। 'আল-কারাম' তো মুসলিম ব্যক্তি।

٥٦٧٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُولُوا الْكَرْمَ وَلٰكِنْ قُولُوا الْحَبَلَةُ يَعْنِي الْعِنَبَ-

وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ ابْنَ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَقُولُوا الْكَرْمَ وَلٰكِنْ قُولُوا الْعِنَبُ الْحَبَلَةُ-

৫৬৭৭. আলী ইব্‌ন খাশ্‌রাম (র) ..... আল্‌কামা ইব্‌ন ওয়ায়ল (র) তাঁর পিতা সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা (আংগুরকে)- আল-কারাম, বল না, বরং 'الحبلة' (আল-হাবালাহ্) বল। (রাবী বলেন) আলকামা ইব্‌ন ওয়াইল (র)-কে তাঁর পিতা সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন তোমরা (আংগুরকে) 'আল-কারম' বল না। তবে বল আল-হাবালাহ্ (الحبلة[১]) ও আল-ইনাব (العنب)।

٣٠٧- بَابُ حُكْمِ إِطْلَاقِ لَفْظَةِ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَالْمَوْلٰى وَالسَّيِّدِ

৩০৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল-আব্‌দ, আল-আমাত (দাস-দাসী) এবং আল-মাওলা, আস্‌-সায়্যিদ (মনিব ও নেতা) শব্দসমূহ ব্যবহারের বিধান

٥٦٧٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللَّهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللَّهِ وَلٰكِنْ لِيَقُلْ غُلَامِي وَجَارِيَتِي وَفَتَايَ وَفَتَاتِي-

১. الحبلة (আল-হাবালাহ্) আংগুরের একটি প্রচলিত নাম। যার অর্থ-আংগুর গাছ বা তার শাখা-প্রশাখা।

৫৬৭৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইউব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজ্র (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ আমার আব্দ ও আমাত (আমার বান্দা, আমার বাঁদী) বলবে না। কেননা তোমাদের প্রত্যেক পুরুষই আল্লাহ্র বান্দা এবং তোমাদের প্রত্যেক মহিলাই আল্লাহ্র বাঁদী। বরং বলবে, গোলামী, ওয়া জারিয়াতী, ওয়া ফাতায়া, ওয়া ফাতাতী' (অর্থাৎ আমার সেবক, আমার সেবিকা)।

٥٦٧٩- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي فَكُلُّكُمْ عَبِيدُ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَقُلْ فَتَايَ وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ رَبِّي وَلَكِنْ لِيَقُلْ سَيِّدِي-

৫৬৭৯. যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ অবশ্যই 'আমার দাস' বলবে না। কেননা তোমাদের প্রত্যেকেই আল্লাহ্র দাস ও বান্দা। তবে সে বলবে 'আমার সেবক'। আর আব্দ তার মনিবকে আমার 'রব্ব' বলবে না বরং বলবে আমার সায়্যিদ (মনিব ও নেতা)।

٥٦٨٠- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمَا وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ مَوْلَايَ وَزَادَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ فَإِنَّ مَوْلَاكُمُ اللَّهُ-

৫৬৮০. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র)..... আ'মাশ (র) থেকে উল্লিখিত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তাঁদের দু'জনের রিওয়ায়াতে রয়েছে গোলাম তার সায়্যিদ ও মনিবকে 'আমার মাওলা' বলবে না এবং (প্রথম সনদের) রাবী আবূ মু'আবিয়া (র)-এর বর্ণিত হাদীসে অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন যে, 'কেননা তোমাদের মাওলা হলেন আল্লাহ।

٥٦٨١- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ اسْقِ رَبَّكَ أَطْعِمْ رَبَّكَ وَضِّئْ رَبَّكَ وَقَالَ لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ رَبِّي وَلْيَقُلْ سَيِّدِي مَوْلَايَ وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي أَمَتِي وَلْيَقُلْ فَتَايَ فَتَاتِي غُلَامِي-

৫৬৮১. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)..... হাম্মাম ইব্ন মুনাব্বিহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হল সে সব হাদীস, যা আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আমাদের কাছে রিওয়ায়াত করেছেন। একথা বলে তিনি কয়েকখানি হাদীস উল্লেখ করেছেন। (সে সবের একখানি হল) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরও বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ (মনিব সম্বন্ধে এভাবে) বলবে না যে, তোমার রব্বকে পান করাও, তোমার রব্বকে খাবার দাও, তোমার রব্বকে উযূ করাও। তিনি আরও বলেন, তোমাদের কেউ (নিজেও) বলবে না, আমার রব্ব বরং বলবে আমার সায়্যিদ–সরদার বা নেতা, আমার মাওলা-মনিব। আর তোমাদের কেউ বলবে না, আমার বান্দা আমার বাঁদী, বরং বলবে, আমার সেবক, আমার সেবিকা।

٣٠٨- بَابُ كَرَاهَةِ قَوْلِ الْإِنْسَانِ خَبُثَتْ نَفْسِيْ

৩০৮. অনুচ্ছেদ ঃ কোন মানুষের নিজের (দুরবস্থা প্রকাশে) আমার মন খবীস-পিশাচ অধম হয়ে গিয়েছে, বলা মাকরূহ

٥٦٨٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِيْ وَلٰكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِيْ هٰذَا حَدِيْثُ أَبِيْ كُرَيْبٍ وَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرْ لٰكِنْ-

৫৬৮২. আবূ বাকর ইবন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবন আলা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ নিজেকে (দুরবস্থা প্রকাশে) বলবে না, আমার মন খবীস (পিশাচ-ইতর-নিকৃষ্ট) হয়ে গিয়েছে, বরং বলবে আমার মন সংকুচিত ও বিমর্ষ হয়ে গিয়েছে। এ ভাষ্য আবূ কুরায়ব (র) বর্ণিত হাদীসের। আর আবূ বাকর (র) নবী ﷺ থেকে যা বর্ণনা করেছেন তাতে ' لٰكِنْ ' শব্দটির উল্লেখ নেই।

٥٦٨٣- وَحَدَّثَنَاهُ أَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ-

৫৬৮৩. আবূ কুরায়ব (র)..... আবূ মু'আবিয়া (র) থেকে উল্লেখিত সনদে ঐ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٦٨٤- وَحَدَّثَنِيْ أَبُوْ الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ ابْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِيْ وَلْيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِيْ-

৫৬৮৪. আবূ তাহির ও হারমালা (র).....আবূ উমামা ইবন সাহল ইবন হুনায়ফ (র) তাঁর পিতা [সাহল (রা)] সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ 'আমার আত্মা খবীস হয়ে গিয়েছে, বলবে না, 'আমার মন সংকুচিত ও বিমর্ষ হয়ে গিয়েছে' বলবে।

٣٠٩- بَابُ إِسْتِعْمَالِ الْمِسْكِ وَأَنَّهُ أَطْيَبُ الطِّيْبِ وَكَرَاهَةِ رَدِّ الرَّيْحَانِ وَالطِّيْبِ-

৩০৯. অনুচ্ছেদ ঃ মেশ্‌ক (আম্বর) ব্যবহার এবং তা শ্রেষ্ঠ সুগন্ধি হওয়ার বিবরণ এবং ফুল ও সুগন্ধি প্রত্যাখ্যান মাকরূহ

٥٦٨٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ خُلَيْدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ قَصِيْرَةً تَمْشِيْ مَعَ امْرَأَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ وَخَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ مُغْلَقٌ مُطْبَقٌ ثُمَّ حَشَتْهُ مِسْكًا وَهُوَ أَطْيَبُ الطِّيْبِ فَمَرَّتْ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ فَلَمْ يَعْرِفُوْهَا فَقَالَتْ بِيَدِهَا هٰكَذَا وَنَفَضَ شُعْبَةُ يَدَهُ-

৫৬৮৫. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী ইসরাঈলের বেঁটে আকৃতির একটি স্ত্রীলোক দু'জন দীর্ঘাঙ্গী স্ত্রীলোকের সাথে হেঁটে চলছিল। সে (উঁচু হওয়ার জন্য) এবং লোকদের চোখে ধরা না পড়ার উদ্দেশ্যে কাঠের দু'টি পা বানিয়ে নিল এবং সোনা দিয়ে মুখ বন্ধ একটি বড় সড় আংটি বানিয়ে পরে তার ভিতরে মেশ্‌ক ভরে দিল। আর তা হল সুগন্ধিকুলের সেরা সুগন্ধি। পরে সে ঐ দুই স্ত্রীলোকের মাঝে থেকে চলতে লাগলো এবং লোকেরা তাকে চিনতে পারল না। তখন সে তার হাত দিয়ে এভাবে ঝাড়া দিল। (এ কথা বলে) রাবী শু'বা (র) তাঁর হাত ঝাড়া দিলেন (এবং স্ত্রীলোকটির হাত ঝাড়ার ভঙ্গী নকল করলেন)।

٥٦٨٦- حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَالْمُسْتَمِرِّ قَالاَ سَمِعْنَا أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَشَتْ خَاتَمَهَا مِسْكًا وَالْمِسْكُ أَطْيَبُ الطِّيبِ.

৫৬৮৬. আমরুন-নাকিদ (র)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনী ইসরাঈলের এক মহিলার কথা উল্লেখ করলেন, যে তার আংটিটি মেশ্‌ক দিয়ে ভরে রেখেছিল। (এ প্রসঙ্গে তিনি বললেন), আর মেশ্‌ক হল সেরা সুগন্ধি।

٥٦٨٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كِلاَهُمَا عَنِ الْمُقْرِئِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلاَ يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمِلِ طَيِّبُ الرِّيحِ.

৫৬৮৭. আবূ বাকর ইব্‌ন শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কারো কাছে কোন ফুল পেশ করা হলে সে যেন তা প্রত্যাখ্যান না করে। কেননা এর বোঝা হালকা এবং ঘ্রাণ উত্তম।

٥٦٨٨- حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ بِالأَلُوَّةِ غَيْرَ مُطَرَّاةٍ وَبِكَافُورٍ يَطْرَحُهُ مَعَ الأَوَّلَةِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

৫৬৮৮. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী, আবূ তাহির ও আহ্‌মদ ইব্‌ন ঈসা (র)..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন উমার (রা) অভ্যস্ত ছিলেন যে, যখন তিনি সুগন্ধি জ্বালাতেন, তখন (খাঁটি) উদ আগর, তার সাথে অন্য কোন সুগন্ধি না মিশিয়ে জ্বালাতেন, আবার (কখনো) আগরের সাথে কর্পূর ঢেলে দিতেন। এরপর বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ ভাবে সুগন্ধি জ্বালিয়ে ব্যবহার করতেন।

كِتَابُ الشِّعْرِ
অধ্যায় ঃ কবিতা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الشِّعْرِ

অধ্যায় ঃ কবিতা

٥٦٨٩- حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَدِفْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْئًا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هِيهِ فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتًا فَقَالَ هِيهِ ثُمَّ أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا فَقَالَ هِيهِ حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ أَوْ يَعْقُوبَ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ الشَّرِيدِ قَالَ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ خَلْفَهُ فَذَكَرَا بِمِثْلِهِ-

৫৬৮৯. আম্‌রুন-নাকিদ ও ইব্‌ন আবূ উমার (র)..... আম্‌র ইব্‌ন শারীদ (র) সূত্রে তাঁর পিতা [শারীদ (রা)] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন একদিন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর (বাহনে) সহযাত্রী হলাম। তিনি বললেন, তোমার স্মৃতিতে (কবি) উমাইয়া ইব্‌ন আবুস-সাল্‌ত-এর কবিতার কোন কিছু আছে কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, চালাও। আমি তখন তাঁকে একটি পংক্তি আবৃত্তি করে শোনালাম। তিনি বললেন, চালাও। তখন আমি তাঁকে আর একটি শ্লোক আবৃত্তি করে শোনালাম। তিনি বললেন, চালাও। শেষ পর্যন্ত আমি তাঁকে একশটি পংক্তি আবৃত্তি করে শোনালাম।

যুহায়র ইব্‌ন হারব ও আহমদ ইব্‌ন আব্‌দা (র)..... শারীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে তাঁর (বাহনে) পিছনে সহ-আরোহী বানালেন।..... এরপর তারা পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٦٩٠- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطَّائِفِيِّ عَنْ عَمْرِ

وَبْنُ الشَّرِيْدِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَسْتَنْشَدَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَزَادَ قَالَ اِنْ كَادَ لَيُسْلِمُ وَفِيْ حَدِيْثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ فَلَقَدْ كَادَ يُسْلِمُ فِيْ شِعْرِهِ-

৫৬৯০. ইয়াহইয়া ইব্‌ন ইয়াহইয়া ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)..... আমর ইব্‌ন শারীদ তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে বললেন, এরপর (উপরোল্লেখিত) রাবী ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মায়সারা (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আর এছাড়াও তিনি অতিরিক্ত বলেছেন, তিনি (নবী) বললেন ঃ 'সে তো মুসলমান হয়ে গিয়েছিল প্রায়।' আর (অন্য সনদের) রাবী ইব্‌ন মাহ্‌দী (র) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তিনি বললেন, সে তো তার কবিতায় মুসলমান হওয়ার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল।

٥٦٩١- حَدَّثَنِيْ اَبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ جَمِيْعًا عَنْ شَرِيْكٍ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَشْعَرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَتْ بِهَا الْعَرَبُ كَلِمَةُ لَبِيْدٍ اَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللّٰهَ بَاطِلٌ-

৫৬৯১. আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন সাব্বাহ্ ও আলী ইব্‌ন হুজর সা'দী (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ বর্ণিত। তিনি বলেন, আরবদের কবিতামালার মাঝে অধিকতর কাব্যময় কথা হচ্ছে লাবীদ (রা)-এর। যেমন اَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللّٰهَ بَاطِلٌ জেনে রেখ, আল্লাহ্ ব্যতিরেকে যা কিছু রয়েছে সব বাতিল।

٥٦٩٢- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيْدٍ اَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللّٰهَ بَاطِلٌ وَكَادَ اُمَيَّةُ بْنُ اَبِي الصَّلْتِ اَنْ يُسْلِمَ-

৫৬৯২. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ইব্‌ন মায়মূন (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ কবিকুলের কাব্যের মধ্যে সর্বাধিক সত্য লাবীদের কথা اَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللّٰهَ بَاطِلٌ 'আল্লাহ্ ছাড়া যা আছে জগতে সব বাতিল।' আর উমাইয়া ইব্‌ন আবুস-সাল্‌ত তো প্রায় মুসলমান হয়ে গিয়েছিল।

٥٦٩٣- وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَصْدَقَ بَيْتٍ قَالَهُ الشَّاعِرُ اَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللّٰهَ بَاطِلٌ وَكَادَ اُمَيَّةُ بْنُ اَبِي الصَّلْتِ اَنْ يُسْلِمَ-

৫৬৯৩. ইব্‌ন আবূ উমার (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সর্বাধিক সত্য শ্লোক যা কোন কবি বলেছেন (তা হলঃ) ' اَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللّٰهَ بَاطِلٌ ' আল্লাহ্ ছাড়া যা কিছু আছে, সব ব্যর্থ-বাতিল।' আর ইব্‌ন আবুস্-সাল্‌ত তো মুসলমান হয়ে গিয়েছিল প্রায়।

٥٦٩٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَصْدَقُ بَيْتٍ قَالَتْهُ الشُّعَرَاءُ أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللَّهَ بَاطِلٌ-

৫৬৯৪. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কবিগণ যা বলেছে, তার মাঝে সর্বাধিক সত্য পংক্তি হল ঃ ' أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللَّهَ بَاطِلٌ ' জেনে রেখ, আল্লাহ্ ব্যতীত আর যা কিছু আছে সব বাতিল ও নশ্বর।

٥٦٩٥- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ أَصْدَقَ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيدٍ أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللَّهَ بَاطِلٌ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ-

৫৬৯৫. ইয়াহ্ইয়া ইবন ইয়াহ্ইয়া (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি সর্বাধিক সত্য কথা হল লাবীদ-এর কথা ঃ ' أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللَّهَ بَاطِلٌ ' জেনে রেখ! আল্লাহ্ ছাড়া যা কিছু আছে, তা বাতিল। এ রাবী এর অধিক বলেননি।

٥٦٩٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ إِلاَّ أَنَّ حَفْصًا لَمْ يَقُلْ يَرِيهِ

৫৬৯৬. আবূ বাক্র আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির উদর পুঁজে ভর্তি হয়ে যাওয়া যা তার পেট পচিয়ে নষ্ট করে দেয়, তা কবিতায় ভর্তি হওয়ার চাইতে উত্তম। রাবী আবূ বাক্র (র) বলেন, তবে (আমার উস্তাদ রাবী) হাফ্স (র)-এর রিওয়ায়াতে ' يَرِيهِ ' 'পচিয়ে নষ্ট করে দেয়' কথাটি বলেননি।

٥٦٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا-

৫৬৯৭. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... সা'দ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তির পেট পুঁজে ভর্তি হয়ে যাওয়া যা তার পেটকে পচিয়ে নষ্ট করে দেয়, তা কবিতায় ভর্তি হওয়ার চাইতে উত্তম।

٥٦٩٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ يُحَنَّسَ مَوْلَى مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْعَرْجِ إِذْ عَرَضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُذُوا الشَّيْطَانَ أَوْ أَمْسِكُوا الشَّيْطَانَ لَأَنْ يَمْتَلِئَ قَالَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا -

৫৬৯৮. কুতায়বা ইবন সাঈদ সাকাফী (র) ..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে আরজ এলাকায় সফর করছিলাম। তখন এক কবি কবিতা আবৃত্তি করতে করতে আসতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ শয়তানটাকে ধরে ফেল কিংবা (বর্ণনা সন্দেহ, তিনি বললেন) শয়তানটাকে রুখে দাও। কোন লোকের পেট পুঁজে ভর্তি হয়ে যাওয়া কবিতায় ভর্তি হওয়া থেকে উত্তম।

٣١٠- بَابُ تَحْرِيمِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدَشِيرِ

৩১০. অনুচ্ছেদ ঃ পাশা খেলা হারাম হওয়া প্রসংগে

٥٦٩٩- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ -

৫৬৯৯. যুহায়র ইবন হারব (র)..... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নরদশীর (পাশা) খেলা খেলল, সে যেন তার হাত শূকরের মাংস ও রক্তে রঞ্জিত করল।

كِتَابُ الرُّؤْيَا

অধ্যায় ঃ স্বপ্ন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الرُّؤْيَا

অধ্যায় ঃ স্বপ্ন

٥٧٠٠- وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا أُعْرِيْ مِنْهَا غَيْرَ أَنِّي لَا أُزَمَّلُ حَتَّى لَقِيْتُ أَبَا قَتَادَةَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الرُّؤْيَا مِنَ اللّٰهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلْمًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ -

৫৭০০. আমরুন-নাকিদ, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও ইব্‌ন আবূ উমার (র) ..... আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এমন স্বপ্ন দেখতাম যাতে ভয় পেয়ে জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়তাম, তবে আমাকে কম্বল চাপাতে হতো না। অবশেষে আমি আবূ কাতাদা (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম এবং ঐ বিষয়টি তাঁর কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি الرؤيا সু-স্বপ্ন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আর الحلم দুঃস্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন এমন স্বপ্ন দেখে যা সে অপসন্দ করে, তখন সে যেন তার বামদিকে তিনবার থু-থু নিক্ষেপ করে এবং এর অনিষ্ট হতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করে (অর্থাৎ আউযুবিল্লাহ্ পড়ে), তা হলে তা তার ক্ষতি করবে না।

٥٧٠١- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلٰى آلِ طَلْحَةَ وَعَبْدِ رَبِّهِ وَيَحْيَى ابْنَ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيْثِهِمْ قَوْلَ أَبِي سَلَمَةَ كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا أُعْرِيْ مِنْهَا غَيْرَ أَنِّي لَا أُزَمَّلُ -

৫৭০১. ইব্‌ন আবূ উমার (র).....আবূ কাতাদা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে এঁরা এঁদের বর্ণিত হাদীসে (পূর্বোক্ত হাদীসের) রাবী আবূ সালামা (র)-এর উক্তি 'আমি স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়ে জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়তাম তবে আমাকে কম্বল চাপাতে হতো না' উক্তি উল্লেখ করেন নি।

٥٧٠٢- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا أُعْرِي مِنْهَا وَزَادَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ فَلْيَبْصُقْ عَلَى يَسَارِهِ حِينَ يَهُبُّ مِنْ نَوْمِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ -

৫৭০২. হারামালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ..... যুহ্‌রী (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তাঁদের দু'জনের বর্ণিত হাদীসে 'ভয় পেয়ে জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়তাম' কথাটি নেই। আর (প্রথম সনদে) রাবী ইউনুস (র) অতিরিক্ত বলেছেন, যখন সে ঘুম থেকে জেগে উঠবে, তখন সে যেন তিনবার তার বামদিকে থু-থু নিক্ষেপ করে।

٥٧٠٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ فَقَالَ إِنْ كُنْتُ لأَرَى الرُّؤْيَا أَثْقَلُ عَلَيَّ مِنْ جَبَلٍ فَمَا هُوَ إِلاَّ أَنْ سَمِعْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَمَا أُبَالِيهَا-

৫৭০৩. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা ইব্‌ন কা'নাব (র) ..... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, الرُّؤْيَا (সু স্বপ্ন) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আর الْحُلْمُ (দুঃস্বপ্ন) ও বাজে স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন এমন কোন বিষয় স্বপ্নে দেখে যা সে অপসন্দ করে, তখন সে যেন তার বামদিকে তিনবার থু-থু নিক্ষেপ করে এবং (আউযুবিল্লাহ্ বা সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন্-নাস পড়ে) স্বপ্নের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করে। কেননা (এভাবে করলে) তা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। রাবী বলেন, আমি এমন স্বপ্নও দেখতাম যা আমার জন্য পাহাড়ের চাইতেও কঠিন (ও ভয়াবহ), কিন্তু এখন অবস্থা এই যে, এ হাদীস যখন আমি শুনে ফেলেছি, এখন আর সে সবের পরোয়া করি না।

٥٧٠٤- وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ ح وَقَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَإِنْ كُنْتُ لأَرَى الرُّؤْيَا وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ وَابْنِ نُمَيْرٍ قَوْلُ أَبِي سَلَمَةَ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ وَزَادَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ-

৫৭০৪. কুতায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন রুম্‌হ্, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে রাবী আস-সাকাফী (র) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে (আমার উস্তাদ) রাবী আবূ সালামা (র) বলেছেন, আমি এমন স্বপ্নও দেখতাম যা ..... । আর রাবী

আল-লায়স ও ইবন নুমায়র (র) বর্ণিত হাদীসে আবূ সালামা (রা)-এর উক্তি হতে হাদীসের শেষ পর্যন্ত অংশ নেই এবং রাবী ইবন রুমহ্ এ হাদীসের রিওয়ায়াতে অতিরিক্ত বলেছেন যে, আর সে (স্বপ্নদ্রষ্টা) ব্যক্তি যে পাশে ঘুমুচ্ছিল, সে পাশ পরিবর্তন করে অন্যপাশে শোবে।

٥٧٠٥- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ وَالرُّؤْيَا السُّوءُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَمَنْ رَأَى رُؤْيَا فَكَرِهَ مِنْهَا شَيْئًا فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ لاَ تَضُرُّهُ وَلاَ يُخْبِرْ بِهَا أَحَدًا فَإِنْ رَأَى رُؤْيَا حَسَنَةً فَلْيُبْشِرْ وَلاَ يُخْبِرْ إِلاَّ مَنْ يُحِبُّ -

৫৭০৫. আবূ তাহির (র) ..... আবূ কাতাদা (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, ভাল স্বপ্ন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে, আর মন্দ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন স্বপ্ন দেখল আর এতে কোন কিছু অপসন্দ হল, তখন সে যেন তার বামদিকে থু-থু নিক্ষেপ করে এবং শয়তান (-এর কারসাজি) থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করে, (তাহলে) তা তার কোন ক্ষতি করবে না। আর কারো কাছে ঐ স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করবে না। আর যদি কোন ভাল স্বপ্ন দেখে, তা হলে খুশি হবে। আর যাকে সে মুহব্বত করে, এমন লোক ছাড়া কারো কাছে ব্যক্ত করবে না।

٥٧٠٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ إِنْ كُنْتُ لأَرَى الرُّؤْيَا تُمْرِضُنِي فَلَقِيتُ أَبَا قَتَادَةَ فَقَالَ وَأَنَا إِنْ كُنْتُ لأَرَى الرُّؤْيَا فَتُمْرِضُنِي حَتَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا إِلاَّ مَنْ يُحِبُّ وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثًا وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّهَا وَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ -

৫৭০৬. আবূ বাকর ইবন খাল্লাদ বাহিলী ও আহমদ ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন হাকাম (র) ..... আবূ সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি এমন স্বপ্ন দেখতাম, যা আমাকে অসুস্থ করে দিত। তিনি বলেন, পরে আমি আবূ কাতাদা (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম (এবং আমার অসুবিধার বিষয়টি তাঁকে বললাম)। তখন তিনি বললেন, আমিও এমন স্বপ্ন দেখতাম, যা আমাকে অসুস্থ করে দিত। অবশেষে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনলাম, ভাল স্বপ্ন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন এমন (স্বপ্ন) দেখে যা সে পসন্দ করে, তা হলে তা তার ভালবাসার ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো কাছে ব্যক্ত করবে না। আর যখন এমন (স্বপ্ন) দেখে যা সে অপসন্দ করে, তা হলে সে যেন তার বামদিকে তিন (বার) থু-থু নিক্ষেপ করে এবং সে শয়তানের অনিষ্ট ও স্বপ্নের অকল্যাণ থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং কাউকে তা না বলে। কেননা (এভাবে করলে) সে স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করবে না।

٥٧٠٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا قَالَ ابْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ -

৫৭০৭. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইবন রুম্হ (র) ..... জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন এমন স্বপ্ন দেখল যা সে অপসন্দ করে, তখন সে যেন তার বামদিকে তিনবার থু-থু নিক্ষেপ করে এবং শয়তান (-এর চক্রান্ত) থেকে আল্লাহ্‌র কাছে তিনবার আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং যে কাতে নিদ্রিত ছিল, তা থেকে যেন পার্শ্ব পরিবর্তন করে (ঘুমায়)।

٥٧٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ تَكْذِبُ وَأَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا وَرُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ وَالرُّؤْيَا ثَلَاثٌ فَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ بُشْرَى مِنَ اللَّهِ وَرُؤْيَا تَحْزِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسَ قَالَ وَأُحِبُّ الْقَيْدَ وَأَكْرَهُ الْغُلَّ وَالْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ فَلَا أَدْرِي هُوَ فِي الْحَدِيثِ أَمْ قَالَهُ ابْنُ سِيرِينَ -

৫৭০৮. মুহাম্মদ ইবন আবূ উমার মাক্কী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন যামানা ও সময় (কিয়ামতের) নিকটবর্তী হয়ে যাবে, তখন প্রায়শ (খাঁটি) মুসলমানের স্বপ্ন মিথ্যা ও বেঠিক হবে না। তোমাদের (মাঝের) সর্বাধিক সত্যভাষী ব্যক্তি সর্বাধিক সত্য (ও বাস্তব) স্বপ্নদ্রষ্টা হবে। আর মুসলমানের স্বপ্ন নবুয়াতের পঁয়তাল্লিশ ভাগের এক ভাগ। আর স্বপ্ন তিন (প্রকার), ভাল স্বপ্ন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুসংবাদ (বাহক)। আর (এক প্রকার) স্বপ্ন শয়তানের থেকে দুর্ভাবনার সৃষ্টি। আর (এক প্রকার) স্বপ্ন যা মানুষ তার মনের সাথে কথা বলে (এবং ভাবনা-চিন্তা করে), তা থেকে (উদ্ভূত)। অতএব তোমাদের কেউ যদি এমন কিছু স্বপ্ন দেখে যা সে অপসন্দ করে, তা হলে সে যেন (ঘুম থেকে) উঠে দাঁড়ায় এবং সালাত আদায় করে আর মানুষের কাছে সে (স্বপ্নের) কথা প্রকাশ না করে। তিনি (আরও) বলেছেন যে, আমি (স্বপ্নে) হাতকড়া (দেখা) পসন্দ করি এবং গলায় বেড়ী (দেখা) অপসন্দ করি। কেননা হাতকড়া দীন-ধর্মে অবিচলতা (-র পরিচায়ক)। রাবী বলেন, তবে আমি জানি না যে, তা (রিওয়ায়াতের এ শেষ অংশটি) মূল হাদীসের অংশ [নবী (স)-এর বাণী] কিংবা তা [জাবির (রা) থেকে রিওয়ায়াতকারী] রাবী ইবন সীরীন (র) বলেছেন।

٥٧٠٩- وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَيُعْجِبُنِي الْقَيْدُ وَأَكْرَهُ الْغُلَّ وَالْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ -

৫৭০৯. মুহাম্মদ ইবন রাফি (র) ..... আইউব (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তিনি (তাঁর বর্ণিত) হাদীসে বলেছেন, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, হাতকড়া (দেখা) আমাকে বিমোহিত করে এবং গলায়

বেড়ী (দেখা) আমি অপসন্দ করি। আর (কেননা) হাতকড়া হল দীন-ধর্মে অবিচলতার পরিচায়ক। আর নবী ﷺ বলেছেন, (খাঁটি) ঈমানদারের স্বপ্ন নবুওয়াতের ছেচল্লিশ অংশের একটি অংশ।

٥٧١٠- حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ النَّبِيَّ ﷺ -

৫৭১০. আবূ রবী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন যামানা বা সময় কিয়ামতের নিকটবর্তী হয়ে যাবে..... রাবী (এভাবেই) হাদীসখানি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি তাতে নবী ﷺ -এর নাম উল্লেখ করেননি।

٥٧١١- وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ قَالَ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَدْرَجَ فِي الْحَدِيثِ قَوْلَهُ وَأَكْرَهُ الْغُلَّ إِلَى تَمَامِ الْكَلَامِ وَلَمْ يَذْكُرِ الرُّؤْيَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ -

৫৭১১. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর বর্ণনায় 'আর আমি গলায় বেড়ী দেখা অপসন্দ করি' পূর্ণ বাক্য পর্যন্ত অংশ সন্নিবেশিত করেছেন। আর 'স্বপ্ন নবুওয়াতের ছেচল্লিশ অংশের একটি অংশ' কথাটি তিনি উল্লেখ করেন নি।

٥٧١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَأَبُو دَاوُدَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ -

৫৭১২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না, ইব্‌ন বাশ্‌শার, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুয়ায (র) ..... উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মু'মিনের স্বপ্ন নবুওয়তের ছেচল্লিশ অংশের একটি অংশ।

٥٧١٣- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ -

৫৭১৩. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٧١٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الرُّؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ -

৫৭১৪. আবদ ইবন হুমায়দ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, 'অবশ্য ঈমানদারের স্বপ্ন নবুওয়াতের ছেচল্লিশ অংশের একটি অংশ।

٥٧١٥- وَحَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ الْخَلِيْلِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ يَرَاهَا اَوْتُرَى لَهُ وَفِيْ حَدِيْثِ ابْنِ مُسْهِرٍ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَاَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ -

৫৭১৫. ইসমাঈল ইবন খলিল ও ইবন নুমায়র (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুসলমানের স্বপ্ন যা সে দেখে কিংবা যা তার সম্পর্কে দেখানো হয়। রাবী ইবন মুসহির বর্ণিত হাদীসে 'মুসলমানের স্বপ্ন' স্থলে রয়েছে, 'ভাল স্বপ্ন' নবুওয়াতের ছেচল্লিশ অংশের একটি অংশ।

٥٧١٦- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رُؤْيَا الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَاَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ -

৫৭১৬. ইয়াহ্ইয়া ইবন ইয়াহ্ইয়া (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নেককার ব্যক্তির স্বপ্ন নবুওয়তের ছেচল্লিশ অংশের একটি অংশ।

٥٧١٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَعْنِيْ ابْنَ الْمُبَارَكِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبٌ يَعْنِيْ ابْنَ شَدَّادٍ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ -

৫৭১৭. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও আহ্মাদ ইবন মুনযির (র) ..... ইয়াহ্ইয়া ইবন আবূ কাসীর (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٧١٨- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ -

৫৭১৮. মুহাম্মাদ ইবন রাফি' (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে আবদুল্লাহ্ ইবন ইয়াহ্ইয়া ইবন আবূ কাসীর (র) তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٧١٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَا جَمِيْعًا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ -

৫৭১৯. আবূ বাকর ইবন আবূ শায়বা ও ইবন নুমায়র (র) ..... ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ভাল স্বপ্ন নবুয়তের সত্তর অংশের একটি অংশ।

٥٧٢٠- وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ مُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ-

৫৭২০. ইবন মুসান্না ও উবায়দুল্লাহ্ ইবন সাঈদ (র) ইয়াহ্ইয়া সূত্রে উবায়দুল্লাহ্ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٧٢١- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ قُدَيْكٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ كِلاَهُمَا عَنْ نَافِعٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِي حَدِيْثِ اللَّيْثِ قَالَ نَافِعٌ حَسِبْتُ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ -

৫৭২১. কুতায়বা ও ইবন রুমহ্ (র) লায়স ইবন সা'দ থেকে (অন্য সনদে) ইবন রাফি ও ইবন কুদায়ক (র) নাফি' (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। লায়স-এর হাদীসে রয়েছে নাফি (র) বলেন, আমার মনে হয় ইবন উমার (র) বলেছেন ঃ স্বপ্ন নবুওয়াতের সত্তর ভাগের এক ভাগ।

٣١١- بَابُ قَوْلُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مَنْ رَآنِيْ فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِيْ

৩১১. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর বাণী ঃ যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখে, সে অবশ্যই আমাকে দেখেছে

٥٧٢٢- وَحَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوبُ وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ بِيْ-

৫৭২২. আবূ রবী সুলায়মান ইবন দাউদ আতাকী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখে, সে আমাকে সত্যই দেখেছে। কেননা শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারে না।

٥٧٢٣ وَحَدَّثَنِيْ اَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ رَآنِيْ فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِيْ فِي الْيَقْظَةِ اَوْ لَكَاَنَّمَا رَآنِيْ فِي الْيَقْظَةِ لاَيَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِيْ وَقَالَ فَقَالَ اَبُوْسَلَمَةَ قَالَ اَبُوْ قَتَادَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ رَآنِيْ فَقَدْ رَاَى الْحَقَّ -

وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَخِي الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي فَذَكَرَ الْحَدِيْثَيْنِ جَمِيْعًا بِاِسْنَادَيْهِمَا سَوَاءً مِثْلَ حَدِيْثِ يُوْنُسَ -

৫৭২৩. আবূ তাহির ও হারমালা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখে, অচিরেই সে আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখতে পাবে। কিংবা তিনি বলেছেন, সে যেন আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখতে পেল। কেননা শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারে না। রাবী আরো বলেন, আবূ সালামা বলেছেন, আবূ কাতাদা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাকে দেখল সে নিশ্চয়ই সত্যই দেখল।

এবং যুহায়র ইব্‌ন হারব থেকে বর্ণিত তিনি হাদীস দু'টির সবটুকু তাদের উভয়ের সূত্রে ইউনুসের হাদীসের অনুরূপ সমানভাবে উল্লেখ করেছেন।

٥٧٢٤- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ رَآنِي فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِي إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ فِي صُورَتِي وَقَالَ إِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يُخْبِرْ أَحَدًا بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي الْمَنَامِ -

৫৭২৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও ইব্‌ন রুম্‌হ (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে আমাকে দেখল, সে অবশ্যই আমাকে দেখল। কেননা শয়তানের পক্ষে আমার রূপ ধারণ করা সম্ভব নয়। তিনি আরও বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন বাজে স্বপ্ন দেখে, সে যেন ঘুমের মাঝে তার সাথে শয়তানের কারসাজির খবর কাউকে না দেয়।

٥٧٢٥- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ رَآنِي فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِي-

৫৭২৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে আমাকে দেখল, সে অবশ্য আমাকেই দেখল। কেননা শয়তানের পক্ষে সম্ভব নয় যে, সে আমার সাদৃশ্য গ্রহণ করে।

٣١٢- بَابُ لاَ يُخْبِرُ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي الْمَنَامِ

৩১২. অনুচ্ছেদ ঃ ঘুমের মাঝে শয়তানের সাথে খেলাধুলার খবর কাউকে দিও না

٥٧٢٦- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الأَعْرَابِيُّ جَاءَهُ فَقَالَ إِنِّي حَلَمْتُ أَنَّ رَأْسِي قُطِعَ فَأَنَا أَتْبَعُهُ فَزَجَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ لاَ تُخْبِرْ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي الْمَنَامِ -

৫৭২৬. কুতায়বা ও ইব্‌ন রুম্‌হ (র) ..... জাবির (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। একদা এক বেদুঈন তাঁর কাছে এসে বলল, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমার মাথা কেটে ফেলা হয়েছে আর আমি তার পিছনে পিছনে ছুটে চলছি। তখন নবী ﷺ তাকে ধমক দিয়ে বললেন ঃ ঘুমের মাঝে তোমার সাথে শয়তানের খেলাধুলার খবর কাউকে দিও না।

٥٧٢٧- وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِي ضُرِبَ فَتَدَحْرَجَ فَاشْتَدَدْتُ عَلَى أَثَرِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْأَعْرَابِيِّ لَا تُحَدِّثِ النَّاسَ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي مَنَامِكَ وَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدُ يَخْطُبُ فَقَالَ لَا يُحَدِّثَنَّ أَحَدُكُمْ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي مَنَامِهِ -

৫৭২৭. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (রা) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি স্বপ্নে দেখলাম যেন আমার মাথা কেটে ফেলা হয়েছে এবং তা গড়াতে শুরু করেছে আর আমি তার পিছনে জোর দৌড় লাগালাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে বেদুঈন আরবকে বললেন, তোমার ঘুমের মাঝে তোমার সাথে শয়তানের ক্রীড়া-কৌতুকের বিষয় মানুষের কাছে ব্যক্ত করো না। রাবী [জাবির (রা)] বলেন, এ ঘটনার পর আমি নবী ﷺ -কে ভাষণ দিতে শুনলাম। তাতে তিনি বললেন, তোমাদের কেউ ঘুমের মাঝে তার সাথে শয়তানের ক্রীড়া-কৌতুকের বিষয় ব্যক্ত করবে না।

٥٧٢٨- وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِي قُطِعَ قَالَ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمْ فِي مَنَامِهِ فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ النَّاسَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ إِذَا لَعِبَ بِأَحَدِكُمْ وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّيْطَانَ -

৫৭২৮. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি স্বপ্নে দেখলাম যেন আমার মাথা কেটে ফেলা হয়েছে। রাবী বলেন, তখন নবী ﷺ মুচকি হেসে বললেন, শয়তান যখন তোমাদের কারো সাথে তার ঘুমের মাঝে ক্রীড়া-কারসাজি করে, তখন সে যেন মানুষের কাছে তা ব্যক্ত না করে। আর রাবী আবূ বাকর (র)-এর রিওয়ায়াতে রয়েছে, 'যখন তোমাদের কারো সাথে ক্রীড়া-কারসাজি করা হয়।' তিনি 'শয়তান' শব্দ উল্লেখ করেন নি।

٣١٣- بَابُ فِي تَأْوِيلِ الرُّؤْيَا

৩১৩. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নের ব্যাখ্যা

٥٧٢٩- حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَوْ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُتْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَى اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطِفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ

فَارَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا بِأَيْدِيهِمْ فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ وَارَى سَبَبًا وَاصِلاً مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَارَاكَ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَعَلاَ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلاَ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ فَانْقَطَعَ بِهِ ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلاَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَاللَّهِ لَتَدَعَنِّي فَلأَعْبُرَنَّهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اعْبُرْهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمَّا الظُّلَّةُ فَظُلَّةُ الإِسْلاَمِ وَأَمَّا الَّذِي يَنْطِفُ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ فَالْقُرْآنُ حَلاَوَتُهُ وَلِينُهُ وَأَمَّا مَا يَتَكَفَّفُ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ فَالْمُسْتَكْثِرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُّ وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ فَالْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ تَأْخُذُ بِهِ فَيُعْلِيكَ اللَّهُ بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ ثُمَّ يُوَصَّلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ فَأَخْبِرْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا قَالَ فَوَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَتُحَدِّثَنِّي مَا الَّذِي أَخْطَأْتُ قَالَ لاَ تُقْسِمْ -

৫৭২৯. হাজিব ইব্‌ন ওয়ালীদ (র) ..... উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) কিংবা আবূ হুরায়রা (রা) হাদীস বর্ণনা করতেন যে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে এল ..... । অন্য বর্ণনায় হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া তুজীবী (র) উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উতবা (রা) ইব্‌ন শিহাব (র)-কে খবর দিয়েছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) এ হাদীস বর্ণনা করতেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আজ রাতে স্বপ্ন দেখলাম যে, শামিয়ানা থেকে ঘি ও মধু ঝরে পড়ছে আর লোকদের দেখলাম তারা তা থেকে তাদের হাতের অঞ্জলি ভরে ভরে নিয়ে যাচ্ছে। কেউ অধিক পরিমাণ নিচ্ছে, কেউ অল্প পরিমাণে। আর একটি রশি দেখলাম আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সংযোগকারী, আর দেখলাম আপনি তা ধরলেন এবং উপর উঠে গেলেন, তারপর একজন লোক তা ধরল এবং সে উপর উঠে গেল, তারপর আর একজন লোক তা ধরল এবং তা ছিঁড়ে পড়ে গেল। পরে তা তার জন্য জুড়ে দেয় হল এবং সেও উপরে উঠে গেল। স্বপ্ন বর্ণনার এ পর্যায় আবূ বাকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা আপনার জন্য উৎসর্গিত! আল্লাহ্‌র কসম! অবশ্য আপনি আমাকে অবকাশ দিবেন তা হলে আমি এ স্বপ্নটির তাবীর করব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আপনি তা'বীর করুন। আবূ বাকর (রা) বললেন, শামিয়ানাটি হল ইসলামের (রূপক) শামিয়ানা, আর যে ঘি ও মধুর ফোঁটা ঝড়ে পড়ছিল তা হচ্ছে আল-কুরআন এর মধুরতা ও কোমলতা, আর মানুষেরা যে তা থেকে অঞ্জলি ভরে ভরে নিয়ে যাচ্ছিল, তা হলো কেউ অধিক পরিমাণে আর কেউ অল্প পরিমাণে আল-কুরআন থেকে আহরণ করছে। আর আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সংযুক্ত রশিটি হল হক ও সত্য (পথ), যার উপরে আপনি রয়েছেন তা ধারণ করলেন, আর আল্লাহ্ তা দিয়ে আপনাকে উপরে তুলে নিলেন। এরপর আপনার পরে এক ব্যক্তি তা ধারণ করবে এবং তা দিয়ে সেও উপরে উঠে যাবে, তারপর এক ব্যক্তি তা ধারণ করতে সেও উপরে উঠে যাবে। তার পর আর এক ব্যক্তি তা ধারণ করবে এবং তা ছিঁড়ে পড়ে যাবে পরে তা তার জন্য জুড়ে দেয় হবে এবং তা দিয়ে সে উপরে উঠে যাবে। ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন আমাকে বলে দিন আমার পিতা ও মাতা আপনার উদ্দেশ্যে

উৎসর্গিত, আমি ঠিক বলেছি কিংবা ভুল বলেছি ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আপনি কতক ঠিক বলেছেন আর কতক ভুল করেছেন। তিনি বললেন, তা হলে আল্লাহ্‌র কসম ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যা আমি ভুল করেছি, তা অবশ্যই আপনি আমাকে বর্ণনা করে দিবেন। তিনি বললেন, এভাবে কসম করবেন না।

٥٧٣٠- وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ أَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مُنْصَرِفَهُ مِنْ أُحُدٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطِفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ بِمَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ -

৫৭৩০. ইব্‌ন আবূ উমার (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ (যুদ্ধক্ষেত্র) থেকে তাঁর ফিরে আসার সময় এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর খিদমতে এল। সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আজ রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম একটি শামিয়ানা, তা থেকে ফোঁটা ফোঁটা ঘি ও মধু ঝরছে। হাদীসের পরবর্তী অংশ ইউনুস (র) বর্ণিত হাদীসের মর্মানুরূপ।

٥٧٣١- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَوْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ كَانَ مَعْمَرٌ أَحْيَانًا يَقُولُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَحْيَانًا يَقُولُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أَرَى اللَّيْلَةَ ظُلَّةً بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ -

৫৭৩১. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) অথবা আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুর রাযযাক বলেন (আমার ঊর্ধ্বতন রাবী উস্তাদ) মা'মার (র) কখনো বর্ণনা করতেন ইব্‌ন আব্বাস (র) থেকে, আবার কখনো বর্ণনা করতেন আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এ মর্মে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে হাযির হয়ে বলল আজ রাতে (স্বপ্নে) আমি একটি শামিয়ানা দেখতে পাই। এরপর পূর্বোক্ত রাবীগণের বর্ণিত হাদীসের বর্ণনা অনুরূপে বর্ণনা করেছেন।

٥٧٣٢- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ مِمَّا يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا فَلْيَقُصَّهَا أُعَبِّرْهَا لَهُ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَيْتُ ظُلَّةً بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ -

৫৭৩২. আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুর রহমান দারিমী (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (যে সব অভ্যাসে অভ্যস্ত ছিলেন, সে সবের মাঝে একটি ছিল এই যে, তিনি) তাঁর সাহাবীগণকে (ফজরের সালাতের পরে) বলতেন, তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখে থাকলে সে তা আমার কাছে ব্যক্ত করুক; তা হলে আমি তাকে তার তাবীর বলে দিব। এক ব্যক্তি এসে বলল ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি একটি শামিয়ানা দেখলাম। পরবর্তী বর্ণনা (পূর্বোক্ত) রাবীগণের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

٣١٤- بَابُ رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ

৩১৪. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর স্বপ্ন

٥٧٣٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَأَيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِيْمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّا فِيْ دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ فَأُتِيْنَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابٍ فَأَوَّلْتُ الرِّفْعَةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةَ فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ دِيْنَنَا قَدْ طَابَ -

৫৭৩৩. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্লামা ইব্ন কা'নাব (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এক রাতে আমি দেখলাম যেভাবে ঘুমন্ত ব্যক্তি দেখে (অর্থাৎ স্বপ্ন), যেন আমরা উক্বা ইব্ন রাফি' এর বাড়িতে রয়েছি। তখন আমাদের কাছে ইব্ন তাব[১] (নামক) খেজুর হতে কিছু তাজা খেজুর নিয়ে আসা হল। তখন আমি এর ব্যাখ্যা করলাম, দুনিয়ার বুকে আমাদের জন্য উন্নতি এবং আখিরাতে শুভ পরিণতি। আর আমাদের দীন অবশ্যই উত্তম।

٥٧٣٤- وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أُرِيْتُ فِي الْمَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَجَذَبَنِيْ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْأَصْغَرَ مِنْهُمَا فَقِيْلَ لِيْ كَبِّرْ فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْبَرِ -

৫৭৩৪. নাস্র ইব্ন আলী জাহ্যামী (র) ..... নাফি' (র) থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) এ মর্মে রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি ঘুমের মাঝে আমাকে একটি দাতন দিয়ে মিসওয়াক করতে দেখলাম। তখন দু' ব্যক্তি আমাকে আকর্ষণ করল যাদের একজন অন্যজনের চাইতে বয়সে বড়। তখন আমি মিসওয়াকটি অল্প বয়স্ককে দিতে গেলে আমাকে বলা হল 'বড়কে দিন'; তাই তা আমি বয়স্ককে দিয়ে দিলাম।

٥٧٣٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ جَدِّهِ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّيْ أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ فَذَهَبَ وَهَلِيْ إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ فَإِذَا هِيَ الْمَدِيْنَةُ يَثْرِبُ وَرَأَيْتُ فِيْ رُؤْيَايَ هٰذِهِ أَنِّيْ هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيْبَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ أُحُدٍ ثُمَّ هَزَزْتُهُ أُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللّٰهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَرَأَيْتُ فِيْهَا أَيْضًا بَقَرًا وَاللّٰهُ خَيْرٌ فَإِذَا هُمُ النَّفَرُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ أُحُدٍ وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللّٰهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ بَعْدُ وَثَوَابُ الصِّدْقِ الَّذِيْ آتَانَا اللّٰهُ بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ -

---

১. 'ابن طاب' (ইব্ন তা'ব) আরবের উন্নতমানের খেজুরসমূহের একটি। 'طاب' শব্দের অর্থ 'উত্তম হল'।

৫৭৩৫ আবূ আমির আবদুল্লাহ্ ইব্ন বাররাদ আশআরী ও আবূ কুরায়র মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র) ..... আবূ মূসা (রা) সূত্রে নবী ﷺ -থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি মক্কা থেকে এমন এক দেশে হিজরত করে যাচ্ছি যেখানে খেজুর গাছ রয়েছে। তাতে আমার কল্পনা এদিকে গেল যে, তা ইয়ামামা কিংবা হাজর (এলাকা) হবে। পরে (বাস্তবে) দেখি যে, তা হল মাদীনা (যার পূর্ব নাম) ইয়াসরিব। আমি আমার এ স্বপ্নে আরও দেখলাম যে, আমি একটি তরবারি নাড়াচাড়া করলাম, ফলে তার মধ্যখানে ভেংগে গেল। তা ছিল উহুদের দিনে, যা মু'মিনগণের উপর আপতিত হয়েছিল। পরে আমি আর একবার সেই তরবারি নাড়া দিলে তা আগের চাইতে উত্তম হয়ে গেল। পরে মূলত তা হল সে বিজয় ও ঈমানদারদের সম্মিলন, যা আল্লাহ্ সংঘটিত করলেন (মক্কা বিজয়)। আমি তাতে একটি গরুও দেখলাম। আর আল্লাহ্ তা'আলাই কল্যাণের অধিকারী। মূলত তা হল উহুদের যুদ্ধে (শাহাদাতপ্রাপ্ত) ঈমানদারগণের দলটি। আর কল্যাণ হল সে কল্যাণ, যা পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'আলা দান করেছেন এবং সততা ও নিষ্ঠার সে সাওয়াব ও প্রতিদান যা আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের বদর যুদ্ধের পরে দিয়েছেন।

٥٧٣٦- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ الْمَدِينَةَ فَجَعَلَ يَقُولُ إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدُ الأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ فَقَدِمَهَا فِي بَشَرٍ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَفِي يَدِ النَّبِيِّ ﷺ قِطْعَةُ جَرِيدَةٍ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةَ فِي أَصْحَابِهِ قَالَ لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ اللَّهِ فِيكَ وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللَّهُ وَإِنِّي لأَرَاكَ الَّذِي أُرِيتُ فِيكَ مَا أُرِيتُ وَهَذَا ثَابِتٌ يُجِيبُكَ عَنِّي ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّكَ أَرَى الَّذِي أُرِيتُ فِيكَ مَا أُرِيتَ فَأَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ فِي يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَأَهَمَّنِي شَأْنُهُمَا فَأُوحِيَ إِلَيَّ فِي الْمَنَامِ أَنِ انْفُخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ مِنْ بَعْدِي فَكَانَ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيَّ صَاحِبَ صَنْعَاءَ وَالآخَرُ مُسَيْلِمَةَ صَاحِبَ الْيَمَامَةِ-

৫৭৩৬. মুহাম্মদ ইব্ন সাহ্ল তামীমী (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (ভণ্ড নবী) মুসায়লামা কায্যাব নবী ﷺ -এর আমলে মদীনায় এল, সে তখন বলতে থাকল, 'মুহাম্মদ যদি তার (মৃত্যুর) পরে নেতৃত্ব আমাকে দেওয়ার অংগীকার করে, তা হলে আমি তার অনুসরণ করব। সে তার কাওমের অনেক লোকজন নিয়ে মদীনায় এল। নবী ﷺ তার দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর সাথে ছিলেন সাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন শাম্মাস (রা)। আর তখন নবী ﷺ -এর হাতে ছিল খেজুর শাখার একটি টুকরা। অবশেষে তিনি সহচর বেষ্টিত মুসায়লামার সামনে গিয়ে থামলেন এবং কথাবার্তার এক পর্যায়ে বললেন (তুমি যদি আমার কাছে এ) নগণ্য খেজুর ডালের টুকরাটিও দাবি কর, তবু আমি তা তোমাকে দিব না এবং আমি কিছুতেই তোমার ব্যাপারে আল্লাহ্র বিধান লংঘন করব না। আর যদি তুমি (অবাধ্য হয়ে) পশ্চাতে ফিরে যাও, তা হলে অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাকে ঘায়েল

করবেন। আর আমি অবশ্যই মনে করি যে, যা আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে, তা তোমার ব্যাপারেই দেখানো হয়েছে। আর (আমি তোমার সাথে অধিক বাক্য ব্যয় করতে চাই না), তবে এ সাবিত আমার পক্ষ থেকে তোমাকে জবাব দিবে। এর পর তিনি তার কাছ থেকে ফিরে চললেন। রাবী ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, পরে আমি নবী ﷺ -এর বক্তব্য- 'তোমাকেই মনে করি যে, আমকে (স্বপ্নে) যা দেখানো হয়েছে, তা তোমার ব্যাপারেই দেখানো হয়েছে' সম্পর্কে জিজ্ঞসা করলাম। তখন আবূ হুরায়রা (রা) আমাকে বললেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি ঘুমন্ত অবস্থায় আমার দু'হাতে দু'টি সোনার কংকন দেখতে পেলাম; সে দু'টির অবস্থা আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলল। স্বপ্নে আমার কাছে ওহী পাঠানো হল যে, ও দু'টিকে ফুঁ দিন। আমি সে দু'টি ফুঁ দিলে সে দু'টি উড়ে গেল। তখন আমি (স্বপ্নে দেখা) সে বালা দু'টির, ব্যাখ্যা করলাম দু'জন নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদার, যারা আমার পরে আত্মপ্রকাশ করবে। (রাবী বলেন), তাদের দু'জনের একজন হল 'আল-আনাসী'- সান'আবাসীদের নেতা এবং অপরজন হল মুসায়লামা- ইয়ামামাবাসীদের সরদার।

٥٧٣٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ خَزَائِنَ الْأَرْضِ فَوُضِعَ فِي يَدَيَّ أَسْوِرَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَكَبُرَتَا عَلَيَّ وَأَهَمَّانِي فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنِ انْفُخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَذَهَبَا فَأَوَّلْتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا صَاحِبُ صَنْعَاءَ وَصَاحِبُ الْيَمَامَةِ-

৫৭৩৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ..... হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হল সে সব হাদীস যা আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আমাদের কাছে রিওয়ায়াত করেছেন। এ কথা বলে তিনি কয়েকখানি হাদীস উল্লেখ করেছেন। এ হল (সে সবের একখানি)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরও বলেছেন, আমি ঘুমন্ত ছিলাম, এমতাবস্থায় আমার কাছে পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহ নিয়ে আসা হল। তখন আমার হাতে দু'টি সোনার কংকন রেখে দেয়া হলে সে দু'টি আমার জন্য বড় ভারী মনে হল এবং এগুলো আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলল। তখন আমার কাছে ওহীর মাধ্যমে জানান হল যে, আমি যেন সে দু'টির উপরে ফুঁ দেই। তখন আমি ফুঁ দিলে সে দু'টির অন্তর্হিত হয়ে গেল। আমি সে দু'টির ব্যাখ্যা করলাম সে দুই মিথ্যুক (ভণ্ড নবী) যে দু'জনের মাঝে আমি রয়েছি (অর্থাৎ) সান'আ অধিবাসী আসওয়াদ আল-আনসী এবং ইয়ামামা অধিবাসী মুসায়লামাতুল কায্যাব।

٥٧٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ ابْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمُ الْبَارِحَةَ رُؤْيَا

৫৭৩৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ফজরের সালাত আদায়শেষে লোকদের দিকে মুখ করে বসতেন এবং বলতেন, তোমাদের কেউ কি গত রাতে কোন স্বপ্ন দেখেছে?

كِتَابُ الْفَضَائِلِ

অধ্যায় ঃ ফযীলত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْفَضَائِلِ

অধ্যায় ঃ ফযীলত

٣١٥- بَابُ فَضْلِ نَسَبِ النَّبِيِّ ﷺ وَتَسْلِيْمِ الْحَجَرِ عَلَيْهِ قَبْلَ النُّبُوَّةِ-

৩১৫. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর বংশ মর্যাদা এবং নবুয়তপ্রাপ্তির আগে তাঁকে পাথরের সালাম করা প্রসঙ্গ

٥٧٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَهْمٍ جَمِيْعًا عَنِ الْوَلِيْدِ قَالَ ابْنُ مِهْرَانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ اَبِيْ عَمَّارٍ شَدَّادٍ اَنَّهُ سَمِعَ وَاثِلَةَ بْنَ الْاَسْقَعِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ اصْطَفٰى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ اِسْمَاعِيْلَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ وَاصْطَفٰى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفٰى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِيْ هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِيْ مِنْ بَنِيْ هَاشِمٍ-

৫৭৩৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মিহ্‌রান রাযী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রাহমান ইব্‌ন সাহ্‌ম (র)..... আবূ আম্মার শাদ্দাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ওয়াসিলা ইব্‌ন আসকা' (র)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন ঃ মহান আল্লাহ ইসমাঈল (আ)-এর সন্তানদের হতে 'কিনানা'-কে বাছাই করে নিয়েছেন, আর কিনানা (-র বংশ) হতে, 'কুরায়শ'-কে বাছাই করে নিয়েছেন, আর কুরায়শ (বংশ) হতে বনূ হাশিমকে বাছাই করে নিয়েছেন এবং বনূ হাশিম থেকে আমাকে বাছাই করে নিয়েছেন।

٥٧٤٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِيْ بُكَيْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ طَهْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ لَاَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ اَنْ اُبْعَثَ اِنِّيْ لَاَعْرِفُهُ الْاٰنَ-

৫৭৪০. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি মক্কায় একটি পাথরকে জানি, যে (নবীরূপে) প্রেরিত হওয়ার আগেও আমাকে সালাম করত; আমি এখনও তাকে নিশ্চিতভাবে চিনতে পারি।

٣١٦- بَابُ تَفْضِيلِ نَبِيِّنَا ﷺ عَلَى جَمِيعِ الْخَلاَئِقِ

৩১৬. অনুচ্ছেদ ঃ আমাদের নবী ﷺ -কে সমুদয় সৃষ্টির উপরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান প্রসঙ্গে

٥٧٤١- وَحَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِقْلٌ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ-

৫৭৪১. হাকাম ইব্‌ন মূসা আবূ সালিহ্ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি কিয়ামতের দিনে আদম সন্তানদের নেতা হব এবং আমিই প্রথম ব্যক্তি যার কবর উন্মুক্ত করে দেয়া হবে এবং আমিই প্রথম সুপারিশকারী ও প্রথম সুপারিশ গৃহীত ব্যক্তি।

٣١٧- بَابُ فِي مُعْجِزَاتِ النَّبِيِّ ﷺ

৩১৭. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর মু'জিযা প্রসঙ্গে

٥٧٤٢- وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا بِمَاءٍ فَأُتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَتَوَضَّؤُونَ فَحَزَرْتُ مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الثَّمَانِينَ قَالَ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَاءِ يَنْبَعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ-

৫৭৪২. আবূ রবী' সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ আতাকী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা নবী ﷺ পানি আনতে বললেন, তখন একটি প্রশস্ত তলবিশিষ্ট অগভীর পেয়ালা নিয়ে আসা হল। (তিনি তাতে হাত রেখে বরকতের দু'আ করলেন) এবং লোকেরা উযূ করতে লাগল। আমি তাদের সংখ্যা ষাট থেকে আশির মধ্যে অনুমান করলাম। রাবী বলেন, আমি পানির দিকে তাকাতে থাকলাম- যা তাঁর আংগুলসমূহের মাঝ থেকে উদ্বেলিত হয়ে বেরিয়ে আসছিল।

٥٧٤٣- وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ ابْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَحَانَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَالْتُمِسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَضُوءٍ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ الإِنَاءِ يَدَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّؤُا مِنْهُ قَالَ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبَعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّأَ النَّاسُ حَتَّى تَوَضَّؤُا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ-

৫৭৪৩. ইসহাক ইব্‌ন মূসা আনসারী ও আবূ তাহির (র)..... আনাস মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখলাম, তখন আসরের সালাতের সময় হয়ে গিয়েছিল আর লোকেরা উযূর পানি

খুঁজছিল কিন্তু তারা তা পেল না। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট কিছু উযূর পানি আনা হল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে পানির পাত্রে তাঁর হাত মুবারক রেখে দিলেন এবং লোকদের তা থেকে উযূ করতে বললেন, রাবী বলেন। আমি দেখলাম, পানি তাঁর অংগুলিসমূহের নিচ থেকে উদ্বেলিত হয়ে বেরিয়ে আসছে। তখন লোকেরা উযূ করল, এমন কি তাদের শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত সকলেই উযূ করল।

٥٧٤٤- حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ بِالزَّوْرَاءِ قَالَ وَالزَّوْرَاءُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ السُّوقِ وَالْمَسْجِدِ فِيمَا ثَمَّةَ دَعَا بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ فَوَضَعَ كَفَّهُ فِيهِ فَجَعَلَ يَنْبَعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّأَ جَمِيعُ أَصْحَابِهِ قَالَ قُلْتُ كَمْ كَانُوا يَا أَبَا حَمْزَةَ قَالَ كَانُوا زُهَاءَ الثَّلَثِ مِائَةٍ-

৫৭৪৪. আবূ গাস্সান মিসমাঈ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ 'যাওরা' নামক স্থানে ছিলেন রাবী বলেন, 'যাওরা' হল মদীনার বাজার ও মসজিদের নিকট ঐ স্থান। তখন তিনি একটি পেয়ালা আনতে বললেন, যাতে সামান্য পানি ছিল। তিনি তাঁর (হাতের) পাঞ্জা তাতে রাখলেন। তখন তাঁর অংগুলিসমূহের মাঝ থেকে (পানি) উথলে বের হতে লাগল আর তাঁর সাহাবীগণ সকলেই উযূ করলেন। রাবী [কাতাদা (র)] বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবূ হাম্যা (রা) তাঁরা কতজন ছিলেন? তিনি বললেন, তাঁরা ছিলেন তিনশ'জনের মত।

٥٧٤٥- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ بِالزَّوْرَاءِ فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ مَاءٍ لَا يَغْمُرُ أَصَابِعَهُ أَوْ قَدْرَ مَا يُوَارِي أَصَابِعَهُ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ هِشَامٍ-

৫৭৪৫. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ 'যাওরা'য় ছিলেন। তখন একটি পানির পাত্র আনা হল, যা (-র পানিতে) তাঁর অংগুলিসমূহ ডুবছিল না কিংবা ঐ পরিমাণ, যা তাঁর অংগুলিসমূহ ডুবাতে পারে। এরপর তিনি (পূর্বোক্ত হাদীসের) রাবী হিশাম (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٥٧٤٦- وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أُمَّ مَالِكٍ كَانَتْ تُهْدِي لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي عُكَّةٍ لَهَا سَمْنًا فَيَأْتِيهَا بَنُوهَا فَيَسْأَلُونَ الْإِدَامَ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ فَتَعْمِدُ إِلَى الَّذِي كَانَتْ تُهْدِي فِيهِ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَتَجِدُ فِيهِ سَمْنًا فَمَا زَالَ يُقِيمُ لَهَا أَدَمَ بَيْتِهَا حَتَّى عَصَرَتْهُ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ عَصَرْتِيهَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ لَوْ تَرَكْتِيهَا مَا زَالَ قَائِمًا-

৫৭৪৬. সালামা ইব্ন শাবীব (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, উম্মু মালিক (রা) তাঁর একটি চামড়ার পাত্রে নবী ﷺ -এর জন্য ঘি হাদিয়া পাঠাতেন। (কোন কোন সময়) তার ছেলেরা তার কাছে এসে (রুটি মাখাবার জন্য) তরকারি চাইত। কিন্তু তখন তাদের কাছে কিছু থাকত না। তাই তিনি (উম্মে মালিক) সে পাত্রটির কাছে

যাওয়ার ইচ্ছা করতেন- যাতে করে তিনি নবী ﷺ-এর জন্য হাদিয়া পাঠাতেন। তখন তিনি তাতে কিছু ঘি পেয়ে যেতেন। পরে তা তার ঘরের (রুটি মাখাবার) তরকারির কাজ দিতে থাকল। যতক্ষণ না সে তিনি সেটি (আংগুল দিয়ে মুছে) নিংড়ে ফেললেন। তিনি নবী ﷺ নিকট আসলে তিনি বললেন ঃ তুমি সেটি নিংড়ে ফেলেছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি নবী ﷺ বললেন, তুমি সেটিকে (না নিংড়িয়ে) যথাবস্থায় রেখে দিলে তা বিদ্যমান থেকেই যেত।

٥٧٤٧- وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا أتى النبي ﷺ يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعير فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله فأتى النبي ﷺ فقال لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم-

৫৭৪৭. সালামা ইব্‌ন শাবীব (র).....জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি খাবার চাইতে নবী ﷺ -এর কাছে এল তিনি তাকে অর্ধ ওয়াসক যব খাবার জন্য দিলেন। লোকটি তা থেকে খেতে থাকল আর তার স্ত্রী এবং তাদের উভয়ের মেহমানরাও। অবশেষে সে (একদিন) তা মেপে দেখল। ফলে তা ফুরিয়ে গেলে। পরে সে নবী ﷺ কাছে (অভিযোগ নিয়ে) আসল। তিনি বললেন, তুমি যদি তা মেপে না দেখতে, তা হলে তোমরা তা থেকে খেতে থাকতে এবং তা তোমাদের জন্য (দীর্ঘকাল) বিদ্যমান থাকত।

٥٧٤٨- حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا مالك وهو ابن أنس عن أبي الزبير المكي أن أبا الطفيل عامر بن واثلة أخبره أن معاذ بن جبل أخبره قال خرجنا مع رسول الله ﷺ عام غزوة تبوك فكان يجمع الصلوة فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا حتى إذا كان يوما أخر الصلوة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء قال فسألهما رسول الله ﷺ هل مسستما من مائها شيئا قالا نعم فسبهما النبي ﷺ وقال لهما ما شاء الله أن يقول قال ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء قال وغسل رسول الله ﷺ فيه يديه ووجهه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء منهمر وقال غزير شك أبو علي أيهما قال حتى استقى الناس ثم قال يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا-

৫৭৪৮. আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুর রাহমান দারিমী (র) ..... মুয়ায ইব্‌ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাবূক যুদ্ধের বছর আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে (যুদ্ধে) বের হলাম। (এ সফরে) তিনি (দুই) সালাত একত্রে

আদায় করতেন। অর্থাৎ যোহর ও আসর একত্রে আদায় করতেন আর মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করতেন। অবশেষে এক দিন (এমন) হল যে, সালাত বিলম্বিত করলেন। তারপর বের হয়ে এসে যোহর ও আসর একত্রে আদায় করলেন, অতঃপর (তাঁবুতে) প্রবেশ করলেন। তারপর আবার বেরিয়ে এলেন এবং মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করলেন। তারপর বললেন, ইন্‌শাআল্লাহ্ তোমরা আগামীকাল 'তাবুক প্রস্রবণে' পৌঁছবে আর চাশতের সময় না হওয়া পর্যন্ত তোমরা সেখানে পৌঁছতে পারবে না। তোমাদের মধ্যে যে (-ই) সেখানে (প্রথমে) পৌঁছবে, সে যেন তার পানির কিছুই স্পর্শ না করে, যতক্ষণ না আমি এসে পৌঁছি। আমরা (যথাসময়ই) সেখানে পৌঁছলাম। (কিন্তু) ইতিমধ্যে দু'ব্যক্তি আমাদের আগে সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল। আর প্রস্রবণটিতে জুতার ফিতার ন্যায় ক্ষীণ ধারায় কিছু সামান্য পানি প্রবাহিত হচ্ছিল। মুয়ায (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ দু'জনকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা তার থেকে কিছু পানি স্পর্শ করেছ কি? ... তারা দু'জন বলল, হ্যাঁ। তখন নবী ﷺ তাদের দু'জনকে তিরস্কার করলেন। আর আল্লাহ্‌র যা ইচ্ছা, তাদের তাই বললেন। রাবী বলেন, তারপর লোকেরা তাদের হাত দিয়ে অঞ্জলি ভরে ভরে প্রস্রবণ থেকে অল্প অল্প করে (পানি) তুলল, অবশেষে তা একটি পাত্রে কিছু পরিমাণ সঞ্চিত হল। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার মধ্যে তাঁর দু'হাত এবং মুখ মুবারক ধুলেন এবং পরে তা (পানি) তাতে (প্রস্রবণে) উল্‌টিয়ে (ঢেলে) দিলেন। ফলে প্রস্রবণটি প্রবল পানি ধারায় অথবা রাবী বলেছেন, প্রচুর পরিমাণে প্রবাহিত হতে লাগল। আবু আলী (র) সন্দেহ করেছেন যে, রাবী এর মধ্যে কোনটি বলেছেন। এবার লোকেরা প্রয়োজনমত পানি পান করল। পরে নবী ﷺ ইরশাদ করলেন ঃ হে মুয়ায! যদি তুমি দীর্ঘজীবী হও, তবে আশা করা যায় যে, তুমি দেখতে পাবে, প্রস্রবণের এ স্থানটি বাগানে ভরে গিয়েছে।

٥٧٤٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوْكَ فَأَتَيْنَا وَادِي الْقُرَى عَلَى حَدِيْقَةٍ لِامْرَأَةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَخْرُصُوْهَا فَخَرَصْنَاهَا وَخَرَصَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ وَقَالَ أَحْصِيْهَا حَتَّى نَرْجِعَ إِلَيْكِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى قَدِمْنَا تَبُوْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَتَهُبُّ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَةَ رِيْحٌ شَدِيْدَةٌ فَلَا يَقُمْ فِيْهَا أَحَدٌ مِنْكُمْ فَمَنْ كَانَ لَهُ بَعِيْرٌ فَلْيَشُدَّ عِقَالَهُ فَهَبَّتْ رِيْحٌ شَدِيْدَةٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَحَمَلَتْهُ الرِّيْحُ حَتَّى أَلْقَتْهُ بِجَبَلَيْ طَيِّئٍ فَجَاءَ رَسُوْلُ ابْنِ الْعَلْمَاءِ صَاحِبِ أَيْلَةَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِكِتَابٍ وَأَهْدَى لَهُ بَغْلَةً بَيْضَاءَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَهْدَى لَهُ بُرْدًا ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّى قَدِمْنَا وَادِي الْقُرَى فَسَأَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَرْأَةَ عَنْ حَدِيْقَتِهَا كَمْ بَلَغَ ثَمَرُهَا فَقَالَتْ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنِّيْ مُسْرِعٌ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُسْرِعْ مَعِيْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَمْكُثْ فَخَرَجْنَا حَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ هٰذِهِ طَابَةُ وَهٰذَا أُحُدٌ وَهُوَ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ خَيْرَ دُوْرِ الْأَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَّارِ ثُمَّ دَارُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ثُمَّ دَارُ بَنِي عَبْدِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ثُمَّ دَارُ بَنِي سَاعِدَةَ وَفِي كُلِّ دُوْرِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ فَلَحِقْنَا سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فَقَالَ أَبُوْ أُسَيْدٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَيَّرَ دُوْرَ الْأَنْصَارِ فَجَعَلَنَا آخِرًا فَأَدْرَكَ

سَعْدٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ خَيَّرْتَ دُوْرَ الْاَنْصَارِ فَجَعَلْتَنَا اٰخِرًا فَقَالَ اَوَلَيْسَ بِحَسْبِكُمْ اَنْ تَكُوْنُوْا مِنَ الْخِيَارِ -

৫৭৪৯. আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা ইব্‌ন কা'নাব (র)..... আবূ হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে তাবূক যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমরা 'ওয়াদিল কুরা' এলাকায় এক মহিলার একটি বাগানের কাছে পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা এর পরিমাণ অনুমান কর। আমরা এর পরিমাণ অনুমান করলাম। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দশ ওয়াসক (প্রায় পঞ্চাশ মণ) পরিমাণ অনুমান করলেন এবং (স্ত্রীলোকটিকে) বললেন, আমরা ইন্‌শা আল্লাহ্ তোমার এখানে ফিরে আসা পর্যন্ত এ পরিমাণ ধরে রাখ। পরে আমরা এগিয়ে চললাম এবং তাবূক পৌঁছে গেলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আজ রাতে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহ তোমাদের উপর দিয়ে বয়ে যাবে। তাই তোমাদের কেউ যেন তার মাঝে দাঁড়িয়ে না থাকে এবং যার উট আছে, সে যেন তার দড়ি শক্ত করে বেঁধে রাখে। (ঐ রাতে) প্রচণ্ড বাতাস প্রবাহিত হল। এক ব্যক্তি দাঁড়ালে বাতাস তাকে উঠিয়ে নিয়ে অবশেষে 'তাই' নামক পাহাড়ে ফেলে দিল। আর (ঐ সময় নিকটবর্তী) 'আয়লার' এলাকা প্রধান (শাসক) ইব্‌নুল 'আলমা'-র দূত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে একটি চিঠি নিয়ে এল এবং তিনি তাকে একটি সাদা খচ্চর হাদিয়া পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-ও তার কাছে চিঠি লিখে পাঠালেন এবং তাকে একটি চাদর হাদিয়া পাঠালেন। তারপর আমরা এগিয়ে চলতে চলতে 'ওয়াদিল কুরা' পৌঁছলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্ত্রীলোকটিকে (বাগানের মালিক) তার বাগান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তার ফল কি পরিমাণে পৌঁছেছে? সে বলল, দশ ওয়াসক। তার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি দ্রুত যাচ্ছি। তোমাদের মধ্যে যার ইচ্ছা হয়, সে আমার সঙ্গে দ্রুত যেতে পারে। আর যার ইচ্ছা, সে অবস্থান করতে পারে। আমরা বের হয়ে পড়লাম। অবশেষে মদীনার কাছাকাছি পৌঁছলাম। তখন তিনি বললেন, এ (মদীনা) হল 'তাবা'-পবিত্র ও উত্তম স্থান। আর এ হল উহুদ। আর তা এমন পাহাড়, যে আমাদের ভালবাসে এবং আমরাও তাকে ভালবাসি। তারপর বললেন, আনসারীদের শ্রেষ্ঠ পরিবার বনূ-নাজ্জার, তারপর বনূ আবদুল আশ্‌হাল, তারপর বনূ হারিস ইব্‌ন খাযরাজ, তারপর বনূ সাঈদা পরিবার। আর আনসারদের প্রতিটি গোত্রই উত্তম। সাদ ইব্‌ন উবাদা (রা) আমাদের সাথে এসে মিলিত হলে (তাঁর গোত্রের) আবূ উসায়দ (রা) তাঁকে বললেন, আপনি কি দেখেন নি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আনসার গোত্রগুলির মাঝে ক্রমানুসারে শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন এবং আমাদের গোত্রকে তালিকার শেষে রেখেছেন! তখন সা'দ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে খুঁজে পেলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আনসার গোত্রগুলির শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন এবং আমাদের শেষে রেখেছেন! তখন তিনি বললেন, শ্রেষ্ঠ তালিকাভুক্ত অন্যতম হওয়াও কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয়?

٥٧٥٠ - حَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُوْمِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى بِهٰذَا الْاِسْنَادِ اِلٰى قَوْلِهِ وَفِيْ كُلِّ دُوْرِ الْاَنْصَارِ خَيْرٌ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنْ قِصَّةِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَزَادَ فِيْ حَدِيْثِ وُهَيْبٍ فَكَتَبَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِبَحْرِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْ حَدِيْثِ وُهَيْبٍ فَكَتَبَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

৫৭৫০. আবূ বাকর ইবন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (রা) ..... 'আমর ইবন ইয়াহ্ইয়া (র) উক্ত ﷺ 'আনসারদের প্রতিটি গোত্রে কল্যাণ রয়েছে' পর্যন্ত রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি পরবর্তী অংশ সা'দ ইবন উবাদা (রা) সম্পর্কে বর্ণনায় উল্লেখ করেন নি। উহায়ব (র) তাঁর বর্ণিত হাদীসে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর (ইবনুল 'আলমা)-র জন্য তাদের জনপদগুলি লিখে দিলেন। উহায়ব (র)-এর বর্ণিত হাদীসে 'রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তার কাছে চিঠি লিখে পাঠালেন' কথাটি উল্লেখ করেন নি।

٣١٨- بَابُ تَوَكُّلِهِ ﷺ عَلَى اللّٰهِ تَعَالَى وَعِصْمَةِ اللّٰهِ تَعَالَى لَهُ مِنَ النَّاسِ

৩১৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার উপরে নবী ﷺ -কে তাওয়াক্কুল এবং তাঁকে লোকদের (অনিষ্ট) থেকে আল্লাহ্ তা'আলার হিফাযত

٥٧٥١- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ غَزْوَةً قِبَلَ نَجْدٍ فَأَدْرَكَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَعَلَّقَ سَيْفَهُ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا قَالَ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْوَادِي يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ رَجُلًا أَتَانِي وَأَنَا نَائِمٌ فَأَخَذَ السَّيْفَ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي فَلَمْ أَشْعُرْ إِلَّا وَالسَّيْفُ صَلْتًا فِي يَدِهِ فَقَالَ لِي مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي قَالَ قُلْتُ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي قَالَ قُلْتُ اللّٰهُ قَالَ فَشَامَ السَّيْفَ فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ ثُمَّ لَمْ يُعْرِضْ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ -

৫৭৫১. আব্দ ইবন হুমায়দ, আবূ ইমরান মুহাম্মদ ইবন জা'ফার ইবন যিয়াদ (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে নাজ্দ-এর দিকে একটি জিহাদে গেলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (পেছন থেকে এসে) একটি কাঁটাবনযুক্ত উপত্যকায় আমাদের পেলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি গাছের তলায় অবতরণ করলেন এবং তাঁর তরবারিখানি সে গাছের একটি শাখায় ঝুলিয়ে রাখলেন। রাবী [জাবির (রা)] বলেন, আর লোকেরা গাছের ছায়ায় আশ্রয় নেয়ার জন্য উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ল। রাবী বলেন, পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এক ব্যক্তি আমার কাছে এল। তখন আমি ঘুমন্ত। সে তরবারিটি হাতে নিল। আমি জেগে উঠলাম, আর সে আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে। আমি কিছু বুঝে না উঠতেই (দেখি) তরবারি তার হাতে উন্মুক্ত। সে আমাকে বলল, কে তোমাকে আমার থেকে রক্ষা করবে? তিনি বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ্। সে দ্বিতীয়বার বলল, তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? তিনি বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ্। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ সে তখন তরবারিটি কোষবদ্ধ করল। আর ওই যে সে বসে আছে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে কিছুই বললেন না।

٥٧٥٢- وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو بكر ابن إسحاق قالا أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان بن أبي سنان الدؤلي وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري وكان من أصحاب النبي ﷺ أخبرهما أنه غزا مع النبي ﷺ غزوة قبل نجد فلما قفل النبي ﷺ قفل معه فأدركتهم القائلة بوادٍ ثم ذكر نحو حديث إبراهيم بن سعد ومعمر -

৫৭৫২. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্দুর রাহমান দারিমী ও আবূ বাকর ইব্ন ইসহাক (র) ..... সিনান ইব্ন আবূ সিনান দু'আলী ও আবূ সালাম ইব্ন আব্দুর রাহমান (র) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা)..... তিনি ছিলেন নবী ﷺ -এর অন্যতম সাহাবী। তিনি নবী ﷺ -এর সঙ্গে নাজদ অভিমুখে একটি অভিযানে গেলেন। নবী ﷺ যখন ফিরে এলেন, তখন তিনিও তাঁর সঙ্গে ফিরে আসেন। একদা দুপুরের বিশ্রামকাল সমুপস্থিত হল...। তারপর ইবরাহীম ইব্ন সা'দ ও মামার (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٧٥٣- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن جابر قال أقبلنا مع رسول الله ﷺ حتى إذا كنا بذات الرقاع بمعنى حديث الزهري ولم يذكر ثم لم يعرض له رسول الله ﷺ -

৫৭৫৩. আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ এর সঙ্গে এগিয়ে চললাম। অবশেষে আমরা যখন যাতুর-রিকায় পৌঁছলাম ....। তারপর যুহরী (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি 'তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে আর কোন কিছু বললেন না' কথাটি উল্লেখ করেননি।

٣١٩- باب بيان مثل ما بعث النبي ﷺ من الهدى والعلم

৩১৯. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ যে হিদায়াত ও ইল্ম সহ প্রেরিত হয়েছেন, তার দৃষ্টান্তের বিবরণ

٥٧٥٤- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري ومحمد بن العلاء واللفظ لأبي عامر قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة وعن أبي موسى عن النبي ﷺ قال إن مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به -

৫৭৫৪. আবূ বাকর ইবন আবূ শায়বা, আবূ আমির আশ'আরী ও মুহাম্মদ ইবন আলা (র)..... আবূ বুরদা (রা) ও আবূ মূসা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যে হিদায়াত ও ইলম সহকারে পাঠিয়েছেন; তার দৃষ্টান্ত সে বৃষ্টির ন্যায় যা কোন ভূমিতে বর্ষিত হল, আর সে ভূমির উৎকৃষ্ট কতকাংশ পানি গ্রহণ করে এবং প্রচুর তরতাজা ঘাস-পাতা উৎপন্ন করে। আর কতকাংশ হল শক্ত মাটি, যা পানি আটকিয়ে রাখে, ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তা দিয়ে মানুষের উপকার পৌঁছান এবং তারা তা থেকে পান করে, (অন্যদের) পান করায় ও পশু চরায়। আর (বৃষ্টির পানি) সে ভূমির আরও কতকাংশে বর্ষিত হল- যা উঁচু অনুর্বর, যা কোন পানি আটকিয়ে রাখে না আর কোন ঘাস-পাতাও উৎপন্ন করে না। সেই দৃষ্টান্ত হল সে সব লোকের উপমা যারা আল্লাহ্র দীনের জ্ঞান হাসিল করে এবং আল্লাহ্ তাদের সে সব দিয়ে উপকৃত করেন যা নিয়ে আল্লাহ্ আমাকে পাঠিয়েছেন। ফলে সে ইলম হাসিল করে অন্যকেও শিক্ষা দেয়। আর তৃতীয় দৃষ্টান্ত হল ঐ লোকদের, যারা তার প্রতি মাথা তুলেও তাকায় না এবং আল্লাহ্র ঐ হিদায়াতও কবূল করে না— যা দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে।

٣٢٠- بَابُ شَفَقَتِهِ ﷺ عَلَى أُمَّتِهِ وَمُبَالَغَتِهِ فِي تَحْذِيرِهِمْ مِمَّا يَضُرُّهُمْ

৩২০. অনুচ্ছেদ ঃ উম্মাতের প্রতি নবী ﷺ-এর স্নেহ এবং তাদের জন্য ক্ষতিকর বিষয় থেকে গুরুত্ব সহকারে সতর্কীকরণ

٥٧٥٥- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ مَا بَعَثَنِيَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمَهُ فَقَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيَّ وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ فَالنَّجَاءَ فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَدْلَجُوا فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي وَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ-

৫৭৫৫. আবদুল্লাহ্ ইবন বাররাদ আশ'আরী ও আবূ কুরায়ব (র)..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমার দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহ্ যা দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন, তার দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির দৃষ্টান্তের মত, যে তার স্বগোত্রের কাছে এসে বলে, হে আমার কাওম! আমি আমার দু'চোখে (শত্রু) বাহিনী দেখে এসেছি, আর আমি (সুস্পষ্ট) সতর্ককারী। অতএব, আত্মরক্ষা কর। তখন তার কাওমের একদল তার কথা মেনে নিল এবং রাতের আঁধারের সুযোগে (স্থান ত্যাগ করে) চলে গেল। আর এক দল তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে ভোর পর্যন্ত স্ব-স্থানে থেকে গেল। ফলে (শত্রু) বাহিনী প্রত্যুষে তাদের আক্রমণ করল এবং তাদের সমূলে ধ্বংস করে দিল। অতএব, এ হলো তাদের দৃষ্টান্ত যারা আমাদের আনুগত্য করল এবং আমি যা নিয়ে এসেছি তার অনুসরণ করল এবং ওদের দৃষ্টান্ত যারা আমার নাফরমানী করল এবং যে সত্য আমি নিয়ে এসেছি তাকে অস্বীকার করল।

٥٧٥٦- وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال قال رسول الله ﷺ انما مثلي ومثل امتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه فانا آخذ بحجزكم وانتم تقحمون فيه-

৫৭৫৬. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ আমার দৃষ্টান্ত ও আমার উম্মাতের দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির দৃষ্টান্তের ন্যায়, যে আগুন জ্বালিয়েছে ফলে মাকড় ও কীট-পতঙ্গ তাতে পড়তে লাগল। আমি তোমাদের কোমরবন্ধ ধরে (তোমাদের রক্ষার প্রয়াসে) টানছি আর তোমরা সবেগে তাতে পড়তে যাচ্ছো।

٥٧٥٧- وحدثناه عمرو الناقد وابن ابي عمر قالا حدثنا سفيان عن ابي الزناد بهذا الاسناد نحوه-

৫৭৫৭. আমরুন-নাকিদ ও ইব্‌ন আবূ উমার (র)..... আবূ যিনাদ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٧٥٨- حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة عن رسول الله ﷺ فذكر احاديث منها وقال رسول الله ﷺ مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها قال فذلكم مثلي ومثلكم انا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني تقحمون فيها-

৫৭৫৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)..... হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হল সে সব (হাদীস), যা আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। এরপর সেগুলি থেকে তিনি কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেন। একটি হল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার অবস্থা সে ব্যক্তির অবস্থার ন্যায় যে আগুনে প্রজ্জ্বলিত করল, যখন তাতে তার চতুষ্পার্শ্ব আলোকিত হলো, তখন পতঙ্গ ও সেসব প্রাণী যা আগুন পড়ে থাকে, তাতে পড়তে লাগল আর সে ব্যক্তি সেগুলোকে বাধা দিতে লাগল। কিন্তু তারা তাকে হারিয়ে দিতে তাতে ঢুকে পড়তে লাগল। তিনি বললেন, এটাই হল তোমাদের অবস্থা আর আমার অবস্থা। আমি আগুন থেকে রক্ষার জন্য তোমাদের কোমরবন্ধগুলি ধরে রাখি ও বলি, আগুন থেকে দূরে থাক, আগুন থেকে দূরে থাক। আর তোমরা আমাকে হারিয়ে দিয়ে তার মাঝে ঢুকে পড়ছো।

٥٧٥٩- حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سليم عن سعيد بن ميناء عن جابر قال قال رسول الله ﷺ مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وانا آخذ بحجزكم عن النار وانتم تفلتون من يدي-

৫৭৫৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার দৃষ্টান্তরাজি ও তোমাদের দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির দৃষ্টান্তের মত যে আগুন জ্বালাল, ফলে ফড়িং দল আর পতঙ্গ তাতে পড়তে লাগল আর সে ব্যক্তি তাদের তা থেকে তাড়াতে লাগল। আমিও আগুন থেকে রক্ষার জন্য তোমাদের কোমরবন্ধ ধরে টানছি, আর তোমরা আমার হাত থেকে ছুটে যাচ্ছো।

٣٢١- بَابُ ذِكْرِ كَوْنِهِ ﷺ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ

৩২১. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর শেষ নবী হওয়ার বিবরণ

٥٧٦٠- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يُطِيفُونَ بِهِ يَقُولُونَ مَا رَأَيْنَا بُنْيَانًا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا إِلاَّ هَذِهِ اللَّبِنَةَ فَكُنْتُ أَنَا تِلْكَ اللَّبِنَةَ-

৫৭৬০. আম্‌রুন-নাকিদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমার তুলনা এবং অন্য নবীগণের তুলনা সে ব্যক্তির অবস্থার সাথে তুলনীয়, যে একটি প্রসাদ নির্মাণ করল এবং সে তা সুন্দর ও সুদৃশ্য করল। পরে (তা দর্শনে আগত) লোকেরা তার চারদিকে ঘুরে দেখতে লাগল (এবং) বলতে লাগল যে, এর চাইতে সুন্দর কোন প্রাসাদ আমরা দেখিনি। তবে এ একটি ইঁটের স্থান অসমাপ্ত রয়েছে। (নবী আলাইহিস্ সালাম বলেন,) আমি হলাম সে ই'টখানি।

٥٧٦١- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ ابْتَنَى بُيُوتًا فَأَحْسَنَهَا وَأَجْمَلَهَا وَأَكْمَلَهَا إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهَا فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيُعْجِبُهُمُ الْبُنْيَانُ فَيَقُولُونَ إِلاَّ وُضِعَتْ هَاهُنَا لَبِنَةٌ فَيَتِمَّ بُنْيَانُكَ فَقَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ فَكُنْتُ أَنَا اللَّبِنَةَ -

৫৭৬১. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ..... হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হল সে সকল হাদীস, যা আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেন। তার একটি হল, আবুল কাসিম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার দৃষ্টান্ত ও আমার আগেকার নবীগণের দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির দৃষ্টান্তের ন্যায়, যে কতকগুলি ঘর তৈরি করল, তা সুন্দর করল, সুদৃশ্য করল এবং পূর্ণাঙ্গ করল কিন্তু তার কোন একটির কোণে একখানি ইঁটের স্থান ব্যতীত (খালি রাখল)। লোকেরা সে ঘরগুলির চারদিকে চক্কর দিতে লাগল আর সে ঘরগুলি তাদের মুগ্ধ করতে লাগল। অবশেষে তারা বলতে লাগল, এখানে একখানি ইঁট লাগালেন না কেন? তা হলে তো আপনার প্রাসাদ পূর্ণাঙ্গ হতো! এরপর মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেন যে, আমি-ই হলাম সেই ইঁটখানি।

٥٧٦٢- وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين -

৫৭৬২. ইয়াহইয়া ইব্‌ন আইউব, কুতায়বা ও ইব্‌ন হুজ্‌র (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ আমার দৃষ্টান্ত এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির দৃষ্টান্তের ন্যায়, যে একটি অট্টালিকা বানাল এবং তা সুন্দর ও সুদৃশ্য করল। তবে তার কোণগুলির কোন এক কোণায় একটি ইঁটের জায়গা ছাড়া। লোকেরা তার চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল আর তা দেখে বিস্মিত হতে লাগল এবং পরস্পর বলতে লাগল, ঐ ইঁটখানি স্থাপন করা হল না কেন? (নবী আলাইহিস, সালাম) ইরশাদ করেন ঃ আমি-ই সে ইঁটখানি আর আমি নবীগণের মোহর ও শেষ নবী।

٥٧٦٣- حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله ﷺ مثلي ومثل النبيين فذكر نحوه

৫৭৬৩. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ..... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ আমার দৃষ্টান্ত এবং নবীগণের দৃষ্টান্ত ..... অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٧٦٤- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر عن النبي ﷺ قال مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون لولا موضع اللبنة قال رسول الله ﷺ فأنا موضع اللبنة جئت فختمت الأنبياء عليهم السلام-

وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سليم بهذا الإسناد مثله وقال بدل أتمها أحسنها-

৫৭৬৪. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমার দৃষ্টান্ত এবং নবীগণের দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির দৃষ্টান্তের ন্যায়, যে একটি গৃহ নির্মাণ করল এবং সে তা সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ করল কিন্তু একখানি ইঁটের জায়গা ব্যতীত। লোকেরা তাতে প্রবেশ করতে লাগল এবং তা দেখে বিস্মিত হতে লাগল এবং বলাবলি করতে লাগল, যদি এ একখানি ইঁটের জায়গা খালি না থাকত (তবে কতই না ভাল হতো)! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ আমি হলাম সে ইঁটের জায়গায়। আমি আগমন করলাম এবং নবীগণের সিলসিলা সমাপ্ত করলাম।

মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র)..... সালীম [ইব্‌ন হাইয়ান র)] সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি اتمها (পরিপূর্ণ)-এর স্থলে' احسنها (সুন্দর করেছে) বলেছেন।

٣٢٢- بَابُ إِذَا أَرَادَ اللّٰهُ تَعَالَى رَحْمَةَ أُمَّةٍ قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا

৩২২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কোন উম্মাতের প্রতি রহম করার ইচ্ছা করলে সে উম্মাতের নবীকে তাদের আগে তুলে নেন

٥٧٦٥- وَحُدِّثْتُ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ وَمِمَّنْ رَوَى ذٰلِكَ عَنْهُ أَبُو إِبْرَاهِيمَ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَرَادَ رَحْمَةَ أُمَّةٍ مِنْ عِبَادِهِ قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطًا وَسَلَفًا بَيْنَ يَدَيْهَا وَإِذَا أَرَادَ هَلَكَةَ أُمَّةٍ عَذَّبَهَا وَنَبِيُّهَا حَيٌّ فَأَهْلَكَهَا وَهُوَ يَنْظُرُ فَأَقَرَّ عَيْنَهُ بِهَلَكَتِهَا حِينَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوْا أَمْرَهُ-

৫৭৬৫. (ইমাম মুসলিম বলেন), আবূ উসামা (র) সূত্রে এ হাদীস আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে, আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ মহীয়ান ও গরীয়ান আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর বান্দাদের মাঝে কোন উম্মাতের প্রতি রহমতের ইচ্ছা করেন, তখন তাদের নবীকে তাদের আগেই তুলে নেন এবং তাঁকে তাদের যুগের অগ্রগামী ও পূর্ববর্তী করেন। আর যখন কোন উম্মাতের ধ্বংস করার ইচ্ছা করেন, তখন তাদের নবীর জীবিত অবস্থায় তাদের আযাব দেন এবং এ অবস্থায় তাদে ধ্বংস করেন যে, তিনি (নবী) তা দেখতে পান। অতঃপর তাদের ধ্বংস দেখে তাঁর চোখ শীতল করেন, যেহেতু তারা তাঁকে অস্বীকার করেছে ও তাঁর আদর্শ অমান্য করেছিল।

٣٢٣- بَابُ إِثْبَاتِ حَوْضِ نَبِيِّنَا ﷺ وَصِفَاتِهِ

৩২৩. অনুচ্ছেদ ঃ আমাদের নবী ﷺ-এ জন্য 'হাওয' (কাউসার) প্রমাণিত হওয়া এবং হাওযের বিবরণ

٥٧٦٦- وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ-

৫৭৬৬. আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউনুস (র).....জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, 'আমি হাওয'-এর কাছে তোমাদের জন্য অগ্রগামী।

٥٧٦٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ جَمِيعًا عَنْ مِسْعَرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ-

৫৭৬৭. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)..... জুনদুব (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٧٦٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيَّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلاً يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ وَرَدَ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا وَلَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُوْنِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ قَالَ أَبُوْ حَازِمٍ فَسَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ وَأَنَا أُحَدِّثُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَقَالَ هٰكَذَا سَمِعْتَ سَهْلاً يَقُوْلُ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ لَسَمِعْتُهُ يَزِيْدُ فَيَقُوْلُ إِنَّهُمْ مِنِّي فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَتَدْرِي مَا عَمِلُوْا بَعْدَكَ فَأَقُوْلُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي -

৫৭৬৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... সাহ্‌ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ আমি 'হাওয' (কাউসার)-এর কাছে তোমাদের জন্য অগ্রগামী। যে সেখানে আসবে, সেই পান করবে। আর যে তা থেকে পান করবে, সে কখনো পিপাসার্ত হবে না। আর আমার কাছে এমন কতক দল উপনীত হবে, যাদের আমি চিনতে পারব এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে। তারপর আমার ও তাদের মাঝে বাধা সৃষ্টি করা হবে। রাবী আবূ হাযিম (র) বলেন, আমি যখন তাঁদের কাছে এ হাদীস বর্ণনা করি, তখন নু'মান ইব্‌ন আবূ আয়্যাশ শুনে বললেন, তুমি কি সাহ্‌ল (রা)-কে এরূপই বলতে শুনেছো? তিনি বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ। নু'মান বললেন, আর আমি আবূ সাঈদ খুদরী (রা) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি অবশ্যই তাকে অতিরিক্ত রিওয়ায়াত করতে শুনেছি যে, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলবেন, এরা তো আমার উম্মত! তখন বলা হবে, আপনি তো জানেন না, তারা আপনার পরে কি আমল করেছে। তখন যারা আমার পরে (দীনে) রদ-বদল করেছে, আমি তাদের বলবঃ দূর হও, দূর হও।

٥٧٦٩- وَحَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يَعْقُوْبَ -

৫৭৬৯. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী (র) ..... আবূ হাযিমের (র) মাধ্যমে সাহ্‌ল (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এবং নু'মান ইব্‌ন আবূ আয়্যাশ (র)-এর মাধ্যমে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে (পূর্ববর্তী) ইয়া'কূব (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٧٧٠- وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَوْضِيْ مَسِيْرَةُ شَهْرٍ وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ وَمَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ الْوَرِقِ وَرِيْحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَكِيْزَانُهُ كَنُجُوْمِ السَّمَاءِ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لاَ يَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَدًا قَالَ وَقَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنِّي عَلَى الْحَوْضِ حَتَّى

اَنْظُرَ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ وَسَيُؤْخَذُ اُنَاسٌ دُوْنِيْ فَاَقُوْلُ يَارَبِّ مِنِّيْ وَمِنْ اُمَّتِيْ فَيُقَالُ اَمَا شَعَرْتَ مَا عَمِلُوْا بَعْدَكَ وَاللّٰهِ مَا بَرِحُوْا بَعْدَكَ يَرْجِعُوْنَ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ قَالَ فَكَانَ ابْنُ اَبِيْ مُلَيْكَةَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ اَنْ نَرْجِعَ عَلٰى اَعْقَابِنَا اَوْ اَنْ نُفْتَنَ عَنْ دِيْنِنَا -

৫৭৭০. দাউদ ইব্‌ন উমার যাব্বী (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার 'হাওয'-এর দূরত্ব এক মাসের পথ, তার সকল কোণ এক সমান, তার পানি রূপার চাইতে সাদা, তার ঘ্রাণ মেশ্‌ক-এর চাইতে সুগন্ধযুক্ত এবং তার পেয়ালার সংখ্যা আকাশের তারকার মত। যে ব্যক্তি তা থেকে পান করবে, সে তার পরে কখনো পিপাসার্ত হবে না। রাবী (ইব্‌ন আবূ মুলায়কা) বলেন, আর আসমা বিন্‌ত আবূ বাক্‌র (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ আমি হাওযের পাশে থাকব, যাতে দেখতে পারি যে, তোমাদের মধ্যে কারা আমার কাছে এল। আর আমার সামনে থেকে কিছু লোককে আটকানো হবে, তখন আমি বলব, ইয়া রব্ব! এরা তো আমার লোক এবং আমার উম্মত। তখন বলা হবে, আপনি কি জানেন না যে, আপনার পরে এরা কি করেছে? আল্লাহ্‌র কসম! এরা আপনার পরে এদের পিছনের দিকেই ফিরে গেছে। রাবী (নাফি') বলেন, তাই বর্ণনাকারী ইব্‌ন আবূ মুলায়কা (র) বলতেন, আয়, আল্লাহ্! আমরা আপনার আশ্রয় চাচ্ছি, আমাদের পিছনে ফিরে যাওয়া থেকে এবং আমাদের দীনের ব্যাপারে ফিত্‌নায় পতিত হওয়া থেকে।

٥٧٧١- وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ ابْنِ خَيْثَمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ اَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ اَصْحَابِهِ اِنِّيْ عَلَى الْحَوْضِ اَنْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ فَوَاللّٰهِ لَيُقْتَطَعَنَّ دُوْنِيْ رِجَالٌ فَلَاَقُوْلَنَّ اَيْ رَبِّ مِنِّيْ وَمِنْ اُمَّتِيْ فَيَقُوْلُ اِنَّكَ لَاتَدْرِيْ مَا عَمِلُوْا بَعْدَكَ مَازَالُوْا يَرْجِعُوْنَ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ -

৫৭৭১. ইব্‌ন আবূ উমার (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তাঁর সাহাবীগণের সম্মুখে বলতে শুনেছি যে, আমি 'হাওয'-এর কাছে তোমাদের মধ্য থেকে যারা আমার কাছে আসবে, তাদের অপেক্ষায় থাকব। আল্লাহ্‌র কসম! আমার নিকট থেকে অবশ্যই কতক লোককে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হবে। তখন আমি বলব, আয় রব্ব! (এরা তো) আমার-ই এবং আমার উম্মাতেরই (লোক)। আল্লাহ্‌র বলবেন, আপনি নিশ্চয়ই জানেন না, তারা আপনার পরে কি আমল করেছে। তারা তো তাদের পিছনের দিকেই ফিরে গিয়েছে।

٥٧٧٢- وَحَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى الصَّدَفِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ اَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ الْهَاشِمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلٰى اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ اَسْمَعُ النَّاسَ يَذْكُرُوْنَ الْحَوْضَ وَلَمْ

أَسْمَعُ ذٰلِكَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا كَانَ يَوْمًا مِنْ ذٰلِكَ وَالْجَارِيَةُ تَمْشُطُنِيْ فَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ أَيُّهَا النَّاسُ فَقُلْتُ لِلْجَارِيَةِ اسْتَأْخِرِيْ عَنِّيْ قَالَتْ إِنَّمَا دَعَا الرِّجَالَ وَلَمْ يَدْعُ النِّسَاءَ فَقُلْتُ إِنِّيْ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنِّيْ لَكُمْ فَرَطٌ عَلَى الْحَوْضِ فَإِيَّايَ لَا يَأْتِيَنَّ أَحَدُكُمْ فَيُذَبُّ عَنِّيْ كَمَا يُذَبُّ الْبَعِيْرُ الضَّالُّ فَأَقُوْلُ فِيْمَ هٰذَا فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِيْ مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ فَأَقُوْلُ سُحْقًا -

৫৭৭২. ইউনুস ইবন আবদুল আ'লা সাদাফী (র) ..... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সহধর্মিণী উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাওয (কাওসার) সম্পর্কে লোকদের আলোচনা করতে শুনতাম। কিন্তু আমি (নিজে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এ সম্বন্ধে কিছু শুনিনি। পরে যখন একদিন ঐ বিষয়ের আলোচনা এল, এ সময় একটি মেয়ে আমার চুল আঁচড়িয়ে দিচ্ছিল, তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সম্বোধন করতে শুনলাম ঃ হে লোক সকল...! তখন মেয়েটিকে আমি বললাম, তুমি আমার থেকে দূরে সরে যাও। সে বলল, তিনি তো পুরুষদের ডাক দিয়েছেন এবং স্ত্রীলোকদের ডাকেননি। আমি বললাম, আমিও তো লোকদের একজন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করলেন ঃ আমি তোমাদের জন্য 'হাওয'-এর কাছে অগ্রগামী হবো। তাই সাবধান! আমার কাছে তোমাদের এমন কেউ যেন না আসে, যাকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হবে, যেমন হারানো উটকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। আর আমি বলতে থাকব, কেন তাদের তাড়ানো হচ্ছে? তখন বলা হবে, আপনি তো জানেন না, তারা আপনার পরে কী নতুন বিষয়ের উদ্ভাবন করেছে? তখন আমিও বলব, দূর হও!

٥٧٧٣- وَحَدَّثَنِيْ أَبُوْ مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ وَهُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَافِعٍ قَالَ كَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهِيَ تَمْتَشِطُ أَيُّهَا النَّاسُ فَقَالَتْ لِمَاشِطَتِهَا كُفِّيْ رَأْسِيْ بِنَحْوِ حَدِيْثِ بُكَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ -

৫৭৭৩. আবূ মা'ন রাকাশী, আবূ বাকর ইবন নাফি' ও আবদ ইবন হুমায়দ (র) ..... উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি নবী ﷺ -কে মিম্বারে বলতে শুনেছি, হে লোক সকল....। এ সময় উম্মে সালমা (রা) চুল আঁচড়াচ্ছিলেন। তখন তিনি কেশ বিন্যাসকারিণীকে বললেন , আমার মাথা আঁচড়ানো বন্ধ রাখ। ..... অবশিষ্ট অংশ রাবী কাসিম ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে বুকায়র (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

٥٧٧٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلٰوتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنِّيْ فَرَطٌ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّيْ وَاللّٰهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِيَ الْآنَ وَإِنِّيْ قَدْ أُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيْحَ الْأَرْضِ وَإِنِّيْ وَاللّٰهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوْا بَعْدِيْ وَلٰكِنِّيْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوْا فِيْهَا -

৫৭৭৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... উকবা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন বাইরে এসে উহুদবাসীদের জন্য জানাযার সালাতের ন্যায় সালাত আদায় করলেন। অতঃপর মিম্বারের দিকে ফিরে এসে বললেন, আমি তোমাদের জন্য অগ্রগামী এবং তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষী। আর আমি, আল্লাহ্র কসম! এ মুহূর্তে আমার 'হাওয' দেখতে পাচ্ছি। আর আমাকে অবশ্যই পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহের চাবিসমূহ অথবা বলেছেন, পৃথিবীর চাবিসমূহ দেওয়া হয়েছে। আর আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের ব্যাপারে এ আশঙ্কা করি না যে, তোমরা আমার পরে শির্কে লিপ্ত হয়ে পড়বে। তবে আমি তোমাদের ব্যাপারে এ আশঙ্কা করি যে, তোমরা দুনিয়ার সম্পদের মোহে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে পড়বে।

٥٧٧٥ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ يَعْنِي ابْنَ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ كَالْمُوَدِّعِ لِلأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ فَقَالَ إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَإِنَّ عَرْضَهُ كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى الْجُحْفَةِ إِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَتَنَافَسُوا فِيهَا وَتَقْتَتِلُوا فَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَالَ عُقْبَةُ فَكَانَتْ آخِرَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ -

৫৭৭৫. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ... ... উকবা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উহুদের শহীদগণের জন্য সালাত আদায় করলেন। তারপর মিম্বারে আরোহণ করে জীবিত ও মৃতদের বিদায়দানকারীর ন্যায় ইরশাদ করলেন ঃ আমি হাওযের পাশে তোমাদের অগ্রগামী। আর জেনে রাখ, তার প্রস্থ যেমন 'আয়লা' থেকে 'জুহ্ফা'র দূরত্ব। আমি তোমাদের ব্যাপারে ভয় করি না যে, তোমরা আমার পরে শিরক্ শুরু করবে। তবে আমি তোমাদের ব্যাপারে দুনিয়াকে ভয় করি যে, এর অর্জনের প্রতিযোগিতায় তোমরা লিপ্ত হয়ে পড়বে, আর পরস্পর হানাহানি করবে; ফলে তোমরা বিনাশ হয়ে যাবে। যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীরা বিনাশ হয়েছে। উকবা (রা) বলেন, এই ছিল মিম্বারের উপরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আমার শেষ দেখা।

٥٧٧٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَلأُنَازِعَنَّ أَقْوَامًا ثُمَّ لأُغْلَبَنَّ عَلَيْهِمْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي أَصْحَابِي فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ -

৫৭৭৬. আবূ বাক্র ইবন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইবন নুমায়র (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ আমি 'হাওযে'র কাছে তোমাদের অগ্রগামী। আর আমি অবশ্যই কতক দলের ব্যাপারে বিতর্ক করব এবং আমি অবশ্যই তাদের ব্যাপারে পরাভূত হয়ে যাব। তখন আমি বলব, আয় রব্ব! (এরা তো) আমার সহচর, আমার সাথী। তখন বলা হবে, আপনি তো জানেন না যে, তারা আপনার পরে কি উদ্ভাবন করেছে?

٥٧٧٧- وَحَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَصْحَابِي أَصْحَابِي -

৫৭৭৭. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ..... আ'মাশ (র) থেকে উক্ত সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি 'আমার সহচর, আমার সাথী'-কথাটি উল্লেখ করেন নি।

٥٧٧٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَالَ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيعًا عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ وَفِي حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ مُغِيرَةَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ -

৫৭৭৮. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম এবং ইব্‌ন মুসান্না (র) ..... আবূ ওয়াইল (র) থেকে আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে পূর্বোক্ত আ'মাশ (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে শু'বা (র) বর্ণিত হাদীসে মুগীরা সূত্রে রয়েছে 'আমি আবূ ওয়াইল (রা)-কে বলতে শুনেছি।'

٥٧٧٩- وَحَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ كِلَاهُمَا عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ وَمُغِيرَةَ -

৫৭৭৯. সাঈদ ইব্‌ন আম্‌র আশআসী ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... হুয়ায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে মুগীরা (রা) ও আ'মাশ (র)-এর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٥٧٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ حَارِثَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ حَوْضُهُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَوْرِدُ أَلَمْ تَسْمَعْهُ قَالَ الْآوَانِي ؟ قَالَ لَا فَقَالَ الْمُسْتَوْرِدُ تُرَى فِيهِ الْآنِيَةُ مِثْلَ الْكَوَاكِبِ -

৫৭৮০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বাযী' (র)..... হারিসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, তাঁর হাউয মদীনা এবং সান'আর মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। তারপর মুস্‌তাওরিদ (র) তাঁকে বললেন, আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে পাত্র সম্বন্ধে আলোচনা শুনেছেন কি? হারিসা (রা) উত্তর দিলেন, না। তখন মুস্‌তাওরিদ (র) বললেন, সেখানে নক্ষত্রের মত পাত্রসমূহ দেখা যাবে।

٥٧٨١- وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الْخُزَاعِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَذَكَرَ الْحَوْضَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ الْمُسْتَوْرِدِ وَقَوْلَهُ -

৫৭৮১. ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আর'আরা (র)..... হারিসা ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব খুযা'ঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছি এবং তিনি অনুরূপভাবে হাউযের বর্ণনা দিলেন। তবে তিনি মুস্‌তাওরিদ ও তাঁর কথার উল্লেখ করেন নি।

٥٧٨٢- حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا مَا بَيْنَ نَاحِيَتَيْهِ كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ -

৫৭৮২. আবূর রাবী' যাহরানী এবং আবূ কামিল জাহদারী (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের সামনে একটি হাউয থাকবে যার উভয় পার্শ্বের দূরত্ব হবে জারবা ও আযরুহার মধ্যবর্তী স্থানের সমান।

٥٧٨٣- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مُثَنَّى حَوْضِي -

৫৭৮৩. যুহায়র ইব্‌ন হারব, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র)..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের সামনে এমন একটি হাউয থাকবে যার প্রশস্থতা জারবা এবং আযরুহার মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। ইব্‌ন মুসান্নার বর্ণনামতে 'আমার হাউয' বর্ণিত হয়েছে।

٥٧٨٤- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ قَرْيَتَيْنِ بِالشَّامِ بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ ثَلاَثِ لَيَالٍ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ بِشْرٍ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ -

৫৭৮৪. ইব্‌ন নুমায়র ও আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... উবায়দুল্লাহ (র) হতে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে উবায়দুল্লাহ্ অতিরিক্ত বর্ণনা করেন। তিনি বলেন আমি নাফি'(র)-এর নিকট জারবা ও আযরুহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, সিরিয়ার অদূরে দু'টি গ্রামের নাম। উভয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব তিন রাতের পথ। আর ইব্‌ন বিশরের বর্ণনামতে 'তিন দিনের পথ'।

٥٧٨٥- وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ -

৫৭৮৫. সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ (র)..... ইব্‌ন উমার (রা) নবী ﷺ হতে উবায়দুল্লাহ্ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٧٨٦- وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَمَامَكُمْ حَوْضًا كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَاَذْرُحَ فِيْهِ اَبَارِيْقُ كَنُجُوْمِ السَّمَاءِ مَنْ وَرَدَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا اَبَدًا -

৫৭৮৬. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের সামনে একটা হাউয হবে যার প্রশস্থতা জারবা ও আযরুহার মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। সেখানে আকাশের নক্ষত্রের মতো বহু পেয়ালা থাকবে। যে ব্যক্তি এখানে এসে ঐ হাউয থেকে পান করবে, পরে সে কখনো পিপাসার্ত হবে না।

٥٧٨٧- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ اَبِيْ عُمَرَ الْمَكِّيُّ وَاللَّفْظُ لِابْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ اِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ عَنْ اَبِيْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا اٰنِيَةُ الْحَوْضِ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَاٰنِيَتُهُ اَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُوْمِ السَّمَاءِ وَكَوَاكِبِهَا اَلَا فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ الْمُصْحِيَةِ اٰنِيَةُ الْجَنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَأْ اٰخِرَ مَا عَلَيْهِ يَشْخُبُ فِيْهِ مِيْزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ عَرْضُهُ مِثْلُ طُوْلِهِ مَا بَيْنَ عَمَّانَ اِلٰى اَيْلَةَ مَاؤُهُ اَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَاَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ -

৫৭৮৭. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হাউযের পাত্র কত হবে? তিনি বললেন, যাঁর কাব্‌জায় আমার জীবন, তাঁর কসম! সেই হাউযের পাত্র আকাশের নক্ষত্র ও তারকারাজির চেয়েও বেশি এমন রাতের, যার অন্ধকারে কোন পরিবর্তন ঘটে না। ঐ পাত্র জান্নাতেরই পাত্র। যে ঐ পাত্র থেকে পান করবে, শেষ পর্যন্ত আর পিপাসার্ত হবে না। ঐ হাউযের মধ্যে জান্নাত থেকে প্রবাহিত দু'টো নালার সংযোগ রয়েছে। যে ব্যক্তি ঐ হাউয থেকে পান করবে, সে আর পিপাসার্ত হবে না। সেই হাউযের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান হবে। সেই হাউযের প্রশস্ততা আম্মান থেকে আয়লার মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। সেই হাউযের পানি দুধের চেয়ে বেশি সাদা এবং মধুর চেয়েও বেশি মিষ্টি।

٥٧٨٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالُوْا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنِّيْ لَبِعُقْرِ حَوْضِيْ اَذُوْدُ النَّاسَ لِاَهْلِ الْيَمَنِ اَضْرِبُ بِعَصَايَ حَتّٰى يَرْفَضَّ عَلَيْهِمْ فَسُئِلَ عَنْ عَرْضِهِ فَقَالَ مِنْ مَقَامِيْ اِلٰى عَمَّانَ وَسُئِلَ عَنْ شَرَابِهِ فَقَالَ اَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَاَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ يَغُتُّ فِيْهِ مِيْزَابَانِ يَمُدُّانِهِ مِنَ الْجَنَّةِ اَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبٍ وَالْاٰخَرُ مِنْ وَرِقٍ -

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِ هِشَامٍ بِمِثْلِ حَدِيثِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ عُقْرِ الْحَوْضِ -

৫৭৮৮. আবূ গাস্সান মিস্মাঈ', মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)..... সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি আমার হাউযের পার্শ্বে থাকবো। ইয়েমেনবাসীদের জন্য সাধারণ মানুষকে সরিয়ে দেবো। আমি আমার লাঠি দিয়ে হাউযের পানির উপর আঘাত করবো যাতে তাদের উপর তা প্রবাহিত হয়। তারপর নবী ﷺ -কে সে হাউযের প্রশস্ততা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ আমার এ স্থান থেকে আম্মানের দূরত্বের সমান। আবার সে হাউযের পানি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন ঃ দুধের চেয়ে বেশি সাদা ও মধুর চেয়ে বেশি মিষ্টি। জান্নাত থেকে প্রবাহিত দু'টো নালা দিয়ে সে হাউযের মধ্যে পানি আসতে থাকবে। তার একটি (নালা) সোনার এবং অপরটি রূপার।

যুহায়র ইব্ন হারব (র)..... কাতাদা (র) হিশাম থেকে সাওবান (রা) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। শুধু এতটুকু পার্থক্য যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ আমি কিয়ামতের দিন হাউযের পার্শ্বেই থাকবো।

٥٧٨٩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثَ الْحَوْضِ فَقُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ وَهَذَا حَدِيثٌ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي عَوَانَةَ فَقَالَ وَسَمِعْتُهُ أَيْضًا مِنْ شُعْبَةَ فَقُلْتُ انْظُرْ لِي فِيهِ فَنَظَرَ بِي فِيهِ فَحَدَّثَنِي بِهِ -

৫৭৮৯. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)..... সাওবান (রা) নবী করীম ﷺ হতে হাউযের হাদীস বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাম্মাদ (র)-কে বললেন, আমি আবূ আওয়ানা (রা) থেকেও এই হাদীস শুনেছি। ইহইয়া ইব্ন হাম্মাদ (র) বললেন, আমি শু'বা (রা) থেকে এই হাদীস শুনেছি। তারপর আমি বলেছি যে, আপনি এ হাদীস সম্পর্কে আমাকে একটু সময় দিন, তিনি আমাকে সময় দিলেন এবং আমাকে হাদীসটি শুনিয়ে দিলেন।

٥٧٩٠- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَأَذُودَنَّ عَنْ حَوْضِي رِجَالًا كَمَا تُذَادُ الْغَرِيبَةُ مِنَ الْإِبِلِ-

وَحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ زِيَادٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৫৭৯০. আবদুর রহমান ইব্ন সাল্লাম জুমাহী (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ অবশ্যই আমি আমার হাউয থেকে কিছু সংখ্যক লোককে সরিয়ে দেবো, যেভাবে অপরিচিত উট সরিয়ে দেয়া হয়।

উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুয়ায (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ পূর্বের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বলেছেন।

٥٧٩١- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَدْرُ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الأَبَارِيقِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ -

৫৭৯১. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমার হাউযের প্রশস্ততার পরিমাণ আয়লা এবং ইয়েমনের সান'আর দূরত্বের সমান। আর সেখানে পানির পাত্রগুলো আকাশের নক্ষত্রের মত অগণিত।

٥٧٩٢- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ صُهَيْبٍ يُحَدِّثُ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ الْحَوْضَ رِجَالٌ مِمَّنْ صَاحَبَنِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتُهُمْ وَرُفِعُوا إِلَيَّ اخْتُلِجُوا دُونِي فَلأَقُولَنَّ أَيْ رَبِّ أُصَيْحَابِي أُصَيْحَابِي فَلَيُقَالَنَّ لِي إِنَّكَ لاَتَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ -

৫৭৯২. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ অবশ্যই হাউযের পার্শ্বে এমন কিছু লোক আসবে যারা দুনিয়াতে আমার সাহচর্য লাভ করেছিল। এমন কি যখন আমি তাদের দেখতে পাব এবং তাদেরকে আমার সম্মুখে নিয়ে আসা হবে, তখন আমার নিকট আসতে তাদের বাধা দেওয়া হবে। তারপর আমি বলব, আয় রব্ব! এরা আমার সাথী, এরা আমার সাথী। তখন আমাকে বলা হবে, অবশ্য আপনি জানেন না, আপনার পর এরা কিরূপ বিদ'আত করেছে।

٥٧٩٣- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ جَمِيعًا عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْمَعْنَى وَزَادَ انِيَتُهُ عَدَدُ النُّجُومِ -

৫৭৯৩. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আলী ইব্‌ন হুজ্‌র ও আবূ কুরায়ব (র)..... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে একই অর্থের হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতে অতিরিক্ত রয়েছে 'তার পাত্রগুলোর সংখ্যা নক্ষত্রের মত'।

٥٧٩٤- وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ وَهُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى وَاللَّفْظُ لِعَاصِمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا بَيْنَ نَاحِيَتَيْ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِينَةِ -

৫৭৯৪. আসিম ইব্‌ন নাযর তামীমী ও হুরায়ম ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ আমার হাউযের দুই পার্শ্বের দূরত্ব এতটা, যতটা দূরত্ব মদীনা ও সান'আর মধ্যে।

٥٧٩٥- وَحَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْعَوَانَةَ كِلاَهُمَا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّهُمَا شَكَّا فَقَالاَ اَوْمِثْلُ مَا بَيْنَ الْمَدِيْنَةِ وَعُمَانَ وَفِيْ حَدِيْثِ اَبِيْ عَوَانَةَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْ حَوْضِيْ -

৫৭৯৫. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ও হাসান হুলওয়ানী (র) ..... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, এই হাদীসে বর্ণনাকারীদ্বয় সন্দেহ করে বলেছেন, "অথবা মদীনা ও উম্মানের দূরত্বের সমান।" আবূ আওয়ানার বর্ণনায় ' ناحيتى حوضى ' স্থলে রয়েছে ' لابتى حوضى '।

٥٧٩٦- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الرُّزِّيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ اَنَسٌ قَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ تُرٰى فِيْهِ اَبَارِيْقُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَعَدَدِ نُجُوْمِ السَّمَاءِ -

وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مِثْلَهُ وَزَادَ اَوْ اَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُوْمِ السَّمَاءِ -

৫৭৯৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাবীব হারিসী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ রুযযী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ হাউযের নিকট আকাশের তারকারাজির মতো অসংখ্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের পানপাত্র দেখতে পাবে। যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এতে অতিরিক্ত রয়েছে, "অথবা আকাশের নক্ষত্রের সংখ্যার চেয়েও অধিক।"

٥٧٩٧- حَدَّثَنِيْ الْوَلِيْدُ ابْنُ شُجَاعِ بْنِ الْوَلِيْدِ السَّكُوْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنِّيْ فَرَطٌ لَكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَاِنَّ بُعْدَ مَا بَيْنَ طَرَفَيْهِ كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَاَيْلَةَ كَاَنَّ الاَبَارِيْقَ فِيْهِ النُّجُوْمُ -

৫৭৯৭. ওয়ালীদ ইব্‌ন শুজা' ইব্‌ন ওয়ালীদ আস্-সুকূনী (র) ..... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ হাউযের নিকট আমি তোমাদের অগ্রগামী হবো। এর দু'পাশের দূরত্ব সান'আ ও আয়লার দূরত্বের সমান। তার পাত্রগুলো যেন নক্ষত্রের মতো।

٥٧٩٨- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ كَتَبْتُ اِلٰى جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ مَعَ غُلاَمِيْ نَافِعٍ اَخْبِرْنِيْ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَكَتَبَ اِلَيَّ اِنِّيْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اَنَا الْفَرَطُ عَلَى الْحَوْضِ -

৫৭৯৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... আমির ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার গোলাম নাফি'র মাধ্যমে জাবির ইব্‌ন সামুরার নিকট লিখে পাঠালাম যে, আপনি আমাকে এমন কোন হাদীস সম্পর্কে অবহিত করুন যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছেন। তিনি বলেন, তারপর তিনি আমাকে লিখেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "আমি হাউযের উপর তোমাদের অগ্রগামী থাকবো।"

٣٢٤- بَابُ اَكْرَمَهُ ﷺ بِقِتَالِ الْمَلٰئِكَةِ مَعَهُ

৩২৪. অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পক্ষে ফিরিশতাগণের যুদ্ধ করা দ্বারা তাঁকে সম্মান দেখানো

٥٧٩٩- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَاَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ رَاَيْتُ عَنْ يَمِيْنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَنْ شِمَالِهِ يَوْمَ اُحُدٍ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيَاضٌ مَا رَاَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ يَعْنِىْ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ عَلَيْهِمَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ -

৫৭৯৯. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ উসামা (র) ..... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ডানে এবং বামে দুই ব্যক্তিকে দেখতে পাই। তাঁদের পরনে সাদা পোশাক ছিল। এর আগে বা পরে তাঁদেরকে আর কখনো দেখি নি। আসলে তাঁরা ছিলেন জিব্‌রাঈল ও মিকাঈল (আ)।

٥٨٠٠- وَحَدَّثَنِىْ اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُ يَوْمَ اُحُدٍ عَنْ يَمِيْنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَنْ يَسَارِهِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيْضٌ يُقَاتِلَانِ عَنْهُ كَاَشَدِّ الْقِتَالِ مَا رَاَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ -

৫৮০০. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) ..... সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি। বলেছেন, উহুদ যুদ্ধে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ডানে ও বামে দুই ব্যক্তিকে দেখতে পাই, যাদের পরনে ছিল সাদা পোশাক। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পক্ষে যুদ্ধ করছিলেন, ঘোরতর যুদ্ধ করছিলেন। এর আগে ও পরে আমি তাঁদের দেখি নি।

٣٢٥- بَابُ شَجَاعَتِهِ ﷺ

৩২৫. অনুচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ-এর বীরত্ব

٥٨٠١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِىُّ وَسُوَيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَاَبُوْ الرَّبِيْعِ الْعَتَكِىُّ وَاَبُوْ كَامِلٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحْسَنَ النَّاسِ وَكَانَ اَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ اَشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزِعَ

أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَانْطَلَقَ نَاسٌ قِبَلَ الصَّوْتِ فَتَلَقَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَاجِعًا وَقَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى الصَّوْتِ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لأَبِي طَلْحَةَ عُرْىٌ فِي عُنُقِهِ السَّيْفُ وَهُوَ يَقُولُ لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا قَالَ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا أَوْ إِنَّهُ لَبَحْرٌ قَالَ وَكَانَ فَرَسًا يُبَطَّأُ -

৫৮০১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তামীমী, সাঈদ ইব্ন মানসূর, আবূ রবী' আতাকী ও আবূ কামিল (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সকল মানুষের মধ্যে অতি সুন্দর, অতি দানশীল এবং শ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন। কোন এক রাতে মদীনাবাসীরা ঘাবড়িয়ে পড়েছিল। যেদিক থেকে শব্দ আসছিল, লোকেরা সেদিকে ছুটে চলল। পথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে তাদের সাক্ষাত হয় ও তখন তিনি ফিরে আসছিলেন। কারণ শব্দের দিকে প্রথম তিনিই ছুটে গিয়েছিলেন। তখন তিনি আবূ তালহা (রা)-এর জিনবিহীন ঘোড়ায় আরোহিত ছিলেন। তার কাঁধে তরবারি ছিল। তিনি বলছিলেন ঃ তোমরা ভীত হয়ো না, তোমরা ভীত হয়ো না। তিনি আরো বললেন ঃ আমি এ ঘোড়াকে পেয়েছি সমুদ্রের মতো। অথবা বললেন, এ তো সমুদ্র। ইতিপূর্বে এ ঘোড়ার গতি ছিল ধীর।

٥٨٠٢- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَزَعٌ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَسًا لأَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَرَكِبَهُ فَقَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا -

৫৮০২. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক সময় মদীনায় ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। নবী ﷺ তালহা (রা)-এর একটি ঘোড়া চেয়ে নিলেন। এটিকে 'মনদূব' বলা হতো। তিনি তার উপর আরোহণ করলেন। তারপর বললেন ঃ আমি ভয়ের কোন কারণ দেখতে পাই নি। আর এ ঘোড়াটিকে সমুদ্রের মতো পেয়েছি।

٥٨٠٣- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ قَالَ فَرَسٌ لَنَا وَلَمْ يَقُلْ لأَبِي طَلْحَةَ وَفِي حَدِيثِ خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَنَسًا -

৫৮০৩. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না, ইব্ন বাশ্শার ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব (র) ..... শু'বা (র) থেকে উক্ত সনদে এ হাদীস বর্ণনা করেন। ইব্ন জা'ফরের হাদীসে আমাদের ঘোড়ার কথা বলা হয়েছে, আবূ তালহা (রা)-এর কথা বলা হয় নি। খালিদ (র)..... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, আমি আনাস (রা) থেকে শুনেছি।

٣٢٦- بَابُ النَّبِيُّ ﷺ أَجْوَدُ

৩২৬. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর দানশীলতা

٥٨٠٤- حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ

وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُوْنُ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ اِنَّ جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَلْقَاهُ فِيْ كُلِّ سَنَةٍ فِيْ رَمَضَانَ حَتّٰى يَنْسَلِخَ فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْقُرْاٰنَ فَاِذَا لَقِيَهُ جِبْرَئِيْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ-

وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْكُرَيْبٍ قَالَ نَا بْنُ مُبَارَكٍ عَنْ يُوْنُسَ ح قَالَ وَثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ-

৫৮০৪. মানসূর ইব্‌ন আবূ মুযাহিম ও আবূ ইমরান মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যিয়াদ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দানশীলতায় সবচেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। আর অন্য সময়ের চেয়ে রমযান মাসে তাঁর দানশীলতা অত্যধিক হতো। কেননা জিবরাঈল (আ) প্রতি বছর রমযান মাসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতেন। রমযান শেষ হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সামনে কুরআন পাঠ করে শোনাতেন। যখন জিব্‌রাঈল (আ) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতেন, তখন তিনি ছড়িয়ে পড়া বাতাসের চেয়েও অধিক দান করতেন।

আবূ কুরায়ব ও আব্দ ইব্‌ন হুমায়দ (র)..... যুহরী (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٣٢٧- بَابُ حُسْنِ خُلُقِهِ ﷺ

৩২৭. অনুচ্ছেদ ঃ রাসূল ﷺ সুন্দরতম চরিত্রের অধিকারী

٥٨٠٥- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَأَبُو الرَّبِيْعِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَدَمْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَشْرَ سِنِيْنَ وَاللّٰهِ مَا قَالَ لِيْ أُفًّا قَطُّ وَلَا قَالَ لِيْ لِشَيْءٍ لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَهَلَّا فَعَلْتَ كَذَا-زَادَ اَبُو الرَّبِيْعِ لِشَيْءٍ لَيْسَ مِمَّا يَصْنَعُهُ الْخَادِمُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ وَاللّٰهِ-

৫৮০৫ সাঈদ ইব্‌ন মানসূর ও আবূ রবী' (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দশ বছর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমত করেছি। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি কখনো আমাকে 'উহ্' শব্দও বলেন নি এবং কোন সময় আমাকে 'এটা কেন করলে', 'ওটা কেন কর নি' তাও বলেন নি। আবূ রবী' (র) অতিরিক্ত বলেছেন, কোন বিষয় সম্পর্কে যা খাদিমের করা উচিত নয়' এবং তাঁর বর্ণনায় আল্লাহ্‌র কসমের উল্লেখ নেই।

٥٨٠٦- وَحَدَّثَنَاهُ شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَّامُ ابْنُ مِسْكِيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسٍ بِمِثْلِهِ -

৫৮০৬. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র)..... আনাস (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٨٠٧- وَحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنْ إِسْمَاعِيْلَ وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

الْمَدِيْنَةَ أَخَذَ أَبُوْ طَلْحَةَ بِيَدِيْ فَانْطَلَقَ بِيْ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ أَنَسًا غُلَامٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ قَالَ فَخَدَمْتُهُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ وَاللّٰهِ مَا قَالَ لِيْ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا هٰكَذَا وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هٰذَا هٰكَذَا-

৫৮০৭. আহ্‌মদ ইব্‌ন হাম্বল ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মদীনায় তাশরীফ আনেন তখন আবূ তালহা (রা) হাত ধরে আমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলেন। তারপর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আনাস অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছেলে, সে আপনার খিদমত করবে। আনাস (রা) বলেন, আমি সফর ও ইকামত অবস্থায় তাঁর খিদমত করেছি। আল্লাহ্‌র কসম! আমি যে কোন কাজই করেছি, 'কেন তুমি এটি এমন করলে', এ রকম তিনি বলেন নি। আর যে কোন কাজই আমি করি নি, 'কেন তুমি এটি এমন কর নি' এরকমও বলেন নি।

٥٨٠٨- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَدَمْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تِسْعَ سِنِيْنَ فَمَا أَعْلَمُهُ قَالَ لِيْ قَطُّ لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا وَلَا عَابَ عَلَيَّ شَيْئًا قَطُّ-

৫৮০৮. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নয় বছর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমত করেছি। আমার জানা নেই, তিনি কখনো আমাকে বলেছেন, 'কেন তুমি এ কাজ করলে?' এবং কোন বিষয়ে আমাকে কখনো দোষারোপও করেন নি।

٥٨٠٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ زَيْدُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ إِسْحَاقُ قَالَ أَنَسٌ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا فَأَرْسَلَنِيْ يَوْمًا لِحَاجَةٍ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَا أَذْهَبُ وَفِيْ نَفْسِيْ أَنْ أَذْهَبَ لِمَا أَمَرَنِيْ بِهِ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجْتُ حَتّٰى أَمُرَّ عَلَى الصِّبْيَانِ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ فِي السُّوْقِ فَإِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ قَبَضَ بِقَفَايَ مِنْ وَرَائِيْ قَالَ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ يَا أُنَيْسُ أَذَهَبْتَ حَيْثُ أَمَرْتُكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ أَنَا أَذْهَبُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ أَنَسٌ وَاللّٰهِ لَقَدْ خَدَمْتُهُ تِسْعَ سِنِيْنَ مَا عَلِمْتُهُ قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا أَوْ لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ هَلَّا فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا-

৫৮০৯. আবূ মা'আন রাক্কাশী (র) ... আনাস (রা) থেকে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সবচেয়ে উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। একদিন তিনি আমাকে একটি কাজে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন, তখন আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমি যাব না। অথচ আমার অন্তরে ছিল, যে কাজে আমাকে নবী ﷺ আদেশ দিয়েছেন, আমি সে কাজে যাব। তারপর আমি বের হয়ে ছেলেদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তারা বাজারে খেলা করছিল। হঠাৎ করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পিছন দিয়ে এসে আমার ঘাড় ধরলেন। আনাস বলেন, আমি তাঁর দিকে তাকালাম তখন তিনি হাসছিলেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে উনায়স! তুমি কি ওখানে গিয়েছিলে, যেখানে তোমাকে যাওয়ার আদেশ দিয়েছিলাম? তিনি বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অবশ্যই যাচ্ছি। আনাস (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি নয় বছর তাঁর খিদমত করেছি, কিন্তু আমার জানা নাই, কোন কাজ আমি করেছি সে সম্পর্কে বলেন নি এমন এমন কেন করলে কিংবা কোন কাজ করি নি, সে সম্পর্কে বলেন নি, অমুক অমুক কাজ কেন করলে না।

٥٨١٠- وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَأَبُو الرَّبِيعِ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا-

৫৮১০. শায়বান ইব্‌ন ফররূখ ও আবূ রবী' (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন সকল মানুষের মধ্যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী।

٣٢٨- بَابُ فِي سَخَائِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

৩২৮. অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বদান্যতা

٥٨١١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ لاَ -

৫৮১১. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আম্‌রুন-নাকিদ (র) ... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে কেউ কিছু চাইলে কোন দিন তিনি 'না' বলেন নি।

٥٨١٢- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الأَشْجَعِيُّ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ كِلاَهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مِثْلَهُ سَوَاءً -

৫৮১২. আবূ কুরায়ব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ..... মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনকাদির (র) সূত্রে জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٥٨١٣- وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الإِسْلاَمِ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ قَالَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ يُعْطِي عَطَاءً لاَ يَخْشَى الْفَاقَةَ -

৫৮১৩. আসিম ইব্‌ন নযর তায়মী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করার পর কেউ কিছু চাইলে তিনি অবশ্যই তা দিয়ে দিতেন। আনাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে এলো। তিনি তাকে এত বেশি ছাগল দিলেন যাতে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ হয়ে যাবে। তারপর সে ব্যক্তি তার সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে তাদের বললো, হে আমার জাতি ভাইয়েরা! তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। কেননা মুহাম্মদ ﷺ এত বেশি দান করেন যার পর আর অভাবের ভয় থাকে না।

٥٨١٤ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَرُوْنَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَأَتَى قَوْمَهُ فَقَالَ أَيْ قَوْمِ أَسْلِمُوْا فَوَاللّٰهِ إِنَّ مُحَمَّدًا لَيُعْطِيْ عَطَاءً مَا يَخَافُ الْفَقْرَ فَقَالَ أَنَسٌ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيْدُ إِلاَّ الدُّنْيَا فَمَا يُسْلِمُ حَتَّى يَكُوْنَ الْإِسْلاَمُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا -

৫৮১৪ আবূ বাকর ইবন আবূ শায়বা (র)....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী ছাগলগুলো চাইলে তিনি তাকে তা দিয়ে দিলেন। তারপর সে ব্যক্তি তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গিয়ে বললো, হে আমার জাতি ভাইয়েরা! তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মদ ﷺ এত বেশি দান করেন যে, তারপর আর অভাবের ভয় থাকে না। আনাস (রা) বলেন, মানুষ যদি শুধু দুনিয়ার উদ্দেশ্যে মুসলমান হয়, তবে সে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুসলমান হতে পারবে না যতক্ষণ ইসলাম তার কাছে দুনিয়া এবং দুনিয়ার সমস্ত সম্পদের চেয়ে বেশি প্রিয় না হবে।

٥٨١٥- وَحَدَّثَنِيْ أَبُوْ الطَّاهِرِ أَحْمَدُ ابْنُ عَمْرِو بْنِ قَالَ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ غَزَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَزْوَةَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ ثُمَّ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَاقْتَتَلُوْا بِحُنَيْنٍ فَنَصَرَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ دِيْنَهُ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَأَعْطَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ مِائَةً مِنَ النَّعَمِ ثُمَّ مِائَةً ثُمَّ مِائَةً قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَحَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ صَفْوَانَ قَالَ وَاللّٰهِ لَقَدْ أَعْطَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا أَعْطَانِيْ وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ فَمَا بَرِحَ يُعْطِيْنِيْ حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ -

৫৮১৫. আবূ তাহির আহমদ ইবন আমর ইবন সারহ্ (র)..... ইবন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ করেন। তারপর তাঁর সঙ্গে যে মুসলমানরা ছিলেন, তাদের নিয়ে তিনি বের হন। আর তাঁরা সকলেই হুনায়নে যুদ্ধ করেন। এ যুদ্ধে মহান আল্লাহ্ তাঁর দীনের এবং মুসলমানদের সাহায্য করেন। ঐ দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাফওয়ান ইবন উমাইয়াকে একশ' উট দান করেন। তারপর একশ' উট, আবার আরেক শ' উট দান করেন। ইবন শিহাব (র) বলেন, সাঈদ ইবন মুসাইয়্যিব (রা) আমাকে বলেছেন যে, সাফওয়ান (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে দান করলেন এবং এমন পরিমাণে আমাকে দান করলেন যে, তিনি আমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি ছিলেন, অথচ আমাকে লাগাতার দান করতে থাকলেন, এমন কি তিনি আমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি হয়ে গেলেন।

٥٨١٦- حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرٍ أَحَدُهُمَا يَزِيْدُ عَلَى الْآخَرِ ح قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قَالَ سُفْيَانُ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سُفْيَانُ وَسَمِعْتُ أَيْضًا عَمْرَو بْنَ

دِينَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَزَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَقَالَ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا فَقُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ فَقَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ بَعْدَهُ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى مَنْ كَانَتْ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِ فَقُمْتُ فَقُلْتُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَحَثَى أَبُو بَكْرٍ مَرَّةً ثُمَّ قَالَ لِي عُدَّهَا فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا فِي خَمْسِ مِائَةٍ فَقَالَ خُذْ مِثْلَيْهَا -

৫৮১৬. আমরুন-নাকিদ, ইসহাক ও ইব্‌ন আবূ উমার (র)..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যদি আমাদের নিকট বাহরাইন থেকে মাল আসে, তাহলে তোমাকে এত, এত, এত পরিমাণ দিব এবং তিনি উভয় হাত মিলিয়ে ইশারা করলেন। তারপর বাহরাইন থেকে মাল আসার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওফাত হয়ে যায়। পরে আবূ বকর (রা)-এর নিকট বাহরাইন থেকে মাল আসে। তিনি একজন ঘোষককে এই মর্মে ঘোষণা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন যে, নবী ﷺ-এর উপর যার কিছু ওয়াদা অথবা ঋণ রয়েছে, সে যেন তা নিতে আসে। তখন আমি দাঁড়িয়ে বললাম, নবী ﷺ আমাকে বলেছিলেন যে, যদি বাহরাইন থেকে আমাদের নিকট মাল আসে, তাহলে তোমাকে এত, এত, এত পরিমাণ দিব। এ কথা শুনে আবূ বকর (রা) এক অঞ্জলি উঠালেন এবং বললেন, গুণে দেখ। আমি তা গুণে দেখলাম তাতে পাঁচশ' রয়েছে। তারপর তিনি বললেন, এর আরো দ্বিগুণ তুমি নিয়ে নাও।

٥٨١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ جَاءَ أَبَا بَكْرٍ مَالٌ مِنْ قِبَلِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَيْنٌ أَوْ كَانَتْ لَهُ قِبَلَهُ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنَا بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ -

৫৮১৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ইব্‌ন মায়মূন (র)..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ ইন্তিকাল করলেন এবং আবূ বকর (রা)-এর নিকট আ'লা ইব্‌ন হাযরামীর পক্ষ থেকে মাল এল তখন আবূ বকর (রা) ঘোষণা দিলেন, যার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপর ঋণ রয়েছে অথবা তাঁর পক্ষ থেকে কোন অঙ্গীকার রয়েছে, সে যেন আমার নিকট আসে। বাকী হাদীস ইব্‌ন উয়ায়নার অনুরূপ।

٣٢٩- بَابُ رَحْمَتِهِ ﷺ الصِّبْيَانَ وَالْعِيَالَ وَتَوَاضُعِهِ وَفَضْلِ ذَلِكَ

৩২৯. অনুচ্ছেদ ঃ ছেলেদের প্রতি নবী ﷺ-এর দয়া ও বিনয় এবং তাঁর মর্যাদা

٥٨١٨- حَدَّثَنَا هُدَّابُ ابْنُ خَالِدٍ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ وَاللَّفْظُ لِشَيْبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ وُلِدَ لِيْ اللَّيْلَةَ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِيْ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى أُمِّ سَيْفٍ امْرَأَةِ قَيْنٍ يُقَالُ لَهُ أَبُوْ سَيْفٍ فَانْطَلَقَ يَأْتِيْهِ وَاتَّبَعْتُهُ فَانْتَهَيْنَا إِلَى أَبِيْ سَيْفٍ وَهُوَ يَنْفُخُ بِكِيْرِهِ قَدِ امْتَلَأَ الْبَيْتُ دُخَانًا فَأَسْرَعْتُ الْمَشْيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا أَبَا سَيْفٍ أَمْسِكْ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأَمْسَكَ فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِالصَّبِيِّ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ وَقَالَ مَاشَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَقُوْلَ فَقَالَ أَنَسٌ لَقَدْ رَأَيْتُهُ وَهُوَ يَكِيْدُ بِنَفْسِهِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ وَلَانَقُوْلُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَاللّٰهِ يَا إِبْرَاهِيْمُ إِنَّا بِكَ لَمَحْزُوْنُوْنَ -

৫৮১৮. হাদ্দাব ইব্‌ন খালিদ ও শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ রাত্রে আমার একটি সন্তান জন্মলাভ করে, আমি তার নাম আমার পিতা ইবরাহীম (আ)-এর নামে রাখি। তারপর তিনি ঐ সন্তানকে উম্মে সাইফ নামক একজন মহিলাকে দিলেন। তিনি একজন কর্মকারের স্ত্রী। কর্মকারের নাম আবূ সাইফ। নবী ﷺ একদিন আবূ সাইফ-এর নিকট যাচ্ছিলেন আর আমিও তাঁর সাথে যাচ্ছিলাম। যখন আমরা আবূ সাইফের ঘরে উপস্থিত হই, তখন সে তার হাপর বা ফুঁকনীতে ফুঁ দিচ্ছিল, পূর্ণ ঘর ধোঁয়ায় ভরপুর ছিল। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আগে দৌড়ে গিয়ে আবূ সাইফকে বললাম, তুমি একটু অপেক্ষা কর। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাশরীফ এনেছেন। সে অপেক্ষা করল। তারপর নবী ﷺ ছেলেকে ডাকলেন এবং তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং যা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হয়েছে, তা বললেন। আনাস (রা) বলেন, আমি ঐ ছেলেকে দেখলাম, সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে বড় বড় শ্বাস ফেলছিল। তা দেখে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দুই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়েছিল। তখন তিনি বলেন ঃ চোখ কাঁদছে, মন ব্যথিত হচ্ছে, মুখে আমরা কিছু বলছি না; কিন্তু রাব্বুল আলামীন যা পসন্দ করেন। হে ইবরাহীম! আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তোমার কারণে খুবই দুঃখিত।

৫৮১৯- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَانَ إِبْرَاهِيْمُ مُسْتَرْضَعًا لَهُ فِيْ عَوَالِي الْمَدِيْنَةِ فَكَانَ يَنْطَلِقُ وَنَحْنُ مَعَهُ فَيَدْخُلُ الْبَيْتَ وَإِنَّهُ لَيُدْخِنُ وَكَانَ ظِئْرُهُ قَيْنًا فَيَأْخُذُهُ فَيُقَبِّلُهُ ثُمَّ يَرْجِعُ -

قَالَ عَمْرٌو فَلَمَّا تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيْمُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ ابْنِيْ وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الثَّدْيِ وَإِنَّ لَهُ لَظِئْرَيْنِ تُكْمِلَانِ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ -

৫৮১৯. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শিশুদের প্রতি বেশি দয়া প্রদর্শনকারী কাউকে আমি দেখিনি। তিনি বলেন, (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ছেলে) ইব্‌রাহীম (রা) মদীনার গ্রামাঞ্চলে দুধপান করতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

সেখানে যেতেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে যেতাম। তিনি দাইয়ের ঘরে প্রবেশ করতেন, আর সেখানে ধোঁয়া হতো। কেননা তার বংশ কর্মকার ছিল। তিনি ছেলেকে কোলে নিতেন এবং স্নেহ করতেন। পরে তিনি ফিরে আসতেন। আমর ইব্ন সাঈদ (রা) বলেন, যখন ইব্রাহীম (রা) ইন্তিকাল করেন তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ ইব্রাহীম আমার পুত্র, দুধপান করা অবস্থায় ইন্তিকাল করেছে। তার জন্য দু'জন দাই রয়েছে, যারা জান্নাতে তাকে দুধপান করার সময়সীমা পর্যন্ত দুধপান করাবে।

٥٨٢٠- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا أَتُقَبِّلُوْنَ صِبْيَانَكُمْ فَقَالُوْا نَعَمْ فَقَالُوْا لَكِنَّا وَاللّٰهِ مَا نُقَبِّلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَوَأَمْلِكُ إِنْ كَانَ اللّٰهُ نَزَعَ مِنْكُمُ الرَّحْمَةَ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ -

৫৮২০. আবূ বাকর ইব্ন শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট গ্রাম্য কিছু আরবী লোক এলো। তারা জিজ্ঞাসা করল, আপনারা কি আপনাদের শিশুদের স্নেহ করেন? উপস্থিত সকলে বললেন, হ্যাঁ। তখন তারা বললেন, কিন্তু আল্লাহ্র কসম! আমরা তো তাদের স্নেহ করি না। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমি কি করবো, আল্লাহ্ তোমাদের থেকে দয়া দূর করে নিয়েছেন। ইব্ন নুমায়রের রিওয়ায়াতে আছে, তোমার অন্তর থেকে....।

٥٨٢١- وَحَدَّثَنِيْ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِيْ عُمَرَ جَمِيْعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ أَبْصَرَ النَّبِيَّ ﷺ يُقَبِّلُ الْحَسَنَ فَقَالَ أَنَّ لِيْ عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَاقَبَّلْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ -

৫৮২১. আমরুন-নাকিদ ও ইব্ন আবূ উমর (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আকরা ইব্ন হাবিস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখলেন যে, তিনি (ইমাম) হাসান (রা)-কে স্নেহ করছেন। তখন আকরা ইব্ন হাবিস (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার দশটি সন্তান রয়েছে। আমি তাদের কাউকে স্নেহ করি নি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যারা দয়া করে না (আল্লাহ্ কর্তৃক) তাদের প্রতি দয়া করা হবে না।

٥٨٢٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৫৮২২. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٨٢٣- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ كِلاَهُمَا عَنْ جَرِيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ

الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الأَشَجُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِيْ ابْنَ غِيَاثٍ كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ وَأَبِيْ ظَبْيَانَ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لاَ يَرْحَمِ النَّاسَ لاَ يَرْحَمْهُ اللّٰهُ -

৫৮২৩. যুহায়র ইব্‌ন হারব, ইসহাক ইব্‌ন মানসূর, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম, আবূ কুরায়ব মুহম্মদ ইব্‌ন আলা ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র).....জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না, আল্লাহ্‌ও তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন না।

٥٨٢٤- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِيْ عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ جَرِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ الأَعْمَشِ -

৫৮২৪. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইব্‌ন আবূ উমার ও আহমদ ইব্‌ন আবদা (র).....জারীর (রা) থেকে আ'মাশের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٣٠- بَابُ كَثْرَةِ حَيَائِهِ ﷺ

৩৩০. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর অধিক লজ্জা

٥٨٢٥- وَحَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ أَبِيْ عُتْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ ابْنُ مُثَنًّى وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ أَبِيْ عُتْبَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِيْ خِدْرِهَا وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِيْ وَجْهِهِ -

৫৮২৫. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয, যুহায়র ইব্‌ন হারব, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও আহমদ ইব্‌ন সিনান (র)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পর্দানশীন কুমারীর চেয়েও বেশি লজ্জাশীল ছিলেন। আর যখন তিনি কোন বস্তুকে অপসন্দ করতেন, আমরা তাঁর চেহারা মুবারক থেকে তা অনুভব করতে পারতাম।

٥٨٢٦- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو حِيْنَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْكُوْفَةِ فَذَكَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا وَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاَقًا قَالَ عُثْمَانُ حِيْنَ قَدِمَ مَعَ مُعَاوِيَةَ الْكُوْفَةَ -

৫৮২৬. যুহায়র ইবন হারব ও উসমান ইবন আবূ শায়বা (র)..... মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ্ ইবন আমর (রা)-এর নিকট গিয়েছিলাম যখন মু'আবিয়া (রা) কূফায় এসেছিলেন। মু'আবিয়া (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়ে বললেন, তিনি অশ্লীল ছিলেন না এবং অশ্লীল কথা বলতেন না। মু'আবিয়া (রা) আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে উত্তম সে ব্যক্তি, যার চরিত্র ভাল। উসমান বললেন, যখন তিনি মু'আবিয়া (রা)-এর সঙ্গে কূফায় এসেছিলেন।

٥٨٢٧ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي الأَحْمَرَ كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫৮২৭. আবূ বাকর ইবন আবূ শায়বা, ইবন নুমায়র ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র)..... আ'মাশ (র) থেকে একই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٣١- بَابُ تَبَسُّمِهِ ﷺ وَحُسْنُ عِشْرَتِهِ

৩৩১. অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মুচকি হাসি এবং উত্তম জীবন যাপন

٥٨٢٨- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ كَثِيرًا كَانَ لاَ يَقُومُ مِنْ مُصَلاَّهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصُّبْحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَ وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ ﷺ -

৫৮২৮. ইয়াহ্ইয়া ইবন ইয়াহ্ইয়া (র)..... সিমাক ইবন হারব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবন সামুরা (রা)-কে প্রশ্ন করলাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে বসতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, অনেকবার। তিনি ফজরের সালাত যেখানে আদায় করতেন, সূর্যোদয়ের পূর্বে সেখান থেকে উঠতেন না। তারপর যখন সূর্য উঠতো, তখন তিনি উঠে দাঁড়াতেন। লোকেরা কথাবার্তা বলতো, জাহিলী যুগের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতো এবং হাসতো আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুচকি হাসতেন।

٣٣٢- بَابُ رَحْمَةِ النَّبِيِّ ﷺ النِّسَاءَ وَأَمْرُهُ بِالرِّفْقِ بِهِنَّ

৩৩২. অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীলোকদের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দয়া এবং তাদের প্রতি সৌজন্যের নির্দেশ

٥٨٢٩- حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَغُلاَمٌ أَسْوَدُ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ يَحْدُو فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ سَوْقًا بِالْقَوَارِيرِ-

৫৮২৯. আবূ রবী' আতাকী, হামিদ ইবন উমর, কুতায়বা ইবন সাঈদ ও আবূ কামিল (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফরে ছিলেন আনজাশাহ্ নামক একজন হাবশী ক্রীতদাস গীত গাইছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে আনজাশাহ্! ধীরে চল এবং উটগুলোকে কাঁচপাত্রবাহী উটের মতো (সতর্কতার সাথে) হাঁকাও।

٥٨٢٩- وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ وَأَبُو كَامِلٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ بِنَحْوِهِ -

৫৮৩০. আবূ রবী' আতাকী, হামিদ ইবন উমর ও আবূ কামিল (র)..... আনাস (রা) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٨٣١- وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى عَلَى أَزْوَاجِهِ وَسُوَّاقٌ يَسُوقُ بِهِنَّ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ فَقَالَ وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْدًا سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ قَالَ قَالَ أَيُّوبُ قِلاَبَةَ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَلِمَةٍ لَوْ تَكَلَّمَ بِهَا بَعْضُكُمْ لَعِبْتُمُوهَا عَلَيْهِ -

৫৮৩১. আমরুন-নাকিদ ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সহধর্মিণীদের কাছে এলেন। আনজাশাহ্ নামক একজন উট চালক তাঁদের উটকে হাঁকাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি নিপাত যাও, ওহে আনজাশাহ্! কাঁচপাত্র নিয়ে ধীরে চল। আবূ কিলাবা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমন কথা বলেছেন যা তোমাদের কেউ বললে তাকে দোষারোপ করা হতো।

٥٨٣٢- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُنَّ يَسُقْنَ بِهِنَّ سَوَّاقٌ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ أَيْ أَنْجَشَةُ رُوَيْدًا سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ -

৫৮৩২. ইয়াহ্ইয়া ইবন ইয়াহ্ইয়া ও আবূ কামিল (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু সুলাইম (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহধর্মিণীদের সঙ্গে ছিলেন এবং একজন উট চালক তাঁদের উট হাঁকাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যে আনজাশাহ্! কাঁচপাত্র নিয়ে ধীরে চল।

٥٨٣٣- وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِي هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَادٍ حَسَنُ الصَّوْتِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رُوَيْدًا يَا أَنْجَشَةُ لاَتَكْسِرِ الْقَوَارِيرَ يَعْنِي ضَعَفَةَ النِّسَاءِ -

৫৮৩৩ ইবন মুসান্না (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর একজন সুকণ্ঠ গায়ক ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন ঃ ধীরে চল, ওহে আনজাশাহ্! কাঁচপাত্রগুলো ভেঙ্গে ফেলো না। অর্থাৎ দুর্বল নারীদের (কষ্ট দিও না)।

٥٨٣٤- وحدثناه ابن بشار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس عن النبي ﷺ ولم يذكر حاد حسن الصوت -

৫৮৩৪. ইবন বাশ্শার (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তবে 'সুকণ্ঠ গায়ক' কথাটি উল্লেখ করেননি।

٣٣٣- بَابُ قُرْبِهِ النَّبِيَّ ﷺ مِنَ النَّاسِ وَتَبَرُّكِهِمْ بِهِ وَتَوَاضُعِهِ لَهُمْ

৩৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ সৎলোকদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আচরণ, তাঁর মাধ্যমে তাদের বরকত লাভ এবং তাদের জন্য তাঁর বিনয়ভাব দেখানো

٥٨٣٥- وحدثنا مجاهد بن موسى وابو بكر بن النضر بن ابي النضر وهارون بن عبد الله جميعا عن ابي النضر يعني هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن انس بن مالك قال كان رسول الله ﷺ اذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بانيتهم فيها الماء فما يؤتى باناء الا غمس يده فيه وربما جاءه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها -

৫৮৩৫. মুজাহিদ ইবন মূসা, আবূ বাকর ইবন নযর ইবন আবূ নযর এবং হারূন ইবন আবদুল্লাহ্ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন ভোরের সালাত আদায় করতেন তখন মদীনার খাদিমরা তাদের পাত্রে করে পানি নিয়ে আসত। তাঁর কাছে কোন পাত্র আনা হলে তিনি তাতে হাত ডুবিয়ে দিতেন। আর শীতের দিনেও কখনো কখনো তিনি হাত ডুবিয়ে দিতেন।

٥٨٣٦- حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا سليمان عن ثابت عن انس قال لقد رأيت رسول الله ﷺ والحلاق يحلقه واطاف به اصحابه فما يريدون ان تقع شعرة الا في يد رجل -

৫৮৩৬. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি ক্ষৌরকার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চুল মুড়াচ্ছে আর সাহাবীরা তাঁর চারপাশ ঘিরে রেখেছেন। তাঁরা চাইতেন যে, কোন চুল যেন মাটিতে না পড়ে যায়, যেন কারো না কারো হাতে পড়ে।

٥٨٣٧- وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن انس ان امرأة كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله ان لي اليك حاجة فقال يا ام فلان

أُنْظُرِيْ أَيَّ السِّكَكِ شِئْتِ حَتَّى أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ فَخَلاَ مَعَهَا فِيْ بَعْضِ الطُّرُقِ حَتَّى فَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا -

৫৮৩৭. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক মহিলার বুদ্ধিতে কিছু ত্রুটি ছিল। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার সাথে আমার প্রয়োজন আছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে অমুকের মা! তুমি কোন গলি দেখে নাও, আমি তোমার কাজ করে দেব। তারপর তিনি কোন পথের মধ্যে তার সাথে নির্জনে দেখা করলে সে তার কাজ সেরে নিল।

٣٣٤- بَابُ مُبَاعَدَتِهِ ﷺ لِلْآثَامِ وَاخْتِيَارِهِ مِنَ الْمُبَاحِ أَسْهَلَهُ وَانْتِقَامِهِ لِلّٰهِ تَعَالَى عِنْدَ انْتِهَاكِ حُرُمَاتِهِ

৩৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ খারাপ কাজ থেকে নবী ﷺ -এর দূরে থাকা এবং মুবাহ্ কাজের মধ্যে সহজটিকে গ্রহণ করা, নিজের ব্যাপারে প্রতিশোধ গ্রহণ না করা এবং আল্লাহ্‌র মর্যাদাহানিকর ব্যাপারে প্রতিশোধ গ্রহণ করা

٥٨٣٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ مَاخُيِّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَالَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِنَفْسِهِ إِلاَّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ -

৫৮৩৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... নবী সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দু'টো বিষয়ের কোন একটি গ্রহণের ইখতিয়ার দেওয়া হতো, তখন তিনি সহজটি গ্রহণ করতেন, যদি না তা দোষের হতো। আর যদি তা দূষণীয় হতো, তবে তিনি তা থেকে সকলের চাইতে দূরে থাকতেন। নিজের জন্য তিনি কোন দিন প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না, তবে মহীয়ান ও গরীয়ান আল্লাহ্‌র মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হলে (প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন)।

٥٨٣٩- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ جَرِيْرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِيْ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ كِلاَهُمَا عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ فِيْ رِوَايَةِ فُضَيْلِ ابْنِ شِهَابٍ وَفِيْ رِوَايَةِ جَرِيْرٍ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِيْهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ مَالِكٍ -

৫৮৩৯ যুহায়র ইব্‌ন হারব, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম, আহ্মাদ ইব্‌ন আবদা, হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... ইব্‌ন শিহাব (র) উক্ত সনদে মালিক (রা)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٨٤٠- حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا خُيِّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَيْسَرُ مِنَ الْأٰخَرِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَالَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ -

৫৮৪০. আবূ কুরায়ব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে এমন দু'টো বিষয়ের ইখ্‌তিয়ার দেওয়া হতো যার একটি অপরটির চেয়ে সহজ, তখন তিনি সহজটিকেই গ্রহণ করতেন, যদি তা দোষের না হতো। আর দূষণীয় হলে তিনি তা থেকে সর্বাধিক দূরে থাকতেন।

٥٨٤١- وَحَدَّثَنَاهُ أَبُوْ كُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ إِلٰى قَوْلِهِ أَيْسَرَهُمَا وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ -

৫৮৪১. আবূ কুরায়ব ও ইব্‌ন নুমায়র (র)..... হিশাম (রা) সূত্রে উক্ত সনদে বর্ণিত 'দু'টোর মধ্যে সহজটি' পর্যন্ত বর্ণনা করেন এবং তারা উভয়ে পরবর্তী অংশ উল্লেখ করেননি।

٥٨٤٢- حَدَّثَنَاهُ أَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَانِيْلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْئًا مِنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ فَيَنْتَقِمَ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ -

৫৮৪২. আবূ কুরায়ব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর নিজ হাতে কোন দিন কাউকে মারেন নি, কোন স্ত্রীলোককেও না, খাদিমকেও না, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ ছাড়া। আর যে তাঁর ক্ষতি করেছে, তার থেকে প্রতিশোধও গ্রহণ করেননি। তবে মহীয়ান ও গরীয়ান আল্লাহ্‌র মর্যাদা হানিকর কোন কিছু করলে তিনি তার প্রতিশোধ নিয়েছেন।

٥٨٤٣- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَوَكِيْعٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ يَزِيْدُ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ -

৫৮৪৩ আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইব্‌ন নুমায়র ও আবূ কুরায়ব (র) একই সনদে হিশাম থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁদের একে অন্য থেকে কিছু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন।

٣٣٥- بَابُ طِيْبِ رِيْحِهِ النَّبِيِّ ﷺ وَلِيْنِ مَسِّهِ

৩৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর (মুবারক) দেহের সুরভী ও কোমলতা

٥٨٤٤- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ قَالَ حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ وَهُوَ ابْنُ نَصْرٍ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْأُوْلٰى ثُمَّ خَرَجَ إِلٰى أَهْلِهِ

وَخَرَجْتُ مَعَهُ فَاسْتَقْبَلَهُ وِلْدَانٌ فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَدَّيْ أَحَدِهِمْ وَاحِدًا قَالَ وَأَمَّا أَنَا فَمَسَحَ خَدَّيَّ قَالَ فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرْدًا أَوْ رِيحًا كَأَنَّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُؤْنَةِ عَطَّارٍ -

৫৮৪৪. আমর ইবন হাম্মাদ ইবন তালহা কান্নাদ (র)..... জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে যোহরের সালাত আদায় করলাম। তারপর তিনি তাঁর বাড়ির উদ্দেশ্যে বের হলেন, আমিও তাঁর সঙ্গে বের হলাম। সামনে কয়েকটি শিশু এলো। তিনি একজন একজন করে এদের প্রত্যেকের গালে হাত বুলালেন। রাবী বলেন, তিনি আমার গালেও হাত বুলালেন। আমি তাঁর হাতে এমন শীতলতা ও সুগন্ধি পেয়েছি যেন তিনি খুশবুওয়ালার পাত্র থেকে হাত বের করেছেন।

٥٨٤٥- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمٌ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَنَسٌ مَا شَمِمْتُ عَنْبَرًا قَطُّ وَلاَ مِسْكًا وَلاَ شَيْئًا أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلاَ مَسِسْتُ شَيْئًا قَطُّ دِيبَاجًا وَلاَ حَرِيرًا أَلْيَنَ مَسًّا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৫৮৪৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর (মুবারক দেহের) চেয়ে বেশি সুগন্ধিময় কোন আম্বর, মেশ্‌ক বা অন্য কোন বস্তুর আমি ঘ্রাণ গ্রহণ করি নি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর (মুবারক দেহের) চেয়ে কোমল কোন রেশম বা মোলায়েম কাপড় আমি স্পর্শ করিনি।

٥٨٤٦- وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَيَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَزْهَرَ اللَّوْنِ كَأَنَّ عَرَقَهُ اللُّؤْلُؤُ إِذَا مَشَى يَتَكَفَّأُ وَلاَ مَسِسْتُ دِيبَاجَةً وَلاَ حَرِيرَةً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلاَ شَمِمْتُ مِسْكَةً وَلاَ عَنْبَرَةً أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৫৮৪৬. আহ্‌মাদ ইবন সাঈদ ইবন সাখর দারিমী (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন ফর্সা উজ্জ্বল বর্ণের। তাঁর ঘাম যেন মুক্তা। তিনি চলার সময় সামনের দিকে ঝুঁকে চলতেন। আমি মোলায়েম কাপড় বা রেশমকেও তাঁর (মুবারক) হাতের তালুর মতো নরম পাইনি এবং মেশ্‌ক ও আম্বরের মধ্যেও আমি ঐ সুগন্ধ পাইনি যা আমি তাঁর মুবারক দেহে পেয়েছি।

٣٣٦- بَابُ طِيبِ عَرَقِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّبَرُّكِ بِهِ-

৩৩৬. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ -এর ঘামের সুগন্ধি এবং তা থেকে বরকত লাভ

٥٨٤٧- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمٌ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ عِنْدَنَا فَعَرِقَ وَجَاءَتْ أُمِّي بِقَارُورَةٍ فَجَعَلَتْ

تَسَلَّتُ الْعَرَقَ فِيْهَا فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا هٰذَا الَّذِيْ تَصْنَعِيْنَ قَالَتْ هٰذَا عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِيْ طِيْبِنَا وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيْبِ-

৫৮৪৭. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের ঘরে আসলেন এবং বিশ্রাম নিলেন। তিনি ঘামছিলেন আর আমার মা একটি শিশি নিয়ে তা মুছে মুছে তাতে ভরতে লাগলেন। নবী ﷺ জেগে গেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে উম্মে সুলায়ম! একি করছ? আমার মা বললেন, এ আপনার ঘাম, যা আমরা সুগন্ধির সাথে মিশ্রিত করি, আর এ তো সব সুগন্ধির সেরা সুগন্ধি।

٥٨٤٨- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا قَالَ حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ وَهُوَ ابْنُ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْخُلُ بَيْتَ أُمِّ سُلَيْمٍ فَيَنَامُ عَلٰى فِرَاشِهَا وَلَيْسَتْ فِيْهِ قَالَ فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَنَامَ عَلٰى فِرَاشِهَا فَأُتِيَتْ فَقِيْلَ لَهَا هٰذَا النَّبِيُّ ﷺ نَائِمٌ فِيْ بَيْتِكِ عَلٰى فِرَاشِكِ قَالَ فَجَاءَتْ وَقَدْ عَرِقَ وَاسْتَنْقَعَ عَرَقُهُ عَلٰى قِطْعَةِ أَدِيْمٍ عَلَى الْفِرَاشِ فَفَتَحَتْ عَتِيْدَتَهَا فَجَعَلَتْ تَنْشِفُ ذٰلِكَ الْعَرَقَ فَتَعْصِرُهُ فِيْ قَوَارِيْرِهَا فَفَزِعَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَا تَصْنَعِيْنَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ نَرْجُوْ بَرَكَتَهُ لِصِبْيَانِنَا قَالَ أَصَبْتِ-

৫৮৪৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ উম্মে সুলায়মের ঘরে যেতেন এবং তার বিছানায় ঘুমাতেন আর উম্মে সুলায়ম তখন ঘরে থাকতেন না। আনাস (রা) বলেন, একদিন তিনি এলেন এবং তার বিছানায় ঘুমালেন। অতঃপর তিনি (উম্মে সুলায়ম) এলে তাকে বলা হল, ইনি নবী ﷺ তোমার ঘরে, তোমার বিছানায় ঘুমিয়ে আছেন। আনাস (রা) বলেন, উম্মে সুলায়ম ঘরে এলেন, নবী ﷺ তখন ঘেমেছেন, আর তাঁর ঘাম চামড়ার বিছানার উপর জমেছে। উম্মে সুলায়ম তার কৌটা খুললেন এবং সে ঘাম মুছে মুছে শিশিতে ভরতে লাগলেন। নবী ﷺ ঘুম থেকে উঠে তাকে বললেন, তুমি কি করছ, হে উম্মে সুলায়ম! তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের শিশুদের বরকতের উদ্দেশ্যে নিচ্ছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ ভাল করেছ।

٥٨٤٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْتِيْهَا فَيَقِيْلُ عِنْدَهَا فَتَبْسُطُ لَهُ نِطْعًا فَيَقِيْلُ عَلَيْهِ وَكَانَ كَثِيْرَ الْعَرَقِ فَكَانَتْ تَجْمَعُ عَرَقَهُ فَتَجْعَلُهُ فِي الطِّيْبِ وَالْقَوَارِيْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَاهٰذَا قَالَتْ عَرَقُكَ أَذُوْفُ بِهِ طِيْبِيْ-

৫৮৪৯. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র).....উম্মে সুলায়ম (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তার কাছে আসতেন এবং বিশ্রাম নিতেন। উম্মে সুলায়ম তাঁর জন্য একটা চামড়া বিছিয়ে দিলে তিনি তার উপর 'কায়লুলা' করতেন। তিনি খুব ঘামতেন আর উম্মে সুলায়ম তা জমা করতেন এবং সুগন্ধির শিশিতে তা রাখতেন। নবী ﷺ বলেন, হে উম্মে সুলায়ম! এ কী করছ? তিনি বললেন, আপনার ঘাম, আমি তা সুগন্ধির সাথে মিশিয়ে রাখি।

٣٣٧- بَابُ عَرَقِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْبَرْدِ وَحِيْنَ يَأْتِيْهِ الْوَحْيُ-

৩৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ শীতের দিন নবী ﷺ -এর নিকট ওহী এলে তিনি ঘেমে যেতেন

٥٨٥٠- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ لَيُنْزَلُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ ثُمَّ تَفِيْضُ جَبْهَتُهُ عَرَقًا-

৫৮৫০. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শীতের দিনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপর ওহী নাযিল হতো আর তাঁর কপাল বেয়ে ঘাম পড়তো।

٥٨٥١- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ وَابْنُ بِشْرٍ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ كَيْفَ يَأْتِيْكَ الْوَحْيُ فَقَالَ أَحْيَانًا يَأْتِيْنِيْ فِيْ مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ ثُمَّ يَفْصِمُ عَنِّيْ وَقَدْ وَعَيْتُهُ وَأَحْيَانًا مَلَكٌ فِيْ مِثْلِ صُوْرَةِ الرَّجُلِ فَأَعِيْ مَا يَقُوْلُ-

৫৮৫১. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমায়র (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, হারিস ইব্‌ন হিশাম (রা) নবী ﷺ-কে প্রশ্ন করলেন, আপনার কাছে ওহী কী ভাবে আসে? তিনি বললেন ঃ কখনো তা আসে ঘণ্টার ধ্বনির মতো আর তা আমার জন্য খুবই কষ্টকর হয়। তারপর ওহী থেমে যায়, আর আমি শিখে নিই। আবার কখনো (ওহী নিয়ে) পুরুষের বেশে এক ফিরিশ্‌তা আসেন এবং তিনি যা বলেন আমি তা শিখে নিই।

٥٨٥٢- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ اللّٰهُ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ كُرِبَ لِذٰلِكَ وَتَرَبَّدَ وَجْهُهُ-

৫৮৫২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)....উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর উপর যখন ওহী আসতো তখন তাতে তাঁর খুব কষ্ট হতো এবং তাঁর চেহারা মুবারক মলিন হয়ে যেতো।

٥٨٥٣- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ نَكَسَ رَأْسَهُ وَنَكَسَ أَصْحَابُهُ رُؤُسَهُمْ فَلَمَّا أُثْلِيَ عَنْهُ رَفَعَ رَأْسَهُ-

৫৮৫৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর উপর যখন ওহী নাযিল হতো তখন তিনি মাথা নিচু করে ফেলতেন এবং তাঁর সাহাবীরাও মাথা নিচু করতেন। তারপর যখন ওহী শেষ হয়ে যেতো, তিনি তাঁর মাথা তুলতেন।

٣٣٨- بَابُ صِفَةِ شَعْرِهِ ﷺ وَصِفَاتِهِ وَحُلْيَتِهِ -

৩৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কেশ, গুণাবলী ও আকৃতির বর্ণনা

٥٨٥٤- حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ مَنْصُورٌ حَدَّثَنَا وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِيَانِ ابْنَ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدُلُونَ أَشْعَارَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُؤُسَهُمْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ فَسَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ-

৫৮৫৪. মানসূর ইবন আবূ মুযাহিম ও মুহাম্মদ ইবন জাফর ইবন যিয়াদ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহলে কিতাবরা তাদের কেশ কপালের উপর ঝুলিয়ে রাখতো, আর মুশরিকরা সিঁথি কাটতো। যে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর প্রতি কোন আদেশ আসতো না, সে বিষয়ে তিনি আহলে কিতাবদের অনুসরণ করা পসন্দ করতেন। তাই তিনি তাঁর কেশ মুবারক কপালে ঝুলিয়ে রাখেন এবং পরবর্তী সময় সিঁথি কাটতে থাকেন।

আবূ তাহির (র)..... ইবন শিহাব (র) সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٥٨٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مَرْبُوعًا بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ عَظِيمَ الْجُمَّةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ -

৫৮৫৫. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন মধ্যম আকৃতির পুরুষ। তাঁর উভয় কাঁধের দূরত্ব ছিল অল্প বেশি। চুল ছিল কানের লতিকা পর্যন্ত লম্বিত। তিনি লাল পোশাক পরিহিত ছিলেন। তাঁর চেয়ে সুন্দর কিছু আমি কখনো দেখি নি।

٥٨٥٦- حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَعْرُهُ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ لَهُ شَعْرٌ-

৫৮৫৬. আমরুন-নাকিদ ও আবূ কুরায়ব (র).... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, চুলওয়ালা, লাল পোশাক পরিহিত কোন লোককে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চেয়ে সুন্দর দেখিনি। তাঁর চুল কাঁধ স্পর্শ করতো। উভয় কাঁধের মধ্যে অল্প দূরত্ব ছিল। তিনি লম্বাও ছিলেন না, বেঁটেও ছিলেন না। আবূ কুরায়ব বলেন তাঁর চুল।

٥٨٥٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ يُوْسُفَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ الذَّاهِبِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ-

৫৮৫৭. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলা (র)..... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সবার চেয়ে সুন্দর চেহারার অধিকারী ছিলেন, আর তিনি ছিলেন সবার চাইতে উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তিনি খুব লম্বাও ছিলেন না, বেঁটেও ছিলেন না।

٥٨٥٨- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَيْفَ كَانَ شَعْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَانَ شَعْرًا رَجِلاً لَيْسَ بِالْجَعْدِ وَلاَ السَّبْطِ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ-

৫৮৫৮. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র)..... কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কেশ কেমন ছিল? তিনি বললেন, মধ্যম ছিল, না খুব কোঁকড়ানো, আর না একেবারে সোজা, তা ছিল দু'কাঁধ এবং দু'কানের মাঝ বরাবর।

٥٨٥٩- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالاَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ شَعْرُهُ مَنْكِبَيْهِ-

৫৮৫৯. যুহায়র ইব্‌ন হারব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)..... আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কেশ দু'কাঁধের মাঝামাঝি ঝুলে থাকতো।

٥٨٦٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ شَعْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ-

৫৮৬০. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ও আবূ কুরায়ব (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কেশ মুবারক কানের অর্ধেক পর্যন্ত ঝুলান ছিল।

٥٨٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ مُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ضَلِيْعَ الْفَمِ أَشْكَلَ الْعَيْنِ مَنْهُوْسَ الْعَقِبَيْنِ قَالَ قُلْتُ لِسِمَاكٍ مَا ضَلِيْعُ الْفَمِ قَالَ عَظِيْمُ الْفَمِ قَالَ قُلْتُ مَا أَشْكَلُ الْعَيْنِ قَالَ طَوِيْلُ شَقِّ الْعَيْنِ قَالَ قُلْتُ مَا مَنْهُوْسُ الْعَقِبِ قَالَ قَلِيْلُ لَحْمِ الْعَقِبِ-

৫৮৬১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন প্রশস্ত মুখ, টানাটানা চোখ এবং সুষম গোড়ালী বিশিষ্ট। বর্ণনাকারী শু'বা (র) সিমাক (র)-কে প্রশ্ন করলেন, প্রশস্ত মুখ কেমন? তিনি বললেন, বড় মুখ। শু'বা বলেন, আমি বললাম, টানা চোখ কেমন? তিনি বললেন, চোখ দু'টো দীঘল দীর্ঘ ডাগর। তিনি বলেন যে, আমি বললাম, সুষম গোড়ালী কেমন? তিনি বললেন, হাল্‌কা গোড়ালী।

٥٨٦٢- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَرَأَيْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ كَانَ أَبْيَضَ مَلِيْحَ الْوَجْهِ -

قَالَ مُسْلِمُ ابْنُ الْحَجَّاجِ مَاتَ أَبُوْ الطُّفَيْلِ سَنَةَ مِائَةٍ وَكَانَ آخِرَ مَنْ مَاتَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৫৮৬২. সাঈদ ইব্‌ন মানসূর (র) ..... আবূ তুফায়ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখেছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি ছিলেন ফর্সা, লাবণ্যময় চেহারার অধিকারী।

মুসলিম ইব্‌নুল হাজ্জাজ (র) বলেন, একশ হিজরীতে আবূ তুফায়ল (রা) ইন্তিকাল করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবীদের মধ্যে তিনিই সর্বশেষে ইন্তিকাল করেন।

٥٨٦٣- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ رَجُلٌ رَآهُ غَيْرِيْ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَكَيْفَ رَأَيْتَهُ قَالَ كَانَ أَبْيَضَ مَلِيْحًا مُقَصَّدًا-

৫৮৬৩. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর কাওয়ারীরী (র) ..... আবূ তুফায়েল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেছেন আমি ছাড়া এমন কেউ দুনিয়ায় আর অবশিষ্ট নেই। রাবী বলেন, আমি বললাম, তাঁকে কেমন দেখেছেন ? তিনি বললেন, ফর্সা, লাবণ্যময় এবং মধ্যমাকৃতির।

٣٣٩- بَابُ شَيْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৩৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বার্ধক্য

٥٨٦٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ إِدْرِيْسَ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيْسَ الْأَوْدِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ هَلْ خَضَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَأَى مِنَ الشَّيْبِ إِلَّا قَالَ ابْنُ إِدْرِيْسَ كَأَنَّهُ يُقَلِّلُهُ وَقَدْ خَضَبَ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ-

৫৮৬৪. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইব্‌ন নুমায়র ও আমরুন-নাকিদ (র)..... ইব্‌ন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (রা)-কে প্রশ্ন করা হলো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি খেযাব (কলপ) লাগাতেন? তিনি বললেন ঃ এতখানি বার্ধক্য তাঁর মাঝে দেখা দেয় নি। তবে ইব্‌ন ইদ্‌রীস (র) বলেন, তিনি যেন কম করছিলেন। অবশ্য আবূ বাকর ও উমর (রা) মেহদী এবং নীল দিয়ে কলপ লাগিয়েছেন।

٥٨٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَضَبَ فَقَالَ لَمْ يَبْلُغِ الْخِضَابَ فَقَالَ كَانَ فِيْ لِحْيَتِهِ شَعَرَاتٌ بِيْضٌ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يَخْضِبُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ-

৫৮৬৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাককার ইব্‌ন রায়য়্যান (র) ..... ইব্‌ন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি খেযাব ব্যবহার করেছিলেন? উত্তরে তিনি বললেন (তিনি) রাসূল ﷺ খেযাব ব্যবহারের সময়ে পৌঁছেননি। অতঃপর তিনি বললেন, তাঁর দাড়িতে কিছু চুল সাদা ছিল। রাবী বললেন, আমি তাকে [আনাস (রা)-কে], বললাম, আবূ বকর (রা) কি খেযাব ব্যবহার করেছিলেন? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, মেহদী ও নীলের দ্বারা।

٥٨٦٦- وَحَدَّثَنِيْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ اَخَضَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّهُ لَمْ يَرَ مِنَ الشَّيْبِ اِلاَّ قَلِيْلاً-

৫৮৬৬. হাজ্জাজ ইব্‌ন শায়ির (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন সীরীন (র) আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে প্রশ্ন করলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি কলপ দিতেন? তিনি বললেন তাঁর মাঝে সামান্য মাত্র বার্ধক্য পরিলক্ষিত হয়েছিল।

٥٨٦٧- حَدَّثَنِيْ اَبُوْ الرَّبِيْعِ الْعَتَكِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ سُئِلَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ خِضَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَوْ شِئْتُ اَنْ اَعُدَّ شَمَطَاتٍ كُنْ فِيْ رَأْسِهِ فَعَلْتُ قَالَ وَلَمْ يَخْتَضِبْ وَقَدِ اخْتَضَبَ اَبُوْ بَكْرٍ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ وَاخْتَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَّاءِ بَحْتًا-

৫৮৬৭. আবূ রবী আতাকী (র) বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে নবী ﷺ -এর কলপ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো। তিনি বললেন, আমি ইচ্ছা করলে তাঁর মাথার সাদা চুল গুণে ফেলতে পারতাম। তিনি বলেন, তিনি কলপ দেন নি। অবশ্য আবূ বকর (রা) মেহদী এবং নীল দিয়ে কলপ দিয়েছেন আর উমর (রা) শুধু মেহদী দিয়ে কলপ দিয়েছেন।

٥٨٦٨- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ يُكْرَهُ اَنْ يَنْتِفَ الرَّجُلُ الشَّعْرَةَ الْبَيْضَاءَ مِنْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ

قَالَ وَلَمْ يَخْضِبْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِى عَنْفَقَتِهِ وَفِى الصُّدْغَيْنِ وَفِى الرَّأْسِ نَبْذٌ -

وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُثَنّٰى بِهٰذَا الْاِسْنَادِ-

৫৮৬৮. নসর ইব্‌ন আলী জাহযামী (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কারো চুল ও দাঁড়ির সাদা কেশ উপড়িয়ে ফেলা মাকরূহ। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কলপ দেন নি। কিছু সাদা ছিল তাঁর অধরের নীচের ছোট দাঁড়িতে, কানপট্টিতে কিছু, আর মাথায় কিছু।

মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) এ সনদই এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٨٦٩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاَحْمَدُ بْنُ اِبْرٰهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ وَهَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ابْنُ مُثَنّٰى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ سَمِعَ اَبَا اِيَاسٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَيْبِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ مَاشَانَهُ اللّٰهُ بِبَيْضَاءَ-

৫৮৬৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না, ইব্‌ন বাশ্‌শার, আহ্‌মদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম দাওরাকী ও হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) এঁরা সবাই বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা)-কে নবী ﷺ -এর বার্ধক্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো। তিনি বললেন, তাঁকে আল্লাহ্ বার্ধক্য দ্বারা পরিবর্তিত করেন নি।

٥٨٧٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هٰذِهِ مِنْهُ بَيْضَاءَ وَوَضَعَ زُهَيْرٌ بَعْضَ اَصَابِعِهِ عَلٰى عَنْفَقَتِهِ قِيْلَ لَهُ مِثْلُ مَنْ اَنْتَ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ اَبْرِىْ النَّبْلَ وَاُرَيِّشُهَا-

৫৮৭০. আহ্‌মদ ইব্‌ন ইউনুস ও ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এতটুকু সাদা হতে দেখেছি এবং যুহায়র (র) তাঁর ক'টি অংগুলি ছোট দাঁড়িতে রেখে বলতে লাগলেন; তখন লোকেরা আবূ জুহায়ফাকে বললো, সে দিন আপনি কি অবস্থায় ছিলেন? তিনি বললেন, আমি তীর ঠিক করছিলাম এবং তীরে শর লাগাচ্ছিলাম।

٥٨٧١- حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَبْيَضَ قَدْشَابَ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ يُشْبِهُهُ -

৫৮৭১. ওয়াসিল ইব্‌ন আবদুল আলা (র) ..... আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখেছি তাঁর রং ছিল ফর্সা, তিনি প্রায় বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, হাসান ইব্‌ন আলী (রা) দেখতে তাঁর সদৃশ ছিলেন।

٥٨٧٢- وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ بِهَذَا وَلَمْ يَقُولُوا أَبْيَضَ قَدْ شَابَ-

৫৮৭২. সাঈদ ইব্‌ন মানসূর ও ইব্‌ন নুমায়র (র)..... আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে এ হাদীসটিই বর্ণনা করেছেন; কিন্তু বর্ণনাকারীরা "ফর্সা এবং বুড়ো হয়ে গিয়েছিলেন" এ কথাগুলো উল্লেখ করেন নি।

٥٨٧٣- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ سُئِلَ عَنْ شَيْبِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَانَ إِذَا ادَّهَنَ رَأْسَهُ لَمْ يُرَ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِذَا لَمْ يَدَّهِنْ رُئِيَ مِنْهُ-

৫৮৭৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)..... সিমাক ইব্‌ন হারব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর বার্ধক্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো। তিনি বললেন, যখন তিনি মাথায় তেল দিতেন, তখন সাদা বর্ণ দেখা যেত না। তবে যখন তেল দিতেন না, তখন দেখা যেতো।

٣٤٠- بَابُ إِثْبَاتُ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ وَصِفَتُهُ وَمَحَلُّهُ مِنْ جَسَدِهِ ﷺ -

৩৪০. অনুচ্ছেদ ঃ মোহরে নুবুওয়াত, তার বর্ণনা এবং নবী ﷺ -এর দেহে এর অবস্থান

٥٨٧٤- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ شَمِطَ مُقَدَّمُ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ وَكَانَ إِذَا ادَّهَنَ لَمْ يَتَبَيَّنْ وَإِذَا شَعِثَ رَأْسُهُ تَبَيَّنَ وَكَانَ كَثِيرَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ فَقَالَ رَجُلٌ وَجْهُهُ مِثْلُ السَّيْفِ قَالَ لَا بَلْ كَانَ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَكَانَ مُسْتَدِيرًا وَرَأَيْتُ الْخَاتَمَ عِنْدَ كَتِفِهِ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ يُشْبِهُ جَسَدَهُ-

৫৮৭৪. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চুল এবং দাঁড়ির সম্মুখভাগ সাদা হয়ে গিয়েছিল। যখন তিনি তেল দিতেন, (সাদা চুল) তখন দেখা যেত না, আর যখন চুল এলোমেলো হতো, তখন (শুভ্রতা) দেখা যেতো। তাঁর দাঁড়ি খুব ঘন ছিল। এক ব্যক্তি বললো, তাঁর চেহারা মুবারক ছিল তলোয়ারের মত। জাবির (রা) বললেন, না, তাঁর চেহারা মুবারক ছিল সূর্য ও চন্দ্রের মত (উজ্জ্বল) গোলাকার। তাঁর বাহুর উপর আমি কবুতরের ডিমের মত নবুওয়াতের মোহর দেখেছি। এটির রং ছিল তাঁর শরীরের রংয়ের সদৃশ।

٥٨٧٥- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ خَاتَمًا فِي ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَأَنَّهُ بَيْضَةُ حَمَامٍ-

৫৮৭৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র).....জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পিঠে মোহরে নুবুওয়াত দেখেছি, যেন কবুতরের ডিম।

٥٨٧٦- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫৮৭৬. ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... সিমাক (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٨٧٧- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ اِبْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنِ الْجَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ ذَهَبَتْ بِيْ خَالَتِيْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ ابْنَ اُخْتِيْ وَجِعٌ فَمَسَحَ رَأْسِيْ وَدَعَا لِيْ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوْئِهِ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ اِلٰى خَاتَمِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ-

৫৮৭৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাদ (র) ..... সায়িব ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালা আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটি আমার বোনের ছেলে। সে অসুস্থ। তখন তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং আমার জন্য বরকতের দু'আ করলেন। এরপর তিনি উযূ করলেন। আমি তাঁর উযূর পানি থেকে পান করলাম। তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম এবং তাঁর দু'কাঁধের মাঝে মোহরে নুবুওয়াত দেখতে পেলাম হাজালা ডিমের মতো।

٥٨٧٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِيْ اِبْنَ زَيْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِيْ سُوَيْدُ ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ ح قَالَ وَحَدَّثَنِيْ حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِيْ اِبْنَ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَاَكَلْتُ مَعَهُ خُبْزًا وَلَحْمًا اَوْ قَالَ ثَرِيْدًا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ اِسْتَغْفَرَ لَكَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ نَعَمْ وَلَكَ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ قَالَ ثُمَّ دُرْتُ خَلْفَهُ فَنَظَرْتُ اِلٰى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ عِنْدَ نَاغِضِ كَتِفِهِ الْيُسْرٰى جُمْعًا عَلَيْهِ خِيْلَانٌ كَاَمْثَالِ الثَّآلِيْلِ-

৫৮৭৮. আবূ কামিল, সুওয়াইদ ইব্‌ন সাঈদ ও হামিদ ইব্‌ন উমর আল-বাকরাবী (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সারজিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখেছি এবং তাঁর সঙ্গে গোশ্‌ত ও রুটি খেয়েছি অথবা বলেছেন 'সারীদ' (খেয়েছি)। তিনি বলেন যে, আমি তাঁকে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তোমার জন্যও। পরে এ আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ "ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার পাপের জন্য এবং মুমিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের জন্য" (৪৭ ঃ ১৯)। আবদুল্লাহ্ বলেন, তারপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পিছনে গেলাম আর মোহরে নুবুওয়াত দেখলাম, দু'কাঁধের মাঝে বামপাশের বাহুর হাড়ের কাছে অংগুলির মতো, যাতে তিলক ছিল।

٣٤١- بَابُ قَدْرِ عُمْرِهِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَإِقَامَتِهِ بِمَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ-

৩৪১. অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বয়স এবং মক্কা ও মদীনায় তাঁর অবস্থানকাল

٥٨٧٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ الْبَائِنِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ وَلَيْسَ بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ وَلاَ بِالْآدَمِ وَلاَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلاَ بِالسَّبْطِ بَعَثَهُ اللّٰهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِيْنَ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشْرَ سِنِيْنَ وَتَوَفَّاهُ اللّٰهُ عَلَى رَأْسِ سِتِّيْنَ سَنَةً وَلَيْسَ فِيْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُوْنَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ-

৫৮৭৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (রা) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বেশি লম্বাও ছিলেন না বা বেশি খাটোও ছিলেন না। একেবারে সাদাও ছিলেন না এবং অতিরিক্ত ফর্সাও ছিলেন না। তাঁর চুল অতিরিক্ত কোঁকড়ানোও ছিল না এবং একেবারে সোজাও ছিল না। চল্লিশ বছর বয়সে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নুবুওয়াত দান করেন। এরপর তিনি মক্কায় দশ বছর অবস্থান করেন এবং মদীনায় দশ বছর। ষাট বছরের মাথায় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ওফাত দান করেন। এ সময় তাঁর মাথায় ও দাঁড়িতে বিশটি চুলও সাদা ছিল না।

٥٨٨٠- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ يَعْنُوْنَ ابْنَ جَعْفَرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِيْ الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ كِلاَهُمَا عَنْ رَبِيْعَةَ ابْنِ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَالِكٍ وَزَادَ فِيْ حَدِيْثِهِمَا كَانَ أَزْهَرَ-

৫৮৮০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইয়ূব, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, আলী ইব্ন হুজর ও কাসিম ইব্ন যাকারিয়া (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে মালিক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাঁরা তাঁদের হাদীসে "উজ্জ্বল সাদা বর্ণের ছিল" অতিরিক্ত বলেছেন।

٥٨٨١- حَدَّثَنِيْ أَبُوْ غَسَّانَ الرَّازِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ زَائِدَةَ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّيْنَ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّيْنَ وَعُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّيْنَ-

৫৮৮১. আবূ গাস্সান আর রাযী মুহাম্মদ ইব্ন আমর (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মৃত্যু হয়েছে তেষট্টি বছর বয়সে, আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এরও তেষট্টি বছর বয়সে, উমর (রা)-এরও তেষট্টি বছর বয়সে।

٥٨٨٢- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بِمِثْلِ ذَلِكَ-

৫৯৮২. আবদুল মালিক ইব্‌ন শুআয়ব ইব্‌ন লাইস (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইন্তিকাল হল, তখন তাঁর বয়স তেষট্টি বছর।

ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন, সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (র) আমাকে অনুরূপ বর্ণনা অবহিত করেছেন।

٥٨٨٣- وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبَّادُ بْنُ مُوسَى قَالاَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِالإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا مِثْلَ حَدِيثِ عُقَيْلٍ-

৫৮৮৩. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আব্বাদ ইব্‌ন মূসা (র) ..... ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে দু'টো সনদের দ্বারা উকায়ল-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٨٨٤- وَحَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهُذَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ قُلْتُ لِعُرْوَةَ كَمْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ قَالَ عَشْرًا قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ ثَلاثَ عَشْرَةَ-

৫৮৮৪. আবূ মা'মার ইসমাঈল ইব্‌ন ইব্‌রাহীম হুযালী (র.) ..... আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উরওয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম নবী ﷺ মক্কায় কতদিন ছিলেন? তিনি বললেন দশ বছর। রাবী বলেন, আমি বললাম, ইব্‌ন আব্বাস (রা) তো বলেন, তেরো বছর।

٥٨٨٥- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ قُلْتُ لِعُرْوَةَ كَمْ لَبِثَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ قَالَ عَشْرًا قُلْتُ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ بِضْعَ عَشْرَةَ قَالَ فَغَفَّرَهُ وَقَالَ إِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الشَّاعِرِ-

৫৮৮৫. ইব্‌ন আবূ উমর (র) ..... আমর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উরওয়া (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, মক্কায় নবী ﷺ কত দিন অবস্থান করেছিলেন? তিনি বললেন দশ বছর। রাবী বলেন, আমি বললাম, ইব্‌ন আব্বাস (রা) তো বলেন দশ বছরের অধিক। রাবী বলেন, তিনি ইব্‌ন আব্বাসের জন্য দু'আ করলেন এবং বললেন, তিনি এ তথ্য কবিদের কথা থেকে নিয়েছেন।

٥٨٨٦- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَكَثَ بِمَكَّةَ ثَلاثَ عَشْرَةَ وَتُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ-

৫৮৮৬. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় তের বছর ছিলেন এবং তেষট্টি বছর বয়সে তাঁর ওফাত হয়।

٥٨٨٧- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ ابْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ يُوحَى إِلَيْهِ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً-

৫৮৮৭. ইব্‌ন আবূ উমর (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তের বছর মক্কায় অবস্থান করে ছিলেন, তখন তাঁর উপর ওহী নাযিল হয়। আর মদীনায় দশ বছর ছিলেন। তিনি ইন্তিকাল করেন যখন তাঁর বয়স তেষট্টি বছর।

٥٨٨٨- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ الْجُعْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَلاَّمٌ أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ فَذَكَرُوا سِنِّيَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ كَانَ أَبُو بَكْرٍ أَكْبَرَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّينَ وَمَاتَ أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّينَ وَقُتِلَ عُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّينَ -قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يُقَالُ لَهُ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ قَالَ كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فَذَكَرُوا سِنِّيَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً وَمَاتَ أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّينَ وَقُتِلَ عُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّينَ-

৫৮৮৮. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবান আল-জুফী (র) ..... আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উতবা (রা)-এর সঙ্গে বসা ছিলাম। তখন লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বয়স নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। তাঁদের কেউ কেউ বললো, আবূ বকর (রা) (বয়সে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চেয়ে বড় ছিলেন। আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ওফাত হয় তখন তাঁর বয়স তেষট্টি বছর, আবূ বকর (রা) ইন্তিকাল করেন তখন তাঁর বয়সও তেষট্টি বছর, উমর (রা) শহীদ হন তখন তাঁর বয়স তেষট্টি বছর। রাবী বলেন লোকদের ভেতর আমর ইব্‌ন সা'দ নামক একজন বললো, জারীর আমাকে বলেছেন যে, আমরা মুআবিয়া (রা)-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বয়সের উল্লেখ করলো। তখন মু'আবিয়া (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ওফাত হয় তখন তাঁর বয়স তেষট্টি বছর, আবূ বকর (রা) ইন্তিকাল করেন তাঁর বয়স তেষট্টি বছর, উমর (রা) শহীদ হন তখন তাঁর বয়সও তেষট্টি বছর।

٥٨٨٩- وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ مُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَخْطُبُ فَقَالَ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّينَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّينَ-

৫৮৮৯. ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশশার (র) ..... জারীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মু'আবিয়া (রা)-কে ভাষণ দিতে শুনেছেন। মু'আবিয়া (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইন্তিকাল হয় তখন তাঁর বয়স তেষট্টি বছর, আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-ও তেষট্টি বছর (বয়সে ইন্তিকাল করেন)। আমি তেষট্টি বছর (বয়সের)।

٥٨٩٠- وَحَدَّثَنِي ابْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمْ أَتَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَحْسِبُ مِثْلَكَ مِنْ قَوْمِهِ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ إِنِّي قَدْ سَأَلْتُ النَّاسَ فَاخْتَلَفُوا عَلَيَّ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَعْلَمَ قَوْلَكَ فِيهِ قَالَ أَتَحْسِبُ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَمْسِكْ أَرْبَعِينَ بُعِثَ لَهَا خَمْسَ عَشْرَةَ بِمَكَّةَ يُؤْمَنُ وَيُخَافُ وَعَشْرٌ مِنْ مُهَاجَرِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ-

৫৮৯০. ইব্‌ন মিনহাল দারীর (র) ..... বনূ হাশিমের ক্রীতদাস আম্মার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা) -কে জিজ্ঞাসা করলাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন ইন্তিকাল করেন তখন তাঁর (বয়স) কত ছিল? ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, আমি ভাবি নি যে, তুমি তাঁর সম্প্রদায়ের লোক হয়েও এ কথাটা জানবে না। আমি বললাম, আমি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করেছি, তারা বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তাই এ বিষয়ে আপনাকে জিজ্ঞাসা করাই আমি বেশি ভাল মনে করলাম। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, তুমি কি হিসাব জান? তিনি বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আচ্ছা 'চল্লিশ' মনে রেখো। এ সময় তিনি রাসূল হন। এর সঙ্গে পনেরো বছর যোগ কর, যখন মক্কায় অবস্থান করেন সংশয় এবং নিরাপত্তায়। আরো দশ হিজরতের পর থেকে মদীনায়।

٥٨٩١- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بِهِ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ-

৫৮৯১. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ..... ইউনুস (র) থেকে উক্ত সনদে ইয়াযীদ ইব্‌ন যুরাঈ-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٨٩٢- وَحَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارٌ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ-

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ بِهَذِهِ الْإِسْنَادِ-

৫৮৯২. নাসর ইব্‌ন আলী (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পঁয়ষট্টি বছর বয়সের ইহলোক ত্যাগ করেন।

আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)-এ সনদে খালিদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٥٨٩٣- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً

يَسْمَعُ الصَّوْتَ وَيَرَى الضَّوْءَ سَبْعَ سِنِيْنَ وَلاَ يَرَى شَيْئًا وَثَمَانَ سِنِيْنَ يُوْحَى اِلَيْهِ وَاَقَامَ بِالْمَدِيْنَةِ عَشْرًا-

৫৮৯৩. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম হানযালী (র).....ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় পনেরো বছর অবস্থান করেন, সাত বছর শব্দ শুনতেন এবং আলো দেখতেন, কিছু অন্য কিছু দেখতেন না। আর আট বছর তাঁর কাছে ওহী আসতো। তারপর মদীনায় অবস্থান করেন দশ বছর।

٣٤٢- بَابٌ فِيْ اَسْمَاءِهِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৩৪২. অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নামসমূহ

٥٨٩٤- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَابْنُ اَبِيْ عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَ اِسْحَاقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَنَا مُحَمَّدٌ وَاَنَا اَحْمَدُ وَاَنَا الْمَاحِيُ الَّذِيْ يُمْحٰى بِيَ الْكُفْرُ وَاَنَا الْحَاشِرُ الَّذِيْ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلٰى عَقِبِيْ وَاَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِيْ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ-

৫৮৯৪. যুহায়র ইব্‌ন হারব, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও ইব্‌ন আবূ উমর (র) ..... জুবায়র ইব্‌ন মুতঈম (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি মুহাম্মদ' (প্রশংসিত), আমি আহ্‌মদ (অত্যধিক প্রশংসাকারী), আমি আল মাহী (বিলুপ্তকারী), এমন ব্যক্তি যে, আমার মাধ্যমে কুফরকে বিলুপ্ত করা হবে। আমি আল-হাশির (একত্রকারী) এমন ব্যক্তি যে, আমার পেছনে লোকদের সমবেত করা হবে। আমি আল-আকিব (সর্বশেষ), আর আল-আকীব ঐ ব্যক্তি, যার পর কোন নবী নেই।

٥٨٩٥- حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ ابْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ لِيْ اَسْمَاءً اَنَا مُحَمَّدٌ وَاَنَا اَحْمَدُ وَاَنَا الْمَاحِي الَّذِيْ يَمْحُو اللّٰهُ بِيَ الْكُفْرَ وَاَنَا الْحَاشِرُ الَّذِيْ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلٰى قَدَمَيَّ وَاَنَا الْعَاقِبُ الَّذِيْ لَيْسَ بَعْدَهُ اَحَدٌ وَقَدْ سَمَّاهُ اللّٰهُ رَؤُفًا رَحِيْمًا-

৫৮৯৫. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র).....জুবায়র ইব্‌ন মুতঈম (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার অনেক নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মদ, আমি আহ্‌মদ, আমি আল-মাহী (বিলোপ সাধনকারী) ঐ ব্যক্তি যে, আমার মাধ্যমে আল্লাহ্ কুফরকে বিলুপ্ত করবেন। আমি আল-হাশির (সমবেতকারী), এমন ব্যক্তি যে, আমার পায়ের কাছে লোকেরা সমবেত হবে। আমি আল-আকীব (সমাপ্তি), এমন ব্যক্তি, যার পর কেউ নেই এবং আল্লাহ্ তাঁর নাম রেখেছেন রাউফ ও রাহীম।

٥٨٩٦- وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ جَدِّيْ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ وَمَعْمَرٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَفِي حَدِيثِ عُقَيْلٍ قَالَ قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ وَمَا الْعَاقِبُ قَالَ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَعُقَيْلٍ الْكُفْرَةَ وَفِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ الْكُفْرَ-

৫৮৯৬. আবদুল মালিক ইবন শুয়াইব ইবন লাইস, আবদ ইবন হুমায়দ ও আবদুল্লাহ্ ইবন আবদুর রহমান দারিমী (র)..... যুহরী (র) থেকে এ সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। শুয়ায়ব এবং মা'মার (র) বর্ণিত হাদীসে 'আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছি' উল্লেখ রয়েছে; এবং মা'মারের হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন, 'আমি যুহরী (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আল আকিব কী? তিনি বললেন, এমন ব্যক্তি যার পর আর নবী নেই।' মা'মার ও উকায়ল-এর হাদীসে আছে الكفرة, আর শুয়ায়ব-এর হাদীসের রয়েছে الكفر।

٥٨٩٧- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَمِّي لَنَا نَفْسَهُ أَسْمَاءً فَقَالَ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَالْمُقَفَّى وَالْحَاشِرُ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ-

৫৮৯৭. ইসহাক ইবন ইবরাহীম হানযালী (র) ..... আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর নিজের নামগুলো আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি মুহাম্মদ, আহ্মদ, আল-মুকাফ্ফী (সর্বশেষ), আল-হাশির (সমবেতকারী), তাওবার নবী ও রহমতের নবী।

٣٤٣- بَابُ عِلْمِهِ بِاللَّهِ تَعَالَى وَشِدَّةُ خَشْيَتِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

৩৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আল্লাহ্ সম্পর্কে জ্ঞান এবং তাঁকে অধিক ভয় পাওয়া

٥٨٩٨- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْرًا فَتَرَخَّصَ فِيهِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَكَأَنَّهُمْ كَرِهُوهُ وَتَنَزَّهُوا عَنْهُ فَبَلَغَهُ ذٰلِكَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ بَلَغَهُمْ عَنِّي أَمْرٌ تَرَخَّصْتُ فِيهِ فَكَرِهُوهُ وَتَنَزَّهُوا عَنْهُ فَوَاللَّهِ لأَنَا أَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً-

৫৮৯৮. যুহায়র ইবন হারব (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি কাজ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ করলেন এবং এটি চালু রাখলেন। এ খবর তাঁর কতক সাহাবার কাছে পৌঁছুলে তাঁরা এ কাজটি অপসন্দ করলেন এবং এ থেকে বিরত রইলেন। এ কথা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জানতে পেরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন ঃ লোকদের কি হলো, তাদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, একটা কাজ আমি অনুমোদন করেছি, এরপরও তারা একে খারাপ মনে করছে আর এ থেকে বিরত থাকছে? আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্কে আমি সবচেয়ে বেশি জানি এবং আল্লাহ্কে তাদের চেয়ে বেশি ভয় করি।

٥٨٩٩- حَدَّثَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ بِإِسْنَادِ جَرِيرٍ نَحْوَ حَدِيثِهِ-

৫৮৯৯. আবূ সাঈদ আশাজ্জ ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ..... আ'মাশ (র) থেকে সনদে জারীর (রা)-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٩٠٠- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَمْرٍ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَغَضِبَ حَتَّى بَانَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْغَبُونَ عَمَّا رُخِّصَ لِي فِيهِ فَوَاللَّهِ لأَنَا أَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً-

৫৯০০. আবূ কুরায়ব (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি কাজকে বৈধ করলেন, একজন তা খারাপ মনে করলো। এ কথা নবী ﷺ -এর কাছে পৌঁছুলে তিনি রাগান্বিত হলেন; এমন কি তাঁর চেহারায় ক্রোধ প্রকাশিত হলো। তখন তিনি বললেন : লোকদের কী হলো যে, আমার জন্যে অনুমোদিত একটা কাজে তারা অনাগ্রহ প্রকাশ করছে। আল্লাহ্‌র কসম ! অবশ্যই আমি আল্লাহ্‌কে তাদের চেয়ে বেশি জানি এবং বেশি ভয় করি।

٢٤٤- بَابُ وُجُوبِ اتِّبَاعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৩৪৪. অনুচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অনুসরণ ওয়াজিব হওয়া

٥٩٠١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ فَأَبَى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللَّهِ إِنِّي لأَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ : فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا-

৫৯০১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রুমহ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, আনসারদের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে যুবায়র (রা)-এর সঙ্গে পানি সেচের আল-হাররার নালা নিয়ে

তর্ক করলো, যা থেকে তারা খেজুর গাছে পানি দিত। আনসার লোকটি বলল, পানি ছেড়ে দাও, প্রবহমান থাকুক। যুবায়র (রা) মানলেন না। শেষ পর্যন্ত সবাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে তর্ক করলে তিনি যুবায়রকে বললেন, হে যুবায়র! তুমি পানি ব্যবহার করে তোমার পড়শীর জন্য ছেড়ে দাও। তখন আনসার লোকটি রেগে গিয়ে বল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যুবায়র তো আপনার ফুফাতো ভাই! এতে নবী ﷺ -এর চেহারার রং বদলে গেলো। তিনি বললেন ঃ হে যুবায়র! নিজের গাছগুলোকে পানি দাও এবং পানি আটকে রাখো, যতক্ষণ না পানি বাঁধ পর্যন্ত পৌছে যায়। যুবায়র (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমার মনে হয় এ আয়াত সে সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয় ঃ "তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা ঈমানদার হতে পারবে না ..... (৪ ঃ ৬৫)।

٣٤٥- بَابُ تَوْكِيْرِهِ ﷺ وَتَرْكِ اِكْثَارِ سُؤَالِهِ عَمَّا لاَضَرُوْرَةَ اِلَيْهِ اَوْلاَ يَتَعَلَّقُ بِهِ تَكْلِيْفٌ وَمَالاَ يَقَعُ وَنَحْوِ ذَلِكَ-

৩৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ রাসূল (স)-কে সম্মান প্রদর্শন করা, বিনা প্রয়োজনে অত্যধিক প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকা অথবা তাঁর সান্নিধ্যে বাধ্য-বাধকতা নেই বরং যা সংঘটিত হয় না এবং এর অনুরূপ

٥٩٠٢- وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيْبِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالاَ وَكَانَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوْهُ وَمَا اَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَاِنَّمَا اَهْلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلاَفُهُمْ عَلَى اَنْبِيَائِهِمْ-

৫৯০২. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তুজীবী (র)..... আবদুর রহমান ও সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (র) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বলতেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, আমি তোমাদের যা নিষেধ করেছি, তা থেকে বিরত থাক এবং যা তোমাদের আদেশ করেছি, তা থেকে যা সম্ভব তা পালন কর। কারণ তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে প্রশ্নের আধিক্য এবং নিজ নবীদের সাথে মতবিরোধ।

٥٩٠٣- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِيْ خَلَفٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ وَهُوَ مَنْصُوْرُ بْنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْهَادِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ سَوَاءً-

৫৯০৩ মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ ইব্ন আবূ খালফ (র)..... ইব্ন শিহাব (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٩٠٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ كِلاَهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلاَهُمَا عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ

قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كُلُّهُمْ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُمْ وَفِي حَدِيثِ هَمَّامٍ مَا تَرَكْتُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ثُمَّ ذَكَرُوا نَحْوَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-

৫৯০৪. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব, ইব্‌ন নুমায়র, কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, ইব্‌ন আবূ উমর, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা সকলেই বলেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ "আমি তোমাদের জন্য যা ছেড়ে দিয়েছি, তা তোমরা পরিত্যাগ কর"। হুমাম (র)-এর হাদীসে রয়েছে, "যে ব্যাপারে তোমাদের ছাড় দেয়া হয়েছে"। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়েছে, তারপর তাঁরা যুহরী এবং আবূ সালামা (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٩٠٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ-

৫৯০৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুসলিমদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অপরাধী সে ব্যক্তি, যে এমন বিষয়ে প্রশ্ন করে যা মুসলিমদের জন্য হারাম ছিল না। আর তার প্রশ্ন করার কারণে সে বিষয়টি মুসলমানদের উপর হারাম করে দেওয়া হয়।

٥٩٠٦- وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَحْفَظُهُ كَمَا أَحْفَظُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْظَمُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ أَمْرٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ -

وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ رَجُلٌ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ وَنَقَّرَ عَنْهُ وَقَالَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدًا-

৫৯০৬. আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইব্‌ন আবূ উমর ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাদ (র)..... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অপরাধী মুসলমান সে-ই, যে মুসলমানদের জন্য যা হারাম নয়, এমন বিষয়ে প্রশ্ন করে আর সে বিষয়টি তার প্রশ্ন করার কারণে লোকদের উপর হারাম করে দেওয়া হয়।

হারামালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ইউনুস থেকে এবং আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ মা'মার থেকে উভয়ে উক্ত সনদে যুহরী (র) থেকে বর্ণনা করেন। তবে মা'মার-এর হাদীসে যুহরীর রিওয়ায়াতে অতিরিক্ত রয়েছে, "কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে প্রশ্ন করে এবং তার খুঁটিনাটি জানতে চায়"। ইব্‌ন সা'দ (র) থেকে বর্ণিত ইউনুসের হাদীসে রয়েছে যে, যুহরী (র) বলেছেন, আমের ইব্‌ন সা'দ, সা'দ (র) থেকে শুনেছেন।

٥٩٠٧- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ السُّلَمِيُّ وَيَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ اللُّؤْلُؤِيُّ وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالَ مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَقَالَ الآخَرَانِ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ فَخَطَبَ فَقَالَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا قَالَ فَمَا أَتَى عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمٌ أَشَدُّ مِنْهُ قَالَ غَطُّوا رُؤُسَهُمْ وَلَهُمْ حَنِينٌ قَالَ فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا قَالَ فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ مَنْ أَبِي قَالَ أَبُوكَ فُلاَنٌ فَنَزَلَتْ : يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَتَسْئَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ-

৫৯০৭. মাহ্‌মূদ ইব্‌ন গায়লান, মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামাহ্ সুলামী এবং ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুহাম্মদ লুলুয়ী (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন তাঁর সাহাবীদের কোন কথা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে পৌঁছলো। তখন তিনি এক ভাষণ দিলেন এবং বললেন ঃ আমার সম্মুখে জান্নাত ও জাহান্নাম পেশ করা হয়। আজকের মতো ভাল এবং মন্দ আমি আর দেখি নি। আমি যা জানতে পেরেছি তা যদি তোমরা জানতে, তবে অবশ্যই তোমরা খুবই কম হাসতে এবং বেশি কাঁদতে। আনাস (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবীদের উপর এর চেয়ে ভয়াবহ কোন দিন আর আসে নি। তারা নিজেদের মাথা ঢেকে ফেলল এবং তাদের ভেতর থেকে কান্নার শব্দ আসতে লাগলো। আনাস (রা) বলেন, তারপর উমর (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে আল্লাহ্‌কে রব্ব হিসেবে, ইসলামকে দীন হিসেবে এবং মুহাম্মদ ﷺ -কে নবী হিসেবে মেনে নিলাম। রাবী বলেন ঃ এরপর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, আমার পিতা কে? তিনি বললেন ঃ তোমার পিতা অমুক। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা সে সব বিষয়ে প্রশ্ন করো না যা প্রকাশিত হলে তোমরা দুঃখিত হবে।"

٥٩٠٨- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيٍّ الْقَيْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبِي قَالَ أَبُوكَ فُلاَنٌ وَنَزَلَتْ : يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ تَمَامَ الآيَةِ-

৫৯০৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন মা'মার ইব্‌ন রিব্‌ঈ কায়সী (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা কে? তিনি বললেন ঃ তোমার পিতা অমুক। আর তখনই অবতীর্ণ

হয় ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা সে সব বিষয়ে প্রশ্ন করো না যা প্রকাশিত হলে তোমরা দুঃখিত হবে"..... আয়াতের শেষ পর্যন্ত (৫ ঃ ১০১)।

٥٩٠٩- وحدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني انس بن مالك ان رسول الله ﷺ خرج حين زاغت الشمس فصلى لهم صلوة الظهر فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر ان قبلها امورا عظاما ثم قال من احب ان يسئلني عن شيء فليسألني عنه فو الله لا تسألوني عن شيء الا اخبرتكم به مادمت في مقامي هذا قال انس بن مالك فاكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله ﷺ واكثر رسول الله ﷺ ان يقول سلوني فقام عبد الله بن حذافة فقال من ابي يا رسول الله قال ابوك حذافة فلما اكثر رسول الله ﷺ من ان يقول سلوني برك عمر فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا قال فسكت رسول الله ﷺ حين قال عمر ذلك ثم قال رسول الله ﷺ اولى والذي نفس محمد بيده لقد عرضت على الجنة والنار انفا في عرض هذا الحائط فلم ار كاليوم في الخير والشر-

قال ابن شهاب اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قالت ام عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة ما سمعت بابن قط اعق منك اامنت ان تكون امك قد قارفت بعض ما تقارف نساء اهل الجاهلية فتفضحها على اعين الناس قال عبد الله بن حذافة والله لو الحقني بعبد اسود للحقته-

৫৯০৯. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারমালা ইব্‌ন ইমরান তুজীবী (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্য ঢলার পর বাইরে এলেন এবং লোকদের নিয়ে যোহরের সালাত আদায় করলেন। যখন সালাম ফিরালেন তখন মিম্বরে দাঁড়িয়ে কিয়ামতের আলোচনা করলেন এবং উল্লেখ করলেন যে, এর আগে অনেক বড় বড় ব্যাপার সংঘটিত হবে। এরপর বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করতে চায়, সে যেন সে সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করে। আল্লাহ্‌র কসম! যতক্ষণ পর্যন্ত আমি এ স্থানে রয়েছি, ততক্ষণ তোমরা আমাকে যে বিষয়েই প্রশ্ন করবে, আমি তা বলে দিব। আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, এ কথা শুনে লোকেরা খুবই কান্নাকাটি শুরু করে দিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বারংবার বলতে থাকলেন, আমাকে প্রশ্ন কর। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হুযাফা (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, আমার পিতা কে? ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ! তিনি বললেনঃ তোমার পিতা হুযাফাহ্। এরপর যখন রাসূল ﷺ বারংবার বলতে থাকলেন আমাকে প্রশ্ন কর। তখন উমর (রা) হাঁটু গেড়ে বসে বললেন ঃ সন্তুষ্ট চিত্তে আমরা আল্লাহ্‌কে রব্ব, ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মদ ﷺ -কে

রাসূল হিসেবে মেনে নিয়েছি। আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, উমর (রা) যখন এ কথা বললেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেমে গেলেন। রাবী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : বিপদ সন্নিকটে। মুহাম্মদের প্রাণ যাঁর হাতে, তাঁর কসম! এ দেয়ালটির পাশে এখনই আমার সম্মুখে জান্নাত ও জাহান্নাম পেশ করা হয়। অতএব আজকের মত ভাল এবং মন্দ আমি আর দেখি নি।

ইবন শিহাব (র) বলেন, উবায়দুল্লাহ্ ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন উতবাহ্ আমাকে বলেছেন, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইবন হুযাফার মা আবদুল্লাহ্ ইবন হুযাফাকে বলেছেন, তোর চেয়ে বেশি অবাধ্য কোন সন্তানের কথা আমি শুনি নি। তুই কি এ কথা থেকে নিশ্চিন্ত ছিলি যে, তোর মাও হয়ত এমন কোন পাপ করে বসেছে যা জাহিলী যুগের রমণীরা করতো, আর তুই তোর মাকে লোকদের সামনে অপমান করতিস! আবদুল্লাহ্ ইবন হুযাফা (রা) উত্তরে বললেন, আল্লাহ্র কসম! যদি তিনি আমাকে একটা কাল হাবশীর সাথেও সম্পর্কিত করতেন, তবে আমি তা গ্রহণ করে নিতাম।

٥٩١٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَحَدِيْثُ عُبَيْدِ اللّٰهِ مَعَهُ غَيْرَ اَنَّ شُعَيْبًا قَالَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ اَنَّ اُمَّ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُذَافَةَ قَالَتْ بِمِثْلِ حَدِيْثِ يُوْنُسَ-

৫৯১০. আব্দ ইবন হুমায়দ ও আবদুল্লাহ্ ইবন আবদুর রহমান দারিমী (র)..... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং উবায়দুল্লাহ্র হাদীসটি এর সঙ্গে রয়েছে তবে শু'আয়ব সূত্রে উবায়দুল্লাহ্ ইবন আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে জনৈক আলিম ব্যক্তি হাদীস শুনিয়েছেন, নিশ্চয়ই আবদুল্লাহ্ ইবন হুযাফার মা ইউনুসের হাদীসের অনুরূপ বলছেন।

٥٩١١- حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّاسَ سَاَلُوْا نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَحْفَوْهُ بِالْمَسْئَلَةِ فَخَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ سَلُوْنِيْ لاَ تَسْاَلُوْنِيْ عَنْ شَيْءٍ اِلاَّ بَيَّنْتُهُ لَكُمْ فَلَمَّا سَمِعَ ذٰلِكَ الْقَوْمُ اَرَمُّوْا وَرُهِبُوْا اَنْ يَسْاَلُوْهُ اَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ يَدَيْ اَمْرٍ قَدْ حَضَرَ قَالَ اَنَسٌ فَجَعَلْتُ اَلْتَفِتُ يَمِيْنًا وَشِمَالاً فَاِذَا كُلُّ رَجُلٍ لاَفٌّ رَاْسَهُ فِيْ ثَوْبِهِ يَبْكِيْ فَاَنْشَاَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ كَانَ يُلاَحٰى فَيُدْعٰى لِغَيْرِ اَبِيْهِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ مَنْ اَبِيْ قَالَ اَبُوْكَ حُذَافَةُ ثُمَّ اَنْشَاَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً ﷺ عَائِذًا بِاللّٰهِ مِنْ سُوْءِ الْفِتَنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمْ اَرَ كَالْيَوْمِ قَطُّ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ اِنِّيْ صُوِّرَتْ لِيَ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَرَاَيْتُهُمَا دُوْنَ هٰذَا الْحَائِطِ-

৫৯১১. ইউসুফ ইবন হাম্মাদ মা'নী (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে প্রশ্ন করতে লাগল। এমন কি তারা তাঁকে প্রশ্ন করে জর্জরিত করে ফেললো। তখন একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হয়ে এসে মিম্বরে উঠে বললেন ঃ আমাকে জিজ্ঞাসা কর, যে কোন বিষয়ে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করবে, আমি অবশ্যই তোমাদের বর্ণনা করে দেব। লোকেরা একথা শুনে তাঁকে প্রশ্ন করা থেকে মুখ বন্ধ রাখল এবং ঘাবড়িয়ে গেল, না জানি সম্মুখে কোন বিষয় উপস্থিত হয়ে পড়ে! আনাস (রা) বলেন, আমি ডানে বাঁয়ে দেখতে লাগলাম। সব মানুষ নিজ নিজ মাথা কাপড়ে ঢেকে কাঁদছিল। তখন মসজিদ থেকে একজন লোক উঠল যাকে ঝগড়া লাগলে তার পিতা ব্যতীত অন্যের দিকে তাকে সম্পর্কিত করা হতো। সে বলল, হে আল্লাহ্র নবী! কে আমার পিতা? তিনি বললেন, তোমার পিতা হুযাফা। এরপর উমর (রা) উঠে বললেন, আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে আল্লাহ্কে রব্ব, ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মদ ﷺ -কে রাসূল হিসেবে মেনে নিলাম। আর আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করি ফিতনার অকল্যাণ থেকে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেলেন ঃ আজকের মতো ভাল এবং মন্দ আমি কখনো দেখি নি। আমার সম্মুখে জান্নাত ও জাহান্নামের চিত্র তুলে ধরা হয়। তাই আমি উভয়টিকে এ দেয়ালের পাশে দেখতে পাই।

٥٩١٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِيْ ابْنَ الْحَارِثِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيْ قَالاَ جَمِيْعًا حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ-

৫৯১২. ইয়াহ্ইয়া ইবন হাবীব, মুহাম্মদ ইবন বাশশার ও আসিম ইবন নাযর তায়মী (র)..... আনাস (রা) থেকে এ ঘটনাই বর্ণনা করেছেন।

٥٩١٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهِ غَضِبَ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ سَلُوْنِيْ عَمَّا شِئْتُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مَنْ أَبِيْ قَالَ أَبُوْكَ حُذَافَةُ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ مَنْ أَبِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ أَبُوْكَ سَالِمٌ مَوْلٰى شَيْبَةَ فَلَمَّا رَأٰى عُمَرُ مَا فِيْ وَجْهِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْغَضَبِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا نَتُوْبُ إِلَى اللّٰهِ وَفِيْ رِوَايَةِ أَبِيْ كُرَيْبٍ قَالَ مَنْ أَبِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ أَبُوْكَ سَالِمٌ مَوْلٰى شَيْبَةَ-

৫৯১৩. আবদুল্লাহ্ ইবন বাররাদ আশ'আরী ও মুহাম্মদ ইবন আ'লা হামদানী (র)..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -কে এমন কিছু বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় যা তিনি পসন্দ করেন নি। যখন এ ধরনের প্রশ্ন অত্যধিক করা হলো, তিনি রাগান্বিত হয়ে লোকদের বললেন ঃ যা ইচ্ছে, তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা কর। এক ব্যক্তি বললো, কে আমার পিতা? তিনি বললেন, তোমার পিতা হুযাফা। আরেক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কে আমার পিতা? তিনি বললেন ঃ তোমার পিতা শায়বার আযাদকৃত গোলাম সালিম। উমর (রা)

যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চেহারায় রাগের লক্ষণ দেখতে পেলেন, তখন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আল্লাহ্র কাছে তাওবা করছি। আবূ কুরায়ব (র)-এর বর্ণনায় (শুধু এটুকু) আছে, বললো, কে আমার পিতা, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন ঃ তোমার পিতা শায়বার আযাদকৃত গোলাম সালিম।

٢٤٦- بَابُ وُجُوْبِ امْتِثَالِ مَا قَالَهُ شَرْعًا دُوْنَ مَاذَكَرَهُ ﷺ مِنْ مَعَايِشِ الدُّنْيَا عَلٰى سَبِيْلِ الرَّأْيِ

৩৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ শরী'আত হিসেবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা আদেশ করেছেন তা পালন করা ওয়াজিব আর পার্থিব বিষয়ে তিনি যে অভিমত ব্যক্ত করেন, তা নয়

٥٩١٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ الثَّقَفِيُّ وَأَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ وَهٰذَا حَدِيْثُ قُتَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ مَرَرْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِقَوْمٍ عَلٰى رُؤُسِ النَّخْلِ فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هٰؤُلَاءِ فَقَالُوْا يُلَقِّحُوْنَهُ يَجْعَلُوْنَ الذَّكَرَ فِي الْأُنْثٰى فَتَلْقَحُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا أَظُنُّ يُغْنِي ذٰلِكَ شَيْئًا قَالَ فَأَخْبَرُوْا بِذٰلِكَ فَتَرَكُوْهُ فَأُخْبِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِذٰلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذٰلِكَ فَلْيَصْنَعُوْهُ فَإِنِّيْ إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا فَلَا تُؤَاخِذُوْنِيْ بِالظَّنِّ وَلٰكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللّٰهِ شَيْئًا فَخُذُوْا بِهِ فَإِنِّيْ لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ-

৫৯১৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ সাকাফী ও আবূ কামিল জাহদারী (র)..... তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে খেজুর গাছের পাশে দাঁড়ানো লোকদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এরা কি করছে? লোকেরা বললো, এরা প্রজনন করছে। নরকে মাদী (কেশর) লাগায় এতে তা গর্ভবতী হয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমি মনে করি না এতে কোন উপকার হয়। রাবী বললেন, হুযূর ﷺ -এর এ মন্তব্য সাহাবাদের কাছে পৌঁছুলে তারা প্রজনন কর্ম বন্ধ করে দিল। এরপর এ খবর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেওয়া হলো। তিনি বললেন ঃ এতে যদি তাদের উপকার হয়ে থাকে, তবে তারা করুক। আমি তো একটা ধারণা করেছি মাত্র। অতএব তোমরা আমার ধারণাকে অবলম্বন করো না। কিন্তু আমি যদি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন কথা বলি, তবে তার উপর আমল করো। কেননা আমি মহীয়ান ও গরীয়ান আল্লাহ্র প্রতি কখনই মিথ্যারোপ করবো না।

٥٩١٥- حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الرُّوْمِيِّ الْيَمَامِيُّ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْقِرِيُّ قَالُوْا حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ النَّجَاشِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يَأْبُرُوْنَ النَّخْلَ يَقُوْلُ يُلَقِّحُوْنَ النَّخْلَ فَقَالَ مَا تَصْنَعُوْنَ قَالُوْا كُنَّا نَصْنَعُهُ قَالَ لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوْا كَانَ خَيْرًا فَتَرَكُوْهُ فَنَفَضَتْ أَوْ قَالَ فَنَقَصَتْ قَالَ فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِيْنِكُمْ فَخُذُوْا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ قَالَ عِكْرِمَةُ أَوْ نَحْوَ هٰذَا قَالَ الْمَعْقِرِيُّ فَنَفَضَتْ وَلَمْ يَشُكَّ-

৫৯১৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন রুমী ইয়ামামী, আব্বাস ইব্ন আবদুল আযীম আনবারী ও আহ্মদ ইব্ন জা'ফর মা'কিরী (র)..... রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় আগমন করলেন। লোকেরা খেজুর গাছ তাবীর করত। রাবী বলেন, অর্থাৎ খেজুর গাছকে গর্ভদান করত। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা কি করছ? তারা বললো, আমরা এরূপ করে আসছি। তিনি বললেন ঃ তোমরা এমন না করলেই বোধ হয় ভাল হয়। রাবী বললেন, সুতরাং তারা তা বর্জন করল। আর এতে খেজুর ঝরে পড়ল অথবা রাবী বলেছেন, তার উৎপাদন কমে গেল। রাবী বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এ ঘটনা বলল। তখন তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমি তো একজন মানুষ। দীন সম্পর্কে যখন তোমাদের আমি কোন আদেশ দেই, তখন তোমরা তা পালন করবে, আর যখন কোন কথা আমি আমার মতানুসারে বলি, তখন তো আমি একজন মানুষ মাত্র। রাবী ইকরামা (র) বলেন, অথবা নবী ﷺ এরূপ বলেছেন। আর মা'কিরী (র) সন্দেহ ব্যতিরেকে কেবল 'নাফাযাত' (ঝরে পড়ল) বলেছেন।

٥٩١٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ كِلاَهُمَا عَنِ الاَسْوَدِ ابْنِ عَامِرٍ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا اَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلَقِّحُوْنَ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوْا لَصَلُحَ قَالَ فَخَرَجَ شِيْصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ مَا لِنَخْلِكُمْ قَالُوْا قُلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ اَنْتُمْ اَعْلَمُ بِاَمْرِ دُنْيَاكُمْ-

৫৯১৬. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আমরুন-নাকিদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে এবং ভিন্ন সূত্রে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ গাছে গর্ভদানরত কিছু লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তিনি বললেন, যদি এটা না কর তাহলে ভাল হবে। লোকেরা তা করল না। এতে চিটা খেজুর উৎপন্ন হলো। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের খেজুর গাছের কি হলো? লোকেরা বললো, আপনি এমন এমন বলেছিলেন (তা করায় এরূপ হয়েছে)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমাদের পার্থিব বিষয়ে তোমরাই অধিক অবগত।

٣٤٧- بَابُ فَضْلِ النَّظْرِ اِلَيْهِ ﷺ وَتَمَنِّيْهِ-

৩৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখার ফযীলত ও এর আকাঙ্ক্ষা

٥٩١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ فِىْ يَدِهِ لَيَاْتِيَنَّ عَلٰى اَحَدِكُمْ يَوْمٌ وَلاَ يَرَانِىْ ثُمَّ لاَنْ يَرَانِىْ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ اَهْلِهِ وَمَالِهِ مَعَهُمْ قَالَ اَبُوْ اِسْحَاقَ الْمَعْنِىُّ فِيْهِ عِنْدِىْ لاَنْ يَرَانِىْ مَعَهُمْ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ اَهْلِهِ وَمَالِهِ وَهُوَ عِنْدِىْ مُقَدَّمٌ وَمُؤَخَّرٌ-

৫৯১৭. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)..... হাম্মাম ইব্ন মুনাব্বিহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এটা যা আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, অতঃপর তিনি কতকগুলো হাদীস উল্লেখ করলেন।

তার মধ্য থেকে একটি হাদীস হল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুহাম্মদের প্রাণ যাঁর হাতে, তাঁর কসম! তোমাদের কারো উপর এমন এক সময় আসবে যখন সে আমাকে দেখতে পাবে না; আর আমার দর্শন লাভ তার কাছে তখন তার ধন-ঐশ্বর্য্য ও পরিবার-পরিজনের চেয়েও প্রিয় হবে। আবূ ইসহাক বলেন, এর মধ্যে আমার নিকট অর্থ হলো, নিশ্চয়ই আমাকে দেখা তাদের কাছে তার পরিবার ও ধন-সম্পদ থেকে অধিকতর প্রিয় হবে এবং ওটা আমার নিকট অগ্র-পশ্চাৎ করা হয়েছে।

٢٤٨- بَابُ فَضَائِلِ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ

৩৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ ঈসা (আ)-এর ফযীলত

٥٩١٨- حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَنَا اَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ اَلْاَنْبِيَاءُ اَوْلَادُ عَلَّاتٍ وَلَيْسَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ-

৫৯১৮. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আমি মরিয়ম তনয়ের সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী। নবীগণ পরস্পরে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সমতুল্য। আর আমার ও তাঁর মধ্যে কোন নবী নেই।

٥٩١٩- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا اَوْلَى النَّاسِ بِعِيْسَى اَلْاَنْبِيَاءُ اَوْلَادُ عَلَّاتٍ وَلَيْسَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عِيْسَى نَبِيٌّ-

৫৯১৯. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি ঈসা (আ)-এর সবচেয়ে নিকটবর্তী। নবীগণ পরস্পরে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সমতুল্য। আর আমার ও ঈসার মধ্যে কোন নবী নেই।

٥٩٢٠- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا اَوْلَى النَّاسِ بِعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ فِي الْاُوْلَى وَالْاٰخِرَةِ قَالُوْا كَيْفَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَلْاَنْبِيَاءُ اِخْوَةٌ مِنْ عَلَّاتٍ وَاُمَّهَاتُهُمْ شَتّٰى وَدِيْنُهُمْ وَاحِدٌ فَلَيْسَ بَيْنَنَا نَبِيٌّ-

৫৯২০. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র).....আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহ ও পরজগতে আমি ঈসা (আ)-এর সবচেয়ে নিকটবর্তী। লোকেরা বললো, কেমনে হে আল্লাহ্র রাসূল! তখন তিনি বললেন ঃ নবীগণ একই পিতার সন্তানের মত। তাঁদের মা বিভিন্ন। তাঁদের দীন একটিই। আর তাঁর এবং আমার মধ্যে কোন নবীও নেই।

٥٩٢١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلاَّ نَخَسَهُ الشَّيْطَانُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ نَخْسَةِ الشَّيْطَانِ إِلاَّ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ وَإِنِّي أُعِيذُهَا وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ -

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ أَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالاَ يَمَسُّهُ حِينَ يُولَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسَّةِ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ وَفِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ-

৫৯২১. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এমন কোন নবজাতক নেই যাকে শয়তান স্পর্শ না করে, আর সে নবজাত শিশু শয়তানের পরশে চিৎকার করতে শুরু করে। শুধু মরিয়ম তনয় এবং তাঁর মাতা ছাড়া। এরপর আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, তোমাদের ইচ্ছে হলে পড় ঃ "নিশ্চয়ই আমি অভিশপ্ত শয়তান হতে তাঁর ও তাঁর বংশধরদের জন্য তোমার শরণ নিচ্ছি" (৩ ঃ ৩৬)।

মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান দারিমী (র)..... যুহরী (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন, এবং তাঁরা বলেন, "জন্মের সময়ে তাকে স্পর্শ করে, তখন শয়তানের ছোঁয়ায় সে চিৎকার জুড়ে দেয়।" শুয়াইবের হাদীসে রয়েছে "শয়তানের ছোঁয়া।"

٥٩٢٢- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا يُونُسَ سُلَيْمًا مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ كُلُّ بَنِي آدَمَ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ يَوْمَ وُلِدَتْهُ أُمُّهُ إِلاَّ مَرْيَمَ وَابْنَهَا-

৫৯২২. আবূ তাহির (র).....আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ প্রত্যেক আদম সন্তানকেই শয়তান ছুঁয়ে দেয়, যেদিন তার মা তাকে প্রসব করে, শুধু মারিয়াম ও তাঁর ছেলে ব্যতীত।

٥٩٢٣- وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صِيَاحُ الْمَوْلُودِ حِينَ يَقَعُ نَزْغَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ-

৫৯২৩. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় সন্তানের চিৎকার শয়তানের একটা খোঁচার কারণে।

٥٩٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأَى

عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلاً يَسْرِقُ فَقَالَ لَهُ عِيسَى سَرَقْتَ قَالَ كَلاَّ وَالَّذِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبَتْ نَفْسِى-

৫৯২৪ মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ মরিয়ম পুত্র ঈসা (আ) এক ব্যক্তিকে চুরি করতে দেখলেন। তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি চুরি করেছ। সে বললো, কখনো না। যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই, তাঁর শপথ (আমি চুরি করি নি)। তখন ঈসা (আ) বললেন, আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম আর আমি নিজেকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলাম।

٣٤٩- بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ

৩৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ ইব্রাহীম খলীল (আ)-এর মর্যাদা

٥٩٢٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَابْنُ فُضَيْلِ بْنِ الْمُخْتَارِ ح قَالَ وَحَدَّثَنِى عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَاخَيْرَ الْبَرِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ-

৫৯২৫. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও আলী ইব্ন হুজর সাদী (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে বললো, হে সৃষ্টির সেরা! তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তিনি তো ইব্রাহীম (আ)।

٥٩٢٦- وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ مُخْتَارَ بْنَ فُلْفُلٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ

৫৯২৬. আবূ কুরায়ব (র)..... আনাস (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٩٢٧- وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْمُخْتَارِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ-

৫৯২৭. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٩٢٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِىَّ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُّومِ-

৫৯২৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ইব্রাহীম (আ) খাত্না করেছেন কুড়াল জাতীয় অস্ত্র দিয়ে, তখন তাঁর বয়স ছিল আশি বছর।

٥٩٢٩- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ لُبْثِ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لأَجَبْتُ الدَّاعِيَ-

৫৯২৯. হারমালা ইবন ইয়াহ্ইয়া (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ আমরা ইব্রাহীম (আ)-এর চেয়ে অধিকতর সন্দেহ প্রবণ। যখন তিনি বলেছিলেন ঃ হে আমার প্রতিপালক! আপনি কিভাবে মৃতকে জীবিত করেন, আমাকে দেখান। তিনি বললেন ঃ তুমি কি তবে বিশ্বাস কর নি? তিনি বললেন ঃ কেন করব না, তবে তা কেবল আমার চিত্ত-প্রশান্তির জন্য (২ ঃ ২৬০)। লূত (আ)-কে আল্লাহ্ রহম করুন, তিনি শক্ত-কঠিন স্তম্ভের আশ্রয় চাইতেন। আমি যদি ইউসুফ (আ)-এর সমান সময় কারাগারে বন্দী থাকতাম, তবে আহ্বানকারীর ডাকে তৎক্ষণাৎ সাড়া দিতাম।

٥٩٣٠- وَحَدَّثَنَاهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا عُبَيْدٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ-

৫৯৩০. ইনশাআল্লাহ্ আবদুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মদ ইবন আসমা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে ইউনুস সূত্রে যুহরী (র) থেকে বর্ণিত হাদীসের মর্মে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٩٣١ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَغْفِرُ اللَّهُ لِلُوطٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّهُ أَوَى إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ-

৫৯৩১. যুহায়র ইবন হারব (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ লূত (আ)-কে আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিন, তিনি শক্ত-কঠিন স্তম্ভের আশ্রয় চেয়েছিলেন।

٥٩٣٢- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَطُّ إِلاَّ ثَلاَثَ كَذَبَاتٍ ثِنْتَيْنِ فِي ذَاتِ اللَّهِ قَوْلُهُ إِنِّي سَقِيمٌ وَقَوْلُهُ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا وَوَاحِدَةٌ فِي شَأْنِ سَارَةَ فَإِنَّهُ قَدِمَ أَرْضَ جَبَّارٍ وَمَعَهُ سَارَةُ وَكَانَتْ أَحْسَنَ النَّاسِ فَقَالَ لَهَا إِنَّ هَذَا الْجَبَّارَ إِنْ يَعْلَمْ أَنَّكِ امْرَأَتِي يَغْلِبْنِي عَلَيْكِ فَإِنْ سَأَلَكِ فَأَخْبِرِيهِ أَنَّكِ أُخْتِي فَإِنَّكِ أُخْتِي فِي الإِسْلاَمِ فَإِنِّي لاَ أَعْلَمُ فِي الأَرْضِ مُسْلِمًا غَيْرِي وَغَيْرَكِ فَلَمَّا دَخَلَ أَرْضَهُ رَآهَا بَعْضُ أَهْلِ

الْجَبَّارِ أَتَاهُ فَقَالَ لَهُ لَقَدْ قَدِمَتْ أَرْضَكَ امْرَأَةٌ لاَيَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَكُونَ إِلاَّ لَكَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَأُتِيَ بِهَا فَقَامَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلَى الصَّلاَةِ فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ لَمْ يَتَمَالَكْ أَنْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا فَقُبِضَتْ يَدُهُ قَبْضَةً شَدِيدَةً فَقَالَ لَهَا ادْعِي اللَّهَ أَنْ يُطْلِقَ يَدِي وَلاَ أَضُرُّكِ فَفَعَلَتْ فَعَادَ فَقُبِضَتْ أَشَدَّ مِنَ الْقَبْضَةِ الأُولَى فَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ فَفَعَلَتْ فَعَادَ فَقُبِضَتْ أَشَدَّ مِنَ الْقَبْضَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ فَقَالَ ادْعِي اللَّهَ أَنْ يُطْلِقَ يَدِي فَلَكِ اللَّهَ أَنْ لاَ أَضُرَّكِ فَفَعَلَتْ وَأُطْلِقَتْ يَدُهُ وَدَعَا الَّذِي جَاءَ بِهَا فَقَالَ لَهُ إِنَّكَ إِنَّمَا أَتَيْتَنِي بِشَيْطَانٍ وَلَمْ تَأْتِنِي بِإِنْسَانٍ فَأَخْرِجْهَا مِنْ أَرْضِي وَأَعْطِهَا هَاجَرَ قَالَ فَأَقْبَلَتْ تَمْشِي فَلَمَّا رَآهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ انْصَرَفَ فَقَالَ لَهَا مَهْيَمْ قَالَتْ خَيْرًا كَفَّ اللَّهُ يَدَ الْفَاجِرِ وَأَخْدَمَ خَادِمًا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَتِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ-

৫৯৩২. আবু তাহির (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ নবী ইব্রাহীম (আ) কখনো মিথ্যা বলেন নি; তিনবার ব্যতীত। দু'বার আল্লাহ্ সম্পর্কিত। একবার তো তিনি বলেছিলেন, "আমি অসুস্থ" আর তাঁর কথা, "বরং এদের বড়টাই একাজ করেছে"। আরেকটা 'সারা' সম্পর্কে। যখন তিনি এক অত্যাচারীর দেশে গিয়েছিলেন, সারাও সঙ্গে ছিলেন। সারা ছিলেন সেরা সুন্দরী। তখন ইব্রাহীম (আ) সারাকে বললেন, এ অত্যাচারী রাজা যদি জানতে পারে যে, তুমি আমার স্ত্রী, তবে তোমাকে ছিনিয়ে নেবে। কাজেই তোমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করে, তুমি বলবে যে, তুমি আমার বোন। ইসলামের দিক দিয়ে তুমি তো আমার বোনই হও। কেননা তুমি আর আমি ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন মুসলিম আছে বলে আমার জানা নেই। যখন ইব্রাহীম (আ) সে অত্যাচারীর দেশে পৌঁছলেন, তখন রাজার লোকজন তাঁর কাছে সারাকে দেখতে পেয়ে রাজার কাছে এসে বলল, আপনার দেশে এমন একজন স্ত্রীলোক এসেছে, আপনিই শুধু তার উপযুক্ত। রাজা সারাকে ডেকে পাঠালে ইব্রাহীম (আ) সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। সারা যখন রাজার কাছে পৌঁছলেন, সে সম্মোহিতের মত সারার দিকে হাত বাড়াতেই তার হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে এঁটে গেলো। রাজা বললো, তুমি আল্লাহ্র কাছে আমার হাত খুলে যাওয়ার জন্য দু'আ কর, আমি তোমাকে বিরক্ত করবো না। তিনি দু'আ করলেন। পুনরায় সে হাত বাড়াল, তখন প্রথম মুষ্টির চেয়ে অধিক শক্ত হয়ে হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেল। সারাকে সে আগের মতই বললো। তিনি দু'আ করলেন। পুনরায় সে হাত বাড়াল। তখন প্রথম দু'বারের চেয়ে আরো অধিক কঠিনভাবে তার হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেলো। তখন রাজা বললো, তুমি আল্লাহ্র কাছে আমার হাত খুলে দেয়ার জন্য দু'আ কর। আল্লাহ্র কসম, তোমাকে আমি উত্যক্ত করব না। তিনি দু'আ করলেন। তার হাত খুলে গেলো। তখন সে ঐ লোকটিকে ডাকলো যে সারাকে এনেছিলো। বললো, তুই তো আমার কাছে শয়তান নিয়ে এসেছিস, মানুষ আনিস নি। একে আমার দেশ থেকে বের করে দে। সাথে হাজেরাকে দিয়ে দে। বর্ণনাকারী বলেন, সারা এগিয়ে চললেন। ইব্রাহীম (আ) তাঁদের দেখে এগিয়ে এলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ঘটল? তিনি বললেন, ভালোই। আল্লাহ্ তা'আলা আমার উপর থেকে এই দুষ্টের হাতকে ফিরিয়ে রেখেছেন। আর একটা সেবিকাও দিয়েছেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এই সেবিকাই তোমাদের মা, হে কুদরতী পানির সন্তানেরা!

٣٥٠- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ

৩৫০. অনুচ্ছেদ ঃ হযরত মূসা (আ)-এর ফযীলত

٥٩٣٣- حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ يَغْتَسِلُوْنَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلٰى سَوْاَةِ بَعْضٍ وَكَانَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ فَقَالُوْا وَاللّٰهِ مَا يَمْنَعُ مُوْسٰى اَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا اِلَّا اَنَّهُ اٰدَرُ قَالَ فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلٰى حَجَرٍ فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ قَالَ فَجَمَحَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِاَثَرِهِ يَقُوْلُ ثَوْبِيْ حَجَرُ ثَوْبِيْ حَجَرُ حَتّٰى نَظَرَتْ بَنُوْا اِسْرَائِيْلَ اِلٰى سَوْاَةِ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالُوْا وَاللّٰهِ مَا بِمُوْسٰى مِنْ بَأْسٍ فَقَامَ الْحَجَرُ بَعْدَ حَتّٰى نَظَرَ اِلَيْهِ قَالَ فَاَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاللّٰهِ اِنَّهُ بِالْحَجَرِ نَدَبٌ سِتَّةٌ اَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبُ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْحَجَرِ-

৫৯৩৩. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বনী ইসরাঈলরা উলংগ হয়ে গোসল করত ও একে অপরের লজ্জাস্থান দেখত। মূসা (আ) একাকী গোসল করতেন। লোকেরা বলত, মূসা আমাদের সাথে গোসল করে না। কারণ তার অণ্ডকোষে রোগ আছে। রাবী বলেন, একবার মূসা (আ) পাথরের উপর কাপড় রেখে গোসল করেছিলেন। তখন পাথরটি তাঁর কাপড় চোপড় নিয়ে পালাতে লাগল। তখন মূসা (আ)-ও "পাথর আমার কাপড় দে', "পাথর আমার কাপড় দে" বলে পাথরটির পিছু পিছু দৌড়াতে লাগলেন, এতে বনী ইসরাঈল তাঁর গোপনাঙ্গ দেখে ফেলল এবং বলল, আল্লাহ্র কসম! মূসার তো কোন রোগ নেই! এরপর পাথরটি থেমে গেলো, যখন ভালোভাবে তা দৃষ্টিগোচর হলো। রাবী বলেন, অতঃপর মূসা (আ) কাপড় নিলেন এবং পাথরটিকে মারতে আরম্ভ করলেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! এ পাথরটির গায়ে মূসা (আ)-এর মারের ছয় কি সাতটি দাগ হয়েছে।

٥٩٣٤- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ اَنْبَاَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلًا حَيِيًّا قَالَ فَكَانَ لَايُرٰى مُتَجَرِّدًا قَالَ فَقَالَ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ اِنَّهُ اٰدَرُ قَالَ فَاغْتَسَلَ عِنْدَ مُوَيْهٍ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلٰى حَجَرٍ فَانْطَلَقَ الْحَجَرُ يَسْعٰى وَاتَّبَعَهُ بِعَصَاهُ يَضْرِبُهُ ثَوْبِيْ حَجَرُ ثَوْبِيْ حَجَرُ حَتّٰى وَقَفَ عَلٰى مَلَاٍ مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ وَنَزَلَتْ : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا-

৫৯৩৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব হারিসী (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন মূসা (আ) অত্যন্ত লজ্জাশীল ব্যক্তি ছিলেন। রাবী বলেন, অতঃপর তাঁকে (কেউ) বিবস্ত্র দেখেনি। তিনি আরো বললেন, বনী

ইসরাঈলরা বললো, মূসার অণ্ডকোষ রোগাক্রান্ত। রাবী বললেন, একবার তিনি পানিতে গোসল করলেন এবং কাপড় একটা পাথরের উপর রাখলেন। পাথরটি দৌড়ে চলতে লাগলো। তিনি তাঁর লাঠি হাতে পাথরটিকে মারতে মারতে এর পিছু পিছু চললেন। বলতে লাগলেন, হে পাথর আমার কাপড়, হে পাথর আমার কাপড়! পাথরটি বনী ইসরাঈলের এক লোক সমাবেশে গিয়ে থামলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হলো ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা মূসা (আ)-কে কষ্ট দিয়েছে। তাদের দেওয়া অপবাদ থেকে আল্লাহ্ তাঁকে মুক্ত করেছেন, আর তিনি আল্লাহ্র নিকট ছিলেন সম্মানিত (৩৩ ঃ ৬৯)।"

٥٩٣٥- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَفَقَأَ عَيْنَهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لاَ يُرِيدُ الْمَوْتَ قَالَ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِمَا غَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ أَيْ رَبِّ ثُمَّ مَهْ قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ قَالَ فَالآنَ فَسَأَلَ اللَّهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ تَحْتَ الْكَثِيبِ الأَحْمَرِ-

৫৯৩৫. মুহাম্মদ ইবন রাফি' এবং আব্দ ইবন হুমায়দ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মালাকুল মাউতকে মূসা (আ)-এর কাছে পাঠানো হয়েছিল। যখন ফিরিশ্তা তাঁর কাছে এলেন তখন মূসা (আ) তাঁকে একটা থাপ্পড় মারলেন। এতে তাঁর একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেল। এরপর তিনি আল্লাহ্র কাছে ফিরে গেলেন এবং বললেন, আপনি আমাকে এমন এক বান্দার কাছে পাঠিয়েছেন যে মরতে চায় না। রাবী বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশতার চোখ ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেন, আবার তাঁর নিকট যাও এবং তাঁকে বল, সে যেন তাঁর হাত একটি বলদের পিঠের উপর রাখে। এতে যতগুলো পশম তাঁর হাতের নীচে পড়বে, প্রতিটি পশমের বদলে সে এক বছর জীবিত থাকবে। মূসা (আ) বললেন, হে প্রভু! এরপর কি হবে? আল্লাহ্ বললেন, এরপর মরণ। মূসা (আ) বললেন, তা হলে এখনই। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! আমাকে পবিত্র ভূমির একটি টিলার নিকটবর্তী করুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যদি আমি ওখানে হতাম তা হলে রাস্তার পাশে লাল বালির কাছে মূসা (আ)-এর কবর তোমাদের দেখিয়ে দিতাম।

٥٩٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ أَجِبْ رَبَّكَ قَالَ فَلَطَمَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ فَفَقَأَهَا قَالَ فَرَجَعَ الْمَلَكُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ إِنَّكَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدِكَ لاَ يُرِيدُ الْمَوْتَ وَقَدْ فَقَأَ عَيْنِي قَالَ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ إِلَى عَبْدِي فَقُلِ الْحَيَاةَ تُرِيدُ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْحَيَاةَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ فَمَا تَوَارَتْ يَدُكَ مِنْ شَعْرَةٍ فَإِنَّكَ تَعِيشُ بِهَا سَنَةً قَالَ ثُمَّ مَهْ

قَالَ ثُمَّ تَمُوْتَ قَالَ فَالآنَ مِنْ قَرِيْبٍ رَبِّ اَمِتْنِىْ مِنَ الْاَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ لَوْ اَنِّىْ عِنْدَهُ لاَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ اِلَى جَانِبِ الطَّرِيْقِ عِنْدَ الْكَثِيْبِ الاَحْمَرِ-

حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ بِمِثْلِ هٰذَا الْحَدِيْثِ-

৫৯৩৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মালাকুল মাউত মূসা (আ)-এর কাছে এসে বললো, মূসা, তোমার প্রভুর কাছে চলো। রাবী বলেন, তখন তাঁর চোখের উপর মূসা (আ) তাঁকে একটা থাপ্পড় মারলেন, এতে তাঁর চোখ নষ্ট করে ফেলেছিলেন। এরপর ফিরিশ্‌তা আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে গিয়ে বললেন, আপনি আমাকে আপনার এমন এক বান্দার কাছে পাঠিয়েছেন যে মরতে চায় না এবং সে আমার চোখ নষ্ট করে দিয়েছে। আল্লাহ্ তাঁর চোখ ভালো করে দিলেন এবং বললেন, আমার বান্দার কাছে আবার যাও এবং বল, তুমি কি আরও হায়াত চাও? যদি তা চাও তবে তোমার হাত একটি বলদের পিঠের উপর রাখ। এতে তোমার হাত যতগুলো পশম ঢেকে ফেলবে, তত বছর তুমি বেঁচে থাকবে। মূসা বললেন, এরপর কি? আল্লাহ্ বললেন, এরপর মৃত্যুবরণ করবে। মূসা (আ) বললেন, তবে এখনই ভালো। আল্লাহ্! আমাকে পবিত্র ভূমির একটি পাথরের টিলার নিকটে নিয়ে মৃত্যু দান করুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! আমি যদি ওখানে হতাম তবে পথের কিনারে লাল বালুকা স্তূপের পাশে তাঁর কবর তোমাদের দেখিয়ে দিতাম।

আবূ ইসহাক (রা)..... মা'মার (র) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٩٣٧- حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا يَهُوْدِىٌّ يَعْرِضُ سِلْعَةً لَهُ اُعْطِىَ بِهَا شَيْئًا كَرِهَهُ اَوْلَمْ يَرْضَهُ شَكَّ عَبْدُ الْعَزِيْزِ قَالَ لاَ وَالَّذِىْ اصْطَفٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى الْبَشَرِ قَالَ فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الاَنْصَارِ فَلَطَمَ وَجْهَهُ قَالَ تَقُوْلُ وَالَّذِىْ اصْطَفٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى الْبَشَرِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ اَظْهُرِنَا قَالَ فَذَهَبَ الْيَهُوْدِىُّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ اِنَّ لِىْ ذِمَّةً وَعَهْدًا وَقَالَ فُلاَنٌ لَطَمَ وَجْهِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ قَالَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِىْ اصْطَفٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى الْبَشَرِ وَاَنْتَ بَيْنَ اَظْهُرِنَا قَالَ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى عُرِفَ الْغَضَبُ فِىْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ لاَتُفَضِّلُوْا بَيْنَ اَنْبِيَاءِ اللّٰهِ فَاِنَّهُ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَيَصْعَقُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الاَرْضِ اِلاَّ مَنْ شَاءَ اللّٰهُ قَالَ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ اُخْرٰى فَاَكُوْنُ اَوَّلَ مَنْ بُعِثَ اَوْ فِىْ اَوَّلِ مَنْ بُعِثَ فَاِذَا مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ اٰخِذٌ بِالْعَرْشِ فَلاَ اَدْرِىْ اَحُوْسِبَ بِصَعْقَةِ يَوْمِ الطُّوْرِ اَوْ بُعِثَ قَبْلِىْ وَلاَ اَقُوْلُ اِنَّ اَحَدًا اَفْضَلُ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ-

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ سَوَاءً-

৫৯৩৭. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, এক ইয়াহূদী কিছু মাল বিক্রি করছিল, মূল্য দেওয়া হলে সে তাতে সন্তুষ্ট হলো না, অথবা এটাকে খারাপ মনে করল। বলল, না হবে না, তাঁর শপথ যিনি মূসা (আ)-কে মানুষদের জন্য মনোনীত করেছেন। এ কথা এক আনসারী শুনতে পেয়ে ইয়াহূদীর মুখে একটি থাপ্পড় মারলেন এবং বললেন, তুই বলিস, মূসা (আ)-কে লোকদের ভেতর হতে মনোনীত করেছেন অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদ্যমান রয়েছেন! ঐ ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বললো, হে আবুল কাসিম! আমি যিম্মী এবং মুসলিম রাষ্ট্রের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত মানুষ। আমাকে অমুক ব্যক্তি থাপ্পড় মেরেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তুমি তার মুখে থাপ্পড় দিলে? আনসারী বললেন, হে রাসূলাল্লাহ্ ﷺ সে বলেছে, যিনি মানুষের মাঝে মূসা (আ)-কে মনোনীত করেছেন। অথচ আপনি আমাদের মাঝে রয়েছেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুব রাগান্বিত হলেন। রাগের চিহ্ন তাঁর চেহারায় ফুটে উঠলো। বললেন ঃ নবীদের মধ্যে একজনকে অপরজনের উপর মর্যাদা দিও না। কেননা কিয়ামতের দিন যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, তখন আসমান ও যমীনের সবাই বেহুঁশ হয়ে পড়বে, শুধু আল্লাহ্ যাদের চাইবেন তাঁরা ছাড়া। পরে দ্বিতীয়বার যখন ফুৎকার দেওয়া হবে, তখন আমিই সর্বপ্রথম উত্থিত হব এবং দেখতে পাব যে, মূসা (আ) আরশ ধরে রয়েছেন। আমার জানা নেই যে, তূর পাহাড়ে তাঁর বেহুঁশ হওয়াটাই তাঁর এখনকার বেহুঁশ না হওয়ার কারণ, না আমার আগেই তাঁকে হুঁশ দান করা হয়েছে? আর আমি এ কথাও বলি না যে, কোনো পয়গম্বর ইউনুস ইব্‌ন মাত্তা (আ)-এর চেয়ে বেশি মর্যাদাবান।

মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র)..... আবদুল আযীয ইব্‌ন আবূ সালামা (রা) থেকে এই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٩٣٨- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ وَرَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا ﷺ عَلَى الْعَالَمِينَ وَقَالَ الْيَهُودِيُّ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْعَالَمِينَ قَالَ فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُودِيِّ فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَمْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللَّهُ-

৫৯৩৮. যুহায়র ইব্‌ন হারব এবং আবূ বকর ইব্‌ন নযর (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইয়াহূদী ও এক মুসলমান গালাগালি করল। মুসলমান বললো, তাঁর শপথ! যিনি সারা জাহানের মধ্যে মুহাম্মদ ﷺ -কে মনোনীত করেছেন। ইয়াহূদী বলল, শপথ তাঁর, যিনি মূসা (আ)-কে মনোনীত করেছেন সারা জাহানের মধ্যে! রাবী বলেন, এমন সময় মুসলমান হাত তুলল এবং ইয়াহূদীটির মুখে থাপ্পড় মারল। এরপর ইয়াহূদী

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে গেল এবং তার ও মুসলমানের ঘটনা বলল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা আমাকে মূসা (আ)-এর উপর মর্যাদা দিও না। কারণ লোকেরা বেহুঁশ হবে, সর্বপ্রথম আমিই হুঁশ ফিরে পাব, তখন দেখতে পাব যে, মূসা (আ) আরশ ধরে রয়েছেন। জানি না তিনি কি বেহুঁশ হয়ে আমার আগেই হুঁশ ফিরে পেয়েছেন, নাকি যারা বেহুঁশ হন নি, তিনি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত।

٥٩٣٩- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ بِمِثْلِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ-

৫৯৩৯. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান দারিমী এবং আবূ বকর ইব্ন ইসহাক (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মুসলমান ও এক ইয়াহূদী গালাগালি করলো— এরপর ইব্রাহীম ইব্ন সাঈদ ইব্ন শিহাব হতে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

٥٩٤٠- وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ يَهُودِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَدْ لُطِمَ وَجْهُهُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلَا أَدْرِي أَكَانَ مِمَّنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْ اكْتَفَى بِصَعْقَةِ الطُّورِ-

৫৯৪০. আমরুন-নাকিদ (র)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বলল, তার মুখে থাপ্পড় দেয়া হয়েছে— যুহরীর হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি শুধু এ কথাই বলেছেন যে, "জানি না তিনি কি বেহুশ হয়ে আমার আগেই হুঁশ ফিরে পেয়েছেন, না কি তূরের বেহুশীই তাঁর জন্য যথেষ্ট হয়েছে।"

٥٩٤١- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي-

৫৯৪১. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও ইব্ন নুমায়র (র)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ নবীদের মধ্যে একের উপরে অন্যকে শ্রেষ্ঠ মনে কর না এবং ইব্ন নুমায়রের হাদীসে আছে, আমর ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তাঁর পিতা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٩٤٢- حَدَّثَنَا هُدَّابُ بْنُ خَالِدٍ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أُتِيتُ وَفِي رِوَايَةِ هُدَّابٍ مُرَرْتُ عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ-

৫৯৪২. হাদ্দাব ইব্‌ন খালিদ এবং শায়বান ইব্‌ন ফারুখ (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে রাতে আমার মি'রাজ হয়েছিল, সে রাতে আমি মূসা (আ)-এর পাশ দিয়ে গেলাম। লাল বালুকা স্তূপের কাছে তাঁর কবরে তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন।

٥٩٤٢- وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ كِلاَهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ عِيسَى مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي-

৫৯৪৩. আলী ইব্‌ন খাশরাম, উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি মূসা (আ) -এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম, তখন তিনি তাঁর কবরে সালাত আদায় করছিলেন। ঈসার হাদীসে অতিরিক্ত রয়েছে, "আমাকে যে রাতে মি'রাজে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সে রাতে আমি অতিক্রম করছিলাম।"

٥٩٤٤- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ يَعْنِي اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لاَ يَنْبَغِي لِعَبْدٍ لِي وَقَالَ ابْنُ مُثَنًّى لِعَبْدِي أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ-

৫৯৪৪. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেছেন, আমার কোন বান্দার পক্ষেই বলা উচিৎ নয় যে, "ইউনুস ইব্‌ন মাত্তা থেকে আমি উত্তম।" ইব্‌ন আবূ শায়বা বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন জাফর শুবা থেকে বর্ণনা করেছেন।

٥٩٤٥- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ مُثَنًّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يَقُولُ حَدَّثَنِي ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ ﷺ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ-

৫৯৪৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... নবী ﷺ -এর চাচাত ভাই ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন বান্দার পক্ষেই এ কথা বলা উচিত নয়, "আমি ইউনুস ইব্‌ন মাত্তা থেকে উত্তম।" ইউনুস (আ)-কে এখানে তাঁর পিতা মাত্তার সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে।

٣٥١- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ يُوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

৩৫১. অনুচ্ছেদ ঃ হযরত ইউসুফ (আ)-এর ফযীলত

٥٩٤٦- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ اَتْقَاهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَيُوْسُفُ نَبِيُّ اللّٰهِ بْنُ نَبِيِّ اللّٰهِ بْنِ خَلِيْلِ اللّٰهِ قَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُوْنِيْ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْاِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوْا-

৫৯৪৬. যুহায়র ইব্‌ন হারব, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (রা)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মানুষের মধ্যে সবচে' বেশি সম্মানিত ব্যক্তি কে? তিনি বললেন ঃ তাদের মধ্যে সবচে' মুত্তাকি ব্যক্তি। প্রশ্নকারীরা বললেন, আমরা এ সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি না। তিনি বললেন ঃ তবে ইউসুফ (আ) আল্লাহ্‌র নবী এবং আল্লাহ্‌র নবীর পুত্র, যিনি আল্লাহ্‌র খলীলের পুত্র। তারা বললো, এ সম্পর্কেও আমরা আপনাকে প্রশ্ন করি নি। তিনি বললেন ঃ তবে কি তোমরা আরবের বংশ-উৎস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছো? জাহিলী যুগে যারা তাদের মধ্যে উত্তম ছিল, ইসলামের পরও তারা উত্তম বলে গণ্য, যদি তারা দীনের জ্ঞান আহরণ করে।

٣٥٢- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ

৩৫২. অনুচ্ছেদ ঃ হযরত যাকারিয়া (আ)-এর ফযীলত

٥٩٤٧- حَدَّثَنَا هُدَّابُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَانَ زَكَرِيَّاءُ نَجَّارًا-

৫৯৪৭. হাদ্দাব ইব্‌ন খালিদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যাকারিয়া (আ) কাঠমিস্ত্রী ছিলেন।

٣٥٣- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ الْخَضِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

৩৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ হযরত খিযির (আ)-এর ফযীলত

٥٩٤٨- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ عُمَرَ الْمَكِّيُّ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ اَبِيْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ اِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيَّ يَزْعُمُ اَنَّ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ صَاحِبَ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ لَيْسَ هُوَ مُوْسٰى صَاحِبَ الْخَضِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللّٰهِ سَمِعْتُ اُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ قَامَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ

خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا أَعْلَمُ فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ
الْعِلْمَ إِلَيْهِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ إِنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ مُوسَى أَيْ
رَبِّ كَيْفَ لِي بِهِ فَقِيلَ لَهُ احْمِلْ حُوتًا فِي مِكْتَلٍ فَحَيْثُ تَفْقِدُ الْحُوتَ فَهُوَ ثَمَّ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ
مَعَهُ فَتَاهُ وَهُوَ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ فَحَمَلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حُوتًا فِي مِكْتَلٍ وَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ
يَمْشِيَانِ حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ فَرَقَدَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفَتَاهُ فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتَلِ حَتَّى
خَرَجَ مِنَ الْمِكْتَلِ فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ قَالَ وَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنْهُ جِرْيَةَ الْمَاءِ حَتَّى كَانَ مِثْلَ الطَّاقِ فَكَانَ
لِلْحُوتِ سَرَبًا وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتَهُمَا وَنَسِيَ صَاحِبُ مُوسَى
أَنْ يُخْبِرَهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا
قَالَ وَلَمْ يَنْصَبْ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ
الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ مُوسَى ذَلِكَ مَا
كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا قَالَ يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ فَرَأَى رَجُلًا
مُسَجًّى عَلَيْهِ بِثَوْبٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ أَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ قَالَ أَنَا مُوسَى قَالَ
مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ نَعَمْ قَالَ إِنَّكَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكَهُ اللَّهُ لَا أَعْلَمُهُ وَأَنَا عَلَى عِلْمٍ
مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ
رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ
شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا قَالَ لَهُ الْخَضِرُ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى
أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَانْطَلَقَ الْخَضِرُ وَمُوسَى يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَمَرَّتْ
بِهِمَا سَفِينَةٌ فَكَلَّمَا هُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى
لَوْحٍ مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ
فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لَا
تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ثُمَّ خَرَجَ مِنَ السَّفِينَةِ فَبَيْنَمَا هُمَا يَمْشِيَانِ
عَلَى السَّاحِلِ إِذَا غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ مُوسَى
أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا
قَالَ وَهَذِهِ أَشَدُّ مِنَ الْأُولَى قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي

عُذْرًا فَانْطَلَقَا حَتَّى اِذَا اَتَيَا اَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُرِيْدُ اَنْ يَنْقَضَّ يَقُوْلُ مَائِلٌ قَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ هٰكَذَا فَاَقَامَهُ قَالَ لَهُ مُوْسٰى قَوْمٌ اَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُضَيِّفُوْنَا وَلَمْ يُطْعِمُوْنَا لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ مَالَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْحَمُ اللّٰهُ مُوْسٰى لَوَدِدْتُ اَنَّهُ كَانَ صَبَرَ حَتّٰى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ اَخْبَارِهِمَا قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَتِ الْاُوْلٰى مِنْ مُوْسٰى نِسْيَانًا قَالَ وَجَاءَ عُصْفُوْرٌ حَتّٰى وَقَعَ عَلٰى حَرْفِ السَّفِيْنَةِ ثُمَّ نَقَرَ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ مَا نَقَصَ عِلْمِيْ وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ اِلَّا مِثْلَ مَا نَقَصَ هٰذَا الْعُصْفُوْرُ مِنَ الْبَحْرِ قَالَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَكَانَ يَقْرَاُ وَكَانَ اَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا وَكَانَ يَقْرَاُ وَاَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا-

৫৯৪৮. আমর ইব্‌ন মুহাম্মদ নাকিদ, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম হান্‌যালী, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ উমর মাক্কী (র)..... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নাওফ বিকালী বলেন যে, বনী ইসরাঈলের নবী মূসা খিযির (আ)-এর সাথী মূসা নন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র দুশমন মিথ্যা বলেছে। আমি উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) থেকে শুনেছি, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের মধ্যে ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, কোন্ ব্যক্তি সবচে' বেশি জ্ঞানী? তিনি উত্তর দিলেন, "আমি সবচে' বেশি জ্ঞানী।" আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। কারণ মূসা (আ) জ্ঞানকে আল্লাহ্‌র প্রতি ন্যস্ত করেন নি। অতঃপর আল্লাহ্‌র তাঁর ওহী পাঠালেন যে, দু'সাগরের সঙ্গমস্থলে আমার বান্দাদের মধ্যে এক বান্দা আছে, যে তোমার চেয়েও অধিক জ্ঞানী। মূসা (আ) প্রশ্ন করলেন আয় রব্ব! আমি কী করে তাঁকে পাব? তাঁকে বলা হলো, থলের ভেতর একটি মাছ নাও। মাছটি যেখানে হারিয়ে যাবে, সেখানেই তাঁকে পাবে। তারপর তিনি রওনা হলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর খাদিম ইউশা ইব্‌ন নূনও চললেন এবং মূসা (আ) একটি মাছ থলিতে নিয়ে নিলেন। তিনি ও তাঁর খাদিম চলতে চলতে একটি চটানে উপস্থিত হলেন। এখানে মূসা (আ) ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর সাথীও ঘুমিয়ে পড়ল। মাছটি নড়েচড়ে থলে থেকে বের হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়লো। এদিকে আল্লাহ্ তা'আলা পানির গতিরোধ করে দিলেন। এমনকি তা একটি খোপের মত হয়ে গেল এবং মাছটির জন্য একটি সুড়ঙ্গের মতো হয়ে গেল। মূসা (আ) ও তাঁর খাদিমের জন্য এটি একটি বিস্ময়কর ব্যাপার হল। এরপর তাঁরা আবার দিন-রাতভর চললেন। মূসা (আ)-এর সাথী খবরটি দিতে ভুলে গেলো। যখন সকাল হলো, মূসা (আ) তাঁর খাদিমকে বললেন, আমাদের নাশ্‌তা বের কর। আমরা তো এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আদেশকৃত স্থান অতিক্রম না করা পর্যন্ত তাঁরা ক্লান্ত হন নি। খাদিম বলল, আপনি কি জানেন, যখনই আমরা চটানে আশ্রয় নিয়েছিলাম, তখন আমি মাছের কথাটি ভুলে যাই, আর শয়তানই আমাকে আপনাকে বলার কথা ভুলিয়ে দিয়েছে এবং আশ্চর্যজনকভাবে মাছটি সমুদ্রে তার নিজের পথ করে চলে গেল। মূসা (আ) বললেন, এ জায়গাটিই তো আমরা খুঁজছি। অতঃপর উভয়েই নিজ নিজ পদচিহ্ন অনুসরণ করে চটান পর্যন্ত পৌঁছলেন। সেখানে চাদরে আচ্ছাদিত একজন লোক দেখতে পেলেন। মূসা (আ) তাঁকে সালাম দিলেন। খিযির বললেন, তোমার এ দেশে সালাম কোত্থেকে? মূসা (আ) বললেন, আমি মূসা। তিনি প্রশ্ন করলেন, বনী ইসরাঈলের মূসা? তিনি বললেন, হ্যাঁ। খিযির বললেন, আল্লাহ্ তাঁর জ্ঞানের এমন এক ইল্‌ম তোমাকে দিয়েছেন যা আমি জানি না। আর আল্লাহ্ তাঁর জ্ঞানের এমন এক ইল্‌ম আমাকে দিয়েছেন যা তুমি জান না। মূসা (আ) বললেন, আমি আপনার সাথে থাকতে চাই যেন আপনাকে প্রদত্ত জ্ঞান আমাকে দান করেন। খিযির

(আ) বললেন, তুমি আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবে না। আর কী করে তুমি ধৈর্য ধারণ করবে, ঐ বিষয়ের উপর যা সম্পর্কে তুমি জ্ঞাত নও? মূসা (আ) বললেন, ইনশা আল্লাহ্ আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন ; আর আপনার কোন নির্দেশ আমি অমান্য করব না। খিযির (আ) বললেন, আচ্ছা তুমি যদি আমার অনুসরণ কর, তবে আমি নিজে কিছু উল্লেখ না করা পর্যন্ত কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবে না। মূসা (আ) বললেন, আচ্ছা। খিযির এবং মূসা (আ) উভয়ে সমুদ্র তীর ধরে চলতে লাগলেন। সম্মুখ দিয়ে একটি নৌকা আসল। তারা নৌকাওয়ালাকে তাঁদের তুলে নিতে বললেন। তারা খিযির (আ)-কে চিনে ফেললো, তাই দু'জনকেই বিনা ভাড়ায় তুলে নিল। এরপর খিযির (আ) নৌকার একটি তক্তার দিকে লক্ষ্য করলেন এবং তা উঠিয়ে ফেললেন। মূসা (আ) বললেন, এরা তো এমন লোক যে, আমাদের বিনা ভাড়ায় উঠিয়ে নিয়েছে ; আর আপনি তাদের নৌকাটি ছিদ্র করে দিলেন যাতে নৌকা ডুবে যায়? আপনি তো সাংঘাতিক কাজ করেছেন! খিযির বললেন, আমি কি তোমায় বলি নি যে, তুমি আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে সক্ষম হবে না ? মূসা (আ) বললেন, আপনি আমার এ ভুল ক্ষমা করে দিবেন। আর আমাকে কঠিন অবস্থায় ফেলবেন না। তারপর নৌকার বাইরে এলেন এবং উভয়ে সমুদ্র তীর ধরে চলতে লাগলেন। হঠাৎ একটি বালকের সম্মুখীন হলেন, যে অন্যান্য বালকদের সাথে খেলা করছিল। খিযির (আ) তার মাথাটা হাত দিয়ে ধরে ছিঁড়ে ফেলে হত্যা করলেন। মূসা (আ) তাঁকে বললেন, আপনি কোন প্রাণের বিনিময় ছাড়াই একটা নিষ্পাপ প্রাণকে শেষ করে দিলেন? আপনি তো বড়ই খারাপ কাজ করলেন! খিযির (আ) বললেন, আমি কি তোমাকে বলি নি যে, আমার সাথে তুমি ধৈর্য ধারণ করতে সক্ষম হবে না? আর এ ভুল প্রথমটার চেয়ে আরো গুরুতর। মূসা (আ) বললেন, আচ্ছা, এরপর যদি আর কিছু সম্পর্কে প্রশ্ন করি, তা হলে আমাকে সাথে রাখবেন না। নিঃসন্দেহে আপনার প্রতি আমার ত্রুটি চরমে পৌঁছেছে। এরপর উভয়েই চলতে লাগলেন এবং একটি গ্রামে পৌঁছে গ্রামবাসীর কাছে খাবার চাইলেন। তারা তাঁদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করলো। তারপর তাঁরা একটি দেয়াল পেলেন, যেটি ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে অর্থাৎ ঝুঁকে পড়েছে। খিযির (আ) আপন হাতে সেটি ঠিক করে সোজা করে দিলেন। মূসা (আ) বললেন, আমরা এ সম্প্রদায়ের কাছে এলে তারা আমাদের মেহমানদারী করে নি এবং খেতে দেয় নি। আপনি চাইলে এদের কাছ থেকে পারিশ্রমিক নিতে পারতেন? খিযির (আ) বললেন, এবার আমার ও তোমার মাঝে বিচ্ছেদ। এখন আমি তোমাকে এসবের তাৎপর্য বলছি, যে সবের উপর তুমি ধৈর্যধারণ করতে সক্ষম হও নি (১৮ ঃ ৬০-৮২)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ মূসা (আ)-এর উপর রহম করুন, আমার আকাঙ্ক্ষা হয় যে, যদি তিনি ধৈর্যধারণ করতেন, তাহলে আমাদের কাছে তাঁদের আরো ঘটনাসমূহের বিবরণ দেওয়া হতো। রাবী বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ প্রথমটা মূসা (আ) ভুলবশত করেছিলেন। এও বলেছেন, একটা চড়ুই এসে নৌকার পার্শ্বে বসে সমুদ্রে চঞ্চু মারল। তখন খিযির (আ) মূসাকে বলেন, আমার ও তোমার জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় এতই কম, যতখানি সমুদ্রের পানি থেকে এ চড়ুইটি কমিয়েছে। সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) পড়তেন ঃ وكان امامهم ملك ياخذ كل سفينة صالحة غصبا (এদের সম্মুখে একজন বাদশাহ ছিল, যে সমস্ত ভালো নৌকা কেড়ে নিতো) তিনি আরো পড়তেন, واما الغلام فكان كافرا (আর সে বালকটি ছিল কাফির)।

٥٩٤٩- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَيْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَقَبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَوْفًا يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى الَّذِي ذَهَبَ يَلْتَمِسُ الْعِلْمَ لَيْسَ بِمُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَسْمِعْتَهُ يَا سَعِيدُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ كَذَبَ نَوْفٌ حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّهُ بَيْنَمَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْمِهِ يُذَكِّرُهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ وَأَيَّامُ اللَّهِ نِعَمَاؤُهُ وَبَلَاؤُهُ إِذْ قَالَ مَا أَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ رَجُلًا خَيْرًا وَأَعْلَمَ

مِنِّيْ قَالَ فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ اِنِّيْ اَعْلَمُ بِالْخَيْرِ مِنْهُ اَوْ عِنْدَ مَنْ هُوَ اِنَّ فِي الْاَرْضِ رَجُلًا هُوَ اَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ يَا رَبِّ فَدُلَّنِيْ عَلَيْهِ قَالَ فَقِيْلَ لَهُ تَزَوَّدْ حُوْتًا مَالِحًا فَاِنَّهُ حَيْثُ تَفْقِدُ الْحُوْتَ قَالَ فَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ حَتّٰى انْتَهَيَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَنَمٰى عَلَيْهِ فَانْطَلَقَ وَتَرَكَ فَتَاهُ فَاضْطَرَبَ الْحُوْتُ فِي الْمَاءِ فَجَعَلَ لَا يَلْتَئِمُ عَلَيْهِ صَارَ مِثْلَ الْكُوَّةِ قَالَ فَقَالَ فَتَاهُ اَلَا اَلْحَقُ بِنَبِيِّ اللّٰهِ فَاُخْبِرَهُ قَالَ فَنَسِيَ فَلَمَّا تَجَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا قَالَ وَلَمْ يُصِبْهُمْ نَصَبٌ حَتّٰى تَجَاوَزَا قَالَ فَتَذَكَّرَ قَالَ اَرَأَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّيْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا اَنْسَانِيْهُ اِلَّا الشَّيْطَانُ اَنْ اَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِيْ فَارْتَدَّا عَلٰى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا فَاَرَاهُ مَكَانَ الْحُوْتِ قَالَ هٰهُنَا وُصِفَ لِيْ قَالَ فَذَهَبَ يَلْتَمِسُ فَاِذَا هُوَ بِالْخَضِرِ مُسَجًّى ثَوْبًا مُسْتَلْقِيًا عَلَى الْقَفَا اَوْ قَالَ عَلٰى حَلَاوَةِ الْقَفَا قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ قَالَ مَنْ اَنْتَ قَالَ اَنَا مُوْسٰى قَالَ وَمَنْ مُوْسٰى قَالَ مُوْسٰى بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ قَالَ مَجِيْءُ مَا جَاءَ بِكَ قَالَ جِئْتُ لِتُعَلِّمَنِيْ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا شَيْءٌ اُمِرْتُ بِهِ اَنْ اَفْعَلَهُ اِذَا رَأَيْتَهُ لَمْ تَصْبِرْ قَالَ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَلَا اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تَسْاَلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ حَتّٰى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَانْطَلَقَا حَتّٰى اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا قَالَ انْتَحٰى عَلَيْهَا قَالَ لَهُ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِيْ مِنْ اَمْرِيْ عُسْرًا فَانْطَلَقَا حَتّٰى اِذَا لَقِيَا غِلْمَانًا يَلْعَبُوْنَ قَالَ فَانْطَلَقَ اِلٰى اَحَدِهِمْ بَادِيَ الرَّأْيِ فَقَتَلَهُ فَذُعِرَ عِنْدَهَا مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ ذُعْرَةً مُنْكَرَةً قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ هٰذَا الْمَكَانِ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَوْ لَا اَنَّهُ عَجَّلَ لَرَاَى الْعَجَبَ وَلٰكِنَّهُ اَخَذَتْهُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَمَامَةٌ قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِيْ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّيْ عُذْرًا وَلَوْ صَبَرَ لَرَاَى الْعَجَبَ قَالَ وَكَانَ اِذَا ذَكَرَ اَحَدًا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ بَدَاَ بِنَفْسِهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلٰى اَخِيْ كَذَا رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْنَا فَانْطَلَقَا حَتّٰى اِذَا اَتَيَا اَهْلَ قَرْيَةٍ لِئَامٍ فَطَافَا فِي الْمَجَالِسِ فَاسْتَطْعَمَا اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُرِيْدُ اَنْ يَنْقَضَّ فَاَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ وَاَخَذَ بِثَوْبِهِ قَالَ سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا اَمَّا

السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَإِذَا جَاءَ الَّذِي يَتَسَخَّرُهَا وَجَدَهَا مُنْخَرِقَةً فَتَجَاوَزَهَا فَأَصْلَحُوْهَا بِخَشَبَةٍ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَطُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ قَدْ عَطَفَا عَلَيْهِ فَلَوْ أَنَّهُ أَدْرَكَ أَرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَوٰةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ-

৫৯৪৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা কায়সী (র) ..... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলা হলো, নাওফ দাবি করে যে, মূসা (আ) যিনি জ্ঞান অন্বেষণে বের হয়েছিলেন, তিনি বনী ইসরাঈলের মূসা নন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, হে সাঈদ, তুমি কি তাকে এটা বলতে শুনেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, নাওফ মিথ্যা বলেছে। কেননা উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, মূসা (আ) একদা তাঁর জাতির সামনে আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত এবং তাঁর শাস্তি স্মরণ করিয়ে নসীহত করছিলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলে ফেললেন, পৃথিবীতে আমার চেয়ে উত্তম এবং বেশি জ্ঞানী কোন ব্যক্তি আছে বলে আমার জানা নেই। আল্লাহ্ মূসা (আ)-এর প্রতি ওহী পাঠালেন ঃ আমি জানি মূসা থেকে উত্তম কে বা কার কাছে কল্যাণ রয়েছে। অবশ্যই পৃথিবীতে আরো ব্যক্তি আছে যে তোমার চেয়ে বেশি জ্ঞানী। মূসা (আ) বললেন, আয় রব্ব! আমাকে তাঁর পথ বাতলিয়ে দিন। তাঁকে বলা হলো, লবণাক্ত একটি মাছ সঙ্গে নিয়ে যাও। যেখানে এ মাছটি হারিয়ে যাবে, সেখানেই সে ব্যক্তি। মূসা (আ) এবং তাঁর খাদিম রওনা হলেন, অবশেষে তাঁরা একটি চটানের কাছে পৌঁছলেন। তখন মূসা (আ) তাঁর সাথীকে রেখে আগোচরে চলে গেলেন। এরপর মাছটি তড়পিয়ে পানিতে চলে গেলো এবং পানিও খোপের মত হয়ে গেল, মাছের পথে মিলিত হল না। মূসা (আ)-এর খাদিম বললেন, আচ্ছা, আমি আল্লাহ্‌র নবীর সাথে মিলিত হয়ে তাঁকে এ ঘটনা বলবো। পরে তিনি ভুলে গেলেন। যখন তাঁরা আরো সামনে অগ্রসর হলেন, তখন মূসা (আ) বললেন, আমার নাশ্‌তা দাও, এ সফরে তো আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। নবী ﷺ বলেন, যতক্ষণ তাঁরা এ স্থানটি অতিক্রম করেন নি, ততক্ষণ তাঁদের ক্লান্তি আসে নি। তাঁর সাথীর যখন স্মরণ হল তখন বলল, আপনি কি জানেন, যখন আমরা চটানে আশ্রয় নিয়েছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গেছি। আর শয়তানই আমাকে আপনার কাছে বলার কথা ভুলিয়ে দিয়েছে এবং বিস্ময়করভাবে মাছটি সমুদ্রে তার পথ করে নিয়েছে। মূসা (আ) বললেন, এ-ই তো ছিল আমাদের উদ্দীষ্ট। অতএব তাঁরা পদাংকে অনুসরণ করে ফিরে চললেন। তখন তাঁর খাদিম মাছের স্থানটি তাঁকে দেখালো। মূসা (আ) বললেন, এ স্থানের বিবরণই আমাকে দেওয়া হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এরপর মূসা (আ) খুঁজতে লাগলেন, এমন সময় তিনি বস্ত্রাবৃত খিযির (আ)-কে গ্রীবার উপর চিৎ হয়ে শায়িত দেখতে পেলেন। অথবা অন্য বর্ণনায়, গ্রীবার উপর সোজাসুজি। মূসা (আ) বললেন, আস্‌সালামু আলাইকুম। খিযির (আ) মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে বললেন, ওয়া আলাইকুমুস্ সালাম, তুমি কে? মূসা (আ) বললেন, আমি মূসা। তিনি বললেন, কোন্ মূসা? মূসা (আ) উত্তর দিলেন, বনী ইসরাঈলের মূসা। খিযির (আ) বললেন, তোমার এ মহান আগমন কিসের জন্য ? মূসা (আ) বললেন, আমি এসেছি যেন আপনাকে যে সৎজ্ঞান দান করা হয়েছে, তা থেকে কিছু আপনি আমায় শিক্ষা দেন। খিযির (আ) বললেন, আমার সঙ্গে তুমি ধৈর্যধারণ করতে সক্ষম হবে না। আর কেমন করে তুমি ধৈর্য ধারণ করবে এমন বিষয়ে, যার জ্ঞান তোমাকে দেওয়া হয় নি। এমন বিষয় হতে পারে যা করতে আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তুমি যখন তা দেখবে, তখন তুমি সবুর করতে পারবে না। মূসা (আ) বললেন, ইনশা আল্লাহ্ আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। আর আমি আপনার কোন নির্দেশ অমান্য করব না। খিযির (আ) বললেন, তুমি যদি আমার অনুগামী হও তবে আমাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যতক্ষণ না আমি নিজেই এ বিষয়ে উল্লেখ করি। এরপর উভয়ই চললেন, অবশেষে তাঁরা একটি নৌকায় চড়লেন। খিযির (আ) তখন

নৌকার একটি অংশ ভেঙ্গে ফেললেন। মূসা (আ) তাঁকে বললেন, আপনি কি নৌকাটি ভেঙ্গে ফেলেছেন, নৌকারোহীদের ডুবিয়ে দেয়ার জন্যে? আপনি তো বড় গুরুতর কাজ করেছেন। খিযির (আ) বললেন, আমি কি তোমাকে বলিনি যে, তুমি আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করতে সক্ষম হবে না? মূসা (আ) বললেন, আমি ভুলে গিয়েছি, আমাকে আপনি দোষী করবেন না। আমার বিষয়টিকে আপনি জটিল করবেন না। আবার দু'জন চলতে লাগলেন। এক জায়গায় তাঁরা বালকদের পেলেন খেলা করছে। খিযির (আ) অবলীলাক্রমে একটি শিশুর কাছে গিয়ে তাকে হত্যা করলেন। এতে মূসা (আ) খুব ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, আপনি প্রাণের বিনিময় ব্যতীত একটি নিষ্পাপ প্রাণকে হত্যা করলেন? বড়ই গর্হিত কাজ আপনি করেছেন। এ স্থলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষণ করুন আমাদের ও মূসা (আ)-এর উপর। তিনি যদি তাড়াহুড়া না করতেন তাহলে আরো বিস্ময়কর ঘটনা দেখতে পেতেন। কিন্তু তিনি খিযির (আ)-এর সামনে লজ্জিত হয়ে বললেন, এরপর যদি আমি আপনাকে আর কোন প্রশ্ন করি, তবে আপনি আমায় সঙ্গে রাখবেন না। সত্যিই আমার ভূমিকা অতিশয় আপত্তিকর হয়েছে। যদি মূসা (আ) ধৈর্য ধরতেন, তাহলে আরো বিস্ময়কর বিষয় দেখতে পেতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কোন নবীর উল্লেখ করতেন, প্রথমে নিজকে দিয়ে শুরু করতেন, বলতেন, আল্লাহ্ আমাদের উপর রহম করুন এবং আমার অমুক ভাইয়ের উপরও। এভাবে নিজেদের উপর আল্লাহ্‌র রহমত কামনা করতেন। তারপর উভয়ে চললেন এবং ইতরদের একটি জনপদে গিয়ে উঠলেন। তাঁরা লোকদের বিভিন্ন সমাবেশে ঘুরে তাদের কাছে খাবার চাইলেন। তারা তাঁদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করল। এরপর তাঁরা একটা পতনোন্মুখ দেয়াল পেলেন। খিযির (আ) সেটি ঠিকঠাক করে দিলেন। মূসা (আ) বললেন, আপনি চাইলে এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন। খিযির (আ) বললেন, এবার আমার আর তোমার মধ্যে বিচ্ছেদ। খিযির (আ) মূসা (আ)-এর কাপড় ধরে বললেন, তুমি যেসব বিষয়ের উপর অধৈর্য হয়ে পড়েছিলে সে সবের তাৎপর্য বলে দিচ্ছি। 'নৌকাটি ছিল কতিপয় গরীব লোকের যারা সমুদ্রে কাজ করতো'- আয়াতের শেষ পর্যন্ত পড়লেন। তারপর যখন এটাকে দখল করতে লোক আসলো তখন ছিদ্রযুক্ত দেখে ছেড়ে দিল। এরপর নৌকাওয়ালারা একটা কাঠ দিয়ে নৌকাটি ঠিক করে নিলো। আর বালকটি সৃষ্টিতেই ছিল কাফির। তার মা-বাবা তাকে বড়ই স্নেহ করতো। সে বড় হলে ওদের দু'জনকেই অবাধ্যতা ও কুফরির দিকে নিয়ে যেতো। সুতরাং আমি ইচ্ছে করলাম, আল্লাহ্ যেন তাদেরকে এর বদলে আরো উত্তম, পবিত্র স্বভাবের ও অধিক স্নেহভাজন ছেলে দান করেন। 'আর দেয়ালটি ছিল শহরের দু'টো ইয়াতীম বালকের'- আয়াতের শেষ পর্যন্ত (১৮ ঃ ৬০-৮২)।

٥٩٥٠- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى كِلاَهُمَا عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ بِاِسْنَادِ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ نَحْوَ حَدِيْثِهِ-

৫৯৫০. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান দারিমী ও আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ..... আবূ ইসহাক (রা) থেকে এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٩٥١- حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَاَ لَتَخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا-

৫৯৫১. আমরুন নাকিদ (র)..... উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পড়েছেন ঃ لَتَخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ।

٥٩٥٢- حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنٍ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ الْخَضِرُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَمَرَّ بِهِمَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ الأَنْصَارِيُّ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ يَا أَبَا الطُّفَيْلِ هَلُمَّ إِلَيْنَا فَإِنِّي قَدْ تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ فَهَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ شَأْنَهُ فَقَالَ أُبَيٌّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلإٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ بَلَى عَبْدُنَا الْخَضِرُ قَالَ فَسَأَلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ الْحُوتَ آيَةً وَقِيلَ لَهُ إِذَا افْتَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ فَسَارَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَاشَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسِيرَ ثُمَّ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا فَقَالَ فَتَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ حِينَ سَأَلَهُ الْغَدَاءَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ فَقَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا خَضِرًا فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَاقَصَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ إِلاَّ أَنَّ يُونُسَ قَالَ فَكَانَ يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ-

৫৯৫২. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, ইব্‌ন আব্বাস এবং হুর ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন হিসন ফাযারী মূসা (আ)-এর সাথী সম্বন্ধে বিতর্ক করলেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, সাথীটি ছিলেন খিযির (আ)। তারপর সেখানে উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) এলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাঁকে বললেন, হে আবূ তুফায়ল! এদিকে আসুন, আমি এবং সে বিতর্ক করছি মূসা (আ)-এর সাথীর ব্যাপারে, যার কাছে তিনি গিয়েছিলেন। আপনি কি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে কিছু শুনেছেন? উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) বললেন, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, মূসা (আ) এক সমাবেশে কিছু বলছিলেন, এমন সময় একটা লোক এসে প্রশ্ন করলো, আপনার চেয়ে বেশি জ্ঞানী কোন ব্যক্তি সম্পর্কে কি আপনার জানা আছে? মূসা (আ) বললেন, না। তখন আল্লাহ্ ওহী পাঠালেন, আমার বান্দা খিযির তোমার চেয়ে বেশি জানেন। মূসা (আ) খিযির (আ)-এর সাক্ষাত লাভের উপায় জিজ্ঞেস করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা মাছকে নিদর্শন হিসেবে ঠিক করলেন এবং আদেশ করা হলো, যখন তুমি মাছটি হারিয়ে ফেলবে, তখন ফিরবে আর তাঁর দেখাও মিলবে। মূসা (আ) আল্লাহ্‌র ইচ্ছামতো চললেন। এরপর তাঁর সাথীকে বললেন, আমাদের নাশ্‌তা পরিবেশন কর। খাদিম বললো, আপনার কি জানা নেই যে, যখন আমরা সাখরায় পৌঁছলাম তখন মাছের কথা ভুলে গিয়েছি; আর শয়তানই আমাদের বিস্মৃতির কারণ। মূসা (আ) বললেন, এটাই তো আমরা চাইতাম। অতঃপর উভয়েই পদাংক অনুসরণ করে ফিরলেন (১৮ ঃ ৬৩-৬৪) এবং খিযির (আ)-কে পেলেন। পরবর্তী ঘটনা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তবে ইউনুস (র)-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, 'তাঁরা সমুদ্রগামী মাছটির চিহ্ন অনুসরণ করে ফিরলেন'।

كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ

অধ্যায় ঃ সাহাবী (রা)-গণের ফযীলত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ

অধ্যায় ঃ সাহাবী (রা)-গণের ফযীলত

٣٥٤- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ-

৩৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ফযীলত

٥٩٥٣- حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِىُّ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ حَدَّثَهُ قَالَ نَظَرْتُ اِلٰى اَقْدَامِ الْمُشْرِكِيْنَ عَلٰى رُؤُسِنَا وَنَحْنُ فِى الْغَارِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اَنَّ اَحَدَهُمْ نَظَرَ اِلٰى قَدَمَيْهِ اَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ فَقَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللّٰهُ ثَالِثُهُمَا-

৫৯৫৩. যুহায়র ইব্‌ন হারব, আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান দারিমী (র) ..... আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা গুহায় থাকা অবস্থায় আমাদের মাথার উপর মুশরিকদের পা দেখতে পেলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এদের কেউ যদি নিজের পায়ের দিকে তাকায়, তা হলে পায়ের নিচেই আমাদের দেখতে পাবে। রাসূল ﷺ বললেন ঃ আবূ বকর! তুমি এ দু'জন সম্পর্কে কি মনে কর যাঁদের সাথে তৃতীয়জন হিসেবে আল্লাহ্ রয়েছেন ?

٥٩٥٤- حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيٰى بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ عَبْدٌ خَيَّرَهُ اللّٰهُ بَيْنَ اَنْ يُؤْتِيَهُ زَهْرَةَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ فَبَكٰى اَبُوْ بَكْرٍ وَبَكٰى فَقَالَ فَدَيْنَاكَ بِاٰبَائِنَا وَاُمَّهَاتِنَا قَالَ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ الْمُخَيَّرُ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ اَعْلَمَنَا بِهِ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَمَنَّ النَّاسِ عَلَىَّ فِىْ مَالِهِ وَصُحْبَتِهِ اَبُوْ بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا لَاتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْلًا وَلٰكِنْ اُخُوَّةُ الْاِسْلَامِ لَا تُبْقِيَنَّ فِى الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ اِلَّا خَوْخَةُ اَبِىْ بَكْرٍ-

৫৯৫৪. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন খালিদ (র) ..... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বরের উপর বসলেন এবং বললেন, আল্লাহ্‌র একজন বান্দা, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ইখতিয়ার

দিয়েছেন যে, তাঁকে পার্থিব সম্পদ দেবেন, না আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে, তা। অতএব এ বান্দা আল্লাহ্‌র কাছে যা রয়েছে, তা বেছে নিলেন। এ কথা শুনে আবূ বকর (রা) কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, আমাদের পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হোক। ইখ্‌তিয়ারপ্রাপ্ত এ বান্দাটি ছিলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ ব্যাপারে আবূ বকরই আমাদের সবার চেয়ে জ্ঞানী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার উপর সর্বাধিক অনুগ্রহ আবূ বকরের, সম্পদে ও সঙ্গদানেও। আমি যদি কাউকে পরম বন্ধু বলে গ্রহণ করি, তাহলে আবূ বকরকেই করব। এখন তো ইসলামী ভ্রাতৃত্বই আছে। মসজিদে যেন কারো দরজা না থাকে, শুধু আবূ বকরেরই থাকবে।

٥٩٥٥- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ وَبُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّاسَ يَوْمًا بِمِثْلِ حَدِيْثِ مَالِكٍ-

৫৯৫৫. সাঈদ ইব্‌ন মানসূর (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের সামনে ভাষণ দিলেন .... এরপর মালিক (র)-এর অনুরূপ হাদীসই বললেন।

٥٩٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ رَجَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ أَبِي الْهُذَيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا لَا تَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيْلًا وَلٰكِنَّهُ أَخِيْ وَصَاحِبِيْ وَقَدِ اتَّخَذَ اللّٰهُ صَاحِبَكُمْ خَلِيْلًا-

৫৯৫৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার আল-আবদী (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি যদি বন্ধু গ্রহণ করতাম, তাহলে আবূ বকরকেই বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম। কিন্তু তিনি আমার ভাই এবং সাহাবী। আর তোমাদের সাথীকে আল্লাহ্ তা'আলা বন্ধু বানিয়েছেন।

٥٩٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ مُثَنًّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِيْ أَحَدًا خَلِيْلًا لَا تَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ-

৫৯৫৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে থেকে কাউকে যদি আমি বন্ধু বানাতাম, তাহলে আবূ বকরকেই বানাতাম।

٥٩٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنِيْ سُفْيَانُ عَنْ أَبِي اِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا لَاتَّخَذْتُ ابْنَ أَبِيْ قُحَافَةَ خَلِيْلًا-

৫৯৫৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি যদি কোন বন্ধু বানাতাম তবে আবূ কুহাফার পুত্রকেই বানাতাম।

٥٩٥٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ وَاصِلِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ خَلِيلًا وَلَكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ-

৫৯৫৯. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পৃথিবীর কাউকে যদি আমি পরম বন্ধু বানাতাম তবে আবূ কুহাফার পুত্রকেই বানাতাম; কিন্তু তোমাদের সাথী আল্লাহ্‌র বন্ধু।

٥٩٦٠- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خِلٍّ مِنْ خِلِّهِ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ-

৫৯৬০. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম, ইব্‌ন আবূ উমার, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র ও আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জেনে রাখো! কারো সঙ্গে আমার একান্ত বন্ধুত্ব নেই, যদি এমন কোন বন্ধু বানাতাম তবে আবূ বকরকেই বানাতাম। আর তোমাদের সাথী আল্লাহ্‌র পরম বন্ধু।

٥٩٦١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ عَائِشَةُ قُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ أَبُوهَا قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ عُمَرُ فَعَدَّ رِجَالًا-

৫৯৬১. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে যাতুস-সালাসিলের সৈন্য বাহিনীর সাথে পাঠালেন, তখন আমি রাসূলের কাছে এসে বললাম, আপনার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় কে? তিনি বললেন, আয়েশা। আমি বললাম, পুরুষদের মধ্যে? তিনি বললেন ঃ আয়েশার পিতা। আমি বললাম, এরপর? তিনি বললেন ঃ উমর। এরপর তিনি আরো কয়েকজনের নাম উল্লেখ করলেন।

٥٩٦٢- وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنِ ابْنِ أَبِي

مُلَيْكَةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَسُئِلَتْ مَنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُسْتَخْلِفًا لَوْ اسْتَخْلَفَهُ قَالَتْ اَبُوْ بَكْرٍ فَقِيْلَ لَهَا ثُمَّ مَنْ بَعْدَ اَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ عُمَرُ ثُمَّ قِيْلَ لَهَا مَنْ بَعْدَ عُمَرَ قَالَتْ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ثُمَّ انْتَهَتْ اِلٰى هٰذَا-

৫৯৬২. হাসান ইবন আলী হুলওয়ানী ও আবদ ইবন হুমায়দ (র) ... ইবন আবূ মুলায়কা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা) থেকে শুনেছি, তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যদি কাউকে খলীফা বানাতেন তাহলে কাকে বানাতেন? আয়েশা (রা) বললেন, আবূ বকরকে। প্রশ্ন করা হলো, আবূ বকরের পর কাকে? বললেন, উমরকে। প্রশ্ন করা হলো, উমরের পর কাকে? তিনি বললেন, আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহকে। এ পর্যন্ত বলেই তিনি শেষ করলেন।

٥٩٦٣- حَدَّثَنِيْ عَبَّادُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ امْرَاَةً سَاَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا فَاَمَرَهَا اَنْ تَرْجِعَ اِلَيْهِ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ جِئْتُ فَلَمْ اَجِدْكَ قَالَ اَبِيْ كَاَنَّهَا تَعْنِيْ الْمَوْتَ قَالَ فَاِنْ لَمْ تَجِدِيْنِيْ فَاْتِيْ اَبَا بَكْرٍ-

৫৯৬৩. আব্বাদ ইবন মূসা (র) ..... জুবায়র ইবন মুত্'ইম (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে কিছু জিজ্ঞাসা করলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে অন্য সময় আসার জন্য বললেন। মহিলাটি বললো, যদি আমি এসে আপনাকে আর না পাই তবে (মহিলাটি মৃত্যুর ব্যাপারেই বলেছিলেন)? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যদি আমাকে না পাও তবে আবূ বকর-এর কাছে এসো।

٥٩٦٤- وَحَدَّثَنِيْهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَنَّ اَبَاهُ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ امْرَاَةً اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَكَلَّمَتْهُ فِيْ شَيْءٍ فَاَمَرَهَا بِاَمْرٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِ عَبَّادِ بْنِ مُوْسٰى-

৫৯৬৪. হাজ্জাজ ইবনুশ্ শায়ির (র)..... মুহাম্মদ ইবন জুবায়র ইবন মুতইম (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা জুবায়র ইবন মুতইম তাঁকে বলেছেন যে, একজন স্ত্রীলোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে তাঁকে কিছু বললে তিনি স্ত্রীলোকটিকে আব্বাদ ইবন মূসা (র)-এর হাদীসের অনুরূপ নির্দেশ দিলেন।

٥٩٦٥- حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ ابْنُ كَيْسَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ مَرَضِهِ اُدْعِيْ لِيْ اَبَا بَكْرٍ اَبَاكِ وَاَخَاكِ حَتّٰى اَكْتُبَ كِتَابًا فَاِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يَتَمَنّٰى مُتَمَنٍّ وَيَقُوْلَ قَائِلٌ اَنَا اَوْلٰى وَيَاْبَى اللّٰهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اِلَّا اَبَا بَكْرٍ-

৫৯৬৫. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে তাঁর রোগ শয্যায় বললেন ঃ তোমার আব্বা ও ভাইকে তুমি ডাক। আমি একটা পত্র লিখে দিই। কেননা আমি ভয় করছি যে, কোন আশা পোষণকারী আশা করবে, আর কেউ বলবে, আমিই শ্রেষ্ঠ। অথচ আবূ বকর ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহ্ অস্বীকার করেন এবং মুসলমানরাও অস্বীকার করে।

٥٩٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيَّ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا قَالَ فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا قَالَ فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا قَالَ فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا اجْتَمَعْنَ فِي أَمْرٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ-

৫৯৬৬. মুহাম্মদ ইব্ন আবূ উমর মাক্কী (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আজ তোমাদের মধ্যে কে সিয়াম পালনকারী ? আবূ বকর (রা) বললেন, আমি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে আজ একটা জানাযাকে অনুসরণ করেছ? আবূ বকর (রা) বললেন, আমি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে একজন মিসকীনকে আজ আহার করিয়েছ? আবূ বকর (রা) বললেন, আমি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে আজ একজন রোগীকে দেখতে গিয়েছে? আবূ বকর (রা) বললেন, আমি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যার মাঝে এ কাজগুলোর সমাবেশ ঘটেছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

٥٩٦٧- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً لَهُ قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ الْبَقَرَةُ فَقَالَتْ إِنِّي لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا وَلَكِنِّي إِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ تَعَجُّبًا وَفَزَعًا أَبَقَرَةٌ تَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنِّي أُومِنُ بِهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَا رَاعٍ فِي غَنَمِهِ عَدَا عَلَيْهِ الذِّئْبُ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَبَهُ الرَّاعِي حَتَّى اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الذِّئْبُ فَقَالَ لَهُ مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِي فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنِّي أُومِنُ بِذَلِكَ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ-

৫৯৬৭. আবূ তাহির আহ্মদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ ও হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি পিঠে বোঝা দিয়ে একটি গাভীকে হাঁকাচ্ছিল। গাভীটি লোকটির দিকে চেয়ে বললো, আমাকে তো এজন্য সৃষ্টি করা হয়নি, আমার সৃষ্টি তো হাল-চাষ করার জন্য।

লোকেরা আশ্চর্যান্বিত ও ভীত হয়ে বলে উঠলো, সুবহানাল্লাহ্! গাভী কথা বলে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এটা আমি বিশ্বাস করি এবং আবূ বকর, উমারও বিশ্বাস করে। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এক রাখাল ছাগল চরাচ্ছিল। এমন সময় একটি নেকড়ে এসে একটা ছাগল নিয়ে গেলে রাখাল নেকড়ের থেকে ছাগলটিকে মুক্ত করলো। তখন নেকড়ে রাখালটির দিকে তাকিয়ে বললো, যে দিন আমি ছাড়া আর কোন রাখাল থাকবে না, সেদিন বকরীগুলোকে কে রক্ষা করবে? লোকেরা বলে উঠলো, সুবহানাল্লাহ্! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমি, আবূ বকর এবং উমার এ ব্যাপারটি বিশ্বাস করি।

٥٩٦٨- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قِصَّةَ الشَّاةِ وَالذِّئْبِ وَلَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ الْبَقَرَةِ-

৫৯৬৮. আবদুল মালিক ইব্‌ন শুয়ায়ব ইব্‌ন লাইস (র) এ সনদেই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, যাতে রাখাল ও ছাগলের কাহিনী রয়েছে, কিন্তু গাভীর বিষয়টি তিনি উল্লেখ করেন নি।

٥٩٦٩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَجِ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَفِي حَدِيثِهِمَا ذِكْرُ الْبَقَرَةِ وَالشَّاةِ مَعًا وَقَالَا فِي حَدِيثِهِمَا فَإِنِّي أُومِنُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا هُمَا ثَمَّ-

৫৯৬৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফে' (র)..... আবূ হুরায়রা (রা)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যুহরী (র) সূত্রে ইউনুস বর্ণিত হাদীসের সমর্থনে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁদের হাদীসে একই সাথে গাভী ও ছাগলের কাহিনী রয়েছে। তাদের দু'জনের বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ এ ব্যাপারটি আমি, আবূ বকর এবং উমার বিশ্বাস করি। তাঁরা দু'জন তখন সামনে ছিলেন না।

٥٩٧٠- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرٍ كِلَاهُمَا عَنْ سَعْدِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৫৯৭০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না, ইব্‌ন বাশ্‌শার ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٥٥- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

৩৫৫. উমার (রা)-এর ফযীলত

٥٩٧١- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ

بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ وُضِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى سَرِيرِهِ فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُثْنُونَ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ وَأَنَا فِيهِمْ قَالَ فَلَمْ يَرُعْنِي إِلاَّ بِرَجُلٍ قَدْ أَخَذَ بِمَنْكِبِي مِنْ وَرَائِي فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ عَلِيٌّ فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ وَقَالَ مَا خَلَّفْتَ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ وَايْمُ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ لأَظُنُّ أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ وَذَاكَ أَنِّي كُنْتُ أَكْثِرُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ جِئْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَإِنْ كُنْتُ لأَرْجُو أَوْ لأَظُنُّ أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَهُمَا-

৫৯৭১. সাঈদ ইবন আমর আল-আশ'আসী, আবুর রবী' আল-আতাকী ও আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আলা (র) ... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা)-কে তাঁর খাটিয়ায় রাখা হলে লোকেরা তাঁর পাশে জমা হয়ে দু'আ, প্রশংসা ও রহম কামনা করছিলো, তখনও তাঁর জনাযা হয় নি। আমিও লোকদের সঙ্গে ছিলাম। এক ব্যক্তি পেছন থেকে আমার কাঁধে হাত রাখলে আমি ভয় পেলাম। ফিরে দেখি আলী (রা)। তিনি বললেন, আল্লাহ্ উমার (রা)-এর উপর রহম করুন। তারপর উমারকে সম্বোধন করে বললেন, হে উমার! আপনি আপনার চেয়ে বেশি প্রিয় কোন ব্যক্তি রেখে যাননি যার আমল এমন যে, তার মত আমল নিয়ে আমি আল্লাহ্র সাথে মিলিত হতে পসন্দ করি। আল্লাহ্র শপথ! আমার মনে হয়, আল্লাহ্ আপনাকে আপনার দুই সাথীর সংগেই রাখবেন। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে প্রায়ই বলতে শুনেছি, আমি, আবূ বকর ও উমার এসেছি; প্রবেশ করেছি আমি আবূ বকর ও উমার; বেরও হয়েছি আমি, আবূ বকর ও উমার। এ জন্যে আমার দৃঢ় আশা ও বিশ্বাস এই যে, আল্লাহ্ আপনাকে তাঁদের সাথেই রাখবেন।

٥٩٧٢- وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ-

৫৯৭২. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (রা)..... উমার ইবন সাঈদ (রা) থেকে একই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٥٩٧٣- حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لَهُمْ قَالَ قَالُوا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ وَمَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ قَالُوا مَاذَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الدِّينَ-

৫৯৭৩. মানসূর ইব্‌ন আবূ মুযাহিম ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, দেখি আমার সামনে লোকদের আনা হচ্ছে, এদের পরনে জামা। কারো জামা বুক পর্যন্ত কারো বা এর নীচে। উমারকে আনা হলো তার গায়ের জামাটির ঝুল মাটিতে গিয়ে ঠেকেছিল। লোকেরা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি এর ব্যাখ্যা কি করেন? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ দীন।

٥٩٧٤- حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ رَأَيْتُ قَدَحًا أُتِيتُ بِهِ فِيهِ لَبَنٌ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَجْرِي فِي أَظْفَارِي ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالُوا فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْعِلْمَ-

৫৯৭৪. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার ইব্‌ন খাত্তাব তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি ঘুমিয়ে আছি, দেখলাম দুধ ভর্তি একটি পেয়ালা আনা হলো। আমি তা থেকে পান করলাম এবং আমার মুখে তৃপ্তি ও সজীবতা ফুটে উঠলো। এরপর যা বেঁচে রইল তা উমার ইব্‌নুল খাত্তাবকে দিলাম। লোকেরা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এর ব্যাখ্যা কি? তিনি বললেন, 'ইল্‌ম'।

٥٩٧٥- وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ بِإِسْنَادِ يُونُسَ نَحْوَ حَدِيثِهِ-

৫৯৭৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, হুলওয়ানী ও আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ..... সালিহ্ (রা) থেকে ইউনুসের সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٩٧٦- وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ عَلَيْهَا دَلْوٌ فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ بِهَا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضُعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَأَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ-

৫৯৭৬. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আমি ঘুমের মধ্যে দেখলাম একটি কূপ, এতে একটি বালতি। আমি আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা মতো পানি তুললাম। এরপর আবূ কুহাফার পুত্র বালতি হাতে নিলো এবং এক বা দুই বালতি পানি তুললো। তাঁর উত্তোলনে দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করে দিন। বালতিটি এবার বড় হয়ে গেল। ইব্‌ন খাত্তাব সেটি নিলো। আমি উমার ইব্‌ন খাত্তাবের মতো পারদর্শী পানি উত্তোলনকারী আর কাউকে দেখি নি। তখন লোকেরা নিজেদের উটগুলোকে পানি পান করিয়ে বিশ্রামের স্থানে নিয়ে গেলো।

٥٩٧٧- حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ جَدِّيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَالْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ صَالِحٍ بِإِسْنَادِ يُوْنُسَ نَحْوَ حَدِيْثِهِ-

৫৯৭৭. আবদুল মালিক ইবন শুয়ায়ব ইবন লাইস (র)..... সালিহ্ (র) থেকে ইউনুস (র)-এর সনদে অনুরূপ পাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٩٧٨- حَدَّثَنَا الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ صَالِحٍ قَالَ قَالَ الْأَعْرَجُ وَغَيْرُهُ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ أَبِيْ قُحَافَةَ يَنْزِعُ بِنَحْوِ حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ-

৫৯৭৮. হুলওয়ানী ও আবদ ইবন হুমায়দ (র)....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ইবন আবূ কুহাফাকে পানি তুলতে দেখেছি..... পরবর্তী অংশ যুহরীর হাদীসের অনুরূপ।

٥٩٧٩- حَدَّثَنِيْ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا يُوْنُسَ مَوْلَى أَبِيْ هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُرِيْتُ أَنِّيْ أَنْزِعُ عَلَى حَوْضِيْ أَسْقِي النَّاسَ فَجَاءَنِيْ أَبُوْ بَكْرٍ فَأَخَذَ الدَّلْوَ مِنْ يَدِيْ لِيُرَوِّحَنِيْ فَنَزَعَ دَلْوَيْنِ وَفِيْ نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَهُ فَجَاءَ ابْنُ الْخَطَّابِ فَأَخَذَ مِنْهُ فَلَمْ أَرَ نَزْعَ رَجُلٍ قَطُّ أَقْوَى حَتّٰى تَوَلَّى النَّاسُ وَالْحَوْضُ مَلْآنُ يَتَفَجَّرُ-

৫৯৭৯. আহ্মদ ইবন আবদুর রহমান ইবন ওয়াহ্ব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ঘুমের মধ্যে আমি দেখলাম, আমার হাউয হতে পানি উত্তোলন করছি। আর লোকদের পানি দিচ্ছি। আবূ বকর এসে আমাকে বিশ্রাম করতে দেয়ার জন্য আমার হাত থেকে বালতি নিয়ে দু'বালতি পানি উঠালেন এবং তার উত্তোলনে দুর্বলতা ছিলো। আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করুন। এরপর ইবন খাত্তাব এসে তার হাত থেকে বালতি নিলেন। তার চেয়ে অধিক শক্তিশালী উত্তোলনকারী আমি আর কোনদিন দেখি নি। লোকেরা তৃপ্ত হয়ে ফিরে গেলো আর তখন হাউয পরিপূর্ণ প্রবাহিত ছিল।

٥٩٨٠- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِيْ بَكْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ بَكْرِ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ كَأَنِّيْ أَنْزِعُ بِدَلْوِ بَكْرَةَ عَلٰى قَلِيْبٍ فَجَاءَ أَبُوْ بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوْبًا أَوْ ذَنُوْبَيْنِ فَنَزَعَ نَزْعًا ضَعِيْفًا وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَاسْتَقٰى فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِيْ فَرِيَّهُ حَتّٰى رَوِيَ النَّاسُ وَضَرَبُوْا الْعَطَنَ-

৫৯৮০. আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন নুমায়র (র)..... আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম যেন ভোরে বালতি দ্বারা একটি কূয়া থেকে পানি উঠাচ্ছি। তখন আবূ বকর এসে এক বালতি বা দুই বালতি তুললেন। তাঁর উত্তোলনে ছিল দুর্বলভাব। আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করুন। এরপর উমার এসে পানি তোলা শুরু করলেন। আর বালতিটি বিরাট আকার ধারণ করল। লোকদের মাঝে এত বড় সবল জওয়ান আমি আর দেখি নি যে, তার মত কাজ করে। এমন কি লোকেরা তৃপ্তি লাভ করল এবং সেখানে উটশালা বানিয়ে ফেলল।

٥٩٨١- وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رُؤْيَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ-

৫৯৮১. আহ্মাদ ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন ইউনুস (র) ..... আবদুল্লাহ্ তাঁর পিতা (রা) থেকে আবূ বকর ও উমার (রা) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর স্বপ্ন তাঁদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٩٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَا جَابِرًا يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ وَعَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ فِيهَا دَارًا أَوْ قَصْرًا فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا فَقَالُوا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ أَيْ رَسُولَ اللَّهِ أَوَ عَلَيْكَ يُغَارُ-

৫৯৮২. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন নুমায়র ও যুহায়র ইবন হারব (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম, ওখানে একটা বাড়ি বা প্রাসাদ দেখলাম। বললাম, এটা কার? লোকেরা বললো, উমার ইবনুল খাত্তাবের। আমি এতে প্রবেশের ইচ্ছা করলাম। তখনি তোমার আত্মসম্মানবোধের কথা আমার মনে পড়লো। এ কথা শুনে উমার (রা) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আত্মমর্যাদাবোধ কি আপনার প্রতিও চলে?

٥٩٨٣- وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو وَابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرٍ-

৫৯৮৩. ইসহাক ইবন ইবরাহীম, আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও আমরুন-নাকিদ (র) ..... জাবির (রা) থেকে ইবন নুমায়র ও যুহায়রের সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٩٨٤ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا امْرَأَةٌ تَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا فَقَالُوا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرْتُ غَيْرَةَ عُمَرَ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَبَكَى عُمَرُ وَنَحْنُ جَمِيعًا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَلَيْكَ أَغَارُ -

وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫৯৮৪. হারমালা ইবন ইয়াহ্ইয়া (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে আমাকে আমি জান্নাতে দেখতে পাই। ওখানে একটি প্রাসাদের কোণে একজন মহিলা উযূ করছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এটি কার? তারা বললো উমার ইবনুল খাত্তাবের। তখন উমারের আত্মসম্মানবোধের কথা আমার মনে পড়ে, আমি ফিরে চলে এলাম। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, একথা শুনে উমার (রা) কাঁদতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে আমরা সবাই এ মজলিসে ছিলাম। তারপর উমার (রা) বললেন, আপনার উপর আমার মা-বাবা কুরবান হোক, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার প্রতি কি আমি আত্মসম্মানবোধ দেখাবো?

আমরুন-নাকিদ, হাসান হুলওয়ানী ও আবদ ইবন হুমায়দ (র) ..... ইবন শিহাব (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٥٩٨٥- حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنِي وَقَالَ حَسَنٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحُمَيْدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ سَعْدًا قَالَ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضْحَكُ فَقَالَ عُمَرُ أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَجِبْتُ مِنْ هَؤُلَاءِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ قَالَ عُمَرُ فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يَهَبْنَ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ أَيْ عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ أَتَهَبْنَنِي وَلَا تَهَبْنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُلْنَ نَعَمْ أَنْتَ أَفَظُّ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ

ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا اِلاَّ سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ-

৫৯৮৫ মানসূর ইবন আবূ মুযাহিম, হাসান হুলওয়ানী ও আবদ ইবন হুমায়দ (র)..... সা'দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমার (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলে তখন কুরায়শ মহিলারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে আলাপরত ছিল এবং উচ্চস্বরে তারা বেশি বেশি কথা বলছিল। যখন উমার (রা) অনুমতি চাইলেন, এরা উঠে আড়ালে চলে গেলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে অনুমতি দিলেন এবং তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাসছিলেন। উমার বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র আপনার মুখকে হাস্যোজ্জ্বল রাখুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমি এদের ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করছি যারা আমার কাছে বসা ছিল; আর তোমার শব্দটি শোনামাত্রই আড়ালে চলে গেল। উমার (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনাকেই তো এদের বেশি ভয় করা উচিত। এরপর উমার (রা) বললেন, ওহে! নিজের প্রাণের শত্রুরা! তোমরা আমাকে ভয় কর আর আল্লাহ্র রাসূলকে ভয় কর না! তারা বললো, হ্যাঁ, তুমি তো আল্লাহ্র রাসূলের চেয়ে বেশি কঠোর এবং রাগী। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! শয়তান যখন তোমাকে কোন পথে চলতে দেখে, তখন সে তোমার পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরে চলে।

٥٩٨٦- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سُهَيْلٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ قَدْ رَفَعْنَ اَصْوَاتَهُنَّ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا اسْتَاْذَنَ عُمَرُ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ الزُّهْرِىِّ-

৫৯৮৬. হারুন ইবন মারূফ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উমার ইবন খাত্তাব (রা) এলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট কিছু স্ত্রীলোক উচ্চস্বরে কথা বলছিল। যখন উমার প্রবেশের অনুমতি চাইলেন, মহিলারা সব তৎক্ষণাৎ আড়ালে চলে গেল। পরবর্তী অংশ যুহরী (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٩٨٧- حَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ قَدْ كَانَ يَكُوْنُ فِى الْاُمَمِ قَبْلَكُمْ مُحَدَّثُوْنَ فَاِنْ يَكُنْ فِىْ اُمَّتِىْ مِنْهُمْ اَحَدٌ فَاِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ -

قَالَ ابْنُ وَهْبٍ تَفْسِيْرُ مُحَدَّثُوْنَ مُلْهَمُوْنَ-

৫৯৮৭. আবূ তাহির আহ্মদ ইবন আমর ইবন সারহ্ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতসমূহের মধ্যে কিছু লোক ছিলেন মুহাদ্দাস, আমার উম্মাতের মধ্যে যদি কেউ এমন থেকে থাকে তবে সে উমার ইবনুল খাত্তাবই হবে।

ইবন ওয়াহব (রা) বলেন 'মুহাদ্দাস'-এর ব্যাখ্যা হল যার উপর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ইলহাম হয়।

٥٩٨٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫৯৮৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, আমরুন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... সা'দ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٩٨٩- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ جُوَيْرِيَةُ بْنُ اَسْمَاءَ اَخْبَرَنَا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَافَقْتُ رَبِّيْ فِيْ ثَلاَثٍ فِيْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ وَفِي الْحِجَابِ وَفِيْ اُسَارٰى بَدْرٍ-

৫৯৮৯. উক্‌বা ইব্‌ন মুকরিম আম্মী (র)..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত উমার (রা) বলেছেন যে, তিনটি বিষয়ে আমি আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার অনুরূপ পূর্বেই মত ব্যক্ত করেছি। মাকামে ইব্‌রাহীমে সালাত আদায় সম্পর্কে, মহিলাদের পর্দা এবং বদরের যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে।

٥٩٩٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَيِّ ابْنُ سَلُوْلَ جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلَهُ اَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيْصَهُ اَنْ يُكَفِّنَ فِيْهِ اَبَاهُ فَاَعْطَاهُ ثُمَّ سَأَلَهُ اَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَامَ عُمَرُ فَاَخَذَ بِثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَتُصَلِّيْ عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا خَيَّرَنِيَ اللّٰهُ فَقَالَ : اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْلاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً وَسَاَزِيْدُ عَلٰى سَبْعِيْنَ قَالَ اِنَّهُ مُنَافِقٌ فَصَلّٰى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ وَلاَ تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا وَلاَتَقُمْ عَلٰى قَبْرِهِ الاٰيَةَ-

৫৯৯০. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূল মারা যায়, তখন তার পুত্র আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে আরয করলেন, তিনি যেন নিজ জামা তাঁর পিতার কাফনের জন্য দান করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে দান করলেন। তারপর আবদুল্লাহ্ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তাঁর পিতার জানাযা পড়ার অনুরোধ জানালেন। তিনি তার জানাযা পড়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। তখন উমার (রা) দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পরিধেয় বস্ত্র ধরে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি ওর জানাযা পড়বেন অথচ আল্লাহ্ আপনাকে তার জানাযা পড়তে নিষেধ করেছেন? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আল্লাহ্ অবশ্য আমাকে ইখতিয়ার দিয়েছেন। বলেছেন : "আপনি তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন আর নাই করুন যদি আপনি সত্তরবারও এদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন"..... (৯ : ৮০) সুতরাং আমি সত্তরবারের চেয়েও বেশি ক্ষমা চাইবো। উমর (রা) বললেন, সে তো মুনাফিক। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার জানাযা পড়লেন। তখন আল্লাহ্ তাআলা আয়াত অবতীর্ণ করলেন : "মুনাফিকদের মধ্যে কেউ মরে গেলে কখনো তার জানাযা পড়বেন না; আর তার কবরের পাশেও দাঁড়াবেন না" (৯ : ৮৪)।

٥٩٩١- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ فِيْ مَعْنٰى حَدِيْثِ اَبِيْ اُسَامَةَ وَزَادَ قَالَ فَتَرَكَ الصَّلٰوةَ عَلَيْهِمْ-

৫৯৯১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (রা)..... উবায়দুল্লাহ্ (রা) থেকে এ সনদে আবূ উসামার হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং অতিরিক্ত বলেছেন, "এরপর তিনি তাদের উপর জানাযা পড়া ছেড়ে দেন।"

٣٥٦- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ-

৩৫৬. হযরত উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-এর ফযীলত

٥٩٩٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنُوْنَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِيْ حَرْمَلَةَ عَنْ عَطَاءِ وَسُلَيْمَانَ ابْنَيْ يَسَارٍ وَاَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُضْطَجِعًا فِيْ بَيْتِيْ كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ اَوْ سَاقَيْهِ فَاسْتَاْذَنَ اَبُوْ بَكْرٍ فَاَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلٰى تِلْكَ الْحَالِ فَتَحَدَّثَ ثُمَّ اسْتَاْذَنَ عُمَرُ فَاَذِنَ لَهُ وَهُوَ كَذٰلِكَ فَتَحَدَّثَ ثُمَّ اسْتَاْذَنَ عُثْمَانُ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَسَوّٰى ثِيَابَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَلاَ اَقُوْلُ ذٰلِكَ فِيْ يَوْمٍ وَاحِدٍ فَدَخَلَ فَتَحَدَّثَ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ دَخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ فَلَمْ تَهْتَشْ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَلَمْ تَهْتَشْ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسْتَ وَسَوَّيْتَ ثِيَابَكَ فَقَالَ اَلاَ اَسْتَحْيِيْ مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحْيِيْ مِنْهُ الْمَلاَئِكَةُ-

৫৯৯২. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আইয়ূব, কুতায়বা ও ইব্‌ন হাজর (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ঘরে শোয়া ছিলেন তাঁর উরু অথবা পা খোলা ছিল। আবূ বকর (রা) এসে অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিলেন এবং এ অবস্থাতেই কথাবার্তা বললেন। এরপর উমর (রা) অনুমতি চাইলে অনুমতি দিলেন এবং এ অবস্থায়ই কথাবার্তা বললেন। উসমান (রা) অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উঠে বসলেন এবং কাপড় ঠিক করলেন। রাবী মুহাম্মদ বলেন, এ ব্যাপারটি একই দিনে ঘটেছে বলে আমি বলতে পারি না। এরপর উসমান (রা) এসে কথা বলে চলে যাওয়ার পর আয়েশা (রা) বললেন, আবূ বকর (রা) এলেন, আপনি আনন্দিত হলেন না এবং কোন খেয়াল করলেন না। উমর (রা) এলেন, আপনি আনন্দিত হলেন না এবং কোন খেয়াল করলেন না। উসমান (রা) আসতেই আপনি উঠে বসলেন এবং কাপড় ঠিক করে নিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমি কি সে ব্যক্তিকে লজ্জা করবো না, ফিরিশ্‌তারা যাকে লজ্জা করে থাকেন।

٥٩٩٣- حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ جَدِّيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ وَعُثْمَانَ حَدَّثَاهُ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ اسْتَاْذَنَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ

عَلَى فِرَاشِهِ لَابِسُ مِرْطَ عَائِشَةَ فَأَذِنَ لِأَبِي بَكْرٍ وَهُوَ كَذَلِكَ فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ قَالَ عُثْمَانُ ثُمَّ اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَجَلَسَ وَقَالَ لِعَائِشَةَ اجْمَعِي عَلَيْكِ ثِيَابَكِ فَقَضَيْتُ إِلَيْهِ حَاجَتِي ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي لَمْ أَرَكَ فَزِعْتَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ كَمَا فَزِعْتَ لِعُثْمَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ عُثْمَانَ رَجُلٌ حَيِيٌّ وَإِنِّي خَشِيتُ إِنْ أَذِنْتُ لَهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ أَنْ لَا يَبْلُغَ إِلَيَّ فِي حَاجَتِهِ-

৫৯৯৩. আবদুল মালিক ইব্‌ন শু'য়ায়ব ইব্‌ন লাইস ইব্‌ন সা'দ (র) ..... নবী পত্নী আয়েশা ও উসমান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন নিজের বিছানায় আয়েশার চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে ছিলেন। তিনি আবূ বকরকে অনুমতি দিলেন। আর তিনি এ অবস্থায়ই রইলেন। আবূ বকর (রা) তাঁর প্রয়োজনে শেষ করে চলে গেলেন। এরপর উমার (রা) অনুমতি চাইলে তাঁকে অনুমতি দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এ অবস্থায়ই রইলেন। উমার (রা) তাঁর কাজ সেরে চলে গেলেন। উসমান (রা) বলেন, এরপর আমি অনুমতি চাইলাম, তিনি উঠে বসে পড়লেন এবং আয়েশাকে বললেন, ভালোমতো তোমার গায়ে কাপড় ঠিক করে নাও। আমি আমার কাজ শেষ করে চলে গেলে আয়েশা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কি ব্যাপার, আবূ বকর ও উমার (রা) এলে আপনাকে এমন ব্যতিব্যস্ত হতে দেখলাম না, যেমন উসমান আসতেই আপনি ব্যতিব্যস্ত হলেন! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ উসমান (রা) বড়ই লাজুক পুরুষ। তাই আমি ভাবলাম, এ অবস্থায় তাকে আসতে বললে হয়ত সে তার প্রয়োজন আমার কাছে পেশ করতে পারবে না।

٥٩٩٤- حَدَّثَنَاهُ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ وَعَائِشَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ-

৫৯৯৪. আমরুন-নাকিদ, হাসান ইব্‌ন আলী হুলওয়ানী ও আব্দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ..... উসমান ও আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ বকর সিদ্দীক (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন... পরবর্তী অংশ যুহরী (র) থেকে উকায়ল (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٥٩٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ مُتَّكِئٌ يَرْكُزُ بِعُودٍ مَعَهُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ إِذَا اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ فَقَالَ افْتَحْ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ

افْتَحْ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ فَذَهَبْتُ فَإِذَا هُوَ عُمَرُ فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ قَالَ فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ افْتَحْ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تَكُونُ قَالَ فَذَهَبْتُ فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ فَفَتَحْتُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ وَقُلْتُ الَّذِي قَالَ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَبْرًا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ-

৫৯৯৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না আনাযী (র) ..... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনার একটি বাগানে হেলান দিয়ে বসা অবস্থায় একটি লাকড়ি কাদামাটিতে গাড়তে চেষ্টা করছিলেন। এমন সময় কেউ দরজা খোলার অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ খুলে দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। তখন আমি দেখি তিনি আবূ বকর (রা)। আমি দরজা খুললাম এবং তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দিলাম। এরপর আরেক ব্যক্তি দরজা খোলার অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ খুলে দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। তখন আমি গিয়ে দেখলাম তিনি উমর (রা)। দরজা খুলে দিলাম এবং তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দিলাম। এরপর আরেক ব্যক্তি দরজা খোলার অনুমতি চাইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সোজা হয়ে বসে পড়লেন এবং বললেন ঃ দরজা খুলে দাও এবং তাঁকে আসন্ন বিপদসহ জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আমি গিয়ে দেখি তিনি উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)। আমি দরজা খুলে দিয়ে তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দিলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছেন তার উল্লেখ করলাম। উসমান (রা) বললেন ঃ "হে আল্লাহ্! আমাকে ধৈর্য দান কর। আল্লাহ্‌র কাছে আমি সাহায্য প্রার্থনা করছি।

٥٩٩٦- حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ حَائِطًا وَأَمَرَنِي أَنْ أَحْفَظَ الْبَابَ بِمَعْنَى حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ-

৫৯৯৬. আবূ রবী আতাকী (র)..... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি বাগানে গেলেন এবং আমাকে দরজায় প্রহরা দিতে বললেন..... এরপর উসমান ইব্‌ন গিয়াস (র) বর্ণিত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেন।

٥٩٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ الْيَمَامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ عَنْ شَرِيكِ ابْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ لَأَلْزَمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هَذَا قَالَ فَجَاءَ الْمَسْجِدَ فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا خَرَجَ وَجَّهَ هَاهُنَا قَالَ فَخَرَجْتُ عَلَى أَثَرِهِ أَسْأَلُ عَنْهُ حَتَّى دَخَلَ بِئْرَ أَرِيسٍ قَالَ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ وَبَابُهَا مِنْ جَرِيدٍ حَتَّى قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَاجَتَهُ وَتَوَضَّأَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ جَلَسَ عَلَى بِئْرِ أَرِيسٍ وَتَوَسَّطَ قُفَّهَا وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِئْرِ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ فَقُلْتُ لَأَكُونَنَّ بَوَّابَ رَسُولِ اللَّهِ

ﷺ الْيَوْمَ فَجَاءَ أَبُوْ بَكْرٍ فَدَفَعَ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ فَقُلْتُ عَلٰى رِسْلِكَ قَالَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا أَبُوْ بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ فَأَقْبَلْتُ حَتّٰى قُلْتُ لِأَبِيْ بَكْرٍ ادْخُلْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ قَالَ فَدَخَلَ أَبُوْ بَكْرٍ فَجَلَسَ عَنْ يَمِيْنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَعَهُ فِي الْقُفِّ وَدَلّٰى رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ كَمَا صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ وَقَدْ تَرَكْتُ أَخِيْ يَتَوَضَّأُ وَيَلْحَقُنِيْ فَقُلْتُ إِنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِفُلَانٍ يُرِيْدُ أَخَاهُ خَيْرًا يَأْتِ بِهِ فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ عَلٰى رِسْلِكَ ثُمَّ جِئْتُ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ هٰذَا عُمَرُ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَجِئْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ أْذَنْ وَيُبَشِّرُكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ قَالَ فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الْقُفِّ عَنْ يَسَارِهِ وَدَلّٰى رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ إِنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا يَعْنِيْ أَخَاهُ يَأْتِ بِهِ فَجَاءَ إِنْسَانٌ فَحَرَّكَ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقُلْتُ عَلٰى رِسْلِكَ قَالَ وَجِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ مَعَ بَلْوٰى تُصِيْبُهُ قَالَ فَجِئْتُ فَقُلْتُ ادْخُلْ وَيُبَشِّرُكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ مَعَ بَلْوٰى تُصِيْبُكَ قَالَ فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِئَ فَجَلَسَ وُجَاهَهُمْ مِنْ شَقِّ الْآخَرِ قَالَ شَرِيْكٌ فَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فَأَوَّلْتُهَا قُبُوْرَهُمْ-

وَحَدَّثَنِيْهِ أَبُوْ بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ نَمِرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيُّ هَاهُنَا وَأَشَارَ لِيْ سُلَيْمَانُ إِلٰى مَجْلِسِ سَعِيْدٍ نَاحِيَةَ الْمَقْصُوْرَةِ قَالَ أَبُوْ مُوْسَى خَرَجْتُ أُرِيْدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَلَكَ فِي الْأَمْوَالِ فَتَبِعْتُهُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ دَخَلَ مَالًا فَجَلَسَ فِي الْقُفِّ وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّهُمَا فِي الْبِئْرِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ سَعِيْدٍ فَأَوَّلْتُهَا قُبُوْرَهُمْ-

৫৯৯৭. মুহাম্মদ ইবন মিসকীন ইয়ামামী (র) ..... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তাঁর বাড়ি থেকে উযূ করে বের হয়ে এসে বলেন, আজকের দিন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে থাকব। তিনি মসজিদে আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। লোকেরা বললো, এ দিকে গিয়েছেন। আবূ মূসা (রা) লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করে করে তাঁর পদাংক অনুসরণ করে বীরে আরীসে গিয়ে পৌঁছলেন। আবূ মূসা (রা) বলেন, আমি দরজায় বসলাম। এর দরজাটি ছিল কাঠের। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কাজ সেরে উযূ করলে আমি তাঁর

কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আরীস কূপের উপর বসা ছিলেন অর্থাৎ তার কিনারের মধ্যে তাঁর পা দুটো নলা পর্যন্ত খোলা এবং কূপের ভেতর ঝুলন্ত ছিল। আমি তাঁকে সালাম দিয়ে দরজার কাছে চলে গেলাম। বললাম, আমি আজ অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দারোয়ান হবো। আবূ বকর (রা) এসে দরজায় ডাক দিলে আমি বললাম কে? বললেন, আবূ বকর। আমি বললাম, দাঁড়ান! এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আবূ বকর (রা) এসেছেন এবং অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বললেন ঃ তাকে আসার অনুমতি এবং জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আমি এগিয়ে গিয়ে আবূ বকরকে বললাম, প্রবেশ করুন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। আবূ বকর (রা) প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ডানদিকে কূপের কিনারায় কূপে পা ঝুলিয়ে বসলেন আর পা দুটো নলা পর্যন্ত খোলা রাখলেন যেমনটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ করেছেন। এরপর আমি ফিরে এসে বসে পড়লাম। আমি আমার ভাইকে রেখে এসেছিলাম, তিনি উযূ করছিলেন। তিনি আমার সাথে দেখা করবেন। আমি মনে করলাম, আল্লাহ্ তা'আলা যদি তাঁর কল্যাণ চান তাহলে তাঁকে এখনই এনে দেবেন। এমন সময় একজন মানুষ দরজা নাড়লো। বললাম, কে? উত্তর দিলো, উমার (রা) ইবনুল খাত্তাব। বললাম, দাঁড়ান! পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বললাম, উমার (রা) এসেছেন, তিনি প্রবেশের অনুমতি চান। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ অনুমতি দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। উমরের কাছে এসে বললাম, আসুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন। উমার (রা) প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বামপাশের কিনারায় কূপে পা ঝুলিয়ে বসলেন। আমি ফিরে এসে বসে পড়লাম, বললাম, আল্লাহ্ যদি আমার ভাইয়ের কল্যাণ চান তা'হলে তাঁকে এনে দেবেন। একজন লোক এসে দরজা নাড়লো। আমি বললাম, কে? বললো, উসমান ইবন আফ্ফান। বললাম, দাঁড়ান! আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে খবর দিলাম। তিনি বললেন ঃ তাকে ঢুকতে দাও এবং আসন্ন বিপদের সাথে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আমি এসে বললাম, প্রবেশ করুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনাকে একটি আসন্ন বিপদের সাথে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন। উসমান (রা) প্রবেশ করে দেখলেন কূপের একপাশ ভরে গেছে। তিনি তাঁদের মুখোমুখি হয়ে কূপের অন্যপার্শ্বে বসলেন। শুরাইক (র) বলেন, সাঈদ ইবন মুসায়্যিব (র) বলেন, আমি এ বৈঠকের ব্যাখ্যা করলাম যে, এ হচ্ছে তাঁদের কবর-এর অবস্থান।

আবূ বকর ইবন ইসহাক (র) ..... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ -কে খুঁজতে বের হয়ে দেখলাম, তিনি মালসমূহের দিকে গিয়েছেন। আমি তাঁর পিছনে গিয়ে দেখি তিনি মালে ঢুকে কূয়ার চাকের উপর পা দু'টো ঝুলিয়ে বসে আছেন, তাঁর পা দুটো নলা পর্যন্ত খোলা। এরপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করলেন। এখানে সাঈদ ইবন মুসাইয়্যিব (র)-এর কথা "আমি ব্যাখ্যা করলাম যে, তাঁদের কবরও এভাবেই" কথাটি নেই।

٥٩٩٨- حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالاَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا إِلَى حَائِطٍ بِالْمَدِينَةِ لِحَاجَتِهِ فَخَرَجْتُ فِي أَثَرِهِ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَتَأَوَّلْتُ ذَلِكَ قُبُورَهُمْ اجْتَمَعَتْ هَهُنَا وَانْفَرَدَ عُثْمَانُ-

৫৯৯৮. হাসান ইবন আলী হুলওয়ানী ও আবূ বকর ইবন ইসহাক (র) ..... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কোন প্রয়োজনে মদীনার এক বাগানে গেলেন। আমি তাঁর

পদাংক অনুসরণ করলাম। অতঃপর সুলায়মান ইবন বিলাল-এর হাদীসের অনুরূপভাবে রাবী এ হাদীস বর্ণনা করেন। এ হাদীসে এও উল্লেখ আছে যে, ইবন মুসায়্যিব (র) বলেন আমি এ ব্যাখ্যা করলাম যে, তা হচ্ছে তাঁদের কবরের নমুনা। সবাই একত্রে, আর পৃথকভাবে আছেন উসমান (রা)।

٣٥٧- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

৩৫৭. হযরত আলী ইবন আবূ তালিব (রা)-এর ফযীলত

٥٩٩٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ وَأَبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ الْقَوَارِيْرِيُّ وَسُرَيْجُ بْنُ يُوْنُسَ كُلُّهُمْ عَنْ يُوْسُفَ الْمَاجِشُوْنِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ أَبُوْ سَلَمَةَ الْمَاجِشُوْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعَلِيٍّ أَنْتَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسَى إِلَّا أَنَّهُ لَانَبِيَّ بَعْدِيْ قَالَ سَعِيْدٌ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُشَافِهَ بِهَا سَعْدًا فَلَقِيْتُ سَعْدًا فَحَدَّثْتُهُ بِمَا حَدَّثَنِيْ بِهِ عَامِرٌ فَقَالَ أَنَا سَمِعْتُهُ قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ فَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ فَقَالَ نَعَمْ وَإِلَّا فَاسْتَكَّتَا-

৫৯৯৯. ইয়াহ্ইয়া ইবন ইয়াহ্ইয়া তামীমী, আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবনুস সাব্বাহ্, উবায়দুল্লাহ্ কাওয়ারীরী ও সুরায়জ ইবন ইউনুস (র) ..... সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলী (রা)-কে বলেছেন ঃ তুমি আমার জন্য মূসা (আ)-এর হারূন-এর মতো। কিন্তু আমার পর কোন নবী আসবেন না। সাঈদ (র) বলেন, আমি ভাল মনে করলাম যে, হাদীসটি প্রত্যক্ষভাবে সা'দ (রা) থেকে শুনে নিই। অতএব আমি সাদের সাথে মিলিত হলাম এবং আমের আমাকে যা বলেছেন, আমি তাঁকে তা বললাম। তিনি বললেন, আমি এ কথা শুনেছি। আমি বললাম, আপনি কি এ কথা শুনেছেন? তিনি দু'কানে দুটো আংগুল দিয়ে বললেন, হ্যাঁ শুনেছি, না শুনে থাকলে এ কান দুটো বধির হয়ে যাবে।

٦٠٠٠- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ خَلَّفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ تُخَلِّفُنِيْ فِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فَقَالَ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُوْنَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسَى غَيْرَ أَنَّهُ لَانَبِيَّ بَعْدِيْ-

৬০০০. আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) ..... সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাবূকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলী (রা)-কে মদীনায় তাঁর প্রতিনিধি বানিয়ে রেখে গেলেন। আলী (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে কি মহিলা ও শিশুদের কাছে রেখে যাচ্ছেন? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি কি খুশি হবে না যে, তোমার মর্যাদা আমার কাছে মূসা (আ)-এর কাছে হারূন (আ)-এর মতো। এ কথা ভিন্ন যে, আমার পর আর কোন নবী আসবেন না।

٦٠٠١- حَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِيْ هٰذَا الْإِسْنَادِ-

৬০০১. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয (র) শুবা থেকে এ সনদেই বর্ণনা করেছেন।

٦٠٠٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَا حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مِسْمَارٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ أَمَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِيْ سُفْيَانَ سَعْدًا فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسُبَّ أَبَا التُّرَابِ فَقَالَ أَمَّا مَا ذُكِرَتْ ثَلَاثًا قَالَهُنَّ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَنْ أَسُبَّهُ لَأَنْ تَكُوْنَ لِيْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَهُ وَخَلَّفَهُ فِيْ بَعْضِ مَغَازِيْهِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ خَلَّفْتَنِيْ مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُوْنَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نُبُوَّةَ بَعْدِيْ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ يَوْمَ خَيْبَرَ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ قَالَ فَتَطَاوَلْنَا لَهَا فَقَالَ ادْعُوْا لِيْ عَلِيًّا فَأُتِيَ بِهِ أَرْمَدَ فَبَصَقَ فِيْ عَيْنَيْهِ وَدَفَعَ الرَّايَةَ إِلَيْهِ فَفَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ (فَقُلْ تَعَالَوْا) نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ اللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ أَهْلِيْ-

৬০০২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাদ (র) ..... সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা) সা'দ (রা)-কে আমীর বানালেন এবং বললেন , আপনি আলী (রা)-কে কেন মন্দ বলেন না ? সা'দ বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সম্পর্কে যে তিনটি কথা বলেছেন ঃ তা মনে করে এ কারণে আমি কখনও তাঁকে মন্দ বলবো না। ওসব কথার মধ্য হতে যদি একটিও আমি লাভ করতে পারতাম, তাহলে তা আমার জন্য লাল উটের চেয়েও বেশি ভালো হতো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আলী (রা)-এর উদ্দেশ্যে বলতে শুনেছি, আলী (রা)-কে কোন যুদ্ধের সময় প্রতিনিধি বানিয়ে রেখে গেলে তিনি বললেন, মহিলা ও শিশুদের মাঝে আমাকে রেখে যাচ্ছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি কি এতে আনন্দবোধ কর না যে, আমার কাছে তোমার মর্যাদা মূসা (আ)-এর কাছে হারূন (আ)-এর মতো। এ কথা ভিন্ন যে, আমার পর আর কোন নবী নেই। খায়বারের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আমি বলতে শুনেছি, আমি এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা দেবো যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে ভালবাসে আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালবাসেন। এ কথা শুনে আমরা অপেক্ষা করতে থাকলাম। তখন তিনি বললেন, আলীকে ডাকো। আলী আসলেন, তাঁর চোখ উঠেছিলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর চোখে লালা দিলেন এবং তাঁর হাতে পতাকা অর্পণ করলেন। পরিশেষে তাঁর হাতেই বিজয় তুলে দিলেন আল্লাহ্। আর যখন আয়াত ঃ "আমরা আমাদের এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততিকে ডাকি" (৩ ঃ ৬১) অবতীর্ণ হলো, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসায়ন (রা)-কে ডাকলেন। অতঃপর বললেন হে আল্লাহ্! এরাই আমার পরিবার।

٦٠٠٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيْمَ بْنَ

سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى-

৬০০৩. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)..... সাদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলী (রা)-কে বলেছেন : তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে, তোমার মর্যাদা আমার কাছে মূসা (আ)-এর কাছে হারূন-এর মত?

٦٠٠٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ لَأُعْطِيَنَّ هٰذِهِ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلَى يَدَيْهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَا أَحْبَبْتُ الْإِمَارَةَ إِلاَّ يَوْمَئِذٍ قَالَ فَتَسَاوَرْتُ لَهَا رَجَاءَ أَنْ أُدْعَى لَهَا قَالَ فَدَعَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا وَقَالَ امْشِ وَلاَ تَلْتَفِتْ حَتَّى يَفْتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكَ قَالَ فَسَارَ عَلِيٌّ شَيْئًا ثُمَّ وَقَفَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ فَصَرَخَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ عَلَى مَاذَا أُقَاتِلُ النَّاسَ قَالَ قَاتِلْهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ فَإِذَا فَعَلُوا ذٰلِكَ فَقَدْ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ-

৬০০৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : অবশ্যই খায়বরের দিন আমি ঐ ব্যক্তির কাছে পতাকা অর্পণ করবো, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে। তাঁর হাতেই আল্লাহ্ তা'আলা বিজয় দেবেন। উমার (রা) বলেন, শুধু ঐ দিনটি ছাড়া আমি কখনো নেতৃত্বকে ভালবাসি নি। এ আশা নিয়ে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে দৌড়িয়ে গেলাম, হয়ত এ কাজের জন্য আমাকে ডাকা হতে পারে। রাবী বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলী ইব্‌ন আবূ তালিবকে ডেকে তার হাতে পতাকা দিলেন এবং বললেন : এগিয়ে চলো, এদিক ওদিক তাকিও না। তোমার হাতেই আল্লাহ্ বিজয় তুলে দেবেন। রাবী বলেন : এরপর আলী (রা) কিছু দূরে চললেন, মৃদু স্বরে কিছু বললেন এবং থামলেন, এদিক সেদিক দেখেন নি। এরপর চিৎকার করে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন্ কথার উপর আমি লোকদের সাথে লড়াই করবো? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তাদের সাথে লড়াই চালিয়ে যাও যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই আর নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্‌র রাসূল। যখনই তারা এ সাক্ষ্য প্রদান করবে, তখনই তারা তাদের প্রাণ ও ধনমাল তোমার হাত থেকে রক্ষা করে ফেলবে। তবে কোন প্রাপ্য অধিকারের প্রশ্নে রক্ষা হবে না। আর তাদের হিসাব আল্লাহ্‌র কাছে।

٦٠٠٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَاللَّفْظُ هٰذَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ لَأُعْطِيَنَّ هٰذِهِ الرَّايَةَ رَجُلاً يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ

يُعْطَاهَا قَالَ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَرْجُوْنَ أَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ فَقَالُوْا هُوَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ يَشْتَكِيْ عَيْنَيْهِ قَالَ فَأَرْسِلُوْا إِلَيْهِ فَأُتِيَ بِهِ فَبَصَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَءَ حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلِيٌّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُوْنُوْا مِثْلَنَا قَالَ أُنْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ أَدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللّٰهِ فِيْهِ فَوَاللّٰهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ-

৬০০৫. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)..... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বারের যুদ্ধের দিন বলেছেন ঃ আমি অবশ্যই এমন এক ব্যক্তির হাতে পতাকা অর্পণ করবো যার হাতে আল্লাহ্‌র তা'আলা বিজয় দান করবেন। সে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তার রাসূলকে ভালবাসে আর আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালবাসেন। রাবী বলেন, অতঃপর লোকেরা রাতভর এ আলোচনাই করতে থাকলো যে, কাকে এ পতাকা অর্পণ করা হয়। তিনি বলেন ঃ তারপর সকাল হলে সবাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এলো। প্রত্যেকের এটাই আশা যে, আমাকেই হয়ত দেয়া হবে এ পতাকা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আলী ইব্‌ন আবূ তালিব কোথায়? লোকেরা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাঁর চোখে অসুখ। তিনি বলেন ঃ তোমরা তাকে ডেকে পাঠাও, পরে তাকে আনা হলো। তিনি তার চোখে থুথু লাগালেন এবং দু'আ করলেন তার জন্য। তিনি সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গেলেন, এমনভাবে, যেন তাঁর কোন রোগই ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে পতাকা দিলেন। আলী (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তাদের সাথে লড়াই করবো যতক্ষণ না তারা আমাদের মতো হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তুমি তোমার পথে চলে যাও এবং ওদের মাঠে অবতীর্ণ হয়ে তাদের ইসলামের দিকে দাওয়াত দাও। আর তাদের উপর বর্তিত আল্লাহ্‌র হকগুলো সম্পর্কে খবর দিয়ে দাও। কেননা আল্লাহ্‌র শপথ! তোমার মাধ্যমে যদি আল্লাহ্ একটা মানুষকেও হিদায়েত করেন, তবে তা তোমার জন্য লাল উট থেকেও উত্তম।

٦٠٠٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِيْ ابْنَ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ أَبِيْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ قَدْ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خَيْبَرَ وَكَانَ رَمِدًا فَقَالَ أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ اللَّيْلَةِ الَّتِيْ فَتَحَهَا اللّٰهُ فِيْ صَبَاحِهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ أَوْ لَيَأْخُذَنَّ بِالرَّايَةِ غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَوْ قَالَ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَإِذَا نَحْنُ بِعَلِيٍّ وَمَا نَرْجُوْهُ فَقَالُوْا هٰذَا عَلِيٌّ فَأَعْطَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرَّايَةَ فَفَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ-

৬০০৬. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... সালামা ইব্‌ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বারের দিন আলী (রা) পেছনে রয়ে গেলেন। তাঁর চোখ উঠেছিলো। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে ছেড়ে পিছনে পড়ে থাকবো? তিনি বের হলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে মিলিত হলেন। বিজয় প্রভাতের আগের দিন

বিকালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আগামীকাল এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা প্রদান করবো, অথবা পতাকা এমন এক ব্যক্তি গ্রহণ করবে যাকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ভালবাসেন। অথবা যিনি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসেন। তাঁর হাতেই আল্লাহ্ বিজয় দেবেন। হঠাৎ আমরা আলী (রা)-কে দেখলাম। আমরা তাঁকে আশা করি নি। লোকেরা বললো, ইনি তো আলী। আর এঁকেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পতাকা দিলেন এবং তাঁর আল্লাহ্ বিজয় দান করলেন।

٦٠٠٧- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَشُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي أَبُو حَيَّانَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فَلَمَّا جَلَسْنَا إِلَيْهِ قَالَ لَهُ حُصَيْنٌ لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسَمِعْتَ حَدِيثَهُ وَغَزَوْتَ مَعَهُ وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا حَدِّثْنَا يَا زَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي وَاللَّهِ لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي وَقَدُمَ عَهْدِي وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أَعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا حَدَّثْتُكُمْ فَاقْبَلُوا وَمَا لَا فَلَا تُكَلِّفُونِيهِ ثُمَّ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَّرَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَا زَيْدُ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ قَالَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ قَالَ وَمَنْ هُمْ قَالَ هُمْ آلُ عَلِيٍّ وَآلُ عَقِيلٍ وَآلُ جَعْفَرٍ وَآلُ عَبَّاسٍ قَالَ كُلُّ هَؤُلَاءِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ قَالَ نَعَمْ-

৬০০৭ যুহায়র ইব্ন হারব ও শুজা' ইব্ন মাখলাদ (র)..... ইয়াযীদ ইব্ন হায়্যান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি, হুসায়ন ইব্ন সাবুরা এবং উমার ইব্ন মুসলিম— আমরা যায়দ ইব্ন আরকাম (রা)-এর নিকট গেলাম। আমরা যখন তাঁর কাছে বসি, তখন হুসায়ন (রা) বললেন, হে যায়দ! আপনি তো বহু কল্যাণ প্রত্যক্ষ করেছেন, আল্লাহ্র রাসূল ﷺ -কে দেখেছেন, তাঁর তাঁর হাদীস শুনেছেন, তাঁর পাশে থেকে যুদ্ধ করেছেন এবং তাঁর পেছনে সালাত আদায় করেছেন। আপনি বহু কল্যাণ লাভ করেছেন, হে যায়দ! আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যা শুনেছেন, তা আমাদের বলুন না। যায়দ (রা) বললেন, ভ্রাতুষ্পুত্র! আমার বয়সে হয়েছে, আমি পুরানো যুগের মানুষ। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছ থেকে যা আমি সংরক্ষণ করেছিলাম, এর কিছু অংশ ভুলে গিয়েছি। তাই আমি যা বলি, তা কবূল কর আর আমি যা না বলি, সে ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দিও না। তারপর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী 'খুম্ম' নামক স্থানে দাঁড়িয়ে আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন। আল্লাহ্র প্রশংসা ও সানা বর্ণনা শেষে ওয়ায-নসীহত করলেন। তারপর বললেন, সাবধান, হে লোক সকল! আমি একজন মানুষ, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত ফিরিশতা আসবে, আর আমিও তাঁর ডাকে সাড়া দেব। আমি

তোমাদের কাছে ভারী দু'টো জিনিস রেখে যাচ্ছি। এর প্রথমটি হলো আল্লাহ্‌র কিতাব। এতে হিদায়াত এবং নূর রয়েছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাবকে অবলম্বন কর, একে শক্ত করে ধরে রাখো। এরপর তিনি কুরআনের প্রতি আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা দিলেন। তারপর বলেন, আর হলো আমার আহলে বায়ত। আর আমি আহলে বায়তের ব্যাপারে তোমাদের আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আহলে বায়তের ব্যাপারে তোমাদের আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আহলে বায়তের ব্যাপারে তোমাদের আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। হুসায়ন (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর 'আহলে বায়ত' কারা, হে যায়দ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বিবিগণ কি আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত নন? যায়দ (রা) বললেন, বিবিগণও আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত, তবে আহলে বায়তে তাঁরাই, যাঁদের উপর যাকাত গ্রহণ হারাম। হুসায়ন (রা) বললেন, এ সব লোক কারা? যায়দ (রা) বললেন, এঁরা আলী, আকীল, জা'ফর ও আব্বাস (রা)-এর পরিবার-পরিজন। হুসায়ন (রা) বললেন, এঁদের সবার জন্য যাকাত হারাম? যায়দ (রা) বললেন, হ্যাঁ।

٦٠٠٨- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ حَدَّثَنَا حَسَّانُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ بِمَعْنَى حَدِيثِ زُهَيْرٍ-

৬০০৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাক্কার ইব্‌ন রাইয়্যান (র)..... যায়িদ ইব্‌ন আরকাম (রা) সূত্রে নবী ﷺ হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٦٠٠٩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَيَّانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ وَزَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ مَنِ اسْتَمْسَكَ بِهِ وَأَخَذَ بِهِ كَانَ عَلَى الْهُدَى وَمَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ-

৬০০৯. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)..... ইব্‌ন হায়্যান (র) থেকে এ সনদেই ইসমাঈলের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। জারীরের হাদীসে "আল্লাহ্‌র কিতাব, তাতে রয়েছে হিদায়াত ও আলো, যে এটাকে ধরে রাখবে, হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আর যে এটা ছেড়ে দেবে, সে পথ হারিয়ে ফেলবে", বাক্যটি অতিরিক্ত উল্লেখ আছে।

٦٠١٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ حَدَّثَنَا حَسَّانُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدٍ وَهُوَ ابْنُ مَسْرُوقٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ لَقَدْ رَأَيْتَ خَيْرًا لَقَدْ صَاحَبْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي حَيَّانَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ أَحَدُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلَالَةٍ وَفِيهِ فَقُلْنَا مَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ نِسَاؤُهُ قَالَ لَا أَيْمُ اللَّهِ إِنَّ الْمَرْأَةَ تَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ الْعَصْرَ مِنَ الدَّهْرِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتَرْجِعُ إِلَى أَبِيهَا وَقَوْمِهَا أَهْلُ بَيْتِهِ أَصْلُهُ وَعَصَبَتُهُ الَّذِينَ حُرِمُوا الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ-

৬০১০. মুহাম্মদ ইবন বাক্কার ইবন রায়্যান (র).....যায়দ ইবন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, আপনি তো বহু কল্যাণ প্রত্যক্ষ করেছেন, আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহচর্যে রয়েছেন, তাঁর পেছনে নামায পড়েছেন। এরপর আবূ হায়্যানের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদের মাঝে দু'টো ভারী জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি। আল্লাহ্র কিতাব, যেটি আল্লাহ্র রশি, যে এর অনুসরণ করবে, হিদায়াতের উপর থাকবে; আর যে একে ছেড়ে দেবে, সে পথভ্রষ্টতায় পতিত হবে। এ বর্ণনায় আরো আছে যে, আমরা বললাম, রাসূলের আহলে বায়তের মধ্যে কি তাঁর বিবিরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন? যায়দ (রা) বললেন, আল্লাহ্র শপথ! স্ত্রীরা একটা সময় পুরুষদের সাথে থাকে, এরপর তাকে স্বামী তালাক দিলে সে তার পিতা এবং গোষ্ঠীর কাছে ফিরে যায়। আহলে বায়ত হলো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মূল বংশ এবং তাঁর স্বগোত্রীয়রা, যাঁদের জন্য নবীর তিরোধানের পর যাকাত হারাম।

٦٠١١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي ابْنَ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اسْتُعْمِلَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ مِنْ آلِ مَرْوَانَ قَالَ فَدَعَا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فَاَمَرَهُ اَنْ يَشْتُمَ عَلِيًّا قَالَ فَاَبَى سَهْلٌ فَقَالَ لَهُ اَمَّا اِذَا اَبَيْتَ فَقُلْ لَعَنَ اللّٰهُ اَبَا التُّرَابِ فَقَالَ سَهْلٌ مَاكَانَ لِعَلِيٍّ اِسْمٌ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ اَبِيْ التُّرَابِ وَاِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ اِذَا دُعِيَ بِهَا فَقَالَ لَهُ اَخْبِرْنَا عَنْ قِصَّتِهِ لِمَ سُمِّيَ اَبَا تُرَابٍ قَالَ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ اَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ فَقَالَتْ كَانَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَغَاضَبَنِيْ فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاِنْسَانٍ اُنْظُرْ اَيْنَ هُوَ فَجَاءَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ فَجَاءَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاءُهُ عَنْ شِقِّهِ فَاَصَابَهُ تُرَابٌ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَيَقُوْلُ قُمْ اَبَا التُّرَابِ قُمْ اَبَا التُّرَابِ-

৬০১১. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, মারওয়ানের বংশের এক ব্যক্তি মদীনার শাসনকর্তা নিযুক্ত হলো, সে সাহলকে ডেকে এনে আলী (রা)-কে গালি দিতে বলল। সাহল (রা) অস্বীকার করলেন। শাসক ব্যক্তিটি বললো, তুমি যদি গালি নাই দাও তবে অন্তত বল যে, আবূ তুরাবের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত। সাহল (রা) বললেন, আলী (রা)-এর কাছে কোন নামই এর চেয়ে বেশি পসন্দনীয় ছিল না। এ নামে ডাকলে তিনি খুশি হতেন। সে ব্যক্তি বললো, তা হলে আবূ তুরাব নাম হওয়ার ঘটনা বর্ণনা কর। তিনি বললেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফাতিমা (রা)-এর ঘরে পদার্পণ করলেন; কিন্তু আলী (রা)-কে ঘরে পেলেন না। ফাতিমা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার চাচাত ভাই কোথায়? ফাতিমা (রা) বললেন, তাঁর আর আমার মাঝে একটা কিছু ঘটেছিল, যার ফলে তিনি রাগ করে চলে গেছেন, আর তিনি আমার কাছে ঘুমোন নি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন, দেখ্ তো, আলী কোথায়। লোকটি এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি মসজিদে শুয়ে আছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কাছে এলেন। আলী (রা) শুয়েছিলেন। তাঁর এক পাশের চাদর সরে গিয়েছিল, ফলে শরীরে মাটি লেগে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে মাটি ঝাড়তে শুরু করলেন এবং বললেন, হে আবূ তুরাব, উঠ! হে আবূ তুরাব, উঠ!

٣٥٨- بَابُ فِيْ فَضْلِ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

৩৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর ফযীলত

٦٠١٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَرَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ لَيْتَ رَجُلاً صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِيْ يَحْرُسُنِيْ اللَّيْلَةَ قَالَتْ وَسَمِعْنَا صَوْتَ السِّلَاحِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ هٰذَا قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِيْ وَقَّاصٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ جِئْتُ أَحْرُسُكَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيْطَهُ-

৬০১২. আবদুল্লাহ্, ইব্‌ন মাস্‌লামা ইব্‌ন কা'নাব (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জাগ্রত রইলেন আর তিনি বললেন, যদি আমার কোন সৎকর্মশীল সাহাবী এ রাতটিতে আমাকে প্রহরা দিতো! এমন সময় আমরা অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানি শুনতে পেলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ ইনি কে? উত্তর এলো, আমি সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস। আপনাকে পাহারা দিতে এসেছি ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আয়েশা (রা) বললেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘুমিয়ে পড়লেন। এমনকি আমি তাঁর নাক ডাকার শব্দও শুনতে পেলাম।

٦٠١٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ سَهِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَقْدَمَهُ الْمَدِيْنَةَ لَيْلَةً فَقَالَ لَيْتَ رَجُلاً صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِيْ يَحْرُسُنِيْ اللَّيْلَةَ قَالَتْ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذٰلِكَ سَمِعْنَا خَشْخَشَةَ سِلَاحٍ فَقَالَ مَنْ هٰذَا قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِيْ وَقَّاصٍ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاجَاءَبِكَ قَالَ وَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ خَوْفٌ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجِئْتُ أَحْرُسُهُ فَدَعَا لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ نَامَ وَفِيْ رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ فَقُلْنَا مَنْ هٰذَا-

৬০১৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রুমহ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনা আগমনের প্রথম সময়ে এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জাগ্রত রইলেন। আর তিনি বললেন ঃ আমার সাহাবীদের মধ্য হতে কোন নেক ব্যক্তি আমাকে এ রাত্রে পাহারা দিলে কতই না ভালো হতো! আয়েশা (রা) বলেন যে, এমতাবস্থায়ই আমরা অস্ত্রের ঝন্‌ঝন শব্দ শুনতে পেলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ ইনি কে? বললেন, সাদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ কেন এসেছো? সা'দ (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ব্যাপারে আমার মনে ভয় জেগেছে, তাই তাঁকে পাহারা দিতে এলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর জন্যে দু'আ করলেন, তারপর তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। ইব্‌ন রুমহের বর্ণনায় আছে, "আমরা বললাম, ইনি কে"?

٦٠١٤- حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ يَقُوْلُ قَالَتْ عَائِشَةُ أَرِقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ-

৬০১৪. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জাগ্রত রইলেন। (পরবর্তী অংশ) সুলায়মান ইবন বিলালের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

٦٠١٥- حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ اَبِىْ مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ يَعْنِىْ ابْنَ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ مَا جَمَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَوَيْهِ لِاَحَدٍ غَيْرَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فَاِنَّهُ جَعَلَ يَقُوْلُ لَهُ يَوْمَ اُحُدٍ اِرْمِ فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ-

৬০১৫. মানসূর ইবন আবূ মুযাহিম (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইবন মালিক (রা) ছাড়া আর কারো জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজের মাতাপিতা উভয়ের উল্লেখ এক সাথে করেন নি। ওহুদ যুদ্ধের দিন তিনি সা'দকে বলেছিলেন, তীর নিক্ষেপ কর, সা'দ! আমার মা-বাবা তোমার উপর উৎসর্গ হোন।

٦٠١٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَاِسْحَاقُ الْحَنْظَلِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ كُلُّهُمْ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلِىٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ-

৬০১৬. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না, ইবন বাশশার, আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব, ইসহাক হানযালী ও ইবন আবূ উমার (রা)..... আলী (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

٦٠١٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِىْ ابْنَ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ لَقَدْ جَمَعَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَوَيْهِ يَوْمَ اُحُدٍ-

৬০১৭. আবদুল্লাহ্ ইবন মাসলামা ইবন কা'নাব (র)..... সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওহুদ দিবসে আমার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর পিতা ও মাতাকে একত্রে উল্লেখ করেছেন।

٦٠١٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ كِلاَهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ-

৬০১৮. কুতায়বা ইবন সাঈদ, ইবন রুম্হ্ ও ইবন মুসান্না (রা)..... ইয়াহ্ইয়া ইবন সাঈদ (রা) সূত্রে এ সনদেই বর্ণনা করেছেন।

٦٠١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِىْ ابْنَ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مِسْمَارٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ جَمَعَ لَهُ اَبَوَيْهِ يَوْمَ اُحُدٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَدْ اَحْرَقَ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اِرْمِ فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ قَالَ فَنَزَعْتُ لَهُ بِسَهْمٍ لَيْسَ

فِيهِ نَصْلٌ فَأَصَبْتُ جَنْبَهُ فَسَقَطَ وَانْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى نَوَاجِذِهِ-

৬০১৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাদ (র)..... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওহুদ যুদ্ধের দিন তাঁর জন্য স্বীয় পিতা ও মাতাকে একত্রে উল্লেখ করেছিলেন। সা'দ (রা) বলেন, মুশরিকদের একটা লোক মুসলমানদের জ্বালিয়ে মারছিলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ হে সা'দ, তীর মারো। আমার পিতামাতা তোমার জন্য উৎসর্গ। আমি তার উদ্দেশ্যে একটা তীর বের করলাম, যাতে ধারালো অংশটি ছিলো না, ওটা তার পাঁজরে লাগলে সে পড়ে গেলো, এতে তার লজ্জাস্থান প্রকাশিত হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাসলেন ঃ আমি তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত দেখতে পেলাম।

٦٠٢٠- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ نَزَلَتْ فِيهِ آيَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ حَلَفَتْ أُمُّ سَعْدٍ أَنْ لاَ تُكَلِّمَهُ أَبَدًا حَتَّى يَكْفُرَ بِدِينِهِ وَلاَ تَأْكُلَ وَلاَ تَشْرَبَ قَالَتْ زَعَمْتَ أَنَّ اللَّهَ وَصَّاكَ بِوَالِدَيْكَ فَأَنَا أُمُّكَ وَأَنَا آمُرُكَ بِهَذَا قَالَ مَكَثَتْ ثَلاَثًا حَتَّى غُشِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْجَهْدِ فَقَامَ ابْنٌ لَهَا يُقَالُ لَهُ عُمَارَةُ فَسَقَاهَا فَجَعَلَتْ تَدْعُوا عَلَى سَعْدٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ هَذِهِ الآيَةَ : وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا قَالَ وَأَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَنِيمَةً عَظِيمَةً فَإِذَا فِيهَا سَيْفٌ فَأَخَذْتُهُ فَأَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ نَفِّلْنِي هَذَا السَّيْفَ فَأَنَا مَنْ قَدْ عَلِمْتَ حَالَهُ فَقَالَ رُدَّهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أُلْقِيَهُ فِي الْقَبَضِ لاَمَتْنِي نَفْسِي فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ أَعْطِنِيهِ قَالَ فَشَدَّ لِي صَوْتَهُ رُدَّهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قَالَ وَمَرِضْتُ فَأَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَانِي فَقُلْتُ دَعْنِي أَقْسِمْ مَالِي حَيْثُ شِئْتُ قَالَ فَأَبَى قُلْتُ فَالنِّصْفَ قَالَ فَأَبَى قُلْتُ فَالثُّلُثَ قَالَ فَسَكَتَ فَكَانَ بَعْدُ الثُّلُثُ جَائِزًا قَالَ وَأَتَيْتُ عَلَى نَفَرٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ فَقَالُوا تَعَالَ نُطْعِمْكَ وَنَسْقِيكَ خَمْرًا وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ قَالَ فَأَتَيْتُهُمْ فِي حَشٍّ وَالْحَشُّ الْبُسْتَانُ فَإِذَا رَأْسُ جَزُورٍ مَشْوِيٌّ عِنْدَهُمْ وَزِقٌّ مِنْ خَمْرٍ قَالَ فَأَكَلْتُ وَشَرِبْتُ مَعَهُمْ قَالَ الأَنْصَارِ فَذَكَرْتُ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرِينَ عِنْدَهُمْ فَقُلْتُ الْمُهَاجِرُونَ خَيْرٌ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ فَأَخَذَ رَجُلٌ أَحَدَ لَحْيَيِ الرَّأْسِ فَضَرَبَنِي بِهِ فَجَرَحَ بِأَنْفِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

فَاَخْبَرْتُهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْ يَعْنِيْ نَفْسَهُ شَأْنَ الْخَمْرِ . اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ-

৬০২০. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)..... মুস'আব ইব্‌ন সা'দ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত যে, তাঁর সম্পর্কে কুরআনের কিছু আয়াত অবতীর্ণ হলো। তাঁর মা শপথ করে ফেলেছে যে, যতক্ষণ তিনি ইসলামকে অস্বীকার না করবেন ততক্ষণ তাঁর সাথে কথা বলবে না, খাবেও না, পানও করবে না। সে বললো, আল্লাহ্ তা'আলা তোকে আদেশ করেছেন, পিতামাতার কথা মানতে। আর আমি তোর মা। আমি তোকে এ আদেশ করছি। মা তিন দিন পর্যন্ত কিছু খেলো না। কষ্টে সে বেহুঁশ হয়ে গেলে উমারাহ্ নামক তার এক ছেলে তাকে পানি পান করালো। মা সা'দের উপর বদদু'আ করতে লাগলো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন শরীফে এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন ঃ "আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তবে ওরা যদি তোমার উপর বল প্রয়োগ করে, আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তুমি তাদের মেনো না।" (২৯ ঃ ৮) "আর পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে।" (৩১ ঃ ১৫) সা'দ বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাতে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আসলো। এতে একটি তলোয়ারও ছিল। আমি সেটা নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এলাম, বললাম এ তলোয়ারটি আমায় দান করুন। আর আমার অবস্থা তো আপনি জানেনই। তিনি বললেন, এটা যেখান থেকে নিয়েছ সেখানেই রেখে দাও। আমি গেলাম এবং ইচ্ছে করলাম যে, এটাকে ভাণ্ডারে রেখে দেই; কিন্তু আমার মন আমাকে ধিক্কার দিল। অমনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে ফিরে এলাম। বললাম, আমায় এটা দান করুন। তিনি উঁচু আওয়াযে বললেন, এটা যেখানে থেকে এনেছ সেখানে রেখে দাও। তখন আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন ঃ "তারা আপনাকে যুদ্ধলব্ধ মাল সম্পর্কে প্রশ্ন করে।" (৮ ঃ ১)। তিনি বলেন, অসুস্থ হয়ে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আসতে বললাম, তিনি আসলেন। আমি বললাম, আমাকে অনুমতি দান করুন, আমি যাকে ইচ্ছা তাকে আমার ধন-মাল বন্টন করে দিয়ে দিই। তিনি অস্বীকৃতি জানালেন। আমি বললাম, আচ্ছা অর্ধেক ধন-মাল বন্টন করি। তিনি তাও অস্বীকৃতি জানালেন। আমি বললাম আচ্ছা তবে এক-তৃতীয়াংশ মালই দিয়ে দিই। তিনি চুপ হয়ে রইলেন। পরবর্তীতে এক-তৃতীয়াংশ ধন-মাল দান করাই অনুমোদিত হলো। সা'দ বলেন একবার আমি আনসার ও মুহাজিরদের কিছু লোকের কাছে গেলাম। তারা আমাকে বললো, এসো, তোমায় আমরা আহার করাবো এবং মদ পান করাবো। এ ঘটনা মদ হারাম হওয়ার পূর্বের। আমি তাদের কাছে একটি বাগানে গেলাম। সেখানে উটের মাথার গোশ্‌ত ভুনা হয়েছিল আর মদের একটা মশক ছিল। আমি তাদের সাথে গোশ্‌ত খেলাম এবং মদ পান করলাম। সেখানে মুহাজির ও আনসারদের আলোচনা উঠলে আমি বললাম, মুহাজিররা আনসারদের চেয়ে উত্তম। এক লোক মাথার একটি হাড় দিয়ে আমাকে আঘাত করলো। আমার নাকে যখম হয়ে গেলো। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে তা বর্ণনা করলাম। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আমার সম্পর্কে আয়াত নাযিল করলেন ঃ "মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কাজ (৫ ঃ ৯০)।"

٦٠٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ اُنْزِلَتْ فِيْ اَرْبَعُ اٰيَاتٍ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ زُهَيْرٍ عَنْ سِمَاكٍ وَزَادَ فِيْ حَدِيْثِ شُعْبَةَ قَالَ فَكَانُوْا اِذَا اَرَادُوْا اَنْ يُطْعِمُوْهَا

شَجَرُوْا فَاهَا بِعَصًا ثُمَّ اَوْ جَرُوْهَا وَفِيْ حَدِيْثِهِ اَيْضًا فَضَرَبَ بِهِ اَنْفَ سَعْدٍ فَفَزَرَهُ وَكَانَ اَنْفُ سَعْدٍ مَفْزُوْرًا-

৬০২১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... মুস'আব ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার পিতার প্রসঙ্গে নিয়ে চারটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন। শু'বা শুধু এটুকু কথা বেশি বলেছেন- "সা'দ (রা) বলেন, লোকেরা আমার মাকে খানা খাওয়ানোর সময় একটি কাঠি দিয়ে তার মুখ খুলতো, পরে তার মুখে খাদ্য দিতো।" এ বর্ণনায় এরূপ আছে, "সা'দের নাকে আঘাত করলো, এতে তাঁর নাক ভেঙ্গে গেলো। এরপর সব সময়ই তাঁর নাক ভাংগাই ছিল।"

٦٠٢٢- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعْدٍ فِيْ وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ قَالَ نَزَلَتْ فِيْ سِتَّةٍ اَنَا وَابْنُ مَسْعُوْدٍ مِنْهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ قَالُوْا لاَ تُدْنِيْ هٰؤُلاَءِ-

৬০২২. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)..... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, "যারা তাদের প্রতিপালককে প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি লাভার্থে ডাকে, তাদের আপনি বিতাড়িত করবেন না।" (৬ ঃ ৫২)-এ আয়াতটি ছয় ব্যক্তি প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়। তন্মধ্যে আমিও একজন ছিলাম এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদও ছিলেন। মুশরিকরা বলতো, এ সব লোককে আপনি সাথে রাখবেন না।

٦٠٢٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْاَسَدِيُّ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سِتَّةَ نَفَرٍ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اُطْرُدْ هٰؤُلاَءِ لاَيَجْتَرِئُوْنَ عَلَيْنَا قَالَ وَكُنْتُ اَنَا وَابْنُ مَسْعُوْدٍ وَرَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ وَبِلاَلٌ وَرَجُلاَنِ لَسْتُ اُسَمِّيْهِمَا فَوَقَعَ فِيْ نَفْسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَقَعَ فَحَدَّثَ نَفْسَهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ-

৬০২৩. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, আমরা ছয় ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে ছিলাম। মুশরিকরা বললো, আপনি এসব লোককে আপনার কাছে থেকে তাড়িয়ে দিন। তারা আমাদের মাঝে আসার সাহস করবে না। সা'দ (রা) বলেন, তাঁদের মধ্যে আমি, ইব্‌ন মাসউদ, বনূ হুযায়লের এক ব্যক্তি, বিলাল এবং আর দু'জন ব্যক্তি ছিলাম, যাদের নাম আমি নিচ্ছি না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মনে আল্লাহ্ তা'আলার অবতীর্ণ করলেন ঃ "যারা তাদের প্রতিপালককে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি লাভার্থে ডাকে, তাদের আপনি বিতাড়িত করবেন না (৬ ঃ ৫২)।"

٣٥٩- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا

৩৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ হযরত তালহা ও যুবায়র (রা)-এর ফযীলত

٦٠٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلٰى قَالُوا حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ لَمْ يَبْقَ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْأَيَّامِ الَّتِي قَاتَلَ فِيهِنَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ غَيْرُ طَلْحَةَ وَسَعْدٍ عَنْ حَدِيثِهِمَا-

৬০২৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর মুকাদ্দামী, হামিদ ইব্‌ন আমর বকরাবী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র)..... আবূ উসমান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাফিরদের সাথে লড়াই করছিলেন, তখন কোন কোন দিন তালহা এবং সা'দ (রা) ব্যতীত আর কেউই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পাশে থাকতো না। এটা তাদের দু'জনের বর্ণনামতে।

٦٠٢٥- حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ نَدَبَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ النَّاسَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ-

৬০২৫. আমরুন-নাকিদ (র)..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের জিহাদের প্রেরণা দিলেন। যুবায়র (রা) ডাকে সাড়া দিলেন। আবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ডাকলেন। তখনও যুবায়রই সাড়া দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবার ডাকলেন। যুবায়রই সাড়া দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ প্রত্যেক নবীরই একজন একান্ত সাহায্যকারী থাকে, আর আমার একান্ত সাহায্যকারী হলো যুবায়র।

٦٠٢٦- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنٰى حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ-

৬০২৬. আবূ কুরায়ব ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র)..... জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, হাদীসটি তিনি ইব্‌ন উয়ায়নার হাদীসের সমার্থক বর্ণনা করেছেন।

٦٠٢٧- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ مُسْهِرٍ قَالَ إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَعُمَرُ

بْنُ أَبِي سَلَمَةَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ مَعَ النِّسْوَةِ فِي أُطُمِ حَسَّانَ فَكَانَ يُطَأْطِئُ لِي مَرَّةً فَأَنْظُرُ وَأُطَأْطِئُ لَهُ مَرَّةً فَيَنْظُرُ فَكُنْتُ أَعْرِفُ أَبِي إِذَا مَرَّ عَلَى فَرَسِهِ فِي السِّلَاحِ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي فَقَالَ وَرَأَيْتَنِي يَا بُنَيَّ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ أَبَوَيْهِ فَقَالَ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي-

৬০২৭. ইসমাঈল ইব্‌ন খলীল ও সুয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের দিন আমি এবং উমর ইব্‌ন আবূ সালামা, হাস্‌সান (ইব্‌ন সাবিত)-এর কিল্লায় মহিলাদের সাথে ছিলাম। কখনো তিনি আমার দিকে ঝুঁকে পড়তেন, আমি দেখতাম, আর কোন সময় আমি ঝুঁকে পড়তাম, তিনি দেখতেন। আমার পিতাকে আমি চিনে ফেলতাম, যখন তিনি সমস্ত অবস্থায় ঘোড়ায় চড়ে বনূ কুরায়যার দিকে যেতেন। অন্য সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) বলেন, এরপর আমি পিতাকে এ কথার উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, বাছা, তুমি আমায় দেখেছিলে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! সেদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার জন্য তাঁর পিতামাতা উভয়কে একত্রে উল্লেখ করেছেন। আর বলেছেন ঃ তোমার উপর আমার মা-বাবা উৎসর্গ হোন।

٦٠٢٨- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ كُنْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فِي الْأُطُمِ الَّذِي فِيهِ النِّسْوَةُ يَعْنِي نِسْوَةَ النَّبِيِّ ﷺ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُرْوَةَ فِي الْحَدِيثِ وَلَكِنْ أَدْرَجَ الْقِصَّةَ فِي حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ-

৬০২৮. আবূ কুরায়ব (রা)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের দিন আমি এবং উমর ইব্‌ন আবূ সালামা (রা) ঐ কিল্লায় ছিলাম, যেখানে মহিলারা ছিলেন অর্থাৎ নবী পত্নীগণ। এ সনদেই ইব্‌ন মুসহিরের হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেন। তবে তিনি হাদীসে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উরওয়ার উল্লেখ করেননি। কিন্তু হিশাম তাঁর পিতা সূত্রে ইব্‌ন যুবায়র থেকে বর্ণিত হাদীসে এ ঘটনাটি বিবৃত করেছেন।

٦٠٢٩- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عَلَى حِرَاءٍ هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ فَتَحَرَّكَتِ الصَّخْرَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اهْدَأْ فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ-

৬০২৯. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হেরা পর্বতের উপর ছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন আবূ বকর, উমর, উসমান আলী, তালহা ও যুবায়র (রা)। তখন পাথরটি কেঁপে উঠল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ থাম্। তোর উপর নবী, সিদ্দীক বা শহীদ ছাড়া আর কেউ নয়।

٦٠٣٠- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ خُنَيْسٍ وَأَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ الْأَزْدِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِيْ أُوَيْسٍ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ عَلَى جَبَلِ حِرَاءٍ فَتَحَرَّكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُسْكُنْ حِرَاءُ فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيْقٌ أَوْ شَهِيْدٌ وَعَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدُ بْنُ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ-

৬০৩০. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন খুনায়স ও আহমদ ইব্‌ন ইউসুফ আযদী (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হেরা পর্বতের উপর ছিলেন, পর্বত নড়ে উঠলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ শান্ত হও, হেরা! তোমার উপর নবী, সিদ্দীক বা শহীদ ছাড়া আর কেউ নয়। এর উপর নবী, ﷺ আবূ বকর, উমর, উসমান, আলী, তালহা, যুবায়র ও সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) ছিলেন।

٦٠٣١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَعَبْدَةُ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَتْ لِيْ عَائِشَةُ أَبَوَاكَ وَاللّٰهِ مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ -

৬০৩১. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (রা)..... হিশাম (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) আমাকে বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! তোমার উভয় পূর্ব পুরুষ ঐ সব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাঁদের কথা এ আয়াতে রয়েছে- "যখম হওয়ার পর যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে (৩ ঃ ১৭২)।"

٦٠٣٢- وَحَدَّثَنَاهُ أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ يَعْنِيْ أَبَا بَكْرٍ وَالزُّبَيْرَ-

৬০৩২. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... হিশাম (রা) থেকে একই সনদে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি "অর্থাৎ আবূ বকর এবং যুবায়র" কথাটি বর্ধিত করেছেন।

٦٠٣٣- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ قَالَتْ لِيْ عَائِشَةُ كَانَ أَبَوَاكَ مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ-

৬০৩৩. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আলা (র)..... উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) আমাকে বলেছেন, "যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের ﷺ ডাকে সাড়া দিয়েছেন আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও" তোমার পিতারা তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত।

٣٦٠- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي عُبَيْدَةَ ابْنِ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

৩৬০ অনুচ্ছেদ ঃ হযরত আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ্ (রা)-এর ফযীলত

٦٠٣٤- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ قَالَ قَالَ أَنَسٌ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِيْنًا وَإِنَّ أَمِيْنَنَا أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ-

৬০৩৪. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক উম্মাতের একজন আমীন থাকে। আর হে উম্মাত! আমাদের আমীন হলেন, আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ্ (রা)।

٦٠٣٥- حَدَّثَنِيْ عَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَهْلَ الْيَمَنِ قَدِمُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوا ابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا يُعَلِّمُنَا السُّنَّةَ وَالْإِسْلَامَ قَالَ فَأَخَذَ بِيَدِ أَبِيْ عُبَيْدَةَ فَقَالَ هٰذَا أَمِيْنُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ-

৬০৩৫. আমরুন-নাকিদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়েমেন থেকে কিছু লোক এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বললো, আমাদের সঙ্গে একজন লোক প্রেরণ করুন, যিনি আমাদের ইসলাম ও সুন্নাত শিখাবেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন আবূ উবায়দার হাত ধরে বললেন, ইনি হলেন এ উম্মাতের আমীন।

٦٠٣٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ جَاءَ أَهْلُ نَجْرَانَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ابْعَثْ إِلَيْنَا رَجُلًا أَمِيْنًا فَقَالَ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِيْنًا حَقَّ أَمِيْنٍ حَقَّ أَمِيْنٍ قَالَ فَاسْتَشْرَفَ لَهَا النَّاسُ قَالَ فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ-

৬০৩৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নাজরান থেকে লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদেরকে একজন আমীন (বিশ্বস্ত) লোক দিন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আমি তোমাদের মাঝে একজন আমীন (বিশ্বস্ত) লোককে পাঠাবো, যিনি সত্যই আমীন, সত্যই আমীন। রাবী বললেন, লোকেরা অপেক্ষায় ছিল যে, তিনি কাকে পাঠান। রাবী বলেন, অবশেষে তিনি আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ্ (রা)-কে পাঠালেন।

٦٠٣٧ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ-

৬০৩৭. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)..... আবূ ইসহাক (রা) থেকে একই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٦١- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا

৩৬১. অনুচ্ছেদ ঃ হযরত হাসান এবং হুসায়ন (রা)-এর ফযীলত

٦٠٣٨- حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِحَسَنٍ اللّٰهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ-

৬০৩৮. আহ্‌মদ ইব্‌ন হাম্বল (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাসান (রা) সম্পর্কে বলেন, হে আল্লাহ্! আমি একে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাসো, আর যে তাকে ভালবাসে, তাকেও ভালবাসো।

٦٠٣٩ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِي طَائِفَةٍ مِنَ النَّهَارِ لَا يُكَلِّمُنِي وَلَا أُكَلِّمُهُ حَتَّى جَاءَ سُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ ثُمَّ انْصَرَفَ حَتَّى أَتَى خِبَاءَ فَاطِمَةَ فَقَالَ أَثَمَّ لُكَعُ يَعْنِي حَسَنًا فَظَنَنَّا أَنَّهُ إِنَّمَا تَحْبِسُهُ أُمُّهُ لِأَنْ تُغَسِّلَهُ وَتُلْبِسَهُ سِخَابًا فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ يَسْعَى حَتَّى اعْتَنَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اللّٰهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ-

৬০৩৯. ইব্‌ন আবূ উমার (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, দিনের এক প্রহরে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে বের হলাম। তিনি আমার সাথে কথা বলেন নি, আমিও তাঁর সাথে কথা বলছিলাম না। অবশেষে বনূ কায়নুকা'-এর বাজারে পৌঁছলেন, এরপর তিনি ফিরে চললেন এবং ফাতিমা (রা)-এর ঘরে গেলেন। বললেন, এখানে খোকা আছে, খোকা আছে, অর্থাৎ হাসান। আমরা ধারণা করলাম যে, তাঁর মা তাকে আটকিয়ে রেখেছেন গোছল করানো এবং সুবাসিত মালা পরানোর জন্য। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই হাসান দৌড়ে চলে এলেন এবং তাঁরা একে অপরকে গলায় জড়িয়ে ধরলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! আমি তাকে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাসো, আর ভালবাসো ঐ লোককে, যে তাকে ভালবাসে।

٦٠٤٠- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ رَأَيْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ اللّٰهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ-

৬০৪০. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয (র)..... বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাসান ইব্‌ন আলী (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাঁধের উপর দেখেছি। তিনি বলছেন, হে আল্লাহ্! আমি একে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাসো।

٦٠٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاضِعًا الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِهِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ-

৬০৪১. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশশার ও আবূ বকর ইব্‌ন নাফি' (র.) ..... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখলাম, হাসান ইব্‌ন আলীকে তাঁর কাঁধে বসিয়ে রেখেছেন। তিনি বলছেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি একে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাসো।

٦٠٤٢- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّومِيِّ الْيَمَامِيُّ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِيَاسٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقَدْ قُدْتُ بِنَبِيِّ اللَّهِ ﷺ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ بَغْلَتَهُ الشَّهْبَاءَ حَتَّى أَدْخَلْتُهُمْ حُجْرَةَ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا قُدَّامَهُ وَهَذَا خَلْفَهُ-

৬০৪২. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রূমী ইয়ামামী ও আব্বাস ইব্‌ন আবদুল আযীম আম্বারী (র)..... আয়াস তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি একটি সাদা খচ্চরকে টেনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হুজরা পর্যন্ত নিয়ে গেলাম। এর উপর আরোহী ছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাসান ও হুসায়ন। একজন সামনে, একজন পেছনে।

٣٦٢- بَابُ فَضَائِلِ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ

৩৬২. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর আহ্‌লে বায়তের ফযীলত

٦٠٤٣- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا-

৬০৪৩ আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র) ... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সকালে বের হলেন। তাঁর গায়ে ছিলো কাল চুল দ্বারা খচিত একটি পশমী চাদর। হাসান ইব্‌ন আলী (রা) এলেন, তিনি তাঁকে চাদরের ভেতর ঢুকিয়ে নিলেন। হুসায়ন ইব্‌ন আলী (রা) এলেন, তাঁকে চাদরের ভেতর ঢুকিয়ে নিলেন। ফাতিমা (রা) এলেন, তাঁকেও ভেতরে ঢুকিয়ে ফেললেন। অতঃপর আলী (রা) এলেন, তাঁকেও ভেতরে ঢুকিয়ে নিলেন। পরে বললেন ঃ হে আহ্‌লে বায়ত! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের থেকে অপবিত্রতাকে বিদূরিত করে তোমাদের পবিত্রময় করতে চান।

٢٦٣- بَابُ فَضَائِلُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَابْنَهُ أُسَامَةَ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا

৩৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ হযরত যায়দ ইব্‌ন হারিসা ও তাঁর পুত্র উসামা (রা)-এর ফযীলত

٦٠٤٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ يَعْنِيْ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيُّ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ مَا كُنَّا نَدْعُوْ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ اِلاَّ زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتّٰى نَزَلَ فِي الْقُرْاٰنِ ادْعُوْهُمْ لِاٰبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ -

৬০৪৪ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)..... সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমরা যায়দ ইব্‌ন হারিসাকে যায়দ ইব্‌ন মুহাম্মদ বলতাম, যতক্ষণ না কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হলো ঃ "তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃ পরিচয়ে ডাক, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এটাই অধিক ন্যায়সংগত (৩৩ ঃ ৫)।"

٦٠٤٥- حَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِمِثْلِهِ-

৬০৪৫. আহ্‌মদ ইব্‌ন সাঈদ দারিমী (র)..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٠٤٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى وَيَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنُوْنَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْثًا وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ النَّاسُ فِيْ اِمْرَتِهِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنْ تَطْعَنُوْا فِيْ اِمْرَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُوْنَ فِيْ اِمْرَةِ اَبِيْهِ مِنْ قَبْلُ وَايْمُ اللّٰهِ اِنْ كَانَ لَخَلِيْقًا لِلْاِمْرَةِ وَاِنْ كَانَ لَمِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَيَّ وَاِنَّ هٰذَا لَمِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَيَّ بَعْدَهُ-

৬০৪৬ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আইউব, কুতায়বা ও ইব্‌ন হুজর (র) ..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটা সৈন্যদল প্রেরণ করলেন, এতে উসামা ইব্‌ন যায়দকে আমীর নিয়োগ করলেন। লোকেরা তাঁর নেতৃত্ব নিয়ে সমালোচনা করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে বললেন ঃ এর নেতৃত্বের যদি তোমরা সমালোচনা কর, তোমরা এর পিতার নেতৃত্ব নিয়েও পূর্বে সমালোচনা করেছিলে। আল্লাহ্‌র শপথ! তার পিতা নেতৃত্বের যোগ্য ছিল। সে আমার কাছে সবচে প্রিয় ছিল। আর যায়দের পর এখন আমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় হলো উসামা (রা)।

٦٠٤٧ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُمَرَ يَعْنِيْ ابْنَ حَمْزَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ اِنْ تَطْعَنُوْا فِيْ اِمَارَتِهِ يُرِيْدُ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِيْ اِمَارَةِ اَبِيْهِ مِنْ قَبْلِهِ وَايْمُ اللّٰهِ اِنْ كَانَ لَخَلِيْقًا لَهَا وَايْمُ اللّٰهِ اِنْ كَانَ لَاَحَبَّ

النَّاسِ إِلَيَّ وَأَيْمُ اللَّهِ إِنَّ هٰذَا لَهَا لَخَلِيقٌ يُرِيدُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَأَيْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَأَحَبَّهُمْ إِلَيَّ مِنْ بَعْدِهِ فَأَوْصِيكُمْ بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ صَالِحِيكُمْ-

৬০৪৭ আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্‌ন আ'লা (র)..... সালিম (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে বলেছেন ঃ তোমরা যদি তাঁর নেতৃত্বের ব্যাপারে সমালোচনা কর— এখানে উসামা ইব্‌ন যায়দকে বুঝাতে চেয়েছেন, তোমরা তো ইতিপূর্বে এর পিতার নেতৃত্ব নিয়েও সমালোচনা করেছিলে। আল্লাহ্‌র শপথ! সে নেতৃত্বের যোগ্য ছিল। সে আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় ছিল। এও খুব যোগ্য- এখানেও তিনি উসামাকে বুঝাতে চেয়েছেন; তার পরে এ-ই আমার সর্বাধিক প্রিয়। সুতরাং আমি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি, উসামার সাথে সুন্দর ব্যবহার কর। সে তোমাদের মাঝে সর্বাধিক সৎকর্মশীল।

٣٦٤ - بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

৩৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর (রা)-এর ফযীলত

٦٠٤٨- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ لِابْنِ الزُّبَيْرِ أَتَذْكُرُ إِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَأَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ نَعَمْ فَحَمَلَنَا وَتَرَكَكَ-

৬০৪৮. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ মুলায়কা (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর (রা) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-কে বললেন, তোমার মনে আছে কি যখন আমি, তুমি এবং ইব্‌ন আব্বাস, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে মিলিত হয়েছিলাম? তখন আমাকে তিনি আরোহণ করালেন, আর তোমাকে ছেড়ে দিলেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ।

٦٠٤٩- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَإِسْنَادِهِ-

৬০৪৯. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ..... হাবীব ইব্‌ন শাহীদ (র) থেকে ইব্‌ন উলাইয়ার ..... সনদ ও হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٠٥٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تُلُقِّيَ بِصِبْيَانِ أَهْلِ بَيْتِهِ قَالَ وَإِنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَسُبِقَ بِيَ إِلَيْهِ فَحَمَلَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ جِيءَ بِأَحَدِ ابْنَيْ فَاطِمَةَ فَأَرْدَفَهُ خَلْفَهُ قَالَ فَأُدْخِلْنَا الْمَدِينَةَ ثَلَاثَةً عَلَى دَابَّةٍ وَاحِدَةٍ-

৬০৫০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ও আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন তখন বাড়ির শিশুদের সাথে তিনি মিলিত হতেন। রাবী বলেন, একবার তিনি সফর থেকে এলেন, প্রথমে আমার সাথে সাক্ষাত হয়, তখন তিনি আমাকে তাঁর সামনে বসিয়ে দিলেন, এরপর ফাতিমা-এর (রা) এক ছেলেকে নিয়ে আসা হলে তাকে তিনি পেছনে বসালেন। আমরা তিনজন একই সওয়ারে চড়ে মদীনায় প্রবেশ করলাম।

٦٠٥١- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُوْرِقٌ الْعِجْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تُلُقِّيَ بِنَا قَالَ فَتُلُقِّيَ بِيْ وَبِالْحَسَنِ اَوْ بِالْحُسَيْنِ قَالَ فَحَمَلَ اَحَدَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْاٰخَرَ خَلْفَهُ حَتّٰى دَخَلْنَا الْمَدِيْنَةَ-

৬০৫১. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ যখন সফর থেকে আসতেন, তখন আমাদের সাথে মিলিত হতেন। তিনি বলেন, একবার তিনি আমার সাথে মিললেন এবং হাসান অথবা হুসায়নের সাথেও মিলিত হলেন। আমাদের একজনকে বসালেন তাঁর সামনে, অন্যজনকে পেছনে। এভাবে আমরা মদীনায় প্রবেশ করলাম।

٦٠٥٢- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ يَعْقُوْبَ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ سَعْدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ اَرْدَفَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ فَاَسَرَّ اِلَيَّ حَدِيْثًا لاَ اُحَدِّثُ بِهِ اَحَدًا مِنَ النَّاسِ-

৬০৫২. শায়বান ইব্ন ফাররূখ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে তাঁর পিছনে সওয়ারীতে বসালেন এবং চুপি চুপি আমাকে একটা কথা বললেন, এটা আমি লোকদের মধ্যে কাউকে বলবো না।

٣٦٥- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ خَدِيْجَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا-

৩৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা)-এর ফযীলত

٦٠٥٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ اُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَوَكِيْعٌ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَاللَّفْظُ حَدِيْثُ اَبِيْ اُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ جَعْفَرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَلِيًّا بِالْكُوْفَةِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيْجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ قَالَ اَبُوْ كُرَيْبٍ وَاَشَارَ وَكِيْعٌ اِلَى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ-

৬০৫৩. আবূ বকর ইব্ন শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলীকে কূফায় বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পৃথিবীর

মহিলাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন সে যুগে মরিয়ম বিনত ইমরান, আর এ যুগে খাদীজা বিনত খুওয়াইলিদ। রাবী আবূ কুরায়ব (র) বলেন, ওয়াকী' ইংগিত করলেন আসমান ও যমীনের প্রতি।

٦٠٥٤- وحدثنا ابو بكر بن ابى شيبة وابو كريب قالا حدثنا وكيع ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر جميعا عن شعبة ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبرى واللفظ له حدثنا ابى قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن ابى موسى قال قال رسول الله ﷺ كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران واسية امرأة فرعون وان فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام-

৬০৫৪. আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না, ইব্‌ন বাশ্‌শার ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয আম্বারী (র) ..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পুরুষদের মধ্যে অনেকেই পূর্ণতালাভ করেছেন, কিন্তু মহিলাদের মধ্যে মরিয়ম বিনত ইমরান ও ফির'আউনের স্ত্রী আসিয়া (রা) ছাড়া আর কেউ পূর্ণতা লাভ করেন নি। আর অন্যান্য মহিলাদের উপর আয়েশার ফযীলত অন্যান্য খাদ্যের উপর 'সারীদের' ফযীলতের মত।

٦٠٥٥- حدثنا ابو بكر بن ابى شيبة وابو كريب وابن نمير قالوا حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن ابى زرعة قال سمعت ابا هريرة قال اتى جبرئيل النبى ﷺ فقال يارسول الله هذه خديجة قد اتتك معها اناء فيه ادام او طعام او شراب فاذا هى اتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومنى وبشرها ببيت فى الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب-

قال ابو بكر بن ابى شيبة فى روايته عن ابى هريرة ولم يقل سمعت ولم يقل فى الحديث ومنى-

৬০৫৫. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে জিব্‌রাঈল (আ) এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই তো খাদীজা আপনার কাছে একটা পাত্র নিয়ে আসছেন, যার মধ্যে কিছু তরকারি, খাদ্য ও পানীয় রয়েছে। তিনি যখন আপনার কাছে আসবেন তখন তাঁকে তার প্রভুর এবং আমার পক্ষ হতে সালাম বলবেন। আর তাঁকে জান্নাতের একটি ঘরের সুসংবাদ দিবেন, যা এমন একটি মুক্তা দিয়ে তৈরি, যার ভিতর খোলা। যেখানে কোন হৈ চৈ আর দুঃখ-কষ্ট নেই।

আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে তার বর্ণনায় বলেছেন এবং তিনি আমি শুনেছি বলেন নি এবং আমরা হাদীসে ومنى অর্থাৎ আমা হতে ও বলেন নি।

٦٠٥٦- حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابى ومحمد بن بشر عن اسماعيل قال قلت لعبد الله بن ابى اوفى اكان رسول الله ﷺ بشر خديجة ببيت فى الجنة قال نعم بشرها ببيت فى الجنة من قصب لاصخب فيه ولا نصب-

৬০৫৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ **ইব্‌ন নুমায়র** (র) ..... ইসমাঈল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ আওফা (র)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি খাদীজা (রা)-কে কোন ঘরের সুসংবাদ দিয়েছেন জান্নাতের মধ্যে? বললেন, হ্যাঁ, তাঁকে জান্নাতের মধ্যে একটি মুক্তা দ্বারা নির্মিত ঘরের সুসংবাদ দিয়েছেন। যেখানে কোন হৈ চৈ আর দুঃখ-কষ্ট নেই।

٦٠٥٧- حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَجَرِيرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ-

৬০৫৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইসহাক ইব্‌রাহীম ও ইব্‌ন আবূ উমার (র)..... ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٠٥٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَشَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ-

৬০৫৮. উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খাদীজাকে জান্নাতের একটা ঘরের সুসংবাদ দিয়েছেন।

٦٠٥٩- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ وَلَقَدْ هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي بِثَلَاثِ سِنِينَ لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ ثُمَّ يُهْدِيهَا إِلَى خَلَائِلِهَا-

৬০৫৯. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্‌ন আ'লা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন মহিলার প্রতিই আমি এত ঈর্ষা পোষণ করি নি যতটুকু খাদীজার প্রতি করেছি; অথচ তিনি আমাদের বিয়ের তিন বছর আগেই মারা গিয়েছিলেন। কারণ আমি শুনতাম যে, তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) তাঁর কথা আলোচনা করতেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে আদেশ করেছিলেন যে, আপনি খাদীজাকে জান্নাতে একটি মুক্তা দ্বারা নির্মিত ঘরের সুসংবাদ দিন। এবং তিনি বকরী যবেহ্ করলে খাদীজার বান্ধবীদের গোশ্‌ত উপহার দিতেন।

٦٠٦٠ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا عَلَى خَدِيجَةَ وَإِنِّي لَمْ أُدْرِكْهَا قَالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ فَيَقُولُ أَرْسِلُوا بِهَا إِلَى أَصْدِقَاءِ خَدِيجَةَ قَالَتْ فَأَغْضَبْتُهُ يَوْمًا فَقُلْتُ خَدِيجَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي قَدْ رُزِقْتُ حُبَّهَا-

৬০৬০. সাহ্ল ইব্ন উসমান (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খাদীজা ছাড়া নবী পত্নীদের আর কাউকে ঈর্ষা করি নি, যদিও আমি তাঁকে পাই নি। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন বকরী যবেহ্ করতেন তখন বলতেন, এর গোশ্ত খাদীজার বান্ধবীদের পাঠিয়ে দাও। একদিন আমি তাঁকে রাগান্বিত করলাম, আর বললাম, খাদীজাকে এতই ভালবাসেন? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন বললেন ঃ তাঁর ভালোবাসা আমার অন্তরে গেঁথে দেয়া হয়েছে।

٦٠٦١- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ إِلَى قِصَّةِ الشَّاةِ وَلَمْ يَذْكُرِ الزِّيَادَةَ بَعْدَهَا-

৬০৬১. যুহায়র ইব্ন হারব ও আবূ কুরায়ব (র) ..... হিশাম (রা) থেকে একই সনদে আবূ উসামার হাদীসের বকরীর ঘটনা পর্যন্ত অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এর পরবর্তী কথাগুলো তিনি উল্লেখ করেন নি।

٦٠٦٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ لِكَثْرَةِ ذِكْرِهِ إِيَّاهَا وَمَا رَأَيْتُهَا قَطُّ—

৬০৬২. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী পত্নীদের কারো উপর আমি এত ঈর্ষা করি নি যতটুকু ঈর্ষা খাদীজাকে করেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক তাঁকে অধিক আলোচনা করার কারণে। অথচ আমি তাঁকে কখনো দেখি নি।

٦٠٦٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ يَتَزَوَّجِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خَدِيجَةَ حَتَّى مَاتَتْ-

৬০৬৩. আবদ ইব্ন হুমায়দ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খাদীজা থাকা অবস্থায় আর কোন বিবাহ্ করেন নি। যতদিন না তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

٦٠٦٤- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أُخْتُ خَدِيجَةَ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةَ فَارْتَاحَ لِذٰلِكَ فَقَالَ اللّٰهُمَّ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ فَغِرْتُ فَقُلْتُ وَمَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ حَمْرَاءِ الشِّدْقَيْنِ خَمْشَاءِ السَّاقَيْنِ هَلَكَتْ فِي الدَّهْرِ فَأَبْدَلَكَ اللّٰهُ خَيْرًا مِنْهَا-

৬০৬৪. সুয়ায়দ ইব্ন সাঈদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাদীজা (রা)-এর বোন হালা বিন্ত খুওয়াইলিদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খাদীজার অনুমতি চাওয়ার কথা স্মরণ করে উৎফুল্ল হয়ে বললেন, ইয়া আল্লাহ্! এতো খুওয়াইলিদের কন্যা হালা। এতে আমি ঈর্ষান্বিত হয়ে বললাম, আপনি কি স্মরণ করছেন কুরায়শের এক লাল মাড়ি এবং সরু পায়ের গোছাওয়ালা বৃদ্ধাকে, যিনি যুগের আবর্তনে বিলীন হয়ে গেছেন! এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে তাঁর পরিবর্তে উত্তম সহধর্মিণী দান করেছেন।

٣٦٦- بَابُ فَضَائِلِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا

৩৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ হযরত আয়েশা (রা)-এর ফযীলত

٦٠٦٥- حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُوْ الرَّبِيْعِ جَمِيْعًا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِيْ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أُرِيْتُكِ فِي الْمَنَامِ ثَلَاثَ لَيَالٍ جَاءَنِيْ بِكِ الْمَلَكُ فِيْ سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيْرٍ يَقُوْلُ هٰذِهِ امْرَأَتُكَ فَأَكْشِفُ عَنْ وَجْهِكِ فَإِذَا أَنْتِ هِيَ فَأَقُوْلُ إِنْ يَكُ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ يُمْضِهِ-

৬০৬৫. খালফ ইবন হিশাম ও আবুর রবী' (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ স্বপ্নযোগে তিনদিন আমাকে তোমায় দেখানো হয়েছে। একজন ফিরিশ্‌তা তোমাকে একটি রেশমখণ্ডে আবৃত করে নিয়ে এসে বললো, এটা আপনার স্ত্রী। আমি তোমার মুখের কাপড় সরিয়ে দেখি সেটি তুমিই। আমি বললাম, যদি এ স্বপ্ন আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে হয়, তবে তাই বাস্তবায়িত হবে।

٦٠٦٦- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيْسَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ-

৬০৬৬. ইবন নুমায়র ও আবু কুরায়ব (র)..... হিশাম (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٠٦٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ وَجَدْتُ فِيْ كِتَابِيْ عَنْ أَبِيْ أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ ابْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنِّيْ لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّيْ رَاضِيَةً وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى قَالَتْ فَقُلْتُ وَمِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذٰلِكَ قَالَ أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّيْ رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُوْلِيْنَ لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ وَإِذَا كُنْتِ غَضْبَى قُلْتِ لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيْمَ قَالَتْ قُلْتُ أَجَلْ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ-

৬০৬৭. আবূ বক্‌র ইবন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবন আ'লা (র) .....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমায় বলেছেন ঃ আমি বুঝতে পারি তুমি কখন আমার উপর খুশি থাকো, আর কখনো আমার উপর রাগ করো। আমি বললাম, এটা কিসের দ্বারা বুঝতে পারেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যখন তুমি আমার উপর খুশি থাকো তখন তুমি বলে থাকো, না, মুহাম্মদের রব্বের শপথ! আর যখন তুমি রেগে যাও তখন বল, না, ইব্‌রাহীমের রব্বের কসম! আমি বললাম, হাঁ আল্লাহ্‌র কসম! হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার নামটা শুধু বাদ দেই।

٦٠٦٨- وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ إِلٰى قَوْلِهِ لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيْمَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ-

৬০৬৮. ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... হিশাম (র) সূত্রে উক্ত সনদে "না, ইবরাহীমের রবের কসম" পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন, পরবর্তী অংশ উল্লেখ করেন নি।

٦٠٦٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ وَكَانَتْ تَأْتِينِي صَوَاحِبِي فَكُنَّ يَنْقَمِعْنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ-

৬০৬৯. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে পুতুল নিয়ে খেলতেন। তিনি বলেন, আমার কাছে আমার বান্ধবীরা আসতো। তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখে সরে পড়তো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন।

٦٠٧٠- حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ فِي بَيْتِهِ وَهُنَّ اللُّعَبُ-

৬০৭০. আবূ কুরায়ব, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও ইব্‌ন নুমায়র (র) ... হিশাম (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। জারীর-এর হাদীসে আছে, "আমি পুতুল নিয়ে তাঁর ঘরে খেলা করতাম, আর পুতুল হলো খেলনা।"

٦٠٧١- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ يَبْتَغُونَ بِذَلِكَ مَرْضَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৬০৭১. আবূ কুরায়ব (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। লোকেরা আমার পালার অপেক্ষা করতো। যে দিন আমার পালা হতো, সে দিন তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে খুশি করার জন্য উপঢৌকন পাঠাতো।

٦٠٧٢- حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ حَدَّثَنِي وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ مَعِي فِي مِرْطِي فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي إِلَيْكَ يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ وَأَنَا سَاكِتَةٌ قَالَتْ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيْ بُنَيَّةُ أَلَسْتِ تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ فَقَالَتْ بَلَى قَالَ فَأَحِبِّي هَذِهِ قَالَتْ فَقَامَتْ فَاطِمَةُ حِينَ سَمِعَتْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَجَعَتْ إِلَى أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُنَّ بِالَّذِي قَالَتْ وَبِالَّذِي قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

فَقُلْنَ لَهَا مَا نُرَاكِ أَغْنَيْتِ عَنَّا مِنْ شَيْءٍ فَارْجِعِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُولِي لَهُ إِنَّ أَزْوَاجَكَ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ وَاللَّهِ لاَ أُكَلِّمُهُ فِيهَا أَبَدًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْهُنَّ فِي الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً قَطُّ خَيْرًا فِي الدِّينِ مِنْ زَيْنَبَ وَأَتْقَى لِلَّهِ وَأَصْدَقَ حَدِيثًا وَأَوْصَلَ لِلرَّحِمِ وَأَعْظَمَ صَدَقَةً وَأَشَدَّ ابْتِذَالاً لِنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ الَّذِي تَصَدَّقُ بِهِ وَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ مَا عَدَا سَوْرَةً مِنْ حِدَّةٍ كَانَتْ فِيهَا تُسْرِعُ مِنْهَا الْفَيْئَةُ قَالَتْ فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ عَائِشَةَ فِي مِرْطِهَا عَلَى الْحَالِ الَّتِي دَخَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا وَهُوَ بِهَا فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي إِلَيْكَ يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ قَالَتْ ثُمَّ وَقَعَتْ بِي فَاسْتَطَالَتْ عَلَيَّ وَأَنَا أَرْقُبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَرْقُبُ طَرْفَهُ هَلْ يَأْذَنُ لِي فِيهَا قَالَتْ فَلَمْ تَبْرَحْ زَيْنَبُ حَتَّى عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لاَ يَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ قَالَتْ فَلَمَّا وَقَعْتُ بِهَا لَمْ أَنْشَبْهَا حَتَّى أَنْحَيْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَبَسَّمَ إِنَّهَا ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ-

حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ الْمَعْنَى غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلَمَّا وَقَعْتُ بِهَا لَمْ أَنْشَبْهَا أَنْ أَنْحَيْتُهَا عَلَيْهَا-

৬০৭২. হাসান ইব্‌ন আলী আল-হুলওয়ানী, আবূ বকর ইব্‌ন নযর ও আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ (র) ..... নবী পত্নী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী পত্নীগণ রাসূল তনয়া ফাতিমাকে তাঁর কাছে পাঠালেন। সে এসে অনুমতি চাইলো। তিনি তখন আমার চাদর গায়ে, আমার সাথে শোয়া ছিলেন। তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। ফাতিমা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার বিবিগণ আমাকে পাঠিয়েছেন, আবূ কুহাফার কন্যার ব্যাপারে তাঁরা আপনার সুবিচার চান। আমি চুপ করে রইলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন ঃ হে স্নেহের মেয়ে! আমি যা ভালবাসি, তা কি তুমি ভালবাস না? সে বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তবে একে ভালবাসো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এ কথা শুনে ফাতিমা (রা) নবী পত্নীদের কাছে ফিরে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তিনি যা বলেছেন, আর তিনি তাঁকে যা উত্তর দিয়েছেন, তা তাঁদেরকে বললেন। বিবিরা বললেন, তুমি আমাদের কোন উপকার করতে পারলে না। তুমি আবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে গিয়ে তাঁকে বল, আপনার বিবিগণ আবূ কুহাফার মেয়ের ব্যাপারে আপনার কাছে সুবিচার চাচ্ছেন। ফাতিমা (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আয়েশার প্রশ্নে আমি কোনদিন কথা বলতে যাবো না। আয়েশা বলেন, এরপর রাসূল-পত্নীগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

-এর পত্নী যয়নবকে তাঁর কাছে পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চোখে তিনিই ছিলেন আমার সম পর্যায়ের। যয়নবের চেয়ে দীনদার, আল্লাহ্ভীরু, সত্যভাষিণী, মায়াময়ী, দানশীলা এবং আল্লাহ্র নৈকট্যলাভের পথে ও দান-খয়রাতের জন্যে নিজেকে শক্তভাবে ব্যবহার করার মত কোন মহিলা আমি দেখি নি। তবে তাঁর মাঝে শুধু একটা ক্ষিপ্ততা ছিল, এটা থেকেও তিনি খুব দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে যেতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে অনুমতি চাইলেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার চাদরে আবৃত থাকা অবস্থায়ই অনুমতি দিলেন, যে অবস্থায় ফাতিমা (রা) তাঁর কাছে এসেছিল। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার বিবিগণ আমাকে পাঠিয়েছেন। আবূ কুহাফার মেয়ের ব্যাপারে তাঁরা আপনার সুবিচার চান। আয়েশা (রা) বলেন, অতঃপর তিনি আমার কাছে এলেন এবং কিছু বড় বড় কথা বললেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চোখের দিকে দেখছিলাম, তিনি আমায় কিছু বলার অনুমতি দেবেন কিনা? আমি বুঝতে পারলাম যে, যয়নবের কথার উত্তর দিলে তিনি কিছু মনে করবেন না। তিনি বলেন, তখন আমিও তাঁর উপর কথা বলতে লাগলাম এবং কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁকে চুপ করিয়ে দিলাম। তিনি বলেন, পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হেসে বললেন ঃ এটা তো আবূ বকরের মেয়ে।

মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন কুহযায (র) ..... যুহরী (র) থেকে উক্ত সনদে এর সমার্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি "যখন আমিও তাঁর সাথে কথা বলা শুরু করলাম তখন অল্প সময়েই তাকে পরাজিত করে দিলাম" বলেছেন।

٦٠٧٣- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ وَجَدْتُ فِيْ كِتَابِيْ عَنْ أَبِيْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَتَفَقَّدُ يَقُوْلُ أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ أَيْنَ أَنَا غَدًا اسْتِبْطَاءً لِيَوْمِ عَائِشَةَ قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ يَوْمِيْ قَبَضَهُ اللّٰهُ بَيْنَ سَحْرِيْ وَنَحْرِيْ-

৬০৭৩. আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞেস করতেন, আজ আমি কোথায় থাকব, কাল আমি কোথায় থাকব ? একথা ভেবে যে, আয়েশার পালা হয়ত বহু দেরী। আয়েশা (রা) বলেন, যখন আমার কাছে তাঁর অবস্থানের দিন এলো, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে আমার বুক থেকে তুলে নিলেন।

٦٠٧٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ قَبْلَ أَنْ يَمُوْتَ وَهُوَ مُسْنَدٌ اِلٰى صَدْرِهَا وَاَصْغَتْ اِلَيْهِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ-

৬০৭৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) .....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, তিনি তাঁর বুকে হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন, আর আমি কান লাগিয়ে রেখেছিলাম, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, রহম কর এবং আমাকে বন্ধুর সাথে মিলিত কর।

٦٠٧٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৬০৭৫. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ইব্‌ন নুমায়র ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ... হিশাম (র) থেকে এ সনদেই অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٦٠٧٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ مُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّهُ لَنْ يَمُوْتَ نَبِيٌّ حَتَّى يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ قَالَتْ فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ وَأَخَذَتْهُ بُحَّةٌ يَقُوْلُ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولٰئِكَ رَفِيْقًا قَالَتْ فَظَنَنْتُهُ خُيِّرَ حِيْنَئِذٍ-

৬০৭৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনতাম যে, কোন নবীই মৃত্যুবরণ করবেন না, যতক্ষণ না তাঁকে দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্য থেকে একটি বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হবে। মৃত্যু শয্যায় শায়িতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তখন তাঁর আওয়াজ ভারী হয়ে গিয়েছিল, "ওদের সাথে, যাদের উপর আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল লোকদের সাথে, তাঁরা কতই না ভালো বন্ধু।" আয়েশা (রা) বলেন, আমার ধারণা তখনই তাঁকে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে।

٦٠٧٧- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৬০৭৭. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুয়ায (রা) ..... সা'দ (রা) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٦٠٧٨- حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ جَدِّيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فِيْ رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَهُوَ صَحِيْحٌ إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ فِي الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَمَّا نَزَلَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِيْ غُشِيَ عَلَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ أَفَاقَ فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الأَعْلَى قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ إِذًا لاَ يَخْتَارُنَا قَالَتْ عَائِشَةُ وَعَرَفْتُ الْحَدِيْثَ الَّذِيْ كَانَ يُحَدِّثُنَا بِهِ وَهُوَ صَحِيْحٌ فِيْ

قَوْلِهِ إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تِلْكَ آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَوْلُهُ اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى-

৬০৭৮. আবদুল মালিক ইবন শুয়ায়ব ইবন লাইস (র) ..... নবী-পত্নী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সুস্থাবস্থায় বলেছেন ঃ কোন নবীই মৃত্যুবরণ করেন নি যতক্ষণ না তিনি জান্নাতে তাঁর স্থানটি দেখে নিয়েছেন। আর তাঁকে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। আয়েশা (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মৃত্যুর সময় হলো আর তাঁর মাথা আমার রানের উপর, কিছুক্ষণ তিনি বেহুঁশ হয়ে রইলেন। হুঁশ ফিরে এলে তিনি ছাদের দিকে চেয়ে রইলেন। অতঃপর বলরেন, আল্লাহ্, সুউচ্চ বন্ধুদের সাথে মিলিত কর। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, এখন আপনি আর আমাদের গ্রহণ করবেন না। আয়েশা (রা) বলেন, তখন আমার ঐ হাদীসটি মনে পড়লো যেটি তিনি সুস্থ থাকাকালে বলেছিলেন যে, কোন নবী মৃত্যুবরণ করেন না, যতক্ষণ না তিনি জান্নাতে তাঁর স্থানটি দেখে নেন। এরপর তাঁকে ইখতিয়ার দেওয়া হয়। আয়েশা (রা) বলেন, এটাই ছিল শেষ কথা যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ "হে আল্লাহ্! উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বন্ধুদের সাথে"।

٦٠٧٩- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ عَبْدٌ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ فَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيعًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ مَعَهَا فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ أَلاَ تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ فَتَنْظُرِينَ وَأَنْظُرُ قَالَتْ بَلَى فَرَكِبَتْ عَائِشَةُ عَلَى بَعِيرِ حَفْصَةَ وَرَكِبَتْ حَفْصَةُ عَلَى بَعِيرِ عَائِشَةَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى جَمَلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ فَسَلَّمَ ثُمَّ سَارَ مَعَهَا حَتَّى نَزَلُوا فَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ فَغَارَتْ فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ تَجْعَلُ رِجْلَهَا بَيْنَ الإِذْخِرِ وَتَقُولُ يَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي رَسُولُكَ وَلاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا

৬০৭৯. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম হান্যালী ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র) .....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সফরে বের হতেন, তখন নিজ বিবিদের ব্যাপারে লটারি করতেন। একবার লটারিতে আয়েশা ও হাফসার নাম উঠলো। উভয়েই তাঁর সাথে বের হলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন রাতে সফর করতেন তখন তিনি আয়েশার সাথে আলাপ করে করে চলতেন। হাফসা (রা) আয়েশাকে বললেন, আজ রাত তুমি আমার উটে চড় আর আমি তোমার উটে চড়ি। এরপর তুমি অপেক্ষা করবে আমিও অপেক্ষা করব। অতঃপর আয়েশা (রা) হাফসার উটে আর হাফসা (রা) আয়েশার উটে আরোহণ করলেন। যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আয়েশার উটের কাছে এলেন এবং এতে সওয়ার ছিলেন হাফসা (রা)। তখন তিনি সালাম দিলেন এবং তাঁর সাথে চললেন। অবশেষে মনযিলে গিয়ে অবতরণ করলেন। আয়েশা (রা) তাঁকে না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়লেন। যখন সবাই মনযিলে গিয়ে নামলেন, আয়েশা তাঁর পা 'ইযখির' ঘাসের উপর রেখে বলতে লাগলেন, হে রব্ব! একটা সাপ বা

বিচ্ছু আমার দিকে ধাবিত করে দিন যেন আমাকে দংশন করে। তিনি তো আপনার রাসূল, আমি তাঁকে কিছু বলতেও পারি না।

٦٠٨٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ-

৬০৮০. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, অন্যান্য মহিলাদের উপর আয়েশার শ্রেষ্ঠত্ব সমস্ত খাদ্যের উপর 'সারীদের' শ্রেষ্ঠত্বের মতো।

٦٠٨١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَيْسَ فِي حَدِيْثِهِمَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَفِي حَدِيْثِ إِسْمَاعِيْلَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ-

৬০৮১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, কুতায়বা ও ইব্ন হুজর (র) ..... আনাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তাদের দু'জনের হাদীসে "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছি" নেই। ইসমাঈলের হাদীসে "আনাস (রা) থেকে শুনেছি" রয়েছে।

٦٠٨٢- وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا إِنَّ جِبْرَئِيْلَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ قَالَتْ فَقُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ-

৬০৮২. আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বলেছেন, জিব্রাইল (আ) তোমাকে সালাম দিচ্ছেন। আমি বললাম, তাঁর প্রতি সালাম এবং আল্লাহ্র রহমত।

٦٠٨٣- حَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمَلَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُوْلُ حَدَّثَنِي أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهَا بِمِثْلِ حَدِيْثِهِمَا-

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৬০৮৩. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে তাঁদের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। ইসহাক (র) ..... যাকারিয়া (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٦٠٨٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاعَائِشَةُ هٰذَا جِبْرَئِيْلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ قَالَتْ فَقُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ قَالَتْ وَهُوَ يَرٰى مَالَا اَرٰى-

৬০৮৪. আবদুল্লাহ্ ইবন আবদুর রহমান দারিমী (র) ..... নবী সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ হে আয়েশা! এই যে জিব্‌রাঈল (আ) তোমাকে সালাম বলছেন। আয়েশা (রা) বললেন, ওয়া আলাইহিস্ সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্- তাঁর উপরও সালাম এবং আল্লাহ্‌র রহমত। এরপর আয়েশা (রা) বললেন, তিনি তো এমন কিছু দেখেন যা আমি দেখতে পাই না।

٣٦٧- بَابُ ذِكْرِ حَدِيْثِ اُمِّ زَرْعٍ-

৩৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ উম্মে যারা-এর হাদীস

٦٠٨٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَاَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ كِلَاهُمَا عَنْ عِيْسٰى وَاللَّفْظُ لِابْنِ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَخِيْهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ جَلَسَ اِحْدٰى عَشْرَةَ امْرَاَةً فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ اَنْ لَا يَكْتُمْنَ مِنْ اَخْبَارِ اَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا قَالَتِ الْاُوْلٰى زَوْجِيْ لَحْمُ جَمَلٍ غَثٍّ عَلٰى رَاْسِ جَبَلٍ وَعْرٍ لَا سَهْلٍ فَيُرْتَقٰى وَلَا سَمِيْنٍ فَيُنْتَقٰى قَالَتِ الثَّانِيَةُ زَوْجِيْ لَا اَبُثُّ خَبَرَهُ اِنِّيْ اَخَافُ اَنْ لَا اَذَرَهُ اِنْ اَذْكُرْهُ اَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ قَالَتِ الثَّالِثَةُ زَوْجِيَ الْعَشَنَّقُ اِنْ اَنْطِقْ اُطَلَّقْ وَاِنْ اَسْكُتْ اُعَلَّقْ قَالَتِ الرَّابِعَةُ زَوْجِيْ كَلَيْلِ تِهَامَةَ لَا حَرٌّ وَلَا قَرٌّ وَلَا مَخَافَةَ وَلَا سَامَةَ قَالَتِ الْخَامِسَةُ زَوْجِيْ اِنْ دَخَلَ فَهِدَ وَاِنْ خَرَجَ اَسِدَ وَلَا يَسْاَلُ عَمَّا عَهِدَ قَالَتِ السَّادِسَةُ زَوْجِيْ اِنْ اَكَلَ لَفَّ وَاِنْ شَرِبَ اِشْتَفَّ وَاِنِ اضْطَجَعَ الْتَفَّ وَلَا يُوْلِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ قَالَتِ السَّابِعَةُ زَوْجِيْ غَيَايَاءُ اَوْ عَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ شَجَّكِ اَوْ فَلَّكِ اَوْ جَمَعَ كُلًّا لَكِ قَالَتِ الثَّامِنَةُ زَوْجِيْ الرِّيْحُ رِيْحُ زَرْنَبٍ وَالْمَسُّ مَسُّ اَرْنَبٍ قَالَتِ التَّاسِعَةُ زَوْجِيْ رَفِيْعُ الْعِمَادِ طَوِيْلُ النِّجَادِ عَظِيْمُ الرَّمَادِ قَرِيْبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ قَالَتِ الْعَاشِرَةُ زَوْجِيْ مَالِكٌ وَمَا مَالِكٌ مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذٰلِكِ لَهُ اِبِلٌ كَثِيْرَاتُ الْمَبَارِكِ قَلِيْلَاتُ الْمَسَارِحِ اِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ اَيْقَنَّ اَنَّهُنَّ هَوَالِكُ قَالَتِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ زَوْجِيْ اَبُوْ زَرْعٍ وَمَا اَبُوْ زَرْعٍ اٰنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ اُذُنَيَّ وَمَلَاَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَّ وَبَجَّحَنِيْ فَبَجَحَتْ اِلٰى نَفْسِيْ وَجَدَنِيْ فِيْ اَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشِقٍّ فَجَعَلَنِيْ فِيْ

اَهْلِ صَهِيْلٍ وَاَطِيْطٍ وَدَائِسٍ وَمُنَقٍّ فَعِنْدَهُ اَقُوْلُ فَلاَ اُقَبَّحُ وَاَرْقُدُ فَاَتَصَبَّحُ وَاَشْرَبُ فَاَتَقَنَّحُ- اُمُّ اَبِىْ زَرْعٍ فَمَا اُمُّ اَبِىْ زَرْعٍ عُكُوْمُهَا رَدَاحٌ وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ- اِبْنُ اَبِىْ زَرْعٍ فَمَا اِبْنُ اَبِىْ زَرْعٍ مَضْجِعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ وَتُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ -بِنْتُ اَبِىْ زَرْعٍ فَمَا بِنْتُ اَبِىْ زَرْعٍ طَوْعُ اَبِيْهَا وَطَوْعُ اُمِّهَا وَمِلْءُ كِسَائِهَا وَغَيْظُ جَارَتِهَا -جَارِيَةُ اَبِىْ زَرْعٍ فَمَا جَارِيَةُ اَبِىْ زَرْعٍ لاَ تَبُثُّ حَدِيْثَنَا تَبْثِيْثًا وَلاَ تُنَقِّثُ مِيْرَتَنَا تَنْقِيْثًا وَلاَ تَمْلأُ بَيْتَنَا تَعْشِيْشًا- قَالَتْ خَرَجَ اَبُوْ زَرْعٍ وَالْاَوْطَابُ تُمْخَضُ فَلَقِىَ امْرَاَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ فَطَلَّقَنِىْ وَنَكَحَهَا فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلاً سَرِيًّا رَكِبَ شَرِيًّا وَاَخَذَ خَطِيًّا وَاَرَاحَ عَلَىَّ نَعَمًا ثَرِيًّا وَاَعْطَانِىْ مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا قَالَ كُلِىْ اُمَّ زَرْعٍ وَمِيْرِىْ اَهْلَكِ فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَىْءٍ اَعْطَانِىْ مَابَلَغَ اَصْغَرَ اٰنِيَةِ اَبِىْ زَرْعٍ- قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُنْتُ لَكِ كَاَبِىْ زَرْعٍ لاُمِّ زَرْعٍ-

وَحَدَّثَنِيْهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْحُلْوَانِىُّ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ عَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ وَلَمْ يَشُكَّ وَقَالَ قَلِيْلاَتُ الْمَسَارِحِ وَقَالَ وَصِفْرُ رِدَائِهَا وَخَيْرُ نِسَائِهَا وَعَقْرُ جَارَتِهَا وَقَالَ وَلاَ تُنَقِّثُ مِيْرَتَنَا تَنْقِيْثًا وَقَالَ وَاَعْطَانِىْ مِنْ كُلِّ ذِىْ رَائِحَةٍ زَوْجًا-

৬০৮৫- আলী ইবন হুজর সা'দী ও আহমদ ইবন জানাব (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এগারজন মহিলা বসে অঙ্গীকার ও চুক্তিবদ্ধ হলো যে, তারা নিজ নিজ স্বামীর ব্যাপারে কিছুই গোপন করবে না। প্রথম মহিলা বললো, আমার স্বামী দুর্বল উটের গোশতের মতো, যা দুর্গম এক পাহাড়ের চূড়ায় রক্ষিত। না ওখানে আরোহণ করা সম্ভব, আর না এমন মোটা তাজা যা সংরক্ষণ করা যায়। দ্বিতীয় মহিলা বললো, আমি আমার স্বামীর খবর ছড়াতে পারবো না। আমার ভয় হয়, আমি তাকে ছেড়ে না দেই। আমি যদি তার বিবরণ দিতে যাই তবে তার গোপনীয় ও প্রকাশ্য সব দোষই বর্ণনা করতে হবে। তৃতীয় মহিলা বললো, আমার স্বামী খুব লম্বা। ওর দোষ বললে আমি পরিত্যক্ত হবো, আর চুপ থাকলে ঝুলে থাকবো। চতুর্থ মহিলা বললো, আমার স্বামী 'তিহামা'-এর রজনীর মতো। নাতিশীতোষ্ণ (গরমও নয় আর ঠাণ্ডাও নয়) ভয়ও নেই, ক্লান্তিও নেই। পঞ্চম মহিলা বললো, আমার স্বামী যখন ঘরে আসে তখন চিতা বাঘ, আর যখন বাইরে যায় তখন সিংহ। রক্ষিত মাল-সম্পদ নিয়ে সে কোন প্রশ্ন করে না। ষষ্ঠ মহিলা বললো, আমার স্বামী খেতে বসলে সব খেয়ে ফেলে, পান করলে একেবারে নিঃশেষ করে ফেলে। আর শুতে গেলে একদম হাত পা গুটিয়ে রয়। আমার প্রতি হাত বাড়ায় না, যাতে আমার অবস্থা বুঝতে পারে। সপ্তম মহিলা বললো, আমার স্বামী নির্বোধ, অক্ষম ও বোবার মত। সব দোষই তার মধ্যে বিদ্যমান। চাইলে তোমার মাথায় আঘাত করবে অথবা অঙ্গে প্রহার করবে অথবা উভয়টিই একত্রে সংঘটিত করবে। অষ্টম মহিলা বললো, আমার স্বামীর গন্ধ যারনাবের সুগন্ধির মতো, তার স্পর্শ খরগোশের মতো। নবম মহিলা বললো, আমার

স্বামী এমন যার প্রাসাদের থাম্বাগুলো সুউচ্চ, তরবারির খাপগুলো দীর্ঘ, বাড়ির আঙ্গিনায় অধিক ছাই। মজলিসের পার্শ্বেই তার বাড়ি। দশম মহিলা বললো, আমার স্বামী 'মালিক'। আর মালিক-এর কথা কি বলব, আমার এ প্রশংসার চেয়ে আরো শ্রেষ্ঠ সে। তার আছে অনেক উট, তাদের জন্য উটশালাও অনেক, তবে চারণভূমি কম। উটেরা যখন বাদ্য-বাজনার শব্দ শোনে, তখন নিজেদের যবেহের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে পড়ে। একাদশ মহিলা বললো, আমার স্বামীর নাম আবূ যারা'। কী চমৎকার আবূ যারা'। অলংকার দিয়ে সে আমার দু'কান ঝুলিয়ে দিয়েছে, বাহুদ্বয় ভরপুর করেছে চর্বিতে। আমাকে সম্মান দিয়েছে, আমিও নিজেকে সম্মানিত বোধ করছি। সে আমাকে পাহাড়ের পাদদেশে ভেড়া ও বকরীওয়ালাদের মাঝে পেয়েছিল। এরপর সে আমাকে উট, ঘোড়া, জমি-জমা ও ফসলাদির অধিকারী বানিয়েছে। তার কাছে আমি কথা বললে সে তা ফেলে না। আমি ঘুমালে ভোর পর্যন্ত শুয়ে থাকি আর পান করলে তৃপ্তি অর্জন করি। আবূ যারা' -এর মা, কতই না ভালো আবূ যারা এর মা। তার সম্পদ কোষ বিরাট আকারের। তার কুঠুরী প্রশস্ত। আবূ যারা-এর ছেলে, কত ভালো আবূ যারা-এর ছেলে, তার শয্যা যেন তরবারির খাপ। বকরির একটি হাতা খেয়েই সে তৃপ্তিবোধ করে। আবূ যারা'-এর মেয়ে, কতই না ভালো আবূ যারা-এর মেয়ে। মা-বাবার অনুগত, পোশাকভরা শরীর, প্রতিবেশীর ঈর্ষার পাত্রী। আবূ যারা'-এর বাঁদী, কত ভালো আবূ যারা-এর বাঁদী। আমাদের কথা প্রচার করে বেড়ায় না। আমাদের খাদ্য নষ্ট করে না, ঘর-বাড়ি আবর্জনাপূর্ণ রাখে না। উম্মে যারা বলেন, একদা আবূ যারা বাইরে বের হলেন। তখন আমাদের অবস্থা ছিল, বড় বড় দুধের পাত্র থেকে মাখন তোলা হতো। তখন এক মহিলার সাথে তার সাক্ষাত ঘটে। তার সাথে ছিলো দু'টো শিশু। শিশু দু'টো ছিল দুটি চিতার মত। তারা তার কোকের নীচ দিয়ে দুটি তালিম নিয়ে খেলা করছিল। তখন আবূ যারা' আমাকে তালাক দেয় এবং সে মহিলাকে বিয়ে করে। তারপর আমি এক ব্যক্তিকে বিবাহ করলাম। সে ছিল সরদার, খুব ভালো ঘোড় সওয়ার ও বর্শা ধারণকারী। সে আমার আস্তাবলে বহু চতুষ্পদ জন্তু সমবেত করে। প্রত্যেক প্রকার থেকে সে আমাকে একেক জোড়া দান করে এবং সে আমাকে বলে, হে উম্মে যারা'! তুমি খাও এবং তোমার আপনজনকে দান কর। অতএব দ্বিতীয় স্বামী আমায় যা কিছু দিয়েছে তার সব যদি জমা করি, তবু আবূ যারা'-এর ছোট্ট একটি পাত্রের সমান হবে না। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন : তোমার জন্য আমি উম্মে যারা'- এর জন্য আবূ যারা'-এর মতো।

হাসান ইবন আলী হুলওয়ানী (র) ..... হিশাম ইবন উরওয়া (রা) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে এতে সন্দেহ ছাড়া রয়েছে عيابا طبقا আরো রয়েছে قليلات المسارح এবং রয়েছে صفر ردانها وخير نسائها وعقر جارتها (অর্থাৎ তার কটিদেশ ছিল কৃশ, অন্যান্য মহিলার তুলনায় ছিল শ্রেষ্ঠ, সতীনের ঈর্ষার পাত্রী) এবং বলেছেন- اعطاني من كل ذي رائحة زوجا - আরো বলেছেন لا تنقث ميرتنا تنقيثا

٣٦٨- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ فَاطِمَةَ بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ

৩৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর কন্যা ফাতিমা (রা)-এর ফযীলত

٦٠٨٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلاَهُمَا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ابْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلاَ آذَنُ لَهُمْ ثُمَّ لاَ آذَنُ لَهُمْ ثُمَّ لاَ آذَنُ لَهُمْ إِلاَّ أَنْ

يُحِبُّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا-

৬০৮৬. আহ্‌মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউনুস ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মিম্বরের উপর থেকে বলতে শুনেছেন, হিশাম ইব্‌ন মুগীরার ছেলেরা আমার কাছে অনুমতি চেয়েছে যে, তাদের কন্যাকে আলী ইব্‌ন আবূ তালিবের কাছে তারা বিয়ে দিতে চায়। আমি তাদের অনুমতি দেব না, আমি তাদের দেব না। তবে যদি আলী ইব্‌ন আবূ তালিব আমার মেয়েকে তালাক দিয়ে তাদের মেয়েকে বিয়ে করতে চায়, তা ভিন্ন কথা। কেননা আমার মেয়ে আমারই একটা অংশ। যা তাকে বিষন্ন করে, তা আমাকেও বিষন্ন করে, তাকে যা কষ্ট দেয়, আমাকেও তা কষ্ট দেয়।

٦٠٨٧- وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهُذَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا-

৬০৮৭. আবূ মা'মার ইসমাঈল ইব্‌ন ইব্‌রাহীম হুযালী (র)..... মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ফাতিমা আমারই অঙ্গ, তাকে যা কষ্ট দেয়, তা আমাকেও কষ্ট দেয়।

٦٠٨٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْوَلِيدِ ابْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدُّؤَلِيُّ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَقِيَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ إِلَيَّ مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ لَا قَالَ لَهُ هَلْ أَنْتَ مُعْطِيَّ سَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ وَأَيْمُ اللَّهِ لَئِنْ أَعْطَيْتَنِيهِ لَا يُخْلَصُ إِلَيْهِ أَبَدًا حَتَّى تَبْلُغَ نَفْسِي إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ فَقَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي وَإِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا قَالَ ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ قَالَ حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَأَوْفَى لِي وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا-

৬০৮৮. আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র)..... আলী ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, হুসায়ন ইব্‌ন আলী (রা)-এর শাহাদতের পর ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়া (রা)-এর কাছ থেকে তারা যখন মদীনায় এলেন, মিসওয়ার ইব্‌ন

মাখরামা তখন তাঁর সাথে দেখা করলেন এবং তাঁকে বললেন, আপনার কোন প্রয়োজন থাকলে আমাকে বলবেন। আমি বললাম, না। মিসওয়ার বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর তরবারিখানা কি আপনি আমাকে দান করবেন? কারণ আমার ভয় হয় যে, আপনার লোকেরা এটি আপনার কাছ থেকে কব্জা করে নিবে। আল্লাহ্র কসম, আপনি যদি সে তরবারিটি আমাকে দিয়ে দেন তাহলে যতক্ষণ আমার প্রাণ থাকে, এটি কেউ স্পর্শ করতে পারবে না। (মিসওয়ার আরো বলেন,) ফাতিমার জীবিত থাকাকালে আলী (রা) আবূ জাহলের কন্যাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ বিষয় নিয়ে লোকদের সামনে এ মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে শুনেছি। আমি সে সময় সদ্য বালিগ বয়সের। তখন তিনি বললেন, ফাতিমা আমারই অঙ্গ। আমার ভয় হচ্ছে, সে তার দীনের ব্যাপারে ফিতনায় না পতিত হয়। অতঃপর তিনি আবদ ই-শামস গোত্রীয় তাঁর জামাতার আলোচনা করলেন তার আত্মীয়তার সুন্দর প্রশংসা করলেন, এবং বললেন, সে আমায় যা বলেছে সত্য বলেছে, সে অংগীকার করেছে, আর আমি কোন হালালকে হারাম করি না বা হারামকে হালাল করি না। তবে আল্লাহ্র কসম, আল্লাহ্র রাসূলের মেয়ে এবং আল্লাহ্র দুশমনের মেয়ে কখনো এক জায়গায় একত্রিত হতে পারে না।

٦٠٨٩- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ لَهُ إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لاَتَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحًا ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ قَالَ الْمِسْوَرُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ مُضْغَةٌ مِنِّي وَإِنَّمَا أَكْرَهُ أَنْ يَفْتِنُوهَا وَإِنَّهَا وَاللَّهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا قَالَ فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ -

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبٌ يَعْنِي ابْنَ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ-

৬০৮৯. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান দারিমী (র) ..... মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) নবী তনয়া ফাতিমাকে ঘরে রেখেই আবূ জাহ্লের কন্যাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ফাতিমা (রা) যখন এ খবর শুনলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বললেন, লোকেরা বলাবলি করে যে, আপনি আপনার মেয়েদের ব্যাপারে রাগ প্রকাশ করেন না। আর এই যে আলী (রা) আবূ জাহ্লের মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন। মিসওয়ার (রা) বললেন, তখন নবী ﷺ দাঁড়ালেন। এ সময় আমি শুনলাম তিনি তাশাহ্হুদ পড়লেন এবং বললেন ঃ আমি আবুল আস ইব্নুর রাবীর কাছে বিয়ে দিয়েছি, সে আমাকে যা বলেছে, তা সত্যে পরিণত করেছে। আর মুহাম্মদ তনয়া ফাতিমা আমারই একটা টুকরা, আমি পসন্দ করি না যে, লোকে তাকে ফিত্নায় ফেলুক। আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্র রাসূলের মেয়ে ও আল্লাহ্র দুশমনের মেয়ে কোন ব্যক্তির কাছে কখনো একত্রিত হতে পারে না। মিস্ওয়ার (রা) বলেন, এরপর আলী (রা) প্রস্তাব ছেড়ে দেন।

আবূ মা'আন রাক্কাশী (রা) ..... যুহরী (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٦٠٩٠- حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ اَبِىْ مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ يَعْنِىْ اِبْنَ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ح وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ اَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَعَا فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فَسَارَّهَا فَبَكَتْ ثُمَّ سَارَّهَا فَضَحِكَتْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لِفَاطِمَةَ مَاهٰذَا الَّذِىْ سَارَّكِ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَبَكَيْتِ ثُمَّ سَارَّكِ فَضَحِكْتِ قَالَتْ سَارَّنِىْ فَاَخْبَرَنِىْ بِمَوْتِهِ فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَارَّنِىْ فَاَخْبَرَنِىْ اَنِّىْ اَوَّلُ مَنْ يَتْبَعُهُ مِنْ اَهْلِهِ فَضَحِكْتُ-

৬০৯০. মানসূর ইব্‌ন আবূ মুযাহিম ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর মেয়ে ফাতিমাকে ডেকে চুপি চুপি কিছু বললেন। তখন তিনি কাঁদলেন। আবার চুপে চুপে তিনি কিছু বললেন। তখন তিনি হেসে ফেললেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি ফাতিমাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে চুপে চুপে কি বললেন যে, তুমি কেঁদে ফেললে এবং তারপর কি বললেন যে, তুমি হেসে ফেললে? ফাতিমা বললেন চুপে চুপে তিনি আমাকে তাঁর মৃত্যু সংবাদ দিলেন, তাই আমি কাঁদলাম। এরপর চুপি চুপি তিনি বললেন, তাঁর পরিজনদের মধ্যে সর্বপ্রথম তাঁর পেছনে যাবো আমি, তাই হাসলাম।

٦٠٩١- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّ اَزْوَاجُ النَّبِىِّ ﷺ عِنْدَهُ لَمْ يُغَادِرْ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً فَاَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِىْ مَا تُخْطِئُ مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا فَلَمَّا رَاٰهَا رَحَّبَ بِهَا فَقَالَ مَرْحَبًا بِابْنَتِىْ ثُمَّ اَجْلَسَهَا عَنْ يَمِيْنِهِ اَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيْدًا فَلَمَّا رَاٰى جَزَعَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ فَضَحِكَتْ فَقُلْتُ لَهَا خَصَّكِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ بِالسِّرَارِ ثُمَّ اَنْتِ تَبْكِيْنَ فَلَمَّا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَاَلْتُهَا مَا قَالَ لَكِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ مَا كُنْتُ اُفْشِىْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سِرَّهُ قَالَتْ فَلَمَّا تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لِىْ عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ لَمَا حَدَّثْتِنِىْ مَا قَالَ لَكِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ اَمَّا الْاٰنَ فَنَعَمْ اَمَّا حِيْنَ سَارَّنِىْ فِى الْمَرَّةِ الْاُوْلٰى فَاَخْبَرَنِىْ اَنَّ جِبْرَئِيْلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْاٰنَ فِىْ كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ وَاَنَّهُ عَارَضَهُ الْاٰنَ مَرَّتَيْنِ وَاِنِّىْ لَا اَرَى الْاَجَلَ اِلَّا قَدِ اقْتَرَبَ فَاتَّقِى اللّٰهَ وَاصْبِرِىْ فَاِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ اَنَا لَكِ قَالَتْ فَبَكَيْتُ بُكَائِىَ الَّذِىْ رَاَيْتِ فَلَمَّا رَاٰى جَزَعِىْ سَارَّنِىْ الثَّانِيَةَ فَقَالَ يَافَاطِمَةُ اَمَا تَرْضَيْنَ اَنْ تَكُوْنِىْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ قَالَتْ فَضَحِكْتُ ضَحِكِىْ الَّذِىْ رَاَيْتِ-

৬০৯১. আবূ কামিল জাহ্দারী ফুযায়ল ইবন হুসায়ন (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বিবিরা সকলেই তাঁর কাছে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ বাদ ছিলেন না। এমন সময় ফাতিমা (রা) এলেন। তাঁর চলার ভঙ্গি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চলার ভঙ্গি থেকে একটুও পৃথক ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাঁকে দেখলেন, তখন তিনি এ বলে খোশ আমদেদ জানালেন— মারহাবা, হে আমার স্নেহের কন্যা! এরপর তাঁকে তাঁর ডানপাশে অথবা বামপাশে বসালেন এবং তাঁর সাথে চুপে চুপে কিছু বললেন। এতে তিনি খুব কাঁদলেন। যখন তিনি তাঁর অস্থিরতা দেখলেন, তিনি পুনরায় তাঁর সাথে চুপে চুপে কিছু বললেন, তখন তিনি হেসে দিলেন। আমি তাঁকে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর স্ত্রীগণের মধ্যে (কাউকে না বলে) তোমার সঙ্গে বিশেষভাবে কোন গোপন কথা বলেছেন। আবার তুমি কাঁদছো? অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উঠে গেলেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমার কাছে কি বলেছেন? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর গোপন কথা প্রকাশ করবো না। আয়েশা (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ওফাত হয়ে গেলো, তখন আমি তার উপর আমার অধিকারের শপথ দিয়ে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাকে কী বলেছেন, অবশ্যই আমাকে বলতে হবে। তিনি বললেন, আচ্ছা। এখন তবে, হ্যাঁ। প্রথমবার তিনি আমাকে গোপনে বললেন জিব্রাঈল (আ) প্রতি বছর একবার কি দু'বার আমাকে কুরআন পুনরাবৃত্তি করান। এ বছর তিনি দু'বার পুনরাবৃত্তি করালেন। আমার মনে হয় আমার সময় কাছে এসে গেছে। তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্যধারণ কর। কেননা আমি তোমার জন্য কত উত্তম পূর্বসূরী। তখন আমি কাঁদলাম যা আপনি দেখেছেন। এরপর আমার অস্থিরতা দেখে তিনি দ্বিতীয়বার চুপি চুপি বললেন, হে ফাতিমা! মুমিন রমণীদের প্রধান ও এ উম্মাতের সকল মহিলাদের সরদার হওয়া কি তুমি পসন্দ কর না? ফাতিমা (রা) বললেন, তখন আমি হাসলাম। আমার যে হাসি আপনি দেখেছেন।

٦٠٩٢- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُغَادِرْ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِيْ كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مِشْيَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَرْحَبًا بِابْنَتِيْ فَأَجْلَسَهَا عَنْ يَمِيْنِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ إِنَّهُ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيْثًا فَبَكَتْ فَاطِمَةُ رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنَّهُ سَارَّهَا فَضَحِكَتْ أَيْضًا فَقُلْتُ لَهَا مَا يُبْكِيْكِ فَقَالَتْ مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ فَقُلْتُ لَهَا حِيْنَ بَكَتْ أَخَصَّكِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِحَدِيْثِهِ دُوْنَنَا ثُمَّ تَبْكِيْنَ وَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ فَقَالَتْ مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتَّى إِذَا قُبِضَ سَأَلْتُهَا فَقَالَتْ إِنَّهُ كَانَ حَدَّثَنِيْ أَنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ عَارَضَهُ بِهِ فِي الْعَامِ مَرَّتَيْنِ وَلَا أُرَانِيْ إِلَّا قَدْ حَضَرَ أَجَلِيْ وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِيْ لُحُوْقًا بِيْ وَنِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ فَبَكَيْتُ لِذٰلِكَ ثُمَّ إِنَّهُ سَارَّنِيْ فَقَالَ أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُوْنِيْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ فَضَحِكْتُ لِذٰلِكَ-

৬০৯২. আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা ও ইবন নুমায়র (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন নবী ﷺ -এর সকল বিবি একত্রিত হলেন। তাঁদের মধ্যে একজনও বাদ রইলেন না। তখন ফাতিমা (রা) হেঁটে

আসলেন। তার হাঁটার ভঙ্গী যেন একেবারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চলার মত। তিনি বললেন, খোশ আমদেদ স্নেহের মেয়ে আমার! অতঃপর তাঁকে তাঁর ডানদিকে কিংবা তাঁর বামদিকে বসালেন এবং চুপি চুপি কিছু কথা বললেন। এতে ফাতিমা (রা) কেঁদে ফেললেন। তারপর তিনি তাঁকে চুপি চুপি আবার কিছু বললেন, এতে তিনি হাসলেন। আমি তাঁকে বললাম, কিসে তোমাকে কাঁদালো ? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর গোপন কথা ফাঁস করতে পারি না। আমি বললাম, আমি আজকের মতো কোন আনন্দকে বেদনার এতো নিকটবর্তী দেখি নি। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের ছেড়ে তোমাকে তাঁর কথা বলার জন্য বিশেষত্ব দান করলেন। আর তুমি কাঁদছো? আবার তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কী বলেছেন ঃ তা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর গোপন কথা প্রকাশ করতে পারি না। অবশেষে যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইন্তিকাল করলেন, তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, তিনি আমাকে বলেছিলেন জিব্‌রাঈল (আ) প্রতি বছর একবার তাঁর সঙ্গে কুরআন আবৃত্তি করতেন। আর এ বছর তিনি তাঁর সঙ্গে দু'বার আবৃত্তি করেছেন। এতে আমার মনে হয় নিশ্চয়ই মৃত্যু আমার নিকটবর্তী। আর তুমিই আমার পরিজনদের মাঝে সর্বপ্রথম আমার সঙ্গে মিলিত হবে। তোমার জন্য আমি কতই না উত্তম অগ্রগামী। তখন আমি কেঁদেছি। এরপর তিনি আমাকে চুপি চুপি বললেন, তুমি ঈমানদার মহিলাদের প্রধান অথবা এ উম্মাতের মহিলাদের সরদার হওয়া কি পসন্দ কর না ? একথা শুনে আমি হেসেছি।

٣٦٩- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا

৩৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা)-এর ফযীলত

٦٠٩٣- حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَيْسِيُّ كِلَاهُمَا عَنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ ابْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ لَاتَكُوْنَنَّ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوْقَ وَلَا آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ وَبِهَا يَنْصِبُ رَايَتَهُ قَالَ وَأُنْبِئْتُ أَنَّ جِبْرِيْلَ أَتَى نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَ فَجَعَلَ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ لِأُمِّ سَلَمَةَ مَنْ هٰذَا أَوْ كَمَا قَالَ قَالَتْ هٰذَا دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ قَالَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَيْمُ اللّٰهِ مَا حَسِبْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ حَتّٰى سَمِعْتُ خُطْبَةَ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ يُخْبِرُ خَبَرَنَا أَوْ كَمَا قَالَ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِيْ عُثْمَانَ مِمَّنْ سَمِعْتَ هٰذَا قَالَ مِنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ-

৬০৯৩. আবদুল আ'লা ইব্‌ন হাম্মাদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা কায়সী (র) ..... সালমান (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ তিনি বলেন, যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তবে বাজারে প্রবেশকারীদের মধ্যে তুমি প্রথম হয়ো না এবং তথা হতে বহির্গমণকারীদের মধ্যে তুমি শেষ ব্যক্তি হয়ো না। বাজার হলো শয়তানের আড্ডাখানা। আর তথায়ই সে তার ঝান্ডা উত্তোলন করে রাখে। সালমান (রা) বলেন, আমাকে এ খবরও দেওয়া হয়েছে যে, জিব্‌রাঈল (আ) নবী ﷺ -এর কাছে এলেন। তখন তাঁর পাশে উম্মে সালামা (রা) ছিলেন। রাবী বলেন ঃ অতঃপর জিব্‌রাঈল (আ) কথা বলতে লাগলেন এবং পরে চলে গেলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উম্মে সালামাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইনি কে ছিলেন? বা এরূপ কথা বললেন। উম্মে সালামা (রা) উত্তর দিলেন, দাহ্‌ইয়া কালবী। তিনি বলেন, উম্মে সালামা (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি তো তাকে দাহ্‌ইয়া কালবী বলেই ধারণা করেছিলাম। যতক্ষণ না

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ভাষণ শুনলাম। তিনি আমাদের কথা বলছিলেন অথবা এরূপ বলেছিলেন। অর্থাৎ জিব্রাঈলের আগমনের বর্ণনা দিচ্ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি রাবী আবূ উসমানকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আপনি এ হাদীস কার মাধ্যমে শুনেছেন? তিনি বললেন, উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে।

٣٧٠- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ زَيْنَبَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا

৩৭০. অনুচ্ছেদ ঃ উম্মুল মু'মিন হযরত যয়নব (রা)-এর ফযীলত

٦٠٩٤- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ أَبُوْ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى السِّيْنَانِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَلْحَةَ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَسْرَعُكُنَّ لَحَاقًا بِيْ أَطْوَلُكُنَّ يَدًا قَالَتْ فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ أَيَّتُهُنَّ أَطْوَلُ يَدًا قَالَتْ فَكَانَتْ أَطْوَلَنَا يَدًا زَيْنَبُ لأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَصَدَّقُ-

৬০৯৪. মাহ্মূদ ইব্ন গায়লান আবূ আহ্মদ (র) ..... উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে সর্বপ্রথম সে-ই আমার সাথে মিলিত হবে যার হাত সর্বাধিক লম্বা। সুতরাং সব বিবিরা নিজ নিজ হাত মেপে দেখতে লাগলেন কার হাত বেশি লম্বা। আয়েশা (রা) বলেন, অবশেষে আমাদের মধ্যে যয়নবের হাতই সবচেয়ে লম্বা বলে স্থির হল। কারণ তিনি হাত দিয়ে কাজ করতেন এবং দান-খয়রাত করতেন।

٣٧١- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أُمِّ أَيْمَنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا

৩৭১. অনুচ্ছেদ ঃ উম্মে আয়মান (রা)-এর ফযীলত

٦٠٩٥- حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ انْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَنَاوَلَتْهُ إِنَاءً فِيْهِ شَرَابٌ قَالَ فَلاَ أَدْرِيْ أَصَادَفَتْهُ صَائِمًا أَوْ لَمْ يُرِدْهُ فَجَعَلَتْ تَصُبُّ عَلَيْهِ وَتَدْمُرُ عَلَيْهِ-

৬০৯৫. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্ন আ'লা (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উম্মে আয়মানের কাছে গেলেন। আমিও তাঁর সংগে গেলাম। তিনি তাঁর দিকে একটি শরবতের পাত্র এগিয়ে দিলেন। তিনি বলেন ঃ আমি জানি না যে, নবী ﷺ সিয়াম পালন করছিলেন, না এমনিই তা ফিরিয়ে দিলেন। উম্মে আয়মান (রা) এতে চীৎকার করে উঠলেন এবং তাঁর উপর রাগ প্রকাশ করতে লাগলেন।

٦٠٩٦- حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلاَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِعُمَرَ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ نَزُوْرُهَا كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَزُوْرُهَا فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ فَقَالاَ لَهَا مَا يُبْكِيْكِ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِرَسُوْلِهِ ﷺ فَقَالَتْ مَا أَبْكِيْ أَنْ لاَ أَكُوْنَ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِرَسُوْلِهِ ﷺ وَلَكِنْ أَبْكِيْ أَنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ فَجَعَلاَ يَبْكِيَانِ مَعَهَا-

৬০৯৬. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ওফাতের পর আবূ বকর (রা) উমর (রা)-কে বললেন, চলো উম্মে আয়মানের কাছে যাই, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে যাবো যেমন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাক্ষাতে যেতেন। যখন আমরা তাঁর কাছে গেলাম, তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন। তাঁরা দু'জন বললেন, তুমি কাঁদছ কেন? আল্লাহ্ তা'লার কাছে যা কিছু রয়েছে তা তাঁর রাসূলের জন্য বেশি উত্তম। উম্মে আয়মান (রা) বললেন, এজন্য আমি কাঁদছি না যে, আমি জানি না আল্লাহ্‌র কাছে যা কিছু আছে তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য উত্তম; বরং এ জন্য আমি কাঁদছি যে, আসমান থেকে ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেলো। উম্মে আয়মানের এ কথা তাঁদের মধ্যেও কান্নার আবেগ সৃষ্টি করল। সুতরাং তাঁরাও তাঁর সাথে কাঁদতে লাগলেন।

٣٧٢- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أُمِّ سُلَيْمٍ أُمِّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَبِلَالٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ

৩৭২. অনুচ্ছেদ ঃ উম্মু সুলায়ম, উম্মু আনাস ইব্‌ন মালিক এবং বিলাল (রা)-এর ফযীলত

٦٠٩٧- حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَايَدْخُلُ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِ إِلاَّ أُمَّ سُلَيْمٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا فَقِيلَ لَهُ فِي ذٰلِكَ فَقَالَ إِنِّي أَرْحَمُهَا قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي-

৬০৯৭. হাসান হুলওয়ানী (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপন বিবিদের ছাড়া অন্য কোন মহিলার বাড়িতে প্রবেশ করতেন না। কিন্তু উম্মু সুলায়মের কাছে যেতেন। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, এর উপর আমার বড় করুণা হয়। আমার সংগে থেকে তার ভাই নিহত হয়েছে।

٦٠٩٨- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْفَةً فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوا هٰذِهِ الْغُمَيْصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ-

৬০৯৮. ইব্‌ন আবূ উমর (র)....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি জান্নাতে গেলাম, সেখানে আমি কারও চলার শব্দ পেলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কে? লোকেরা বললো, ইনি গুমায়সা বিন্‌ত মিলহান (রা), আনাস ইব্‌ন মালিকের মা।

٦٠٩٩- حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أُرِيتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ امْرَأَةَ أَبِي طَلْحَةَ ثُمَّ سَمِعْتُ خَشْخَشَةً أَمَامِي فَإِذَا بِلَالٌ-

৬০৯৯. আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন ফারাজ (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমাকে জান্নাত দেখানো হয়েছে যে, আমি আবূ তালহার স্ত্রীকে দেখলাম। অতঃপর আমার সামনে পদধ্বনি শুনতে পেলাম, তাকিয়ে দেখি বিলাল।

٣٧٣- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ

৩৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ হযরত আবূ তালহা আনসারী (রা)-এর ফযীলত

٦١٠٠- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَاتَ ابْنٌ لِأَبِي طَلْحَةَ مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا لَا تُحَدِّثُوا أَبَا طَلْحَةَ بِابْنِهِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا أُحَدِّثُهُ قَالَ فَجَاءَ فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ عَشَاءً فَأَكَلَ وَشَرِبَ قَالَ ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ أَحْسَنَ مَا كَانَ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذٰلِكَ فَوَقَعَ بِهَا فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّهُ قَدْ شَبِعَ وَأَصَابَ مِنْهَا قَالَتْ يَا أَبَا طَلْحَةَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ قَوْمًا أَعَارُوا عَارِيَتَهُمْ أَهْلَ بَيْتٍ فَطَلَبُوا عَارِيَتَهُمْ أَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ قَالَ لَا قَالَتْ فَاحْتَسِبْ ابْنَكَ قَالَ فَغَضِبَ فَقَالَ تَرَكْتَنِي حَتَّى تَلَطَّخْتُ ثُمَّ أَخْبَرْتَنِي بِابْنِي فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بَارَكَ اللّٰهُ لَكُمَا فِي غَابِرِ لَيْلَتِكُمَا قَالَ فَحَمَلَتْ قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِي سَفَرٍ وَهِيَ مَعَهُ وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَتَى الْمَدِينَةَ مِنْ سَفَرٍ لَا يَطْرُقُهَا طُرُوقًا فَدَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ فَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ فَاحْتَبَسَ عَلَيْهَا أَبُو طَلْحَةَ وَانْطَلَقَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَا رَبِّ أَنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنْ أَخْرُجَ مَعَ رَسُولِكَ إِذَا خَرَجَ وَأَدْخُلَ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ وَقَدِ احْتُبِسْتُ بِمَا تَرَى قَالَ تَقُولُ أُمُّ سُلَيْمٍ يَا أَبَا طَلْحَةَ مَا أَجِدُ الَّذِي كُنْتُ أَجِدُ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا قَالَ وَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ حِينَ قَدِمَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَقَالَتْ لِي أُمِّي يَا أَنَسُ لَا يُرْضِعُهُ أَحَدٌ حَتَّى تَغْدُوَ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا أَصْبَحَ احْتَمَلْتُهُ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَصَادَفْتُهُ وَمَعَهُ مِيسَمٌ فَلَمَّا رَآنِي قَالَ لَعَلَّ أُمَّ سُلَيْمٍ وَلَدَتْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَوَضَعَ الْمِيسَمَ قَالَ وَجِئْتُ بِهِ فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ وَدَعَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِعَجْوَةٍ مِنْ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ فَلَاكَهَا فِي فِيهِ حَتَّى ذَابَتْ ثُمَّ قَذَفَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُهَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أُنْظُرُوا إِلَى حُبِّ الْأَنْصَارِ التَّمْرَ قَالَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللّٰهِ-

৬১০০. মুহাম্মদ ইবন হাতিম ইবন মায়মূন (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আবূ তালহার ঔরষজাত উম্মু সুলায়মের ছেলে মারা গেলো। তখন উম্মু সুলায়ম (রা) তার পরিবারে লোকদের বললো, আবূ তালহাকে তাঁর ছেলের খবর দিও না, যতক্ষণ আমি না বলি। তিনি বলেন, অতঃপর আবূ তালহা (রা) এলেন। উম্মু সুলায়ম (রা) রাতের খানা সামনে আনলে তিনি পানাহার করলেন। তারপর উম্মু সুলায়ম ভালোমতো সাজগোজ করলেন। আবূ তালহা (রা) তাঁর সাথে মিলিত হলেন। যখন উম্মু সুলায়ম (রা) দেখলেন যে, তিনি মিলনে পরিতৃপ্ত, তখন তাঁকে বললেন, হে আবূ তালহা! কেউ যদি কাউকে কোন জিনিস রাখতে দেয়, এরপর তা নিয়ে নেয়, তবে কি সে তা ফিরাতে পারে? আবূ তালহা (রা) বললেন, না। উম্মে সুলায়ম (রা) বললেন, আমি তোমার ছেলের মৃত্যু

সংবাদ দিচ্ছি। আবূ তালহা (রা) রেগে গিয়ে বললেন, তুমি আমাকে আগে বল নি, আর এখন আমি অপবিত্র, এখন খবরটা দিলে? তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে গিয়ে খবরটা দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন তোমাদের বিগত রাতটিতে আল্লাহ্ তা'আলা বরকত দিন, উম্মু সুলায়ম অন্তঃসত্তা হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফরে ছিলেন। উম্মু সুলায়মও এ সফরে ছিলেন। তিনি যখন সফর থেকে ফিরতেন, তখন রাতের বেলা মদীনায় প্রবেশ করতেন না। লোকেরা যখন মদীনায়র কাছে পৌঁছলো, তখন উম্মু সুলায়মের প্রসব বেদনা শুরু হলো। আবূ তালহা (রা) তাঁর কাছে রয়ে গেলেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চলে গেলেন। আবূ তালহা (রা) বললেন, হে পরোয়ারদিগার! তুমি তো জানো যে, তোমার রাসূলের সাথে বের হতে আমার ভাল লাগে যখন তিনি বের হন, আর তাঁর সাথে যেতে আমার ভালো লাগে যখন তিনি যান। কিন্তু তুমি জানো কেন আমি থেকে গিয়েছি। রাবী বলেন ঃ উম্মু সুলায়ম (রা) বললেন, হে আবূ তালহা! আগের মতো বেদনা আমার নেই। চলুন আমরা চলে যাই। স্বামী-স্ত্রী মদীনায় পৌঁছলে উম্মু সুলায়মের বেদনা পুনরায় শুরু হলো। আর তিনি একটি শিশু পুত্র প্রসব করলেন। আমার মা বললেন, হে আনাস! শিশুটিকে যেন কেউ দুধপান না করায় যতক্ষণ তুমি তাকে ভোরবেলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে নিয়ে যাও। সকাল হলে আমি শিশুটিকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে গেলাম। আমি দেখলাম তাঁর হাতে উট দাগানোর যন্ত্র। আমাকে যখন তিনি দেখলেন, বললেন, সম্ভবত উম্মু সুলায়ম এ ছেলেটি প্রসব করেছে। আমি বললাম, হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি সে যন্ত্রটি হাত থেকে রেখে দিলেন। আমি শিশুটিকে নিয়ে তাঁর কোলে রাখলাম। তিনি মদীনার আজওয়া খেজুর আনালেন এবং নিজের মুখে দিয়ে চিবুলেন। যখন খেজুর গলে গেল, তখন শিশুটির মুখে দিলেন। শিশুটি তা চুষতে লাগলো। তিনি বললেন, দেখো আনসারদের খেজুর প্রীতি! পরে তিনি শিশুর মুখে হাত বুলালেন এবং এর নাম রাখলেন আবদুল্লাহ্।

٦١٠١- حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ مَاتَ ابْنٌ لأَبِي طَلْحَةَ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ-

৬১০১. আহ্মদ ইব্ন হাসান ইব্ন খারাশ (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ তালহার একটি ছেলে মারা গেল ..... এর পরের অংশ উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ।

٣٧٤- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ بِلاَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

৩৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ হযরত বিলাল (রা)-এর ফযীলত

٦١٠٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ قَالاَ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِبِلاَلٍ عِنْدَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ يَابِلاَلُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ عِنْدَكَ فِي الإِسْلاَمِ مَنْفَعَةً فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشْفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ قَالَ قَالَ بِلاَلٌ مَاعَمِلْتُ عَمَلاً فِي الإِسْلاَمِ أَرْجَى عِنْدِي مَنْفَعَةً مِنْ أَنِّي لاَ أَتَطَهَّرُ طُهُورًا تَامًا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ وَلاَ نَهَارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَاكُتِبَ اللَّهُ لِي أَنْ أُصَلِّيَ-

৬১০২. উবায়দ ইব্‌ন ইয়া'ইশ, মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা হামদানী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভোরের সালাতের সময় বিলাল (রা)-কে বলেন, হে বিলাল! তুমি আমাকে বল, ইসলামের পর তুমি এমন কোন্ আমল করেছ যার উপকারের ব্যাপারে তুমি বেশি আশাবাদী ; কেননা আজ রাতে আমি জান্নাতে আমার সামনে তোমার জুতার আওয়াজ শুনেছি। বর্ণনাকারী বলেন, বিলাল বলেন, ইসলামের মধ্যে এর চেয়ে বেশি লাভের আশা আমি অন্য কোন আমলে করতে পারি না যে, আমি দিনে বা রাতে যখনই পূর্ণ উযূ করি, তখনই আল্লাহ্ তা'আলা আমার ভাগ্যে যতক্ষণ লিখেছেন, ততক্ষণ ঐ উযূ দিয়ে সালাত আদায় করে থাকি।

٣٧٥- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَأُمِّهِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا

৩৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) ও তাঁর মায়ের ফযীলত

٦١٠٣- حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ وَسَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ الْحَضْرَمِيُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ وَالْوَلِيْدُ بْنُ شُجَاعٍ قَالَ سَهْلٌ وَمِنْجَابٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُوْنَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ : لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوْا..... إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قِيْلَ لِيْ أَنْتَ مِنْهُمْ-

৬১০৩. মিনজাব ইব্‌ন হারিস তায়মী, সাহ্‌ল ইব্‌ন উসমান, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন যুরারাহ হাজরামী, সুয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ ও ওয়ালীদ ইব্‌ন শুজা' (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো ঃ "যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদের ভক্ষিত বস্তুর মধ্যে কোন অসুবিধা নেই যখন তারা আল্লাহকে ভয় করে এবং ঈমানদার হয়" ..... শেষ পর্যন্ত (৫ ঃ ৯৩), রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন আমাকে বললেন, "আমাকে বলা হয়েছে যে, তুমিও এদের অন্তর্ভুক্ত।"

٦١٠٤- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى قَالَ قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِيْ مِنَ الْيَمَنِ فَكُنَّا حِيْنًا وَمَا نَرٰى ابْنَ مَسْعُوْدٍ وَأُمَّهُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ كَثْرَةِ دُخُوْلِهِمْ وَلُزُوْمِهِمْ لَهُ -

حَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ أَنَّهُ سَمِعَ الْأَسْوَدَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ أَبَا مُوْسٰى يَقُوْلُ لَقَدْ قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِيْ مِنَ الْيَمَنِ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ-

৬১০৪. ইসহাক ইব্‌রাহীম হান্‌যালী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) ..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আমার ভাই ইয়েমেন থেকে এলাম। আমরা দীর্ঘদিন থাকার পর ইব্‌ন মাসউদ (রা) ও তাঁর

যাকে রাসূল পরিবারেরই লোক বলে মনে করেছি। কেননা তাঁরা রাসূলের কাছে খুব যাওয়া-আসা করতেন এবং সংগে থাকতেন।

মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) ..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আমার ভাই ইয়েমেন থেকে এলাম ..... পরবর্তী অংশ পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٦١٠٥- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَا أُرَى أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَوْ مَا ذَكَرَ مِنْ نَحْوِ هٰذَا

৬১০৫. যুহায়র ইবন হারব, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) ..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে এলাম আমার ধারণা ছিল যে, আবদুল্লাহ্ তাঁরই পরিজনের অন্তর্ভুক্ত অথবা তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦١٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَصِ قَالَ شَهِدْتُ أَبَا مُوسَى وَأَبَا مَسْعُودٍ حِينَ مَاتَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَتُرَاهُ تَرَكَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ فَقَالَ إِنْ قُلْتَ ذٰلِكَ إِنْ كَانَ لَيُؤْذَنُ لَهُ إِذَا حُجِبْنَا وَيَشْهَدُ إِذَا غِبْنَا-

৬১০৬. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র) ..... আবুল আহ্ওয়াস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন মাসউদের ইন্তিকালের সময় আমি আবূ মাসউদ ও আবূ মূসার পাশে ছিলাম। তাঁরা একজন আরেকজনকে বললেন, কি মনে কর, তাঁর পর তাঁর মতো আর কাউকে কি তিনি ছেড়ে গেছেন? অন্যজন বললেন, তুমি এ কথা বলছো, তার অবস্থাই ছিল এ রকম যে, আমাদের বাধা দেওয়া হতো, আর তাকে অনুমতি দেওয়া হতো; আমরা অনুপস্থিত থাকতাম, আর সে উপস্থিত থাকতো।

٦١٠٧- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ ابْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا قُطْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ كُنَّا فِي دَارِ أَبِي مُوسَى مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللّٰهِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فِي مُصْحَفٍ فَقَامَ عَبْدُ اللّٰهِ فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ مَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ تَرَكَ بَعْدَهُ أَعْلَمَ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ هٰذَا الْقَائِمِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ كَانَ يَشْهَدُ إِذَا غِبْنَا وَيُؤْذَنُ لَهُ إِذَا حُجِبْنَا-

৬১০৭. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল 'আলা' (র) ..... আবুল আহ্ওয়াস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবূ মূসা (রা)-এর বাড়িতে ছিলাম। আবদুল্লাহ্ কতিপয় সাহাবীর সংগে তাঁরা একটি কুরআন শরীফ দেখছিলেন। আবদুল্লাহ্ উঠে দাঁড়ালেন। তখন আবূ মাসউদ বললেন, আল্লাহ্র অবতীর্ণ কিতাব সম্পর্কে দণ্ডায়মান ব্যক্তির চেয়ে

বেশি পরিজ্ঞাত কোন মানুষ তাঁর পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রেখে গেছেন বলে আমি জানি না। আবূ মূসা (রা) বললেন, আপনি যদি এ কথা বলেন, তবে তার কারণ, তাঁর অবস্থা এ ছিল যে, যখন আমরা অনুপস্থিত থাকতাম, তখন সে থাকতো উপস্থিত; আর আমাদের যখন বাধা দেওয়া হতো, তখন তাঁকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হতো।

٦١٠٨- وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا مُوسَى فَوَجَدْتُ عَبْدَ اللَّهِ وَأَبَا مُوسَى ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ حُذَيْفَةَ وَأَبِي مُوسَى وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَحَدِيثُ قُطْبَةَ أَتَمُّ وَأَكْثَرُ-

৬১০৮. কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়া (র) ..... আবুল আহওয়াস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি আবূ মূসার কাছে এলাম। তখন আবদুল্লাহ্ ও আবূ মূসাকে পেলাম ..... আবূ কুরায়ব..... যায়দ ইব্‌ন ওয়াহব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হুযায়ফা ও আবূ মূসার সংগে বসা ছিলাম। এরপর হাদীসের বাকী অংশ বর্ণনা করেছেন এবং কুতায়বা বর্ণিত হাদীস পূর্ণ ও অধিক নির্ভরযোগ্য।

٦١٠٩- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ قَالَ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ تَأْمُرُونِّي أَنْ أَقْرَأَ فَلَقَدْ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً وَلَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أَعْلَمُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَلَوْ أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا أَعْلَمُ مِنِّي لَرَحَلْتُ إِلَيْهِ قَالَ شَقِيقٌ فَجَلَسْتُ فِي حَلَقِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَرُدُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَا يَعِيبُهُ-

৬১০৯. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম হানযালী (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আর যে ব্যক্তি কোন কিছু গোপন করবে, কিয়ামতের দিন তা নিয়ে সে উঠবে।" অতঃপর বললেন, তোমরা আমাকে কার মতো কিরা'আত পড়ার কথা বল? আমি তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে সত্তরের উর্ধ্বে সূরা পড়েছি। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবাগণ জানেন যে, আমি তাঁদের মধ্যে কুরআন সম্পর্কে সর্বাধিক পরিজ্ঞাত। আমি যদি জানতাম যে, আর কেউ আমার চেয়ে বেশি কুরআন জানে, তবে আমি তার দিকে সফর করে যেতাম। শাকীক (র) বলেন, আমি মুহাম্মদ ﷺ-এর সাহাবীদের বিভিন্ন মজলিসে বসেছি। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদের এ বক্তব্যকে রদ করতে কাউকে শুনি নি এবং তাঁর উপর অভিযোগ আনতেও শুনি নি।

٦١١٠- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا قُطْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ سُورَةٌ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ حَيْثُ نَزَلَتْ وَمَا مِنْ آيَةٍ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ فِيمَا أُنْزِلَتْ وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا هُوَ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ مِنِّي تَبْلُغُهُ الْإِبِلُ لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ-

৬১১০. আবূ কুরায়ব (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই, তাঁর শপথ! আল্লাহ্‌র কিতাবে এমন কোন সূরা নেই যার অবতীর্ণ হওয়ার স্থান সম্পর্কে আমি না জানি, এমন কোন

আয়াত নেই যার অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে আমি না জানি। আমি যদি এমন কোন ব্যক্তিকে জানতাম যিনি আমার চেয়েও বেশি কুরআন জানেন, আর তাঁর কাছে উট যেতে পারে, তবে আমি তাঁর কাছে সওয়ার হয়ে রওয়ানা দিতাম।

٦١١١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ كُنَّا نَأْتِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو فَنَتَحَدَّثُ إِلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ عِنْدَهُ فَذَكَرْنَا يَوْمًا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَقَدْ ذَكَرْتُمْ رَجُلاً لاَ أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَ شَىْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ فَبَدَأَ بِهِ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ-

৬১১১. আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমায়র (র) ..... মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমরের কাছে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতাম। একদিন আমরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদের উল্লেখ করলাম, তিনি বললেন, তোমরা এমন এক ব্যক্তির উল্লেখ করেছ, যাঁকে এ হাদীসে শোনার পর থেকে আমি ভালোবেসে আসছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি, তোমরা চারজনের কাছে কুরআন শিখ। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ, এখানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সর্বপ্রথম আবদুল্লাহ্‌র নাম উল্লেখ করেন; মু'য়ায ইব্‌ন জাবাল, উবাই ইব্‌ন কা'ব ও আবূ হুযায়ফার ক্রীতদাস সালিমের কাছ থেকে।

٦١١٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَذَكَرْنَا حَدِيثًا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ لاَ أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَ شَىْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُهُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ مِنِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ فَبَدَأَ بِهِ وَمِنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ وَمِنْ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَمِنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَحَرْفٌ لَمْ يَذْكُرْهُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَوْلَهُ يَقُولُهُ-

৬১১২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, যুহায়র ইব্‌ন হারব ও উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা)-এর কাছে ছিলাম। তখন আমরা ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর একটি হাদীসের উল্লেখ করি। এ সময় আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) বললেন, ইনি ঐ ব্যক্তি যাঁকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর একটি কথা শোনার পর থেকে ভালোবেসে আসছি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, তোমরা চার ব্যক্তির কাছ থেকে কুরআন পড়। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ তাঁর নামই প্রথমে বললেন এবং উবাই ইব্‌ন কা'ব, সালিম -আবূ হুযায়ফার ক্রীতদাস ও মু'য়ায ইব্‌ন জাবাল (রা)। আর একটি অক্ষর যা যুহায়র ইব্‌ন হারব উল্লেখ করেননি, ওটা হলো তার কথা যে, তিনি ওটা বলেছেন।

٦١١٣- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ بِإِسْنَادِ جَرِيرٍ وَوَكِيعٍ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَدَّمَ مُعَاذًا قَبْلَ أُبَيٍّ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ أُبَيًّا قَبْلَ مُعَاذٍ-

৬১১৩. আবূ বকর ইব্‌ন শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র) ..... আ'মাশ (র) থেকে জারীর ও ওয়াকী'র সনদে আবূ মু'আবিয়া থেকে আবূ বকর (র) বর্ণিত রিওয়ায়াতে মু'য়ায (রা)-ক উবাইয়ের পূর্বে আনা হয়েছে। আর আবূ কুরায়বের বর্ণনায় উবাই-এর নাম মু'য়ায (রা)-এর আগে।

٦١١٤- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ح وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِمْ وَاخْتَلَفَا عَنْ شُعْبَةَ فِي تَنْسِيقِ الأَرْبَعَةِ-

৬১১৪. ইব্‌ন মুসান্না, ইব্‌ন বাশ্‌শার ও বিশ্‌র ইব্‌ন খালিদ (র) ..... আ'মাশ (র) থেকে তাঁদের সনদে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে শু'বার সূত্রে চারজনের ধারাবাহিকতায় বিরোধ রয়েছে।

٦١١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ ذَكَرُوا ابْنَ مَسْعُودٍ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَقَالَ ذَاكَ رَجُلٌ لاَ أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اسْتَقْرِءُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ-

৬১১৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... মাসরূক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তাঁরা ইব্‌ন আমর (র)-এর সামনে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদের আলোচনা করলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর এ কথা শোনার পর থেকে আমি ঐ লোকটিকে ভালোবেসে আসছি ঃ চারজনের কাছ থেকে তোমরা কুরআন পড়, ইব্‌ন মাসউদ, আবূ হুযায়ফার আযাদকৃত গোলাম সালিম, উবাই ইব্‌ন কা'ব ও মু'য়ায ইব্‌ন জাবাল (রা)।

٦١١٦- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ قَالَ شُعْبَةُ بَدَأَ بِهَذَيْنِ لاَ أَدْرِي بِأَيِّهِمَا بَدَأَ-

৬১১৬. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয তাঁর পিতা মু'আয (রা) থেকে শু'বা সূত্রে উক্ত সনদে বর্ণনা করেন। মু'য়ায (রা) অতিরিক্ত বলেছেন "এ দু'জনকে দিয়ে শুরু করা হয়েছে, কিন্তু কার নাম প্রথমে, তা আমি জানি না।"

٣٧٦- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ

৩৭৬. হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) ও আনসারদের এক দলের ফযীলত

٦١١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ

جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الْاَنْصَارِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَاُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَاَبُوْ زَيْدٍ قَالَ قَتَادَةُ فَقُلْتُ لِاَنَسٍ مَنْ اَبُوْ زَيْدٍ قَالَ اَحَدُ عُمُوْمَتِيْ-

৬১১৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) .....আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগেই চারজন কুরআন সংকলন করেছেন। এঁদের সবাই আনসার। মু'য়ায ইব্‌ন জাবাল, উবাই ইব্‌ন কা'ব, যায়দ ইব্‌ন সাবিত ও আবূ যায়িদ (রা)। কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাসকে জিজ্ঞাসা করলাম, আবূ যায়দ কে? তিনি বললেন, আমার চাচাদের মধ্যে একজন।

٦١١٨- حَدَّثَنِيْ اَبُوْ دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ قَالَ هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ قُلْتُ لِاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الْاَنْصَارِ اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ يُكْنَى اَبَا زَيْدٍ-

৬১১৮. আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্‌ন মা'বাদ (র) ..... কাতাদা (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে কে কুরআন একত্রিত করেছিলেন? তিনি বললেন, চারজন, এঁদের সবাই আনসার। উবাই ইব্‌ন কা'ব, মু'য়ায ইব্‌ন জাবাল, যায়দ ইব্‌ন সাবিত ও আনসারদের মধ্যে একজন তাঁর কুনিয়াত আবূ যায়দ (রা)।

٦١١٩- حَدَّثَنَا هُدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِاُبَيٍّ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اَمَرَنِيْ اَنْ اَقْرَأَ عَلَيْكَ قَالَ اللّٰهُ سَمَّانِيْ لَكَ قَالَ اللّٰهُ سَمَّاكَ لِيْ قَالَ فَجَعَلَ اُبَيٌّ يَبْكِيْ-

৬১১৯. হাদ্দাব ইব্‌ন খালিদ (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উবাইকে বললেন, তোমাকে কুরআন পড়ে শোনানোর জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আদেশ করেছেন। উবাই (রা) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা কি আপনার কাছে আমার নাম নিয়ে বলেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ্ই আমার কাছে তোমার নাম নিয়েছেন। এতে উবাই (রা) কাঁদতে আরম্ভ করলেন।

٦١٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنًّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِيْ اَنْ اَقْرَءَ عَلَيْكَ لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قَالَ وَسَمَّانِيْ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبَكَى -

حَدَّثَنِيْهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِيْ ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاُبَيٍّ بِمِثْلِهِ-

৬১২০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-কে বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আদেশ করেছেন, তোমাকে لَمْ

يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا পড়ে শোনাবার জন্য। উবাই (রা) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা কি আমার নাম নিয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আনাস (রা) বলেন, উবাই (রা) তখন কেঁদে ফেললেন।

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব (র) ..... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাসকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উবাইকে অনুরূপ কথা বলেছেন।

٣٧٧- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

৩৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ হযরত সা'দ ইব্ন মু'য়ায (রা)-এর ফযীলত

٦١٢١- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَجَنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ اِهْتَزَّ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمٰنِ-

৬১২১. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সা'দ ইব্ন মু'য়ায (রা)-এর জানাযা সামনে রাখা হয়েছিলো, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তার জন্যে দয়ালু আল্লাহ্র আরশ কেঁপে উঠেছে।

٦١٢٢- حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ الاَوْدِيُّ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ عَنْ اَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ-

৬১২২. আমরুন-নাকিদ (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সা'দ ইব্ন মু'য়াযের মৃত্যুতে দয়ালু আল্লাহ্র আরশ কেঁপে ওঠে।

٦١٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ الْخَفَّافُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَجَنَازَتُهُ مَوْضُوْعَةٌ يَعْنِيْ سَعْدًا اِهْتَزَّ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمٰنِ-

৬১২৩. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ রাযী (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন মু'আযের জানাযা রাখা ছিল, তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তাঁর জন্য দয়ালু আল্লাহ্র আরশ কেঁপে উঠেছে।

٦١٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُوْلُ اُهْدِيَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حُلَّةُ حَرِيْرٍ فَجَعَلَ اَصْحَابُهُ يَلْمِسُوْنَهَا وَيَعْجَبُوْنَ مِنْ لِيْنِهَا فَقَالَ اَتَعْجَبُوْنَ مِنْ لِيْنِ هٰذِهِ لَمَنَادِيْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْهَا وَاَلْيَنُ-

৬১২৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .....বারাআ' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এক জোড়া রেশমী পোশাক হাদিয়া দেওয়া হল। সাহাবারা তখন তা স্পর্শ করে এর কোমলতায় আশ্চর্যবোধ করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা এ কোমলতায় আশ্চর্যান্বিত হচ্ছো? জান্নাতের মধ্যে সা'দ ইব্‌ন মু'আয-এর রুমালগুলো হবে এর চেয়েও উত্তম ও মোলায়েম।

٦١٢٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَنْبَأَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِثَوْبِ حَرِيرٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ هَذَا أَوْ بِمِثْلِهِ-

৬১২৫. আহ্‌মদ ইব্‌ন আব্‌দাহ্ দাব্বী (র).....বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে রেশমী বস্ত্র দেওয়া হলো..... তারপর তিনি পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আবদাহ্..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকেও অনুরূপ হাদীসে বর্ণনা করেছেন।

٦١٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ابْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ بِالإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا كَرِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ

৬১২৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন জাবালা (র)..... শু'বা (র) থেকে এ দুটো সনদেই আবূ দাউদের মতো বর্ণনা করেন।

٦١٢٧- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ جُبَّةٌ مِنْ سُنْدُسٍ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مَنَادِيلَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا-

৬১২৭. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মিহি রেশমের একটি জোব্বা হাদিয়া দেওয়া হলো। অবশ্য নবী ﷺ রেশম পরতে নিষেধ করতেন। লোকেরা এতে আশ্চর্যান্বিত হলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যাঁর কব্‌জায় মুহাম্মদের জীবন, তাঁর কসম! জান্নাতে সা'দ ইব্‌ন মু'আযের রুমালগুলো এর চেয়েও উৎকৃষ্ট।

٦١٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ وَبْنُ عَامِرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةِ الْجَنْدَلِ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُلَّةً فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ-

৬১২৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, দাওমাতুল জান্দালের বাদশাহ্ উকায়দির রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে একজোড়া পোশাক উপহার পাঠালো ..... তারপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করলেন। তবে এতে "তিনি রেশম পরতে নিষেধ করতেন" একটি উল্লেখ করেন নি।

٣٧٨- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَبِيْ دُجَانَةَ سِمَاكُ بْنُ خَرَشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ-

৩৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ হযরত আবূ দুজানাহ্ সিমাক ইব্‌ন খারাশাহ্ (রা)-এর ফযীলত

٦١٢٩- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَخَذَ سَيْفًا يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ مَنْ يَأْخُذُ مِنِّيْ هٰذَا فَبَسَطُوْا أَيْدِيَهُمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يَقُوْلُ أَنَا أَنَا قَالَ فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ قَالَ فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ فَقَالَ سِمَاكُ بْنُ خَرَشَةَ أَبُوْ دُجَانَةَ إِذَا أَخَذْتَهُ بِحَقِّهِ قَالَ فَأَخَذَهُ فَفَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِيْنَ-

৬১২৯. আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... আনাস (রা) থেকে, বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওহুদ যুদ্ধের দিন একটি তরবারি হাতে নিয়ে বললেন, এটা আমার কাছ থেকে কে গ্রহণ করবে? তখন তাঁদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিই হাত বাড়িয়ে বলতে লাগল, আমি, আমি। তিনি বললেন, এর হক আদায় করে কে গ্রহণ করবে? এ কথা শুনেই লোকজন দমে গেল। তখন সিমাক ইব্‌ন খারাশাহ্ আবূ দুজনাহ্ (রা) বললেন, আমি এটির হক আদায় করার অঙ্গীকার গ্রহণ করব। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি এটি নিয়ে নিলেন আর এ দ্বারা মুশরিকদের মাথার খুলি বিদীর্ণ করলেন।